

আত্‌ তারগীব ওয়াত্‌ তারহীব (হাদীস সংকলন)



তৃতীয় খণ্ড

মূল : হাফেজ ইমাম আবু মুহাম্মদ যাকিউদ্দিন আব্দুল আযীম
বিন আব্দুল কাওয়ী আল-মুনযেরী
অনুবাদক : হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব

হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিশ্ব-বিখ্যাত
হাদীস সংকলনের বঙ্গানুবাদ
(পুনরাবৃত্তি ও দুর্বল হাদীস বর্জিত)
(৩য় খণ্ড)

মূল : ইমাম হাফেয আবু মুহাম্মাদ যাকীউদ্দীন আব্দুল আযীম
বিন আব্দুল কাওয়ী আল-মুনযিরী

অনুবাদক

হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক

এম,এ (আরবী)

(মিশরের শহীদ সাইয়েদ কুতুবের বিশ্ব-বিখ্যাত তাফসীর ফী যিলালিল
কুরআনের অন্যতম অনুবাদক, ইমাম যাহাবীর কিতাবুল কাবায়ের
(কবীরা ওনাহ) সহ অর্ধশতাব্দিক গ্রন্থের অনুবাদক, হাদীসের কিসূসার
(১-৪ খণ্ড) লেখক, দৈনিক জনপদের সাবেক সহকারী সম্পাদক, সৌদী
দূতাবাসের সাবেক অনুবাদক ও মরক্কো দূতাবাসের অনুবাদক)

প্রকাশনায়

হাসনা প্রকাশনী

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস. ঢাকা-১০০০

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (৩য় খণ্ড)

প্রকাশক

রুবাইয়া নাদিয়া হুদা

হাসনা প্রকাশনী

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস

ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২০৫৯০

সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ-১৪১০ বাংলা

জুন- ২০০৩ ইংরেজী

প্রচ্ছদ

রফিকুল্লাহ গাজ্জালী

কম্পিউটার কম্পোজ

হাসনা প্রকাশনী

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস

ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২০৫৯০

মূল্য : দুইশত বিশ টাকা মাত্র

At-Targib waat-Tarhib Vol. 3. Translated by Hafiz Maulana Akram Farooque Publied by Rubaiya Nadia Huda of Hasna Prokashani Masjid Mission Campus, Dhaka-1000. 1st Edition June 2003 Price Taka 220.00 only.

প্রকাশকের কথা

বিশ্ব-বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ “আত্-তারগীব ও যাত্-তারহীবের” তৃতীয় খন্ডের বাংলা অনুবাদ পাঠকদের খেদমতে উপস্থাপন করতে পেরে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানি অনুবাদ করেছেন, অতি সম্প্রতি ২২ খণ্ডে সমাপ্ত বিশ্ব-বিশ্রুত তাফসীর শহীদ সাইয়েদ কুতুব প্রণীত “ফী-যিলালিল কুরআন” সহ আর্ধশতাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদক এবং “হাদীসের কিসসা” ও “ইমাম হসাইনের শাহাদাত” প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক হাফেয মওলানা আকরাম ফারুক।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পৃথিবীতে নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎস হচ্ছে ওহি। কারণ ওহি বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহর নির্ভুল ও অকাট্য বাণীর সমষ্টি এবং তাঁরই প্রত্যক্ষ তদারকীতে বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ ফেরেশতারা তা বহন করে নিষ্পাপ নবীর (সা) কাছে পৌঁছে দেয়। মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত বা মানবরচিত কোন বাণী তার সমকক্ষ হতে পারে না। এই ওহি দু’প্রকারের : কুরআন ও হাদীস। রসূল (সা) বলেছেন : “আমি তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো বিপথগামী হবেনা। সে দুটো জিনিস হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ।” বিশেষতঃ তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন : তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো, তারা অনুপস্থিত ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দিও।”

এই বিশ্বাসই তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই হাদীসগ্রন্থখানি প্রকাশে আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে। ‘হাসনা প্রকাশনী’ এই গ্রন্থখানিকে অট্টমুক্ত ও আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কতটুকু সফল হয়েছে, তা সম্মানীয় পাঠকগণেরই বিচার্য। কোন অট্ট-বিচ্ছৃতি পরিলক্ষিত হলে এবং তা আমাদেরকে জানালে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী প্রকাশনায় তা সংশোধন করা হবে। বাংলাদেশ ও বাইরের সকল বাংলাভাষী মানুষের ইসলামী জ্ঞানপিপাসা মেটাতে আমাদের এ প্রকাশনা যদি কিছুমাত্র সফল হয়, তাহলেও আমরা নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করবো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল ও মঞ্জুর করুন এবং একে আমাদের নাজাতেও ওছীলা বানিয়ে দিন। আমীন!

রুবাইয়া নাদিয়া হদা
হাসনা প্রকাশনী।

অনুবাদের কথা

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইমাম হাফেয আবু মুহাম্মাদ যাকীউদ্দীন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাওযী আল মুনযিরীর লিখিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ ‘আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব’-এর তৃতীয় খণ্ড বাংলা অনুবাদ করার সুযোগ ও তাওফীক লাভ করে মহান আল্লাহর হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করছি।

এই হাদীস গ্রন্থটির প্রতি আমার আগ্রহ ও কৌতূহল বলতে গেলে বাল্যকাল থেকেই মনে সঞ্চিত ছিল। বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানাধীন গাড়ফা গ্রামে অবস্থিত আমার পৈতৃক বাসস্থান। পার্শ্ববর্তী গ্রাম উদয়পুরে বহু প্রাচীন একটি কওমী মাদ্রাসা রয়েছে। আমি বাল্যকালে ঐ মাদ্রাসায় হিফযুল কুরআনের ছাত্র থাকাকালে মাদ্রাসার মোহতামেম (প্রিন্সিপাল) মরহুম হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান সাহেব (তাবলীগ জামায়াতের বিশিষ্ট নেতা ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আযীযুল হক সাহেবের শ্বশুর) প্রতিদিন যোহরের জামায়াতের পর মাদ্রাসার সমবেত ছাত্রদেরকে এই তারগীব ও তারহীব থেকে অন্ততঃ একটি করে হাদীস শুনাতে। প্রতিদিনকার এই হাদীসের দারস্ আমাদের মনে বিপুল প্রেরণা ও আলোড়ন সৃষ্টি করতো। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেও মরহুম ‘বাড়ীর ছয়র’ (হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান সাহেবের আঞ্চলিক উপাধি)-এর সেই হাদীসের দারসের কথা এবং তারগীব ও তারহীব কিতাবখানার কথা ভুলতে পারিনি। আল্লাহ তায়ালা মরহুম বাড়ীর ছয়রকে জান্নাতে উচ্চতর মর্যদা দান করুন! আমীন! পরবর্তীকালে আমার মনে এই হাদীস গ্রন্থখানার অনুবাদ করার ইচ্ছা জন্মে। এই ইচ্ছা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রায় ২০ বছর আগে মক্কা শরীফ থেকে গ্রন্থখানা আনিয়েছি, কিন্তু উপযুক্ত প্রকাশকের অভাবে এটি অনুবাদে হাত দেয়া হয়নি। তবে, মাসিক পৃথিবীতে কয়েক বছর যাবত এর কিস্তি কিস্তি অনুবাদ ছাপা হয়েছে। অবশেষে প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারিনী রুবাইয়া নাদিয়া হুদা কিতাবখানার অনুবাদ প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলে আমি তাকে এর অনুবাদ করে দিতে সম্মত হই। আল্লাহ তায়ালা রুবাইয়া নাদিয়া হুদার এই মহান উদ্যোগকে কামিয়াব করুন এবং এ কাজটাকে তাঁদের ও আমার পক্ষ হতে দ্বীনের একটি খিদমত হিসেবে কবুল করে আখিরাতে আমাদের উভয়ের মুক্তির ওছিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

-আকরাম ফারুক, ফায়দাবাদ (উত্তর)
ব্লক-৮১৬, উত্তরা, ঢাকা।

মূল গ্রন্থ ও অনুবাদ সম্পর্কে কিছু কথা

আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব ইমাম হাফেয মুনযিরীর একটি কালজয়ী হাদীস গ্রন্থ। এটি ৬ খণ্ডে সমাপ্ত। সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারক ও দায়ীদের অন্যতম অবলম্বন। এ গ্রন্থে তিনি ২৫টি বড় বড় হাদীস গ্রন্থ থেকে প্রায় ৬ হাজার হাদীস সংকলন করেছেন। উক্ত হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ প্রসিদ্ধতম ৬ খানা সহীহ হাদীসের কিতাব, যাকে 'সিহাহ সিভা' বলা হয়ে থাকে—এছাড়াও মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী শরীফ, বাইহাকী, মুসনাদে আবু ইয়াল্লা, মুসনাদে আল-বায়যার, সহীহ ইবনে হাব্বান, হাকেমে মুসতাদরাক, সহীহ ইবনে খুযায়মা এবং ইবনে আবিদ্ দুনিয়া ও ইসবাহানীর সংকলনসমূহ অন্যতম।

এ কিতাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বিভিন্ন বিষয়ের শিরোনামে হাদীস সংকলিত হয়েছে। আর এ জন্য বহু হাদীসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আমি এইসব পুনরাবৃত্ত হাদীসগুলোর মধ্যে থেকে যাচাই-বাছাই করে যেটি অধিকতর প্রামাণ্য উৎস থেকে নেয়া এবং যেটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত, সেটির অনুবাদ করেছি। এ গ্রন্থের একটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন হাদীস কোন কারণে দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য হলে গ্রন্থকার নিজেই তার উল্লেখ করেছেন। আমি সাধারণতঃ দুর্বল হাদীসগুলো পরিহার করেছি। তবে কিছু কিছু হাদীস এমনও রয়েছে, যা সনদের দিক থেকে দুর্বল বা আপত্তিকর হলেও তার বক্তব্য ও বিষয়বস্তু অন্যান্য সহীহ হাদীস, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে কুরআন দ্বারাও সমর্থিত হাদীস আমি তা গ্রহণ ও অনুবাদ করেছি। সেইসাথে স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও দিয়েছি। আবার কোন কোন জায়গায় গ্রন্থকারের নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও রয়েছে, যা আমি কোথাও ছবছ অনুবাদ এবং কোথাও এর সংক্ষিপ্ত সার তুলে দিয়েছি।

—অনুবাদক

গ্রন্থকার-পরিচিত

এই গ্রন্থের লেখকের পূর্ণ নাম আবু মুহাম্মাদ, আব্দুল আযীম যাকীউদ্দীন বিন আব্দুল কাওয়ী বিন আব্দুল্লাহ বিন সালামা বিন সা'দ আল-মুনযিরী। তিনি ৫৮১ হিজরী ১ শা'বান সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৫৬ হিজরীর ৪ যিলকা'দা মিশরে ইত্তিকাল করেন। আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব ছাড়াও তার “মুখতাছারু সহীহ মুসলিম” (সহীহ মুসলিমের সংক্ষিপ্ত সার), “মুখতাছারু সুনানি আবি দাউদ” নামক আরো দু'খানা হাদীসগ্রন্থ রয়েছে।

সূচীপত্র

সামাজিক সদাচারণ সংক্রান্ত অধ্যায়

- ১। পিতামাতার সাথে ও পিতামাতার মৃত্যুর পর
তাদের বন্ধুদের-সাথে সদাচারের উপদেশ ॥ ১
- ২। মা-বাবার অবাধ্যতার পরিণাম ॥ ১১
- ৩। এক পক্ষ রক্তের বন্ধন ছিন্ন করলেও অপর পক্ষকে
তা বহাল রাখার উপদেশ এবং ছিন্ন করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১৬
- ৪। ইয়াতিম, দরিদ্র ও বিধবার সেবায় উৎসাহ প্রদান ॥ ২১
- ৫। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে হুঁশিয়ারী
এবং তার হক আদায়ের তাকিদ ॥ ২৭
- ৬। মুসলমানদের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ
যাতায়াত ও সাক্ষাতে উৎসাহ প্রদান ॥ ৩৫
- ৭। অতিথির আপ্যায়ন ও সমাদরে উৎসাহ প্রদান ॥ ৩৭
- ৮। ঘরে যা আছে তা মেহমানের সামনে
হাজির করায় সংকোচবোধ অনুচিত ॥ ৩৯
- ৯। চাম্বাবাদ ও ফলদায়ক গাছ লাগানোর ফযীলত ॥ ৪০
- ১০। কৃপণতা ও লোভ সম্পর্কে হুঁশিয়ারী এবং দানশীলতায় উৎসাহ প্রদান ॥ ৪২
- ১১। কাউকে কিছু দান করার পর তা ফেরৎ নেয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ৫০
- ১২। মানুষের উপকার করা, অভাব মোচন করা ও
তাদের মুখে হাসি ফুঁটানোর ফযীলত ॥ ৫২

আদব তথা শালীনতা, ভদ্রতা শিষ্টাচার ও সুসভ্য আচরণ সংক্রান্ত অধ্যায়

- ১৩। লজ্জাশীলতা ও শালীনতা অবলম্বনে উৎসাহ প্রদান ॥ ৫৯
- ১৪। সৎচরিত্রের মাহাত্ম্য ও অসৎচরিত্রের পরিণাম ॥ ৬৩
- ১৫। নম্রতা, কোমলতা, স্থিরতা ও সহনশীলতা অবলম্বনে উৎসাহ প্রদান ॥ ৭৫
- ১৬। ভালো কথা বলা ও হাসিমুখ থাকার জন্য উৎসাহ প্রদান ॥ ৮২
- ১৭। সালাম দেওয়ার ফযীলত ॥ ৮৪

- ১৮। মোসাফাহা করা, ইশারায় সালাম করা ও
কাফিরদেরকে সালাম করা প্রসঙ্গ ॥ ৯১
- ১৯। বিনা অনুমতিতে কারো বাড়ীর ভেতরে তাকানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ৯৬
- ২০। যারা পছন্দ করে না কেউ তাদের কথা শুনুক,
তাদের কথা শুনতে চেষ্টা করা অন্যায় ॥ ৯৮
- ২১। যখন সমাজের লোকদের সাথে মেলামেশা করা
বিপজ্জনক হবে তখন নির্জন জীবন-যাপনের উৎসাহ প্রদান ॥ ৯৮
- ২২। ক্রোধ থেকে হুঁশিয়ারী ॥ ১০২
- ২৩। পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও কথা বন্ধ করা ও
পরস্পরকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১০৩
- ২৪। কোন মুসলমানকে 'কাফির' আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১০৮
- ২৫। গালি ও অভিশাপ দেয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১০৯
- ২৬। সময় বা কালকে গালি দেওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১১২
- ২৭। কোন মুসলমানকে ভয় দেখানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১১৩
- ২৮। মানুষের পারস্পারিক বিরোধ মীমাংসায় উৎসাহ প্রদান ॥ ১১৪
- ২৯। কেউ নিজের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইলে ক্ষমা না করা ভীষণ গুনাহ ॥ ১১৬
- ৩০। চোগলখুরির ভয়াবহ পরিণাম ॥ ১১৭
- ৩১। গীবতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১১৯
- ৩২। ভালো কথা বলা নচেৎ নীরব থাকার উপদেশ
এবং বেশী কথা বলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১২২
- ৩৩। হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী ॥ ১২৫
- ৩৪। বিনয় অবলম্বনে উৎসাহ প্রদান এবং অহংকার,
দম্ব ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১৩৩
- ৩৫। কোন পাপাচারী বা বেদায়াতীকে সম্মানসূচক
সম্বোধন করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১৩৭
- ৩৬। সত্য কথা বলার ও মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার তাগিদ ॥ ১৩৮
- ৩৭। দ্বিমুখী আচরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১৫৪
- ৩৮। আল্লাহ ছাড়া আর কোন নামে শপথ করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১৫৬
- ৩৯। মুসলমানকে তাচ্ছিল্য করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১৫৭
- ৪০। রাস্তার উপর থেকে আবর্জনা সরানোর ফযীলত ॥ ১৬০
- ৪১। টিকটিকি সাপ ও অন্যান্য কষ্টদায়ক সরিসৃপ হত্যার ফযীলত ॥ ১৬১

- ৪২। ওয়াদা পালন ও আমানত রক্ষার গুরুত্ব এবং ওয়াদা
খেলাপি ও আমানতের খেয়ানতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১৬৫
- ৪৩। আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসায় উৎসাহ প্রদান
এবং অসৎলোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের সতর্কবাণী ॥ ১৬৭
- ৪৪। যাদু ও জ্যোতি বিদ্যার চর্চার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১৭৩
- ৪৫। প্রাণীর ছবি আঁকা বা তোলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১৭৭
- ৪৬। তাস খেলার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী ॥ ১৮১
- ৪৭। সৎলোকের সঙ্গ গ্রহণ, অসৎলোকের সঙ্গ বর্জন ও
বৈঠকাদির আদব ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত উপদেশ ॥ ১৮২
- ৪৮। বিপজ্জনক ছাদে ঘুমানো বা উত্তাল সমুদ্রে সফর করা অনুচিত ॥ ১৮৪
- ৪৯। বিনা ওয়রে উবুড় হয়ে শোয়া নিষেধ ॥ ১৮৬
- ৫০। শরীরের একাংশ ছায়ায় ও একাংশ রোদে রেখে
বসা অনুচিত এবং কেবলা মুখী হয়ে বসা উত্তম ॥ ১৮৬
- ৫১। সিরিয়ায় বসবাস করার ফযীলত ॥ ১৮৭
- ৫২। কোন কিছুকে কু-লক্ষণ মনে করার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী ॥ ১৮৯
- ৫৩। শিকারী বা গৃহপালিত পশু সম্পদ হিসাবে
ব্যতীত কুকুর পালনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১৯০
- ৫৪। কোন ব্যক্তির একাকী বা দু'জনে সফর করা অনুচিত ॥ ১৯২
- ৫৫। মুহাররম আত্মীয় ছাড়া একাকী সফর করা মহিলাদের জন্য অবৈধ ॥ ১৯৩
- ৫৬। বাহন জন্তু পিঠে আরোহণকারীকে আল্লাহর যিকির করার উপদেশ ॥ ১৯৪
- ৫৭। সফরে অথবা অন্য কোথাও কুকুর ও ঘণ্টা নিয়ে চলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ১৯৭
- ৫৮। রাতের বেলা সফরে উৎসাহ প্রদান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপদেশ ॥ ১৯৮
- ৫৯। বাহন জন্তুর পদখলন ঘটলে আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত ॥ ২০০
- ৬০। যাত্রাবিরতি কারা যা পড়া উচিত ॥ ২০১
- ৬১। এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের জন্য
অসাক্ষাতে দোয়া করার উপদেশ ॥ ২০১
- ৬২। প্রবাসকালীন মৃত্যুর ফযীলত ॥ ২০২

তওবা ও যুহদ সংক্রান্ত অধ্যায়

- ৬৩। তওবার প্রতি উৎসাহ প্রদান ॥ ২০৩
- ৬৪। আল্লাহর এবাদাতের পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ ও
দুনিয়ার মোহ ত্যাগের উপদেশ ॥ ২২২
- ৬৫। অরাজকতা ও গোলযোগপূর্ণ সময়ে সৎকাজে উৎসাহ প্রদান ॥ ২২৪
- ৬৬। অল্প হলেও নিয়মিতভাবে সৎকাজ চালু রাখা উচিত ॥ ২২৬
- ৬৭। দরিদ্র ও দুস্থ মানুষকে ভালোবাসার ফযীলত ॥ ২২৭
- ৬৮। 'যুহদ' তথা দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হওয়া ও
অল্প সম্পদে তুষ্ট হওয়ার ফযীলত ॥ ২৩৯
- ৬৯। আল্লাহর ভয়ে কাঁনাকাটি করার ফযীলত ॥ ২৬২
- ৭০। মৃত্যুকে স্মরণ করা ও দুনিয়ার সুখের আশা কমানোর
উপদেশ এবং মৃত্যুকে কামনা করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ২৬৮
- ৭১। আল্লাহকে ভয় করার ফযীলত ॥ ২৭৯
- ৭২। আল্লাহর প্রতি আশাবিত থাকা ও সুধারণা পোষণ ॥ ২৮৬
- ৭৩। শান্তি, নিরাপত্তা, সুস্থতা ও ক্ষমা প্রার্থনা ॥ ২৯০
- ৭৪। ধৈর্য সংক্রান্ত উপদেশ মালা ॥ ২৯২
- ৭৫। শরীরের কোথাও ব্যথ্যা অনুভব করলে যে দোয়া পড়তে হয় ॥ ৩০১
- ৭৬। তাবীজ ব্যবহার করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ৩০৪
- ৭৭। শিংগা লাগানো প্রসঙ্গে ॥ ৩০৫
- ৭৮। রোগীকে দেখতে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান ॥ ৩০৬
- ৭৯। রোগীর জন্য দোয়া করতে যেসব বাক্য শিখানো হয়েছে ॥ ৩০৮
- ৮০। ন্যায় সংগতভাবে ওসিয়ত করতে উৎসাহ প্রদান ॥ ৩১০
- ৮১। মৃত্যুকে অছন্দ করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ৩১২
- ৮২। কোন আপনজ মারা গেলে কি পড়া উচিত ॥ ৩১৩
- ৮৩। মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ফযীলত ॥ ৩১৪
- ৮৪। জানানার নামায়ে অধিক সংখ্যক মুসল্লীর সমাবেশের ফযীলত ॥ ৩১৫
- ৮৫। জানাযা ও কাপন দাফনের দ্রুততার অবলম্বনের উপদেশ ॥ ৩১৬
- ৮৬। মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা ও প্রশংসা করার উপদেশ ॥ ৩১৭
- ৮৭। মৃত ব্যক্তির ওপ শোক প্রকাশে বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ৩১৯

- ৮৮। স্বামী ছাড়া আর কারো জন্য তিন দিনের বেশী শোক করা বৈধ নয় ॥ ৩২১
- ৮৯। এতিমের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ৩২২
- ৯০। পুরুষদেরকে কবর যিয়ারতের উদ্বুদ্ধকরণ ও নারীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা ॥ ৩২৩
- ৯১। অত্যাচারী ও খোদাদ্রোহীদের কবরের পাশ দিয়ে
চলাচলের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী এবং কবরের আযাব ॥ ৩২৪
- ৯২। কবরের ওপর বসার বসার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ॥ ৩৪৪

পুনরুত্থান ও কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা সংক্রান্ত অধ্যায়

- ৯৩। শিংগায় ফুঁক ও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিবরণ ॥ ৩৪৫
- ৯৪। কিয়ামতের ময়দান ও সেখানকার সমাবেশ ॥ ৩৪৭
- ৯৫। হিসাব-নিকাশ প্রসঙ্গে ॥ ৩৫১
- ৯৬। হাউজ, দাঁড়িপাল্লা ও পুলসিরাতের বিবরণ ॥ ৩৫৭
- ৯৭। শাফায়াত ও অন্যান্য বিষয় ॥ ৩৬০

বেহেশত ও দোযখের বিবরণ সংক্রান্ত অধ্যায়

- ৯৮। দোযখ থেকে নিষ্কৃতি ও বেহেশত প্রাপ্তির প্রার্থনা করার উপদেশ ॥ ৩৬৮
- ৯৯। দোযখ থেকে হুঁশিয়ারী ॥ ৩৬৯
- ১০০। জান্নাতের বিবরণ ও উৎসাহ প্রদান ॥ ৩৭১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب البر والصلة، وغيرهما

সামাজিক সদাচার সংক্রান্ত অধ্যায়

الترغيب في بر الوالدين وصلتهما، وتأکید طاعتهما،

والإحسان إليهما، وبرأصدقائهما من بعدهما

পিতামাতার সাথে ও পিতামাতার মৃত্যুর পর

তাদের বন্ধুদের সাথে সদাচারের উপদেশ

١٢٥١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى
اللَّهِ؟ قَالَ : « الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَقِيَّتُهَا » قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ :
« بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ » رواه البخارى، ومسلم.

১২৫১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস
করলাম : আল্লাহর কাছে কোন্ কাজ সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন : যথা সময়ে
নামায পড়া। আমি বললাম : তারপর কোন্টা? তিনি বললেন : পিতামাতার প্রতি
সদ্যবহার। আমি বললাম : তারপর কোন্টা? তিনি বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ।
(বুখারী ও মুসলিম)

١٢٥٢- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ : « أَحْيِ وَالِدَاكَ؟ » قَالَ : نَعَمْ، قَالَ :
« فِيهِمَا فَجَاهِدْ » رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود،
والترمذى، والنسائى.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبَايُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، قَالَ : « فَهَلْ مِنْ وَالِدِكَ أَحَدٌ حَيٌّ ؟ » قَالَ : نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا حَيٌّ، قَالَ : « فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ ؟ » قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : « فَارْجِعِي إِلَى وَالِدِكَ، فَأَحْسِنِ صَحْبَتَهُمَا ».

১২৫২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন : এক বেদুঈন রাসূল (সা)-এর কাছে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন : তোমার পিতামাতা কি জীবিত? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাহলে ঐ দু'জনকে নিয়েই জিহাদ কর।” অর্থাৎ পিতামাতার সেবা করাই তোমার জিহাদ। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসারী)

মুসলিম শরীফের আরেক বর্ণনায় হাদীসটা এ রকম : “এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো : আমি আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদের অংগীকার দিতে চাই এবং এ দ্বারা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করতে চাই। রাসূল (সা) বললেন : তোমার পিতামাতা কেউ কি বেঁচে আছে? সে বললো : বরং দু'জনই বেঁচে আছেন। রাসূল (সা) বললেন : তুমি কি আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভের আশা কর? সে বললো জি। রাসূল (সা) বললেন : “তাহলে তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও। এবং তাদের সাথে সদ্‌ব্যবহার সহকারে জীবন যাপন কর।”

١٢٥٣- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : جِئْتُ أَبَايُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبَوَى يَبْكِيَانِ، فَقَالَ : « ارْجِعِي إِلَيْهِمَا، فَأُضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

১২৫৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন : এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো : আমি হিজরতের অংগীকার করার জন্য আপনার কাছে এসেছি এবং পিতামাতাকে কাঁদতে দেখে এসেছি। রাসূল (সা) বললেন : “তুমি তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেমন কাঁদিয়ে এসেছ, তেমনি তাদের মুখে হাসি ফুটাও।” (আবু দাউদ)

১২৫৪- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ
 الْيَمَنِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :
 « هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ ؟ » قَالَ : أَبُو آيٍ، قَالَ : « أَذْنَالِكَ ؟ » قَالَ :
 لَا، قَالَ : « فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنَّ أَذْنَا لَكَ فَجَاهِدْ،
 وَإِلَّا فَبِرَّهِمَا » رواه أبو داود.

১২৫৪। হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে হিজরত করে রাসূল (সা)-এর কাছে এলো। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন : ইয়ামানে কি তোমার কোন আপনজন আছে? সে বললো : আমার পিতামাতা আছেন। রাসূল (সা) বললেন : “তারা কি তোমাকে এখানে আসার অনুমতি দিয়েছেন? সে বললো : না। রাসূল (সা) বললেন : তাহলে তাদের কাছে ফিরে যাও এবং অনুমতি চাও। তারা অনুমতি দিলে জিহাদে এসো। নচেৎ তাদের সাথে সদাচরণ করতে থাক।

১২৫৫- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنِّي أَشْتَهُ الْجِهَادَ وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ : « هَلْ بَقِيَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ » قَالَ : أُمِّي، قَالَ : « قَابِلِ اللَّهَ فِي بَرِّهَا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ وَمَجَاهِدٌ » رواه أبو يعلى، واطبرانى فى الصغير والأوسط، وإسندهما جيد، ميمون بن نجیح وثقه ابن حبان، وبقية رواته ثقات مشهورون.

১২৫৫। হযরত আনাস (রা) বলেন : এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো : “আমি জিহাদে যেতে চাই কিন্তু আমার সে সামর্থ্য নেই”। রাসূল (সা) বললেন : তোমার মা-বাবা কেউ কি বেঁচে আছে? সে বললো : আমার মা আছেন।” রাসূল (সা) বললেন : তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচরণের মধ্যে দিয়ে আক্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কর। এটা করলেই তুমি হাজী, ওমরাকারী ও জিহাদকারীরূপে গণ্য হয়ে যাবে। (ভাবরানী, আবু ইয়াল্লা)

১২৫৬- وَرَوَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَعَاوِيَةَ السَّلْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ : أَتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتَ : يَا رَسُولَ
 اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ : « أُمَّكَ حَيَّةٌ ؟ »
 قُلْتَ : نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الزَّمِ رَجُلَهَا
 فَنَّمَّ الْجَنَّةَ » رواه الطبرانی.

১২৫৬। হযরত তালহা বিন মুয়াবিয়া সালামী (রা) বলেন : আমি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললাম : হে রাসূল, আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চাই। তিনি বললেন : তোমার মা কি জীবিত? আমি বললাম : জ্বী। রাসূল (সা) বললেন : তার পায়ের কাছে সব সময় বসে থাকো। কেননা ওখানেই জান্নাত রয়েছে। (তাবরানী)

১২৫৭- وَعَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرِدْتُ أَنْ أُغْزُو،
 وَقَدْ جِئْتُ أُسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ : « هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟ » قَالَ : نَعَمْ،
 قَالَ « فَالْزِمِهَا؛ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رَجُلِهَا » رواه ابن ماجه،
 والنسائي، وواللفظ له، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَلَفْظُهُ قَالَ : أَتَيْتَ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْتَشِيرُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَكِ وَالِدَانِ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : الزَّمِيهِمَا،
 فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا ».

১২৫৭। হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহিমা (রা) বলেন : জাহিমা রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো : হে রাসূল, আমি যুদ্ধে যেতে চাই। আপনার কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে এসেছি। তিনি বললেন : তোমার কোন মা আছে? সে বললো : জ্বী। তিনি বললেন : তাহলে সর্বক্ষণ তার কাছে থাকো। কেননা তার পায়ের কাছেই জান্নাত রয়েছে। (ইবনে মাজা ও হাকেম)

তাবরানীর বর্ণনায় বলা হয়েছে : “তোমার কি পিতামাতা আছে? আমি বললাম : আছে? তিনি বললেন : তাহলে তাদের সেবায় নিয়োজিত হও। কেননা তাদের পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে।

ব্যাখ্যা : প্রথমোক্ত বর্ণনায় “তোমার কোন মা আছে?” (হাল লাকা মিন উম্মিন) কথাটা দ্বারা বুঝা যায়, আপন মা ও সৎ মা উভয়ই এর আওতাভুক্ত।

১২০৮- وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ تَحْتِي
 امْرَأَتٌ أَحْبَبْتُهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي : طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ،
 فَاتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ
 لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « طَلِّقْهَا » رواه أبو
 داود، والترمذی، والنسائی، وابن ماجه، وابن حبان في
 صحيحه، وقال الترمذی : حديث حسن صحيح.

১২৫৮। হযরত ইবনে উমার (রা) বলেন : আমার একজন স্ত্রী ছিল, যাকে আমি ভালো বাসতাম, কিন্তু আমার বাবা হযরত উমার (রা) তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি আমাকে বললেন : ওকে তালাক দাও। কিন্তু আমি তালাক দিতে অস্বীকার করলাম। এর পর ওমর (রা) রাসূল (সা)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। রাসূল (সা) আমাকে বললেন : তোমার ঐ স্ত্রীকে তালাক দাও। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বান)

দ্রষ্টব্য : উল্লেখ্য যে, পিতার নির্দেশে তালাক দেয়ার এ ঘটনা একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। এ পিতা ছিলেন স্বয়ং খলিফা হযরত ওমর (রা) পুত্রবধূকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেয়ার পেছনে যথেষ্ট শরীয়ত সন্মত কারণ না থাকলে তিনি তা দিতেন না। তাই এ হাদীসের বরাত দিয়ে পুত্রবধূকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেয়ার অধিকার যে কোন ব্যক্তি পেতে পারেন না। যিনি এরূপ নির্দেশ দিতে চান, তাকে শরীয়তের সকল বিধান সম্পর্কে পারদর্শী হতে হবে এবং কাজটা যাতে যুলুমের পর্যায়ে না পড়ে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

১২০৯- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
 اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمُدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ

وَيَزَادُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبْرِرْ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَجْمَهُ» رواه أحمد،
ورواته محتج بهم فى الصحيح، وهو فى الصحيح
باختصار ذكر البر.

১২৫৯। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন :
যে ব্যক্তি চায়- তার আয় ও জীবিকা বৃদ্ধি হটুক সে যেন পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার
করে এবং রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। (আহমাদ)

দ্রষ্টব্য : রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক মোটামুটিভাবে বজায় রাখাই
শরীয়তের দাবী এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যতটুকু
মেলামেশা ও লেনদেন করা প্রয়োজন সেটুকু করাই যথেষ্ট। এই সম্পর্ককে অধিকতর
ঘনিষ্ঠ করতে হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকুই করা যাবে। আত্মীয়
যদি শরীয়তের বিধান পালনকারী না হয়, তাহলে তার সাথে ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলা
ব্যক্তিগতভাবে ও পারিবারিকভাবে জরুরী।

١٢٦- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لِيُحْرَمَ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ
يُصِيبُهُ، وَلَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعَمْرِ إِلَّا الْبِرُّ »
رواه ابن ماجه، وابن حبان فى صحيحه، واللفظ له، والحاكم
بتقديم وتأخير، وقال : صحيح الإسناد.

১২৬০। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মানুষ গুনাহে
লিপ্ত হওয়ার দরুণ জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। দোয়া ছাড়া আর কোন জিনিস
ভাগ্য বদলাতে পারে না। আর সেবা ও পরোপকার ছাড়া আর কোন জিনিস দ্বারা আয়
বাড়ে না। (ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١٢٦١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « عَفَّوْا عَنِ نِسَاءِ النَّاسِ تَعَفَّ نِسَاؤُكُمْ،
وَبِرُّوْا آبَاءَكُمْ تَبِرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَمَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ مُتَنَصِّلاً

فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ، مُحِقًّا كَانَ أَوْ مَبْطَلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَى
الْحَوْضِ» رواه الحاكم من رواية سويد عن أبي رافع عنه
وقال : صحيح الإسناد.

১২৬১। হযরত আবু ছরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : পর স্ত্রীদের সতিত্ব নষ্ট করো না, তাহলে তোমাদের স্ত্রীদেরও সতিত্ব নষ্ট হবে না। তোমাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাহলে তোমাদের ছেলে মেয়েরাও তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কেউ যদি কারো কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে দুঃখ প্রকাশকারী হয়ে বা নিজের কোন আচরণের ব্যাখ্যা দিতে আসে। তবে তা গ্রহণ করা উচিত, চাই তা সত্য হউক বা অসত্য হউক। যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে না সে আমার হাউজে কাউসারের পানি পান করার সুযোগ পাবে না। (হাকেম)

দ্রষ্টব্য : এ উপদেশ সেই সব গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যা শাস্তি যোগ্য। অন্যথায় সমাজে অপরাধ দমন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

۱۲۶۲- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ » قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ » رواه مسلم.

« رَغِمَ أَنْفُهُ » : أى لصق بالرغام، وهو التراب.

১২৬২। হযরত আবু ছরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন : ঐ ব্যক্তির সর্বনাশ হয়েছে, ঐ ব্যক্তির সর্বনাশ হয়েছে, ঐ ব্যক্তির সর্বনাশ হয়েছে। বলা হলো : কোন ব্যক্তির? তিনি বললেন যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে বা তাদের একজনকে বুড়ো অবস্থায় পেয়েছে, তথাপি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ বুড়ো পিতামাতাকে সেবা করে নিজের জন্য জান্নাত নিশ্চিত করতে পারতো, কিন্তু তা করেনি।

۱۲۶۳- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ

أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟
 قَالَ: «أُمَّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:
 «أَبُوكَ» رواه البخارى، ومسلم.

১২৬৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো : “হে রাসূল্লাহ। কোন্ ব্যক্তি আমার সদ্যবহারের সবচেয়ে বেশী অধিকারী? রাসূল (সা) বললেন : তোমার মা। লোকটা বললো : তার পর কে? রাসূল (সা) বললেন : তোমার মা। সে বললো : তারপর কে? রাসূল (সা) বললেন : তোমার মা। সে বললো : তারপর কে? রাসূল (সা) বললেন : তোমার বাবা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٦٤- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ:
 قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 قُلْتُ: قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي، وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ:
 «نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ» رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود.

১২৬৪। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন : রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় একবার আমার মা আমার কাছে এলেন। তিনি তখনও মুশরিক। আমি রাসূল (সা) এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম : আমার মা আমার কাছে এসেছেন এবং আমার কাছ থেকে কিছু উপহার পাওয়ার আশা করেন। আমি কি তাকে আদর-যত্ন করবো? রাসূল (সা) বললেন : হ্যাঁ, তোমার মাকে আদর-যত্ন কর। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

١٢٦٥- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا
 الْوَالِدِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ» رواه الترمذى، ورجح
 وقفه، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم.

১২৬৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : পিতার সন্তুষ্টিতে আব্দাহর সন্তুষ্টি। পিতার অসন্তুষ্টিতে আব্দাহর অসন্তুষ্টি।” (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

১২৬৬- وَعَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ : إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : « هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ؟ » قَالَ : لَا، قَالَ : « فَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ » قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَبِرَّهَا » رواه الترمذی، واللفظ له، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم .

১২৬৬। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো : আমি একটা মারাত্মক গুনাহর কাজ করে ফেলেছি। আমার কি তওবা করার অবকাশ আছে? রাসূল (সা) বললেন : তোমার কি মা আছে? সে বললো : না। রাসূল (সা) বললেন : তোমার কি কোন খালা আছে? সে বললো : হ্যাঁ। রাসূল (সা) বললেন : তাহলে তার সাথে সদ্যবহার কর। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

১২৬৭- وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلْمَةَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبِي شَيْءٍ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ : « نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوَصَّلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا » رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان فى صحيحه .

১২৬৭। হযরত আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা রাসূল

(সা)-এর কাছে বসেছিলাম। এমতাবস্থায় বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এলো। সে বললো : হে রসূলুল্লাহ। আমার মা বাবার মৃত্যুর পর কি তাদের সেবা করার কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকে? রাসূল (সা) বললেন : হ্যাঁ। মা-বাবার জন্য দোয়া করা, তাদের মাগফিরাত (গুনাহ মাফ) চাওয়া তাদের কৃত ওয়াদা পালন করা, যে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে তারা সুসম্পর্ক রক্ষা করতেন, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান)

১২৬৮- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ ابْنُ دِينَارٍ : فَقَلْنَا لَهُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ، إِنَّهُمْ الْأَعْرَابُ، وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : إِنْ أَبَا هَذَا كَانَ وَدًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَنْنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنْ أBRَ الْبِرِّ صَلَّةُ الْوَالِدِ أَهْلٌ وَدِدَّ أَبِيهِ » رواه مسلم.

১২৬৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার (রা) বলেন : মক্কার পথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তাকে সালাম করলেন, তাকে তার গাধায় চড়ালেন এবং নিজের মাথায় পাগড়ি খুলে তাকে পরালেন। আমি তাকে বললাম : ওরাতো বেদুঈন, ওরা অল্পে তুষ্ট হয়। আব্দুল্লাহ বললেন : “এই ব্যক্তির বাবা আমার আব্বা উমার ইবনুল খাত্তাবের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। আমি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছি : বাবার প্রিয়জনদেরকে সম্মান ও সদ্যবহার করাই সবচেয়ে উত্তম সদ্যবহার।” (মুসলিম)

১২৬৯- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَاتَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ : أَتَدْرِي لِمَ أَتَيْتَكَ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ أَحَبَّ

أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ» وَإِنَّهُ كَانَ
بَيْنَ أَبِي عَمَرَ وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءً وَوَدًّا، فَأَحْبَبْتَ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ
رواه ابن حبان في صحيحه.

১২৬৯। হযরত আবু বুরদা (রা) বলেন : আমি মদিনায় গেলে হযরত উমারের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমার কাছে এলো এবং বললো : আমি আপনার কাছে কেন এসেছি, তা কি জানেন? আমি বললাম : না। সে বললো : আমি রাসূল (সা)কে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি তার বাবার কবরে চলে যাওয়ার পরও তার সেবা করতে চায়, সে যেন বাবার মৃত্যুর পর তার ভাই ও প্রিয়জনদের সাথে সদ্ব্যবহার করে।

الترهيب من عقوق الوالدين

মা-বাবার অবাধ্যতার পরিণাম

١٢٧٠- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «ثَلَاثَةٌ حَرَّمَ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ : مَدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ، وَالذَّيْوُثُ
الَّذِي يَقْرَأُ الْخَبْثَ فِي أَهْلِهِ» رواه احمد، واللفظ له، والنسائي،
والبخاري، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১২৭০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন : মদখোর, মা-বাবার অবাধ্য এবং পরিবারে অশ্লীলতা ও অসততার প্রশয়দানকারী দাইয়ুস। (আহমাদ, নাসায়ী, বাযযার ও হাকেম)

١٢٧١- وَرَوَى عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ : الشِّرْكَ بِاللَّهِ،
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ» رواه الطبراني في الكبير.

১২৭১। হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তিনটি গুনাহ এমন যে, তা চালিয়ে যাওয়া অবস্থায় কোন সৎকাজই লাভজনক হয় না। আল্লাহর সাথে শরীক করা, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো। (তাবরানী)

১২৭২- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ
الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ
وَالِدَيْهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ يَسْتَبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسْتَبُّ أَبَاهُ، وَيَسْتَبُّ أُمَّهُ
فَيَسْتَبُّ أُمَّهُ » رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى.

১২৭২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম'র ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মা-বাবাকে তিরস্কার করা কবীরা গুনাহ। লোকেরা বললো : হে রাসূলুল্লাহ, কেউ কি মা-বাবাকে তিরস্কার করে। রাসূল (সা) বললেন হ্যাঁ। যে অন্যের মা-বাবাকে তিরস্কার করে। ফলে সেই ব্যক্তি তিরস্কারকারীর মা-বাবাকে তিরস্কার করে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

১২৭৩- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا عَقُوقَ الْوَالِدَيْنِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْجَلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي
الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ » رواه الحاكم، والأصبهاني،

১২৭৩। হযরত আবু বকরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা গুনাহর শাস্তি যতদিন ইচ্ছা করেন ততদিন এমনকি কিয়ামত পর্যন্তও বিলম্বিত করেন। কিন্তু মা-বাবার অবাধ্যতার শাস্তি মৃত্যুর আগে পার্থিব জীবনেই দিয়ে দেন। (হাকেম, ইসবাহানী)

১২৭৪- وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ آتٌ فَفَقَالَ :

شَابٌ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَقِيلَ لَهُ : قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلَمْ يَتَّطِعْ،
 فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ : نَعَمْ، فَنَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَهَضْنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى الشَّابِّ، فَقَالَ لَهُ : « قُلْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » فَقَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ : « لِمَ؟ » قَالَو! كَانَ يَعْقِدُ
 وَالِدَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحْيَاةٌ وَالِدَتَهُ؟ »
 قَالُوا : نَعَمْ، قَالَ : « ادْعُوهَا » فَدَعَاَهَا، فَجَاءَتْ، فَقَالَ : « هَذَا
 ابْنُكَ؟ » فَقَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ لَهَا : « أَرَأَيْتِ لَوْ أُجِجَتْ نَارٌ
 ضَخْمَةٌ، فَقِيلَ لِكَ : إِنْ شَفَعْتَ لَهُ خَلِينَا عَنْهُ، وَإِلَّا حَرَّقْنَاهُ
 بِهَذِهِ النَّارِ، أَكُنْتَ تَشْفَعِينَ لَهُ؟ » قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا
 أَشْفَعَ لَهُ، قَالَ : « فَأَشْهَدِي اللَّهَ وَأَشْهَدِينِي أَنْكَ قَدْ رَضِيتِ
 عَنْهُ » قَالَتْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ، وَأَشْهَدُ رَسُولَكَ قَدْ رَضِيتِ
 عَنْ ابْنِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « يَا غلام، قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » فَقَالَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ » رواه

الطبراني، وأحمد مختصراً.

১২৭৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) বলেন : আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে বসেছিলাম। সহসা এক ব্যক্তি এসে বললো : জনৈক যুবক মৃত্যুর কাছাকাছি এসেছে। তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে বললে সে পড়তে পারেনি। রাসূল (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : যুবক কি নামায পড়তো? লোকটা বললো : হ্যাঁ। রাসূল (সা) তৎক্ষণাত ঐ ব্যক্তির কাছে রওয়ানা হলেন। আমরাও রওয়ানা হলাম। তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত যুবকের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাকে বললেন : বল,

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কিন্তু সে বললো আমি পারছি না। রাসূল (সা) বললেন : কেন? লোকেরা বললো : কারণ সে তার মায়ের অবাধ্য ছিল। রাসূল (সা) বললেন : তার মা কি বেচেন আছে? লোকেরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাকে ডেকে আন। লোকেরা তাকে ডেকে আনলো। রাসূল (সা) তাকে বললেন : এই যুবক কি আপনার ছেলে? মহিলা বললো জ্বী। রাসূল (সা) তাকে বললেন : আচ্ছা, মনে করুন, এই মুহূর্তে এখানে বিরাট অগ্নিকণ্ড তৈরী করা হলো এবং আপনাকে বলা হলো : আপনি আপনার ছেলের পক্ষে সুপারিশ করলে তাকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে, নচেৎ তাকে এই আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হবে। আপনি কি তার পক্ষে সুপারিশ করবেন? মহিলা বললো : হে রাসূলুল্লাহ, তাহলে আমি সুপারিশ করবো। রাসূল (সা) বললেন : তাহলে আল্লাহকে ও আমাকে সাক্ষী করে বলুন, আপনি ওকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ও তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। মহিলা বললো : হে আল্লাহ, আমি তোমাকে ও তোমার রাসূলকে সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার ছেলের ওপর সন্তুষ্ট। এরপর রাসূল (সা) মৃত্যু শয্যায় শায়িত যুবককে বললেন, হে যুবক, পড় : “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহাদাহু লা শরীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্লা মুহাম্মাদান আবুদুহু ওয়া রাসূলুহু।” যুবক পড়লো। রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা তিনি আমার দ্বারা এই যুবককে দোযখ থেকে রক্ষা করলেন। (তাবরানী ও আহমাদ)

۱۲۷۵- وَعَنِ الْعَوَامِّ بْنِ حَوْشَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « نَزَلَتْ مَرَّةً حَيًّا، وَإِلَى جَانِبِ ذَلِكَ الْحَيِّ مَقْبَرَةٌ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ انْشَقَّ مِنْهَا قَبْرٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ رَأْسُهُ رَأْسُ الْحِمَارِ، وَجَسَدُهُ جَسَدُ إِنْسَانٍ، فَنَهَقَ ثَلَاثَ نَهَقَاتٍ، ثُمَّ انْطَبَقَ عَلَيْهِ الْقَبْرُ، فَإِذَا عَجُوزٌ تَغْزَلُ شَعْرًا أَوْصُوفًا، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : تَرَى تِلْكَ الْعَجُوزُ؟ قُلْتَ : مَا لَهَا؟ قَالَتْ : تِلْكَ أُمُّ هَذَا، قُلْتَ : وَمَا كَانَ قِصَّتُهُ؟ قَالَتْ : كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ؛ فَإِذَا رَاحَ تَقُولُ لَهُ أُمُّهُ : يَا بَنِيَّ اتَّقِ اللَّهَ، إِلَى مَتَى تَشْرَبُ هَذِهِ الْخَمْرَ؟ فَيَقُولُ لَهَا : إِنَّمَا أَنْتِ تَنْهَقِينَ كَمَا يَنْهَقُ الْحِمَارُ. قَالَتْ فَمَاتَ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَتْ

فَهُوَ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرَ بَعْدَ الْعَصْرِ كُلِّ يَوْمٍ، فَيَنْهَقُ ثَلَاثَ نَهَقَاتٍ، ثُمَّ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْقَبْرَ « رواه الأصبهاني،

১২৭৫। হযরত আওয়াম ইবনুল হাউশাব (রা) বলেন : একবার আমি একটি জনপদে সাময়িকভাবে অবস্থান করছিলাম। ঐ জনপদের পাশেই একটা কবরস্থান ছিল। আছরের পর সেখানকার একটা কবর সহসা ভেঙ্গে পড়লো। কবর থেকে একটা লোক বেরুলো তার মাথা অবিকল গাধার মাথা এবং দেহ অবিকল মানুষের দেহ। সে তিনবার গাধার মত ডাকলো। তারপর পুনরায় কবরের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কবরটা তার ওপর আগের মতই তৈরী হয়ে গেল। ঐ কবরস্থানের পাশেই আমি দেখলাম এক বুড়ী পশম দিয়ে চর্কায় সূতো কাটছে। এক মহিলা আমাকে বললো : ঐ বুড়ীকে দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম : হ্যাঁ বুড়ী কে? সে বললো : ঐ বুড়ী হচ্ছে কবরের ঐ মানুষটার মা। আমি বললাম : মানুষটার কী হয়েছে? সে বললো : সে মদ খেত। মদ খেয়ে বাড়ী গেলে ওর মা বলতো : হে আমার ছেলে, আল্লাহকে ভয় কর। আর কতদিন তুই মদ খাবি? লোকটা বলতো : তুমি কেবল গাধার মত চিৎকার কর। লোকটা একদিন আছরের পর মারা গেল সে থেকে প্রতিদিন তার কবর ভেঙ্গে পড়ে। সে কবর থেকে গাধার চেহারা নিয়ে মাথা তোলে এবং তিনবার গাধার মত ডাকে। তারপর তার কবর আগের মত হয়ে যায় এবং লোকটা কবরের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। (ইসবাহানী)

দ্রষ্টব্য : ঘটনাটা একজন সাহাবীর স্বচোক্ষে দেখা। সাহাবীদের ব্যাপারে রাসূল (সা)-এর সার্টিফিকেট রয়েছে যে, “আমার সাহাবীগণ সবাই সত্যবাদী।” তাই তারা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে যেসব বর্ণনা দেন, তা হাদীসের পর্যায়ভুক্ত গণ্য হয়ে থাকে। এ ধরনের বর্ণনাকে ইসলামী পরিভাষায় “আছর” বলা হয়। অনুবাদক

الترغيب في صلة الرحم، وإن قطعت

والترهيب من قطعها

এক পক্ষ রক্তের বন্ধন ছিন্ন করলেও অপর পক্ষকে তা
বহাল রাখার উপদেশ এবং ছিন্ন করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১২৭৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَةً، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمِتْ» رواه البخاري، ومسلم.

১২৭৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি যার ঈমান আছে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান ও সমাদর করে। আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি যার ঈমান আছে, সে যেন রক্ত সম্পর্ক বহাল রাখে। আল্লাহ ও আখিরাতে যার বিশ্বাস আছে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৭৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يَنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» رواه البخاري، والترمذي، ولفظه قال: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ» وقال: حديث غريب، ومعنى منسأة في الأثر- يعنى به الزيادة في العمره - انتهى.

১২৭৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : নিজের

আয় রোযগার ও সহায়-সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ও আয় বাড়লে যে ব্যক্তি খুশী হয়, সে যেন রক্তের বন্ধন বহাল রাখে। (বুখারী ও তিরমিযী) তিরমিযীর বর্ণনায় ভাষ্য এরকম : “তোমাদের বংশ পরিচয় জেনে নাও, যাতে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পার। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখলে পরিবারের ভেতরে পারস্পরিক মমত্ববোধ বাড়ে, সম্পদ বাড়ে এবং আয় দীর্ঘ হয়।

১২৮৭- وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمُدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ، وَيُوسِعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةَ السُّوءِ، قَلَيْتَقِ اللَّهُ، وَلِيَصِلَ رَحِمَهُ » رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد، والبزار بإسناد جيد، والحاكم.

১২৭৮। হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : নিজের আয় ও জীবিকা বাড়লে এবং অপমৃত্যু থেকে রক্ষা পেলে যে আনন্দ পায়, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা বহাল রাখে। (যাওয়ায়েদে আব্দুল্লাহ ইবনুল ইমাম আহমাদ, বাযযার ও হাকেম)

১২৭৭- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَةِ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَزَادَ فِي عُمُرِهِ، وَيَزَادَ فِي رِزْقِهِ؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » رواه البزار بإسناد لا بأس به، والحاكم، وصححه.

১২৭৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : তাওরাতে লিখিত রয়েছে : যে ব্যক্তি নিজের আয় ও জীবিকার বৃদ্ধিতে আনন্দিত হয়। সে যেন রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তাকে বহাল রাখে। (বাযযার ও হাকেম)

১২৮০- وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ يَقُولُ : « إِنْ الصَّدَقَةُ وَصِلَتْ الرَّحِمَ يَزِيدُ اللَّهُ بِهِمَا فِي الْعُمُرِ، وَيُدْفَعُ بِهِمَا مِيتَةَ السُّوءِ، وَيُدْفَعُ بِهِمَا

الْمَكْرُوهَ وَالْمَحْذُورَ» رواه أبو يعلى.

১২৮০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা সদকা ও রক্তের সম্পর্ক বহাল রাখার বিনিময়ে আয়ু বাড়িয়ে দেন, অপমৃত্যু রোধ করেন এবং অবাঞ্ছিত ঘটনা ও অপছন্দীয় জিনিস থেকে রক্ষা করেন। (আবু ইয়াল্লা)

١٢٨١- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ : « أَوْصَانِي أَنْ لَا أَنْظَرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، وَالِدُنُوِّ مِنْهُمْ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي، وَإِنْ أَدْبَرْتُ، وَأَوْصَانِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْ مَاتَ لِائِمِّي، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ، وَإِنْ كَانَ مِرًّا، وَأَوْصَانِي أَنْ أَكْثَرَ مِنْ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كَنْوَزِ الْجَنَّةِ» رواه الطبراني، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له.

১২৮১। হযরত আবু যর (রা) বলেন : আমার প্রিয় বন্ধু রাসূল (সা) আমাকে কয়েকটা সৎকাজের উপদেশ দিয়েছেন সেগুলো হলো : যারা আমার চেয়ে বেশী সুখে আছে, তাদের দিকে যেন না তাকাই, বরং যারা আমার চেয়ে কম সুখে আছে, তাদের দিকে যেন তাকাই, আমি গরীবদেরকে যেন ভালোবাসি তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখি আল্লাহর হুকুম মান্য করতে গিয়ে যেন কারো নিন্দা ও তিরস্কারের ভয় না করি। আমি যেন সব সময় ন্যায় সংগত কথা বলি- তা যতই তিক্ত হউক না কেন এবং আমি যেন বেশী করে “লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” পড়ি। কেননা এই দোয়াটা বেহেশতের মূল্যবান সম্পদগুলোর অন্যতম। (তাবরানী, ইবনে হাঙ্কান)

١٢٨٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الرَّحِمُ مَتَّعِلَةٌ بِالْعَرْشِ، تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ» رواه البخاري، ومسلم.

১২৮২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে : যে ব্যক্তি আমাকে বহাল রাখে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখবেন, আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১২৮৩- وَعَنْ حَذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَكُونُوا إِمْعَةً، تَقُولُونَ : إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تَحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا أَنْ لَا تَظْلِمُوا « رواه الترمذی، وقال : حديث حسن.

১২৮৩। হযরত হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা কারো অন্ধ অনুসারী হয়ো না এবং এ কথা বলো না যে, “অন্যরা যদি আমার সাঁথে সদ্যবহার করে তবে আমি সদ্যবহার করবো। আর অন্যরা যদি অত্যাচার করে, তবে আমি ও অত্যাচার করবো। “তোমরা বরং নিজেদের মধ্যে স্বকীয়তার সৃষ্টি কর যাতে লোকেরা সদ্যবহার করলে তো সদ্যবহার করবেই, কিন্তু কেউ খারাপ আচরণ করলে তোমরাও অত্যাচার করে তার প্রতিশোধ নেবে না। (তিরমিযী)

দ্রষ্টব্য : ইসলামের এই মহানুভবতাও উদারতার শিক্ষাই তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ শিক্ষার বদৌলতেই ইসলাম সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং বিশ্ব শান্তির নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামই দিতে পেরেছে। ইসলাম মানুষকে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার পরিবর্তে সহিষ্ণুতা মহানুভবতা ও ক্ষমার প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছে। শুধুমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে যতটুকু না করলেই চলে না, ততটুকু বলপ্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে। শত্রুতার বদলে শত্রুতা এবং অত্যাচারের বদলে অত্যাচারের অনুমতি দেয়নি। কেননা সে অন্যায়কে উৎপাটন করতে এসেছে- অন্যায়কে অবিরত ধারায় চিরস্থায়ী করতে আসেনি। নোংরা পানি দিয়ে ধূলে যেমন অপবিত্র দূর হয় না, তেমনি অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিলে অন্যায় কখনো দূর হয় না। বরং তা চিরস্থায়ী হয়। যুলুম ও অত্যাচারকে চিরস্থায়ী করা জাহেলিয়াতের বৈশিষ্ট্য। আর যুলুম ও অত্যাচারের মূল্যেৎপাটন করা ইসলামের বৈশিষ্ট্য।

এ জন্য জাহেলিয়াতের পর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামের প্রথম প্রজন্মকে জাহেলী যুগের সকল অন্যায়-অত্যাচার ক্ষমা করে দিতে হয়েছিল এবং রাসূল (সা) মক্কা বিজয় কালে ও বিদায় হজ্জে সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। -অনুবাদক

১২৮৪- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَاسِبَهُ اللَّهُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ» قَالُوا : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي؟ قَالَ : تَعَطَى مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصَلَّ مَنْ قَطَعَكَ، وَتَفَوَّ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ يَدْخُلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ» رواه البزار، والطبرانی، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১২৮৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : “তিনটি গুণ যার ভিতরে থাকবে, আল্লাহ তার কাছ থেকে সহজ হিসেব নিবেন এবং তাকে নিজ দয়ালু বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূল (সা) আমাদের পিতামাতা আপনার ওপর উৎসর্গীত। সেই গুণগুলো কী? রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাকে যে বঞ্চিত করেছে। তাকে তুমি দান করবে, তোমার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তার সাথে তুমি সুসম্পর্ক বহাল রাখবে, এবং যে ব্যক্তি তোমার ওপর অত্যাচার করেছে, তাকে ক্ষমা করবে। এ কাজগুলো করলে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বাযযার, তাবরানী ও হাকেম)

১২৮৫- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يَعْجَلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخُرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ، وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ» رواه ابن ماجه، والترمذی، وقال : حديث حسن صحيح، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فَقَالَ فِيهِ : «مَنْ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَالْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ وَإِنْ أَعْجَلَ الْبِرَّ ثَوَابًا لِصَلَةِ الرَّحِمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُونَ فَجْرَةً فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ، وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا».

১২৮৫। হযরত আবু বকরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আখিরাতের নির্ধারিত শাস্তি সঞ্চিত থাকার পাশাপাশি দুনিয়ার জীবনেই যে অপকর্মগুলোর ত্বরিত শাস্তি দেয়া আল্লাহ সমীচীন মনে করেন, তন্মধ্যে অন্যতম হলো ব্যাভিচার ও রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী ও হাকেম) তাবরানীর বর্ণনায় মিথ্যা বলা ও আমানতের খোয়নত করাকেও এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে “দুনিয়ার জীবনে যে সৎকাজের সবচেয়ে ত্বরিত প্রতিদান পাওয়া যায় তাহলো রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সুস্পর্ক বজায় রাখা। এমনকি একটি পরিবারের লোকেরা পাপাচারী হয়েও বিপুল ধন-সম্পদ ও জনসম্পদের অধিকারী হতে পারে কেবল আপনজনদের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখার কল্যাণে।”

الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته، والنفقة عليه

والسعى على الأرملة والمسكين

ইয়াতিম, দরিদ্র ও বিধবার সেবায় উৎসাহ প্রদান

১২৮৬- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا » وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى، وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১২৮৬। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমি ও ইয়াতিমের অভিভাবক বেহেশতে এভাবে অবস্থান করবো” এই বলে তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আংগুল দুটো দেখালেন এবং আংগুল দুটোর মাঝে ফাঁক রাখলেন। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী)

১২৮৭- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَالَ ثَلَاثَةَ مِنْ الْأَيْتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي »

سَبِيلَ اللَّهِ، وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخْوَيْنِ كَمَا أَنَّ هَاتَيْنِ
أَخْتَانِ» وَالصَّقُّ أَصْبَعِيهِ السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى. رواه ابن ماجه.

১২৮৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : “যে ব্যক্তি তিনজন ইয়াতিমের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, সে ঐ ব্যক্তির মত যে, সারারাত নামায পড়ে ও প্রতিদিন রোযা রাখে, এবং তরবারী নিয়ে আল্লাহর পথে সকালে ও বিকালে বের হয়। আমিও সে এই আঙ্গুল দুটোর মতো একত্রে ভাই ভাই হয়ে বেহেশতে থাকবো” এই বলে তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আংগুল দুটোকে একত্রিত করলেন। (ইবনে মাজাহ)

١٢٨٨- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيضًا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِّنْ بَيْنِ مُسْلِمِينَ إِلَى
طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا
يُغْفَرُ »، رواه الترمذى، وقال : حديث حسن صحيح.

১২৮৮। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : “যে ব্যক্তি মুসলিম পিতামাতার একজন ইয়াতিম সন্তানকে নিজের সংসারের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় ও তার লালন-পালনের দায়িত্ব নেয়। তাকে আল্লাহ অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যদি সে এমন কোন গুনাহে লিপ্ত না হয়। যার ক্ষমা নেই। (তিরমিযী)

দ্রষ্টব্য : “ক্ষমা নেই গুনাহ” এমন বলতে যে গুনাহ বিনা তওবায় ক্ষমা হয় না, তাকে বুঝানো হয়েছে। নচেৎ তওবা করে সৎপথে ফিরে এলে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন।- অনুবাদক

١٢٨٩- وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خَيْرٌ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ
يَتِيمٌ يَحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرٌّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ
يَتِيمٌ يَسَاءَ إِلَيْهِ ». رواه ابن ماجه.

১২৮৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : মুসলমানদের যে বাড়ীতে ইয়াতিমের প্রতি উত্তম আচরণ করা হয় সেটাই সর্বোত্তম বাড়ী। আর যে

বাড়ীতে ইয়াতিমের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়। সেটাই নিকৃষ্টতম বাড়ী। (ইবনে মাজাহ)

১২৯০- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَوْلُّ مَنْ يَفْتَحُ بَابَ الْجَنَّةِ، إِلَّا أَنِّي أَرَى امْرَأَةً تُبَادِرُنِي فَأَقُولُ لَهَا: مَا لَكَ؟ وَمَنْ أَنْتِ؟ فَتَقُولُ: أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ عَلَى أَيَّتَامٍ لِي». رواه أبو يعلى، وأسناده حسن إن شاء الله.

১২৯০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : আমিই সর্বপ্রথম বেহেশতের দরজা খুলবো। তবে জনৈক মহিলা আমারও আগে সেখানে পৌছে যাবে। আমি তাকে বলবো : তুমি কে? কি চাও? মহিলা বলবে : আমি আমার কয়েকজন ইয়াতিম সন্তানের লালনা-পালনের জন্য আর বিয়ে না করে বসে ছিলাম। (আবু ইয়াল্লা)

১২৯১- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَشْكُو قَسْوَةَ قَلْبِهِ، قَالَ: «أُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ، وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ؟ إِرْحَمِ الْيَتِيمَ، وَأَمْسَحْ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمَهُ مِنْ طَعَامِكَ، يَلِينُ قَلْبُكَ، وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ» رواه

الطبرانى من رواية بقرية، وفيه راو لم يسم أيضا

১২৯১। হযরত আবুদ দারদা বলেন : এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে তার মনের নির্দয়তার কথা জানালো। রাসূল (সা) তাকে বললেন : তুমি যদি চাও তোমার মন নরম হউক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হউক, তাহলে ইয়াতিমের প্রতি সদয় আচরণ কর, তার মাথায় হাত বুলাও, এবং তাকে নিজের খাবার থেকে আহ্বার করাও তাহলে তোমার মন নরম হবে এবং তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। (তাবরানী)

১২৯২- وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا

يَعَذِّبُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَحِمَ الْيَتِيمَ وَلَانَ لَهُ فِي الْكَلَامِ،
وَرَحِمَ يَتِمَّهُ وَضَعْفَهُ، وَلَمْ يَتَطَاوَلَ عَلَى جَارِهِ بِفَضْلِ مَا آتَاهُ
اللَّهُ» رواه الطبرانى.

১২৯২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যিনি আমাকে সত্য বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়াল্লা সেই ব্যক্তিকে আযাব দেবেন না। যে, ইয়াতিমকে দয়া করে, তার সাথে মিষ্টি ও বিনম্র ভাষায় কথা বলে, তার দুর্বলতা ও পিতৃহীনতাকে করুণা করে এবং আল্লাহ তাকে যে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন তার বলে তার প্রতিবেশীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে না। (তাবরানী)

১২৯৩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنْ رَجُلًا قَالَ لِيَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا الَّذِي
أَذْهَبَ بَصْرَكَ، وَحَنَى ظَهْرَكَ؟ قَالَ : أَمَا الَّذِي أَذْهَبَ بَصْرِي
فَالْبُكَاءَ عَلَى يُوسُفَ، وَأَمَا الَّذِي حَنَى ظَهْرِي فَالْحَزْنَ عَلَى
أَخِيهِ بَنِيَامِينَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ : أَتَشْكُو اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ : إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، قَالَ جِبْرِيلُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَلَّتْ مِنْكَ، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ جِبْرِيلُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَدَخَلَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْتَهُ، فَقَالَ : أَيُّ رَبِّ
أَمَا تَرَحَّمُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ؟ أَذْهَبَتْ بَصْرِي، وَحَنَيْتَ ظَهْرِي،
فَأَرَدْتُ عَلَى رِيحَانَتِي، فَأَشْمَهُمَا شَمَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ اصْنَعْ بِي
بَعْدَ مَا شِئْتِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ : يَا يَعْقُوبُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
يَقْرُبُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ : أَبْشِرْ فَإِنَّهُمَا لَوْ كَانَا مَيِّتَيْنِ

لَنَشْرَتَهُمَا لَكَ لَأَقْرَبَ بِهِمَا عَيْنِكَ ، وَيَقُولُ لَكَ : يَا يَعْقُوبُ ،
 أَتَدْرِي لِمَ أَذْهَبْتَ بِصْرِكَ ، وَحَنَيْتَ ظَهْرَكَ ؟ وَلِمَ فَعَلْتَ إِخْوَةَ
 يَوْسُفَ بِيَوْسُفَ مَا فَعَلُوهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : إِنَّهُ أَتَاكَ يَتِيمًا
 مِسْكِينًا وَهُوَ صَائِمٌ جَائِعٌ ، وَذَبَحْتَ أَنْتَ وَأَهْلُكَ شَاةً فَأَ
 كَلْتُمُوهَا وَلَمْ تَطْعُمُوهُ ، وَيَقُولُ : أَنِّي لَمْ أَحِبَّ شَيْئًا مِنْ خَلْقِي
 حَبِيَّ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ، فَاصْنَعْ طَعَامًا ، وَادْعِ الْمَسَاكِينَ
 قَالَ أَنَسٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَكَانَ
 يَعْقُوبُ كُلَّمَا أَمْسَى نَادَى مَنَادِيهِ : مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَحْضُرْ
 طَعَامَ يَعْقُوبَ ، وَإِذَا أَصْبَحَ نَادَى مَنَادِيهِ : مَنْ كَانَ مَفْطَرًا
 فَلْيَفْطِرْ عَلَى طَعَامِ يَعْقُوبَ » رواه الحاكم، والبيهقي،
 والأصبهاني، واللفظ له .

১২৯৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : এক ব্যক্তি হযরত ইয়াকুব (আ)-কে জিজ্ঞেস করলো : আপনার অন্ধ হয়ে যাওয়া ও আপনার পিঠ বাঁকা হয়ে যাওয়ার কারণ কী? তিনি বলবেন আমার অন্ধত্বের কারণ হলো ইউসুফের জন্য ক্রন্দন আর আমার পিঠ বাঁকা হওয়ার কারণ তাঁর ভাই বিন ইয়ামীনের জন্য দুশ্চিন্তা। এরপর হযরত ইয়াকুবের (আ) কাছে জিবরীল (আ) কাছে এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন? হযরত ইয়াকুব (আ) বললেন : আমি শুধু আমার অস্তিত্ব ও উদ্বেগ আল্লাহর কাছে পেশ করছি। জিবরীল (আ) বললেন : আপনি যা বলেছেন সে সম্পর্কে আল্লাহ আপনার চেয়ে ভালো জানেন। এরপর জিবরীল (আ) বলে গেলেন এবং ইয়াকুব (আ) নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর বললেন : হে আমার প্রতিপালক, এই বৃদ্ধকে কি আপনি দয়া করবেন না? আমার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং আমার পিঠ বাঁকা করে দিয়েছেন। এখন আমার ফুল দুটোকে (দুই ছেলে) আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, অতঃপর জিবরীল (আ) এলেন। তিনি বললেন : হে ইয়াকুব (আ) আল্লাহ আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন এবং বলছেন : তুমি আশ্বস্ত হও। কেননা ইউসুফ ও বিন ইয়ামীন

যদি মারা গিয়ে থাকতো তবে, আমি তোমার চোখ জুড়ানোর জন্য তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করতাম। আল্লাহ আপনাকে আরো বলছেন : হে ইয়াকুব, তুমি কি জান, আমি কেন তোমার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছি, কেন তোমার পিঠ বাঁকা করে দিয়েছি। এবং কেন ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফের সাথে এমন আচরণ করলো? হযরত ইয়াকুব (আ) বললেন : না। তিনি বললেন : একজন ক্ষুধার্ত রোযাদার দরিদ্র ইয়াতিম তোমার কাছে এসেছিল সেদিন তুমি ও তোমার পরিবার একটা বকরী যবাই করেছিল। সেটা তোমরা খেয়েছিল। কিন্তু সেই ইয়াতিমকে খাওয়াওনি। আল্লাহ আরো বলছেন : আমি ইয়াতিম ও মিছকীনদেরকে যত ভালোবাসি, আমার সৃষ্টির আর কাউকে ততটা ভালোবাসি না। অতএব, “তুমি একটা ভোজের আয়োজন কর এবং মিছকীনদেরকে সেখানে দাওয়াত দাও।” রাসূল (সা) বলেন : এরপর থেকে হযরত ইয়াকুব প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘোষণা দেয়াতেন, “কেউ রোযাদার থাকলে সে যেন ইয়াকুব (আ)-এর ভোজে যোগদান করে। আর প্রতিদিন সকালে ঘোষণা দেয়াতেন : “যারা রোযা রাখেনি, তারা যেন ইয়াকুবের সাথে সকালের খাবারে অংশগ্রহণ করে।” (হাকেম বায়হাকী ও ইসবাহানী)

۱۲۹۴- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » وَأَحْسَبُهُ قَالَ : « وَكَالْقَائِمِ لَيْفِطْرٍ، وَكَالصَّائِمِ لَيْفِطْرٍ » رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه.

১২৯৪। হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি বিধবা ও দরিদ্র সাহায্যের জন্য চেষ্টা করে, সে আল্লাহর পথে জিহাদকারী, এবং রাতে নামায ও দিনে রোযা আদায়কারীর সমান। (বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজাহ)

الترهيب من أذى الجار

وما جاء فى تأكيد حقه

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে হুঁশিয়ারী
এবং তার হক আদায়ের তাকিদ

১২৬৫- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ » قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : « الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ » رواه أحمد، والبخارى، ومسلم.

১২৯৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহর কসম, সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম, সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম, সেই ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো : “হে রাসূল কোন ব্যক্তি?” রাসূল (সা) বললেন : যার প্রতিবেশী তার ক্ষতিকর কাজ থেকে নিরাপদ থাকে না। (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম)

১২৯৬- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدًا حَتَّى يَحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ - مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ » رواه مسلم.

১২৯৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান আল্লাহর কসম, কোন বান্দা নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার প্রতিবেশীর জন্যও তা পছন্দ না করা পর্যন্ত সে মুমিন হতে পারবে না। (মুসলিম)

১২৯৭- وَرَوَى عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَزَلْتُ فِي مَحَلَّةِ بَنِي فَلَانَ : وَإِنْ أَشَدَّهُمْ إِلَيَّ أَذَى أَقْرَبَهُمْ لِي جَوَارًا، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ

وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ، فَيَقُومُونَ عَلَى بَابِهِ،
فَيَصِيحُونَ : « أَلَا إِنَّ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارًا، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ
خَافَ جَارَهُ بَوَائِقَهُ » رواه الطبرانی.

১২৯৭। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এলো অতঃপর বললো : হে রাসূল আমি অমুক গোত্রের মহল্লায় বসবাস করি। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার নিকটতম প্রতিবেশী, সে আমার সাথে সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করে। এ কথা শুনে রাসূল (সা) হযরত আবু বকর, ওমর ও আলী (রা) কে পাঠালেন এবং তাদেরকে আদেশ দিলেন যেন তারা মসজিদে নববীতে আসেন, এবং মসজিদে দরজায় দাঁড়িয়ে যেন উচ্চস্বরে বলেন : “সবাই শোন, পার্শ্ববর্তী চল্লিশটা বাড়ী প্রতিবেশীরূপে গণ্য। যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার ক্ষতিকর আচরণের ভয়ে ভীত থাকে, সে বেহেশতে যেতে পারবে না।” (তাবরানী)

١٢٩٨- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَأْمَنَ جَارَهُ بَوَائِقَهُ » رواه أحمد، وابن أبي

الدنيا فى الصمت، كلاهما من رواية على بن مسعدة.

১২৯৮। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন বান্দার মন যতক্ষণ সঠিক পথে না থাকে ততক্ষণ তার ঈমান সঠিক থাকতে পারে না। কোন বান্দার জিহ্বা যতক্ষণ সঠিক না হয়, ততক্ষণ তার মন সঠিক হতে পারে না। আর কোন বান্দার প্রতিবেশী যতক্ষণ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ না থাকে। ততক্ষণ সে বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য হবে না। (আহমদ, ইবনে আবিদ্ দুনিয়া)

١٢٩٩- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْمُؤْمِنُ مِنْ أُمَّةٍ النَّاسِ، وَالْمُسْلِمُ مِنْ سَلِيمٍ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ،

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ مِنَ الْجَنَّةِ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ»
 رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، وإسناد أحمد جيد، تابع
 على بن زيد حميد، ويونس بن عبيد.

১২৯৯। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : মুমিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার অনিষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে। মুসলমান সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাতের কষ্ট থেকে মুসলমানরা নিরাপদে থাকে। মুহাজির সেই ব্যক্তি যে খারাপ কাজ থেকে হিজরত করে। (অর্থাৎ খারাপ কাজ ত্যাগ করে) যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, কোন বান্দা ততক্ষণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ তার প্রতিবেশী তার ক্ষতিকর আচরণ থেকে নিরাপদ থাকে না।

১৩০০ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يَحِبُّ وَمَنْ لَا يَحِبُّ، وَلَا يَعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يَسْلِمَ قَلْبَهُ وَلِسَانَهُ، وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارَهُ بَوَائِقَهُ » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ : « غَشْمُهُ وَظَلْمُهُ، وَلَا يَكْسِبُ مَالًا مِنْ حَرَامٍ، فَيَنْفِقُ مِنْهُ فَيَبَارِكَ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنْ اللَّهُ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنْ الْخَبِيثُ لَا يَمْحُو الْخَبِيثُ »
 رواه أحمد وغيره من طريق أبان ابن إسحاق عن الصباح
 بن محمد عنه.

১৩০০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে যেভাবে তোমাদের জীবিকা বণ্টন করেছেন, সেইভাবে তোমাদের মধ্যে তোমাদের গুণাবলীও বণ্টন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার সুখ ও সম্পদ যাকে ভালোবাসেন তাকেও দেন, যাকে ভালো বাসেন না তাকেও দেন। কিন্তু আখিরাতের সুখ-শান্তি কেবল তাকেই দেন যাকে ভালোবাসেন। সুতরাং যাকে তিনি দীনদার সুলভ জ্ঞান ও চরিত্র দিয়েছেন, তাকে নিশ্চয়ই তিনি ভালোবাসেন। যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম খেয়ে বলছি, কোন বান্দার মন ও জিহ্বা যতক্ষণ ইসলামের অনুসারী না হয়, ততক্ষণ সে মুসলমান হতে পারে না। যতক্ষণ তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ না হয়। ততক্ষণ সে মুমিন হতে পারে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম : অনিষ্ট অর্থ কী? রাসূল (সা) বললেন : যুলুম ও বাড়াবাড়ি। কোন ব্যক্তি যদি অবৈধ উপায়ে কোন সম্পদ উপাঞ্জন করে, অতঃপর তা ব্যয় করে, তবে তাতে কোন বরকত বা কল্যাণ লাভ করবে না, সেই সম্পদ সদকা করলে তাও কবুল হবে না, আর সেই সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেলে তা তার দোষের পাণ্ডেই হবে। আল্লাহ অন্যায় দ্বারা অন্যায়কে প্রতিহত করেন না। তিনি অন্যায়কে ভালো কাজ দ্বারা প্রতিহিত করে। নোংরা জিনিস নোংরা জিনিসকে দূর করে না। (আহমদ)

১৩.১- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَايَةِ يَتَحَوَّلُ» رواه ابن حبان في صحيحه.

১৩০১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) এরূপ দোয়া করতেন : হে আল্লাহ! আমি স্থায়ী আবাসভূমিতে অসৎপ্রতিবেশীর কবল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। মরু জনপদের প্রতিবেশী তো অণবরত জায়গা বদলাতে থাকে। (ইবনে হাব্বান)

১৩.২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ لَهُ : «أَذْهَبْ فَاصْبِرْ» فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ : «إِذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي أَطْرِيقٍ» فَفَعَلَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمْرُونُ وَيَسْأَلُونَهُ،

فِيخْبِرُهُمْ خَبَرَ جَارِهِ، فَجَعَلُوا يَلْعَنُونَهُ : فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلْ،
وَبَعْضُهُمْ يَدْعُو عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ، فَقَالَ : اِرْجِعْ فَإِنَّكَ لَنْ
تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ» رواه أبو داود، واللفظ له، وابن
حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم.

১৩০২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে তার প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলো। রাসূল (সা) বললেন : যাও, ধৈর্যধারণ কর। এরপরও সে রাসূল (সা) এর কাছে দু'বার বা তিনবার এলো। অবশেষে রাসূল (সা) তাকে বললেন : “ যাও, তোমার ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র রাস্তায় এনে রাখ।” লোকটা ভাই করলো। লোকেরা ঐ পথ দিয়ে চলাচল করার সময় তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতে লাগলো। সে তার প্রতিবেশীর কথা তাদেরকে বলতে লাগলো। লোকেরা তা শুনে তার প্রতিবেশীর নিন্দা করতে লাগলো। অনেকে বদদোয়াও করলো। অতঃপর তার প্রতিবেশী তার কাছে এসে বললো : যান ভাই, আপনার ঘরে ফিরে যান। এখন আর আমার কাছ থেকে কোন অবাঞ্ছিত ব্যবহার পাবেন না। (আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

শিক্ষা : এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, যখন কারো যুলুম অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তা প্রতিহত করার সর্বোত্তম পন্থা হলো, তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা ও জনগণকে সাথে নিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

১৩.৩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَلَانَةَ تَكَثَّرَ [كثرة] مِنْ صَلَاتِهَا وَصَدَقَتِهَا
وَصِيَامِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ : « هِيَ فِي
النَّارِ » قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ فَلَانَةَ تَذَكَّرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا
وَصَلَاتِهَا، وَأَنَّهَا تَتَّصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقْطِ، وَلَا تُؤْذِي
جِيرَانَهَا، قَالَ : « هِيَ فِي الْجَنَّةِ » رواه أحمد، والبزار، وابن

حبان في صحيحه، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১৩০৩। হযরত আবু ছরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এসে বললো : হে রাসূল, অমুক মহিলা প্রচুর নামায, রোযা ও সদকা করে। কিন্তু প্রতিবেশীকে কথা দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসূল (সা) বললেন : সে দোযখবাসী, লোকটা আবার বললো : হে রাসূল, অমুক মহিলা ফরয নামায পড়ে, কিন্তু নফল নামায, রোযা ও সদকা খুব কম করে। তবে সে প্রতিবেশী কে কষ্ট দেয় না। রাসূল (সা) বললেন : সে বেহেস্তবাসী। (আহমাদ, বাযযার, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

১৩.৪- وَرَوَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِهِ مَخَافَةَ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارَهُ بِوَأْتِيقِهِ، أُتَدْرَى مَا حَقَّ الْجَارُ؟ إِذَا اسْتَعَانَكَ أَعْنَتَهُ، وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِذَا افْتَقَرَ، عُدَّتْ عَلَيْهِ، وَإِذَا مَرَضَ عُدَّتْهُ، وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَأْتَهُ، وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَيْتَهُ، وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبُنْيَانِ فَتَحْبَبَ عَنْهُ الرِّيحُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تُوْذُهُ بِقَتَارِ رِيحٍ قَدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، وَإِنْ اشْتَرَيْتَ فَأَكْهَةً فَأَهْدِ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيْظَ بِهَا وَلَدَهُ » رَوَاهُ الْخِرَائِطِيُّ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ .

১৩০৪। হযরত আমর ইবনে শুয়াইব, স্বীয় পিতার কাছ থেকে এবং পিতার দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন : যে প্রতিবেশীর দ্বারা পরিবারের জান ও মালের ক্ষতি হবে- এই ভয়ে অন্যেরা ঘরের দরজা বন্ধ রাখে, সে প্রতিবেশী মুমিন নয়। যার প্রতিবেশী তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ হয় না, সে মুমিন নয়। প্রতিবেশীর হক কি জান? যখন সে তোমার কাছে সাহায্য চাইবে, তখন তাকে সাহায্য করবে। যখন সে ঋণ চাইবে, তখন তাকে ঋণ দেবে। যখন সে দরিদ্র হয়ে যায়, তখন তার খোঁজ-খবর নেবে। যখন সে রোগাক্রান্ত হয়, তখন তাকে দেখতে

যাবে। যখন তার কোন সফলতা লাভ হয়, তখন তাকে অভিনন্দন জানাবে। যখন তার কোন বিপদ আসে, তখন তাকে সাহুনা ও মনোবল দেবে। যখন সে মারা যায় তখন তার জানাযায় শরীক হবে। তার অনুমতি ছাড়া তার পাশে উচু ভবন তৈরী করে তার বাতাস বন্ধ করো না। তোমার হাড়িতে যে খাবার তৈরী হবে, তার স্রাণ ছড়িয়ে যেতে দিয়ে কষ্ট দিও না। স্রাণ ছড়িয়ে গেলে ঐ খাবার থেকে দরিদ্র প্রতিবেশীকে কিছু দিও, ফল কিনলে তাকে কিছু ফল উপহার দিও, দিতে না পারলে গোপনে নিয়ে এসো, এবং প্রতিবেশীর শিশুকে প্রলুব্ধ করার জন্য তোমার শিশু সন্তানকে তা হাতে নিয়ে বেরুতে দিও না। (খারায়েতী)

১৩.৫- وَعَنْ فِضَالَةَ بِنِ عَبِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْفَوَاقِرِ : إِمَامٌ إِنْ أَحْسَنَتْ لَمْ يَشْكُرْ، وَإِنْ أَسَاءَتْ لَمْ يَغْفِرْ، وَجَارٌ سَوَاءٌ إِنْ رَأَى خَيْرًا دَفَنَهُ، وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَدَاعَاهُ، وَامْرَأَةٌ إِنْ حَضَرَتْ أَدَّتْكَ، وَإِنْ غَبَتْ عَنْهَا خَانَتْكَ. » رواه الطبرانی بإسناد لا بأس به.

১৩০৫। হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদ থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তিন ব্যক্তি চরম বিপজ্জনক : (১) এমন নেতা যার সাথে ভালো ব্যবহার করলেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, আবার কোন ভুল করলেও ক্ষমা করে না। (২) এমন অসৎ প্রতিবেশী, যে উপকার পেলে তা লুকিয়ে ফেলে, আর অন্যায় কিছু পেলে তা সর্বত্র প্রকাশ করে। (৩) এমন স্ত্রী, যার কাছে থাকলে কষ্ট দেয়, আর যার কাছ থেকে দূরে চলে গেলে বিশ্বাসঘাতকতা করে। (তাবরানী)

১৩.৬- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ بِيٍّ مِنْ بَنَاتِ شَبْعَانَ وَجَارِهِ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ » رواه الطبرانی، والبزار، وإسناده حسن.

১৩০৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাহে পেট পুরে খেয়ে ঘুমায়, অথচ তার প্রতিবেশী তার নিকটেই অনাহারে থাকে এবং তা সে জেনেও নির্বিকার থাকে, সে আমার প্রতি ঈমান আনেনি। (তাবরানী, বাযযার)

১৩.৭- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوَصِّينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ ». رواه البخارى، ومسلم، والترمذى، ورواه أبو داود، وابن ماجه من حديث عائشة وحدها، وابن ماجه أيضا، وابن حبان فى صحيحه، من حديث أبى هريرة.

১৩০৭। হযরত ইবনে উমার (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : জিবরীল (আ) আমাকে ক্রমাগতভাবে প্রতিবেশী সম্পর্কে এত উপদেশ দিচ্ছিল যে, আমি ভেবেছিলাম, সে একদিন প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে ছাড়বে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বান)

১৩.৮- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ؛ وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ : الْجَارُ السَّوُّءُ، وَالْمَرْأَةُ السَّوُّءُ، وَالْمَرْكَبُ السَّوُّءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ » رواه ابن حبان فى صحيحه.

১৩০৮। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : চারটি জিনিস সৌভাগ্যের লক্ষণ : সৎকর্মশীলা স্ত্রী, প্রশস্ত বাসভবন, সৎপ্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন। আর চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের লক্ষণ : খারাপ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, খারাপ বাহন, ও অপ্রশস্ত বাসভবন। (ইবনে হাব্বান)

১৩.৯- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِّنْ جِيرَانِهِ الْبَلَاءَ، ثُمَّ

قَرَأَ : (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) «
 رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط.

১৩০৯। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা একজন সৎকর্মশীল মুসলমানের কল্যাণে তার প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে একশোটি পরিবারকে বিপদ-মুসিবত থেকে রক্ষা করেন। এরপর তিনি সূরা বাকারার ২৫১ নং আয়াতের নিম্নের অংশটা পড়েন “আল্লাহ তায়ালা যদি কিছু লোককে অপর কিছু লোক দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে পৃথিবী অরাজকতায় ভরে যেত।” (তাবরানী)

الترغيب فى زيارة الإخوان والصالحين

وما جاء فى إكرام الزائرين

মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ
 যাতায়াত ও সাক্ষাতে উৎসাহ প্রদান

١٣١٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ زَارَ أَخَاهُ فِي اللَّهِ، نَادَاهُ مَنَادٌ : طِبْتُ، وَطَابَ مَمَشَاكَ، وَتَبَوَّأَتْ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا » رواه ابن ماجه، والترمذى واللفظ له، وقال : حديث حسن، وابن حبان فى صحيحه، كاهم من طريق أبى سنان عن عثمان ابن أبى سودة عنه.

১৩১০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায় অথবা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করে তাকে দেখতে যায়, তাকে আল্লাহর নিযুক্ত জনৈক ফেরেশতা ডেকে বলেনঃ তুমি সুখী হও, তোমার চলার পথও সুখের হউক এবং তুমি জান্নাতে নিজের আভাসভূমি গ্রহণ কর। (ইবনে মাজা, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

১৩১১- وروى عن أبى رزین العقیلی رضی الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَبَا رَزَيْنَ، إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا زَارَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ شِيعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَصَلُّونَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ كَمَا وَصَلَهُ فَيَكُ فِئِكَ فَصَلِّهِ » رواه الطبرانی الأوسط.

১৩১১। হযরত আবু রযযীন আল উকাইলী (রা) বলেছেন : একজন মুসলমান যখন তার অপর মুসলমান ভাই-এর সাথে মিলিত হয়, তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তার কল্যাণের জন্য দোয়া করতে তার পিছু পিছু চলে এবং বলে : হে আল্লাহ, সে যেমন তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার ভাই-এর সাথে সম্পর্ক রেখেছে, তুমিও তেমনি তার সাথে সম্পর্ক রাখ। (তারবানী)

১৩১২- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَجِبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ » رواه مالك بإسناد صحيح.

১৩১২। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, যারা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরে ওঠাবসা ও মেলামেশা করে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরের ওপর অর্থ ব্যয় করে, তাদেরকে ভালোবাসা আমার ওপর অপরিহার্য হয়ে পড়ে। (মালেক)

১৩১৩- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « زُرْ غِيَابًا تَزِدُّ حُبًّا » رواه الطبرانی، ورواه البزار من حديث أبى هريرة، ثم لا يعلم فيه حديث صحيح.

১৩১৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : বিরতি দিয়ে দিয়ে পরস্পরের সাথে মিলিত হও, তাহলে তোমাদের ভেতরে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বাড়বে। (তারবানী, বাযযার)

الترغيب في الضيافة، وإكرام الضيف

অতিথির আপ্যায়ন ও সমাদরে উৎসাহ প্রদান

১৩১৬- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلْ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قَلْنَ كُلَّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ : «مَنْ يَضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاَنْطَلِقْ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَتْ : لَا، إِلَّا قَوْتٌ صَبْيَانِي، قَالَ : فَعَلَّيْهِمْ بِشَيْءٍ، فَإِذَا أَرَادُوا الْعِشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاطْفِي السِّرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَا نَا كُلُّ.

وَفِي رَوَايَةٍ : «فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ، فَاقْوِمِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تَطْفِئِيهِ» قَالَ : فَتَقَعِدُوا وَأَكَلِ الضَّيْفُ، وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : «قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا» زَادَنِي رَوَايَةٌ فَنَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ : (وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) رواه مسلم، وغيره.

১৩১৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো : আমি ভীষণ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। রাসূল (সা) তাকে তাঁর এক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। ঐ স্ত্রী বললেন : হে রাসূল, আল্লাহর কসম, আমার কাছে পানি ছাড়া কিছু

নেই। এরপর অপর এক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। তিনিও অনুরূপ জবাব দিলেন। এভাবে একে একে সকল স্ত্রী কাছ থেকে জবাব এলো যে, তাদের কাছে কোন খাদ্য দ্রব্য নেই। কেবল পানি আছে। এরপর রাসূল (সা) উপস্থিত সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : যে ব্যক্তি আজকের রাতটা এই অতিথিকে আপ্যায়ন করাবে, আল্লাহ তায়াল্লা তার ওপর রহমত করবেন। এ কথা শুনে আনসারদের মধ্য থেকে এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন : আমি করবো, হে রাসূলুল্লাহ। অতঃপর তিনি অতিথিকে নিয়ে নিজের পরিবারের কাছে চলে গেলেন। তারপর তার স্ত্রীকে বললেন : তোমার কাছে কি খাবার কিছু আছে? তিনি বললেন : ছেলেমেয়েদের খাবার ছাড়া আর কিছু নেই। সাহাবী তাকে বললেন : বেশ, তুমি ছেলেমেয়েদেরকে একটা কিছু দিয়ে খামিয়ে রেখ। যখন রাতের খাবার চাইবে, তখন তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রেখ। আর যখন আমাদের অতিথি খাবারের কাছে আসবেন, তখন আলো নিভিয়ে দিও এবং এমন ভান করো যেন তিনি বুঝতে পারেন যে, আমরাও তার সাথে সাথে খাচ্ছি। অপর বর্ণনায় আছে মেহমান যখন খাওয়ার উদ্যোগ নেবে, তখন আলো নিভিয়ে দিও। তারপর সবাই বসলো। কিন্তু খেলো শুধু মেহমান। আর বাড়ীওয়ালা ও তার স্ত্রী না খেয়ে রাত কাটালো। পরদিন সকালে এই সাহাবী রাসূল (সা)-এর কাছে গেলে রাসূল (সা) বললেন : তোমরা দু'জনে তোমাদের মেহমানের সাথে যে আচরণ করেছ, তাতে আল্লাহ অভিভূত ও মুগ্ধ হয়েছেন। এই সময়ে সূরা হাশরের ৯ নং আয়াত নাযিল হয়, যার একাংশ হলো : “তারা নিজেরা ক্ষুধাত হওয়া সত্ত্বেও অন্যকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়।” (মুসলিম)

১২১০- وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتَهُ يَوْمَ وَليْلَةٍ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوَى عِنْدَهُ حَتَّى يَخْرِجَهُ » رواه مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه.

১৩১৫। হযরত আবু শুরাইহা খুয়ইলিদ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সমাদর ও সম্মান করে। মেহমানের প্রাপ্য সমাদর ও আপ্যায়ন প্রাথমিকভাবে একদিন

একরাত ও সর্বাধিক তিনদিন পর্যন্ত চলবে। এরপর যা হবে তা সদকা বলে গণ্য হবে।
বাড়ীওয়ালার অসুবিধা হয় এতটা সময় অবস্থান করা অতিথির জন্য বৈধ নয়।
(মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী ইবনে মাজাহ)

১৩১৬- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ » رواه أحمد،
ورجاله رجال الصحيح، خلا ابن لهيعة.

১৩১৬। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে
ব্যক্তি অতিথির আপ্যায়ন ও সমাদর করে না, তার কল্যাণ নেই। (আহমাদ)

الترهيب أن يحتقر المرء ما قدم إليه

ঘরে যা আছে তা মেহমানের সামনে
হাজির করায় সংকোচবোধ অনুচিত

১৩১৭- وَعَنْ عَبْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ : دَخَلَ عَلَى جَابِرٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ إِلَيْهِمْ خُبْزًا وَخَلًّا، فَقَالَ : كُلُوا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « نَعَمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، إِنَّهُ
هَلَكَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ إِلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ، فَيَحْتَقِرُ
مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يَقْدِمَهُ إِلَيْهِمْ، وَهَلَكَ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا
قَدِمَ إِلَيْهِمْ » رواه أحمد، والطبراني وأبو يعلى.

১৩১৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বিন উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত একবার
কয়েক ব্যক্তি হযরত জাবেরের (রা) বাড়ীতে মেহমান হলো। তিনি তাদের সামনে
রুটি ও সের্কা হাজির করলেন। অতঃপর তাদেরকে বলেন : আপনারা আহার করুন।
আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, সের্কা অতি উত্তম ঝোল কোন ব্যক্তির কাছে

তার ভাই-বন্ধুরা মেহমান হলে তাদের আপ্যায়নে ঘরে যা কিছু আছে, তা হাজির করতে কুষ্ঠাবোধ করা অত্যন্ত অন্যায়। আর মেহমানদের পক্ষেও তাদের কাছে যা কিছু হাজির করা হয়, তাকে তুচ্ছ মনে করা নিদারূন আবাস্তিত কাজ। (আহমাদ, তাবরানী ও আবু ইয়াল)

الترغيب فى الزرع، وغرس الأشجار المثرة

চাষাবাদ ও ফলদায়ক গাছ লাগানোর ফযীলত

১৩১৮- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سَرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزُوهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

وفى رواية : « فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ، وَلَا طَيْرٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

وفى رواية له : لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ، وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ » رواه مسلم.

১৩১৮। হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : “কোন মুসলমান যে কোন গাছের চারা লাগাক, তা থেকে কেউ কিছু খেয়ে ফেললেও সে সদকার সওয়াব পাবে, তা থেকে কিছু চুরি হয়ে গেলেও সে সদকার সওয়াব পাবে, এবং কেউ তার ক্ষতি করলে সে কিয়ামত পর্যন্ত সদকার সওয়াব পাবে।” অপর রেওয়াজাতে আছে : কোন মুসলমান যে কোন গাছের চারা লাগাক, তা থেকে কোন মানুষ, পশু বা পাখি কিছু খেলে সে তার বিনিময়ে কিয়ামত পর্যন্ত সদকার সওয়াব পেতে থাকবে।” অপর রেওয়াজাতে আছে : “কোন মুসলমান যে কোন গাছের চারা লাগাক বা যে কোন ফসল চাষ করুক, তা থেকে কোন মানুষ, জীব-জন্তু বা অন্য কোন জিনিস যদি কিছু খেয়ে ফেলে, তবে তাতে সে সদকার সওয়াব পাবে।” (মুসলিম)

দ্রষ্টব্য : শেষোক্ত রেওয়াজাতে “অন্য কোন জিনিস” এর উল্লেখ থেকে বুঝা যায়, কোন ক্ষতিকর প্রাকৃতিক বস্তু যথা খরা, বন্যা, লোনা পানি ইত্যাদি প্রভাবে ফসল নষ্ট হলেও ঐ ফসল চাষ করার জন্য আখিরাতে সওয়াব পাওয়া যাবে, চাই দুনিয়ায় তাতে যতই ক্ষতি বা কষ্ট হউক না কেন। -অনুবাদক

১৩১৭- وَعَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ بَنَى بِنْيَانًا فِي غَيْرِ ظِلِّمْ وَلَا أَعْتَدَاءٍ، أَوْ غَرَسَ غَرْسًا فِي غَيْرِ ظِلِّمْ وَلَا أَعْتَدَاءٍ كَانَ لَهُ أَجْرًا جَارِيًّا مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى » رواه أحمد من طريق زبान.

১৩১৯। হযরত মুয়ায ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : “যে ব্যক্তি কারো ওপর যুলুম করা, বা কারো ওপর অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ ছাড়াই কোন গৃহ নির্মাণ করবে অথবা কারো ওপর যুলুম বা অন্যায় বল প্রয়োগ ছাড়াই কোন গাছের চারা লাগাবে, সে ঐ গৃহ বা গাছ দ্বারা যতদিন দয়াময় আল্লাহর কোন সৃষ্টি উপকৃত হতে থাকবে, ততদিন তার বিনিময়ে অব্যাহতভাবে সওয়াব পেতে থাকবে। (আহমাদ)

الترهيب من البخل والشح

والترغيب فى الجود والسخاء

কৃপণতা ও লোভ সম্পর্কে হুঁশিয়ারী
এবং দানশীলতায় উৎসাহ প্রদান

১২২- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْكَسَلِ، وَأَرَذَلِ الْعُمْرِ،
وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» رواه مسلم، وغيره.

১৩২০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : হে আল্লাহ, আমি কৃপণতা, অলসতা, বার্ধক্যের জরাজীর্ণতা, কবরের আযাব এবং জীবন ও মৃত্যুর যে কোন সংকট ও বিপর্যয় থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : কৃপণতার মূল আরবী প্রতি শব্দ বুখল। এর অর্থ কোন ব্যক্তির মালিকানায় যে সম্পদ রয়েছে, তা ব্যাখ্যা করতে বা দান করতে কুণ্ঠিত হওয়া।

১২২১- وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظَلَمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشَّحَّ؛ فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَ هَمٍّ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ» رواه مسلم.

১৩২১। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা যুলুম পরিহার কর। কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন ঘোরতর অন্ধকারে পরিণত হবে। আর তোমরা লোভ পরিহার কর। কারণ লোভ তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে, এবং তাদেরকে পরস্পরের রক্তপাতে ও নিষিদ্ধ জিনিসগুলোকে বৈধ করে নিতে প্ররোচিত করেছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে লোভের মূল আরবী প্রতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আশ্-শুহহ্। এর আরো প্রতিশব্দ রয়েছে যথা : ‘আল হিরসু’ এবং আত্-তাময়ু। এর অর্থ যে জিনিস নিজের কাছে নেই, তার জন্য লালায়িত হওয়া। “যুলুম কিয়ামতের দিন ঘোরতর অন্ধকারে পরিণত হবে” এর অর্থ আযাব অবধারিত হবে।

১৩২২- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظَلَمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفَحْشَ وَالْتَفَحْشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشَّحِّ : أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْبَحْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفَجْوْرِ فَفَجَرُوا» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ» فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْغَيْرَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ، وَالْهَجْرَةُ هَجْرَتَانِ : هَجْرَةُ الْحَاضِرِ، وَهَجْرَةُ الْبَادِي؛ فَهَجْرَةُ الْبَادِي أَنْ يَجِيبَ إِذَا دَعِيَ، وَيَطِيعَ إِذَا أُمِرَ؛ وَهَجْرَةُ الْحَاضِرِ أَعْظَمُهَا بَلِيَّةً، وَأَفْضَلُهَا أَجْرًا» رواه أبو داود مختصراً، والحاكم واللفظ له.

১৩২২। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) একবার আমাদের সামনে দেয়া এক ভাষণে বলেছেন : খবরদার, তোমরা যুলুম করো না। কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকারে পরিণত হবে। সাবধান, তোমরা অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা বর্জন কর। খবরদার, তোমরা লোভ করো না। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা কেবল লোভের কারণেই ধ্বংস হয়েছে। লোভ তাদেরকে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে প্ররোচিত করেছে। এজন্য তারা সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। লোভ তাদেরকে কৃপণতা করার আদেশ দিয়েছে। এজন্য তারা কৃপণতা করেছে। লোভ তাদেরকে নিষিদ্ধ কাজ করতে প্ররোচিত করেছে। তাই তারা নিষিদ্ধ কাজ করেছে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূল, কি ধরণের ইসলামী জীবন সবচেয়ে ভাল? রাসূল (সা) বললেন : মুসলমানরা যেন তোমার হাত ও জিহ্বা দ্বারা কষ্ট না পায় ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তখন সেই ব্যক্তি অথবা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূল, কি ধরণের হিজরত উত্তম? রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ

করা। আর হিজরত দু'রকমের : স্থায়ী বসবাসকারীর হিজরত এবং অস্থায়ী বসবাসকারীর হিজরত। অস্থায়ী বসবাসকারীর হিজরত হলো, কেউ দাওয়াত দিলে গ্রহণ করা, এবং যে কাজে আমীরের বা নেতার পক্ষ থেকে আদেশ দেয়া হয় তা করা। আর স্থায়ী বসবাসকারীর হিজরত সবচেয়ে কষ্টকর এবং সর্বোত্তম প্রতিদান নিশ্চিতকারী। (আবু দাউদ ও হাকেম)

ব্যাখ্যা : পার্থিব সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা যদি হালাল সম্পদ হালাল পন্থায় উপার্জনের মধ্যে সীমিত থাকে এবং উপার্জনের পর তা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ব্যয় করতে নিরুৎসাহিত না করে তবে সেই আকাঙ্ক্ষা দুষ্ণীয় নয় এবং তাকে 'লোভ' নামে আখ্যায়িত করা হয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে 'লোভ' তাকেই বলা হয়, যা মানুষকে হালাল-হারামের সীমালংঘনে প্ররোচিত করে। "স্থায়ী বসবাসকারী হিজরত সবচেয়ে কষ্টকর" এর কারণ এই যে, তার কাজে হিজরত অর্থ দেশ ত্যাগ করা নয়, বরং প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে লড়াই বা জিহাদ করে আল্লাহর বিধানের ওপর টিকে থাকা এবং প্রতিটি অন্যায়ে ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করা।-অনুবাদক

১২২৩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « شَرَّمَا فِي الرَّجُلِ شَحَّ هَالِعٍ، وَجَبْنِ خَالِعٍ » رواه أبو داود، وابن حبان في صحيحه.

১৩২৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মানুষের চরিত্রের সবচেয়ে খারাপ দোষ হলো, সদাসর্বদা দুশ্চিন্তায় মগ্ন রাখে এমন লোভ এবং সর্বদা প্রচণ্ড ভয়ে অস্থির করে রাখে এমন কাপুরুষতা। (আবু দাউদ ও ইবনে হাবাবন)

১২২৪- وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مَحِقَ الْإِسْلَامَ مَحَقَ الشَّحِّ شَيْءٌ » رواه أبو يعلى، والطبرانی.

১৩২৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : লোভ ইসলামের যত ক্ষতি সাধন করছে, তত আর কোন কিছু করেনি। (আবু ইয়াল্লা ও তাবরানী)

১২২৫- وَرَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا بَخِيلٌ» رواه الترمذى وقال : حديث [حسن] غريب.

১৩২৫। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন প্রতারক, উপকার করার পর খোটা দানকারী এবং কৃপণ বেহেশতে যাবে না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : উপকারের খোটা দেয়ার উদ্দেশ্য যদি উপকৃত ব্যক্তিকে জনসমক্ষে হয়ে করা, অপমান করা, লজ্জা দেয়া বা তার কাছ থেকে পাণ্টা কোন উপকার আদায় করার জন্য চাপ দেয়া হয়, তবে তা দুষণীয় এবং এ হাদীসে সেই ধরনের খোটা দেয়াকেই বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, খোটা দিলে দান বা উপকারের সওয়াব নষ্ট হয়ে যায় এবং তা রিয়ার সমপর্যায়ের। পক্ষান্তরে কেউ যদি উপকারীর উপকার সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে তার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে তবে তাকে তা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ইতিপূর্বে যে উপকার করা হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া দুষণীয় নয়। যুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করার পন্থা হিসেবে এটা বৈধ হবে। তবে এ ক্ষেত্রেও সম্ভাব্য অন্যান্য পন্থা প্রয়োগকে অগ্রাধিকার দেয়া বাঞ্ছনীয়। অন্য সব পন্থা ব্যর্থ হবার পরই এই পন্থা প্রয়োগ করা উচিত। -অনুবাদক

۱۳۲۶- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ عَابِدٍ بَخِيلٍ» رواه الترمذى.

১৩২৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, বেহেশতের নিকটবর্তী জগনের নিকটবর্তী এবং দোষখ থেকে দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর থেকে দূরে, বেহেশত থেকে দূরে। জন সাধারণ থেকে দূরে এবং দোষখ থেকে নিকটে। আর মনো রেখ, একজন দানশীল মূর্খ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে একজন কৃপণ এবাদতকারীর চেয়ে প্রিয়। (তিরমিযী)

১৩২৭- وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَلَا إِنَّ كُلَّ جَوَادٍ فِي الْجَنَّةِ حَتَمٌ عَلَى اللَّهِ، وَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ بَخِيلٍ فِي النَّارِ حَتَمٌ عَلَى اللَّهِ، وَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ الْجَوَادُ؟ وَمَنْ الْبَخِيلُ؟ قَالَ : « الْجَوَادُ مَنْ جَادَ بِحَقُوقِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي مَالِهِ، وَالْبَخِيلُ مَنْ مَنَعَ حَقُوقَ اللَّهِ، وَبَخِلَ عَلَى رَبِّهِ، وَلَيْسَ الْجَوَادُ مَنْ أَخَذَ حَرَامًا وَانْفَقَ إِسْرَافًا » رواه الأصبهاني، وهو غريب.

১৩২৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : জেনে রেখ, প্রত্যেক দাতা বেহেশতে যাবে। এটা আল্লাহ অবধারিত করেছেন এবং আমি এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। জেনে রেখ, প্রত্যেক কৃপণ দোষখে যাবে। এটা আল্লাহ অবধারিত করেছেন এবং আমি এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন : হে রাসূল (সা)। দাতা হচ্ছে যে ব্যক্তি তার সম্পদে আল্লাহর নির্ধারিত অধিকারগুলো দান করে। আর কৃপণ হলো যে ব্যক্তি আল্লাহর ধার্যকৃত অধিকারগুলো তার সম্পদ থেকে দেয় না এবং তার প্রতিপালকের সাথে কার্পণ্য করে। যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করে এবং সম্পদের অপচয় ও অপব্যয় করে, সে দাতা নয়। (ইবসবাহানী)

১৩২৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْمُؤْمِنُ غَرِيبٌ، وَالْفَاجِرُ خَبِثٌ لَيْتِيْمٌ » رواه أبو داود، والترمذی، وقال: حديث غريب.

১৩২৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মুমিন সরলমনা ও দয়র্দ্র হয়ে থাকে। আর পাপী ধোকাবাজ ও খিক্ত হয়ে থাকে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ মুমিন কৃ-চক্রী হয় না এবং মুমিনদেরকে অসততার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সৎ মনে করা রাসূলের নির্দেশ বিধায় সে কারো ভেতরে কৃ-মতলব আছে বলে সন্দেহ করে না। এজন্য কখনো কখনো সে ধোকাও খায়। পক্ষান্তরে পাপাচারী ব্যক্তি

হয়ে থাকে প্রচণ্ড ধোকাবাজ ও প্রতারক এবং মানুষের ভেতর অশান্তি কোন্দল সৃষ্টি অপচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ এ হাদীসটাকে রহিত বা মানসুখ মনে করেন। তারা এর প্রমাণ দর্শান এই হাদীসের বরাত দিয়ে যে, মুমিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। অর্থাৎ সে যথেষ্ট প্রজ্ঞাবান ও চতুর হয়। ফলে সহজে প্রতারিত হয় না। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে, শেষোক্ত হাদীসটা আলোচ্য হাদীসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা এতে পূর্বের অভিজ্ঞতার উল্লেখ রয়েছে। যে ব্যক্তি একবার বিশ্বাসঘাতকতা বা ক্ষতিকর কাজ করেছে, কেবল তার ব্যাপারে সতর্ক হবার তাগিদ রয়েছে এ হাদীসে। আর আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে, প্রথমবার প্রতারণা বা ধোকার কথা, যে কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও যার শিকার হতে পারে এবং হয়ে থাকে।-অনুবাদক

১৩২৭- وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سَمَحَاءَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنِكُمْ، فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَتْ أَمْرًاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بَخَلَاءَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا» رواه الترمذی، وقال : حديث [حسن] غريب.

১৩২৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের নেতা ও শাসকরা যখন তোমাদের সবচেয়ে সৎলোক হবে, তোমাদের ধনী ব্যক্তিরা যখন দানশীল হবে। এবং তোমাদের শাসনকার্য যখন পরামর্শ ভিত্তিক হবে, তখন পৃথিবীর উপরিভাগ তোমাদের জন্য পৃথিবীর নিম্নভাগের চেয়ে কল্যাণকর হবে। আর যখন তোমাদের ধনী লোকেরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের সবচেয়ে অসৎলোক, তোমাদের ধনী লোকেরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের নেতৃত্ব নারীদের হাতে অর্পিত হবে, তখন পৃথিবীর নিম্নভাগ তোমাদের জন্য উপরিভাগের চেয়ে শান্তিময় হবে। অর্থাৎ তোমাদের মরে কবরে যাওয়া বেঁচে থাকার চেয়ে আরামদায়ক হবে।-অনুবাদক) (তিরমিযী)

১২৩- وَعَنْ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَلِيَ أَمْرَهُمُ الْحُكَمَاءُ وَجَعَلَ الْمَالَ عِنْدَ السَّمْحَاءِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا وَلِيَ أَمْرَهُمُ السَّفَهَاءُ، وَجَعَلَ الْمَالَ عِنْدَ الْبَخَلَاءِ» رواه بوداود فى مراسيله.

১৩৩০। হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : যখন আল্লাহ কোন জাতির কল্যাণ চান, তখন প্রাজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকদের হাতে তাদের শাসনভার অর্পণ করেন এবং অর্থ-সম্পদে দানশীলন লোকদের হাতে অর্পণ করেন। আর যখন আল্লাহ কোন জাতির অকল্যাণ কামনা করেন। তখন নির্বোধ ও অপরিণামদর্শী লোকদের হাতে তাদের শাসনভার অর্পণ করেন এবং কৃপণদেরকে ধন-সম্পদের অধিকারী করেন। (আবু দাউদ)

১২৩১- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «السَّخَاءُ خُلِقَ لِلْأَعْظَمِ» رواه أبو الشيخ ابن حيان فى كتاب الثواب.

১৩৩১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : দানশীলতা আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠতম গুণ। (কিতাবুছ ছওয়াব, আবুশ শায়েখ ইবনে হাইয়ান)

১২৩২- وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا جِبِلٌ وَلِيَ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى السَّخَاءِ وَحَسَنِ الْخَلْقِ» رواه أبو الشيخ أيضا.

১৩৩২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : অল্লাহর বন্ধুদের একমাত্র জন্মগত চারিত্রিক গুণ হচ্ছে দানশীলতা ও সৎচরিত্র। (কিতাবুছ ছওয়াব, আবুশ শায়েখ ইবনে হাইয়ান)

১৩৩৩- وَرَوَى عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حِصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ اسْتَخْلَصَ
 هَذَا الدِّينَ لِنَفْسِهِ، فَلَا يَصْلِحُ لِدِينِكُمْ إِلَّا السَّخَاءُ وَحَسَنُ الْخَلْقِ،
 الْأَفْزَيْنُوا دِينَكُمْ بِهِمَا » رواه الطبرانی فی الاوسط، والأصبهانی.

১৩৩৩। হরযত ইমরান বিন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন :
 আল্লাহ তায়ালা এই দীনকে নিজের জন্য খালেছভাবে মনোনীত করেছেন। তাই
 দানশীলতা ও সৎচরিত্র ছাড়া আর কোন জিনিস তোমাদের দীনের জন্য শোভনীয় নয়।
 অতএব, শুনে রাখ, এই দুটো গুণ দ্বারা তোমরা নিজেদের দীনকে অলংকৃত কর।”
 (তাবরানী ও ইসবাহনী)

১৩৩৪- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قِيلَ :
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ السَّيِّدُ؟ قَالَ : « يَوْسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ
 إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ » قَالُوا : فَمَا فِي أُمَّتِكَ سَيِّدٌ؟ قَالَ « بَلَى،
 رَجُلٌ أُعْطِيَ مَالًا وَرُزِقَ سَمَاحَةً، وَأُدْنَى الْفَقِيرِ، وَقَلَّتْ
 شِكَايَتُهُ فِي النَّاسِ » رواه الطبرانی فی الاوسط.

১৩৩৪। হরযত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কতিপয় সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন
 : “হে রাসূল, সাইয়েদ (নেতা) কে? রাসূল (সা) বললেন : হরযত ইউসূফ বিন
 ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম (আ)। তারা জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা, আপনার
 উম্মাতে কি কোন সাইয়েদ নেই? রাসূল (সা) বললেন : আছে। যে ব্যক্তিকে
 ধন-সম্পদ দেয়া হয়েছে, দানশীলতা ও মহানুভবতা দেয়া হয়েছে, সে দরিদ্র লোকদের
 সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে এবং জনগণ তার বিরুদ্ধে খুব কম অভিযোগ তোলে।
 (তাবরানী)

১৩৩৫- وَرَوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ
 وَتَعَالَى بَعَثَ حَبِيبِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَيَّ

إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ : يَا إِبْرَاهِيمَ إِنِّي لَمْ أَتَّخِذْكَ خَلِيلًا عَلَى أَنْكَ أَعْبَدُ عِبَادِي لِي، وَلَكِنْ أَطَّلَعْتُ عَلَى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمْ أَجِدْ قَلْبًا أَسْخَى مِنْ قَلْبِكَ» رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، والطبراني.

১৩৩৫। হযরত উমার ইবনুল খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা আমার বন্ধু জিবরীল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট এই বার্তা দিয়ে পাঠানো হয় যে, “হে ইবরাহীম, আমি তোমাকে এ জন্য আমার বন্ধুরূপে বরণ করিনি যে, তুমি আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার সর্বাধিক এবাদাতকারী। বরং তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছি এজন্য যে, আমি মুমিনদের সকলের অন্তর যাচাই করে দেখেছি। কিন্তু তোমার অন্তরের চেয়ে দানশীল ও দয়ালু অন্তর আর কারো দেখিনি। (তাবরানী, কিতাবুছ ছওয়াব)

الترهيب من عود الإنسان في هبته

কাউকে কিছু দান করার পর তা ফেরৎ

নেয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

۱۳۳۶- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الَّذِي يَرْجِعُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ » وَفِي رِوَايَةٍ : « مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِي، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ » رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

১৩৩৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের দান করা জিনিস ফেরৎ নেয়, সে সেই কুকুরের মত, যে বমি করে, অতঃপর নিজের বমিকে নিজেই খেয়ে নেয়। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ও ইবনে মাজাহ)

কাতাদা বলেন : বমি যখন হারাম, তখন দান করা জিনিস ফেরৎ নেয়াও হারাম।

১২৩৭- وَعَنْ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : « لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكُمْ بِدَرِهِمْ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ » رواه البخارى، ومسلم.

১৩৩৭। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন : আমি একটা ঘোড়া আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য জৈনক মুজাহিদকে দান করেছিলাম। পরে আমি সেই ঘোড়াটা কিনে নেয়ার ইচ্ছা করি। আমি ভেবেছিলাম, ঘোড়াটা যাকে দিয়েছিলাম সে আমার কাছে অপেক্ষাকৃত কম দামে তা বিক্রি করবে। রাসূল (সা)-এর কাছে যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন তিনি বললেন : ওটা কিনো না। তোমার দান করা জিনিস যদি এক দিরহামও সে ফেরৎ দেয়, তবুও তা নিও না। কেননা যে ব্যক্তি নিজের সদকাকৃত জিনিস ফেরৎ আনে বা আনতে চেষ্টা করে সে যেন নিজের বমি পুনরায় খায়। (বুখারী, মুসলিম)

১২৩৮- وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطَى لِرَجُلٍ عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هَبَةً، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ، وَمِثْلَ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ أَوْ هَبَّتِهِ - كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءً، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ » رواه أبو داود، والترمذى،

والنسائى، وابن ماجه، وقال الترمذى : حديث حسن صحيحه

১৩৩৮। হযরত ইবনে উমার (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : কোন ব্যক্তির কাউকে কিছু দান করে পুনরায় তা ফেরৎ নেয়া বৈধ নয়। তবে পিতা তার সন্তানকে কিছু দিয়ে তা ফেরৎ নিতে পারে। যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দান করার পর তা ফেরৎ নেয়, সে সেই কুকুরের মত, যে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর বমি করে এবং পুনরায় সেই বমি খেয়ে নেয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী) ও ইবনে মাজাহ)

الترغيب في قضاء حوائج المسلمين

মানুষের উপকার করা, অভাব মোচন করা ও

তাদের মুখে হাসি ফুটানোর ফযীলত

১৩৩৯- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ نَفَسَ عَنْ مَسْلَمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مَعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مَسْلَمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ »
 رواه مسلم، وأبو داود، والترمذی، واللفظ له، والنسائی، وابن ماجه، والحاكم، وقال : صحيح على شرطهما.

১৩৩৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুনিয়ার কোন বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন অভাবী ব্যক্তির অভাব মোচন করে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাব মোচন করবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করেন। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন করবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাই-এর উপকারে নিয়োজিত থাকবে, আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকবেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম)

১৩৪০- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ لِلَّهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ، يَفْزَعُ النَّاسَ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ، أَوْلَيْكَ الْأَمْنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ » رواه الطبرانی، ورواه أبو الشيخ ابن حيان.

১৩৪০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা কিছু সৃষ্টি রয়েছে, যাদেরকে তিনি মানুষের সেবা ও উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ বিপদাপদে তাদের শরনাপন্ন হয়। এসব লোক আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। (তারবারী, আবুশ শাইখ ইবনে হাইয়ান।

১৩৪১- وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ أَقْوَامٍ
 نَعَمًا أَقْرَهَا عَنْدهُمْ مَا كَانُوا فِي حَوَائِجِ الْمَسْلَمِينَ، مَا مَّ
 يَمْلُوهُمْ، فَإِذَا مَلَوْهُمْ نَقَلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ » رواه الطبرانى.

১৩৪১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কিছু কিছু মানবগোষ্ঠী এমন রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ কিছু নিয়ামত দান করেছেন। তারা যতক্ষণ মুসলমানদের সেবায় নিয়োজিত থাকে ও এতে বিরক্ত হয় না, ততক্ষণ তাদের কাছে ঐ সব নিয়ামত বহাল থাকে। যখন তারা বিরক্ত হয় ও সেবামূলক কাজ পরিত্যাগ করে, তখন আল্লাহ ঐ নিয়ামতগুলোকে অন্যদের কাছে হস্তান্তর করেন। (তিবরানী)

১৩৪২- وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا عَظَّمْتُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ
 عَلَى عَبْدٍ إِلَّا أَشْتَدَّتْ إِلَيْهِ مَوْنَةُ النَّاسِ، وَمَنْ لَمْ يَحْمِلْ تِلْكَ
 الْمَوْنَةَ لِلنَّاسِ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ » رواه ابن
 أبى الدنيا، والطبرانى، وغيرهما.

১৩৪২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহর কোন বান্দা যখনই কোন মূল্যবান নিয়ামত লাভ করে, তখন সাথে সাথেই তার ওপর জনগণের সেবা করার গুরুতর দায়িত্ব এসে পড়ে। যে ব্যক্তি সেই গুরুদায়িত্ব পালন করে না, সে ঐ নিয়ামতকে নিজের হাতছাড়া হওয়ার সুযোগ করে দেয়। (তািবরানী, ইবনে আবিদ দুনিয়া)

۱۳۴۳- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَنْ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقٍ، كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقِينَ » رواه الطبرانی في الأوسط، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد، إلا أنه قال : « لَأَنْ يَمْشِيَ أَحَدَكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قِضَاءِ حَاجَتِهِ - وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ - أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرَيْنِ ».

১৩৪৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার ভাই-এর কোন অভাব মোচন করে, তার সেই কাজ দশ বছরের ইতিকাকফের চেয়ে উত্তম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন ইতিকাকফ করে, আল্লাহ তায়ালা তার ও দোষখের মাঝখানে তিনটে খন্দক সৃষ্টি করেন, যার প্রতিটার দূরত্ব অপরটা থেকে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচলের দূরত্বের চেয়েও বেশী। (তাবরানী, ও হাকেম) হাকেমের ভাষা এ রকম : তোমাদের কেউ যদি তার ভাই-এর কোন উপকার করে দেয়ার জন্য তার সাথে যায়, তবে তার এই যাওয়া আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) দুই মাস ইতিকাকফ করার চেয়েও উত্তম।

۱۳۴۴- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَثْبِتَتْهَا لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ عِزَّ وَجَلَّ بِخُمْسَةِ وَسَبْعِينَ أَلْفَ مَلِكٍ يَصَلُّونَ لَهُ، وَيَدْعُونَ لَهُ، إِنْ كَانَ صَبَاحًا حَتَّى يَمْسَى، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً حَتَّى يَصْبِحَ، وَلَا يَرْفَعُ قَدَمًا إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهَا بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً » رواه أبو الشيخ ابن حيان، وغيره.

১৩৪৪। হযরত ইবনে উমার ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার ভাই এর কোন উপকার করার জন্য যায় এবং উপকার করে দিতে না পারা পর্যন্ত সচেষ্ট থাকে আল্লাহ তায়ালা তাকে পঁচাত্তর হাজার ফেরেশতার ছায়া দিয়ে নিয়ে যান, তারা তার জন্য রহমত কামনা করে ও দোয়া করে। কাজটা যদি সে সকালে করে তবে এই দোয়া ও রহমত কামনা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কাজটা সন্ধ্যায় করলে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত দোয়া ও রহমত কামনা চলতে থাকে। প্রত্যেক কদমে তার একটা করে গুনাহ মাফ হয়। এবং একটা করে মর্যাদা বাড়ে। (আবুশ শাইখ ইবনে হাইয়ান)

১৩৪৫- وَرَوَى عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ سَيِّئَةً، إِلَى أَنْ يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ فَارَقَهُ فَإِنْ قَضَيْتَ حَاجَتَهُ عَلَى بَدْيِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَإِنْ هَلَكَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ » رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعورف، والأصبهاني.

১৩৪৫। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাই-এর প্রয়োজন পূরণের জন্য কোথাও যায়, তার প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ তায়ালা সত্তরটা সওয়াব লিখেনও তার সত্তরটা গুনাহ মাফ করে দেন। সে তার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসা পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে। ঐ ভাই-এর প্রয়োজন যদি তার হাতে পূরণ হয়ে যায়, তাহলে সে ঐ দিন প্রসূত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়। আর যদি এভাবে পরোপকারের চেষ্টা করতে করতে সে মারা যায়, তাহলে সে বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। (ইবনে আবিদ দুনিয়া, ইসবাহনী)

১৩৪৬- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يَحِبُّ لِيَسْرَهُ بِذَلِكَ سَرَّهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه الطبراني في

الصغير بإسناد حسن، وأبو الشيخ في كتاب الثواب.

১৩৪৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাই-এর সাথে সে যা পছন্দ করে, তাই নিয়ে গিয়ে দেখা করে, তাতে সে আনন্দ পায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে আনন্দিত করবেন। (তারানী)

١٣٤٧ - وَرَوَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ مِنْ مُوَجِّبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِدْخَالَكَ السَّرُورَ عَلَى أَخِيكَ الْمَسْلِمِ » رواه لطبرانى فى الكبير والأوسط.

১৩৪৭। হযরত হাসান বিন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমার মুসলমান ভাইকে খুশী করা তোমার গুনাহ মাফের নিশ্চয়তা দানকারী অন্যতম উপকরণ। (তারানী)

١٣٤٨ - وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى - بَعْدَ الْفَرَائِضِ - إِدْخَالَ السَّرُورِ عَلَى الْمَسْلِمِ » رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير.

১৩৪৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : ফরয কাজসমূহের পর আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ হলো কোন মুসলমানকে খুশী করা। (তারানী)

١٣٤٩ - وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَدْخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمَسْلَمِينَ سُرُورًا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ » رواه الطبرانى.

১৩৪৯। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন

মুসলমান পরিবারকে আনন্দিত করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের চেয়ে কম কোন বদলা দিয়ে তৃপ্তি পাবেন না। (তাবরানী)

১৩০- وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ فَقَالَ : « أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ اللَّهُ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سُرُورٌ تَدْخُلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، تَكْشِفُ عَنْهُ كَرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَآنَ أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ - يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ - شَهْرًا، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضَى، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ » رواه الأصبهاني، واللفظ له، ورواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمه.

১৩৫০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূল। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে? রাসূল (সা) বললেন : যে ব্যক্তি মানুষের সবচেয়ে বেশী উপকার করে, সে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। আর কোন মুসলমানকে খুশী করা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ। তাকে কোন বিপদ থেকে মুক্ত করে তার কোন ঋণ পরিশোধ করে অথবা তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করে তার মুখে হাসি ফুঁটাতে পার। কোন মুসলমান ভাইকে সাহায্য করা জন্য কোথাও যাওয়া আমার কাছে মসজিদে নববীতে একমাস ইতিকার্য করার চেয়ে প্রিয়। যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে কার্যকরী করতে পারা সত্ত্বেও ক্রোধকে দমন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার মনকে আনন্দে ভরে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তার ভাই-এর কোন প্রয়োজন পূরণ করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা

কিয়ামতের দিন যখন সবার পা অস্থিত থাকবে ও টলমল করবে, তখন তার পাকে স্থির ও মজবুত করে দেবেন। (ইসবাহানী ও ইবনে আবিদ দুনিয়া)

১৩৫১- وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الْكِبَائِرِ» رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن عنه.

১৩৫১। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কারো জন্য কোন সুপারিশ করে অতঃপর সেই ব্যক্তি সুপারিশের বিনিময় কোন উপহার পাঠালে তা গ্রহণ করে, সে একটা মস্ত বড় কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। (আবু দাউদ)

كتاب الأدب وغيره

আদব তথা শালীনতা, ভদ্রতা শিষ্টাচার
ও সুসভ্য আচরণ সংক্রান্ত অধ্যায়

الترغيب في الحياء، وما جاء في فضله
والترهيب من الفحش، والبذاء

লজ্জাশালীনতা ও শালীনতা অবলম্বনে উৎসাহ প্রদান

১৩৫২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : الْإِيمَانُ بِيَضْعٍ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِيَضْعٍ
وَسِتُونَ - شُعْبَةً ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلٌ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَامَةٌ
الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ « رواه البخاري ،
ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .

১৩৫২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : ঈমানের সত্তরটির ও বেশী অথবা ষাটটিরও বেশী শাখা রয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই বলে ঘোষণা করা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো পথে পড়ে থাকা কষ্টদায়ক বস্তু সরিয় দেয়া। আর লজ্জাও ঈমানের একটা শাখা। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

১৩৫৩- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ وَالْعِي شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ ،
وَالْبِذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ « رواه الترمذي .

১৩৫৩। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : লজ্জা ও কম কথা বলা ঈমানের অংগ। আর বেশী কথা বলা ও অশ্লীল কথা বলা মুনাফিকীর অংগ। (তিরমিযী)

১৩৫৪- ورواه الطبرانی بنحوه، ولفظه قَالَ : قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ وَالْعِيٌّ مِنَ الْإِيمَانِ، وَهُمَا
 يَقْرَبَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَيَبَاعِدَانِ مِنَ النَّارِ، وَالْفَجْشُ وَالْبَدَاءُ مِنَ
 الشَّيْطَانِ، وَهُمَا يَقْرَبَانِ مِنَ النَّارِ وَيَبَاعِدَانِ مِنَ الْجَنَّةِ» فَقَالَ
 أَعْرَابِيٌّ لِأَبِي أَمَامَةَ : إِنَّا لَنَقُولُ فِي الشَّعْرِ : الْعِيٌّ مِنَ الْحَمَقِ،
 فَقَالَ : إِنِّي أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 وَتَجِيئُنِي بِشِعْرِكَ الْمُنْتِنِ !

১৩৫৪। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : লজ্জা ও কম কথা বলা ঈমানের অংগ। এ দুটো গুণ মানুষকে বেহেশতের নিকটে এনে দেয় ও দোষখ থেকে দূরে সরিয় দেয়। পক্ষান্তরে অশ্লীল কথা বলা ও কম কথা বলা শয়তানে বৈশিষ্ট্য। এ দুটো খাসলত মানুষকে দোষখ থেকে নিকটবর্তী করে ও বেহেশত থেকে দূরে নিষ্ক্ষেপ করে। জনৈক বেদুঈন আবু উমামাকে বললো : আমরা তো কবিতায় বলে থাকি যে, কম কথা বলা বোকামির লক্ষণ। আবু উমামা বলেন : কী! আমি উদ্ধৃত করলাম রাসূল (সা)-এর কথা। আর তুমি উদ্ধৃত করছ তোমার নোংরা কবিতা? (তাবরানী)

১৩৫৫- وَرَوَى عَنْ قُرَّةِ بْنِ إِيَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ عِنْدَهُ الْحَيَاءَ، فَقَالُوا: يَا
 رَسُولَ اللَّهِ، الْحَيَاءُ مِنَ الدِّينِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَلْ هُوَ الدِّينُ كُلُّهُ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ الْحَيَاءُ وَالْعِفَافُ وَالْعِيٌّ - عَى اللِّسَانِ، لَا
 عَلَى الْقَلْبِ وَالْعِفَّةُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ،
 وَيَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْقُصْنَ
 مِنَ الدُّنْيَا، وَإِنَّ الشَّحَّ وَالْعِجْزَ وَالْبَدَاءَ مِنَ النِّفَاقِ، وَإِنَّهُنَّ

يَزِدُنَ فِي الدُّنْيَا، وَيَنْقُصُنَ مِنَ الْآخِرَةِ، وَمَا يَنْقُصُنَ مِنَ الْآخِرَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَزِدُنَ مِنَ الدُّنْيَا». رواه الطبرانى بانصار، وأبو الشيخ فى الثواب، واللفظ له.

১৩৫৫। হযরত কুরবা বিন ইয়াস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে বসেছিলাম। এই সময়ে তাঁর সামনে লজ্জার প্রসংগ তোলা হলো। জিজ্ঞাসা করা হলো হে রাসূল লজ্জা কি ইসলামের অংশ? রাসূল (সা) বললেন : বরং ওটা পুরো ইসলাম। মনে রাখ, কম চিন্তা করা নয় বরং কম কথা বলা লজ্জা, সতিত্ব ও আত্মসংযম ঈমানের অংগ। এ গুণগুলো আখিরাতের সমৃদ্ধি বাড়ায় এবং দুনিয়ার সমৃদ্ধি কমায় তবে দুনিয়ায় যেটুকু কমায়, তার চেয়ে আখিরাতে অনেক খানি বৃদ্ধি করে। মনে রাখ, লোভ-লালসা, প্রয়োজনী ন্যায্য কথা না বলা ও অশ্লীল কথা বলা মুনাফেকীর লক্ষণ। এ গুণগুলো দুনিয়ার সম্পদ বৃদ্ধি করে ও আখিরাতের সম্পদ হ্রাস করে। তবে আখিরাতের সেই হ্রাস পাওয়া সম্পদ দুনিয়ায় বর্ধিত সম্পদের চেয়েও বেশী। (তাবরানী, ও কিতাবুছ ছওয়াব)

١٣٥٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا كَانَ الْفَحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ». رواه ابن ماجه، والترمذى، وقال : حديث حسن غريب.

১৩৫৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : কোন জিনিসের নির্লজ্জতার মিশ্রণ ঘটলেই তা কলুষিত হয় এবং কোন জিনিসে লজ্জার মিশ্রণ ঘটলেই তা সুশোভিত হয়। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

١٣٥٧- وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قَرْنَاءُ جَمِيعًا، فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا رَفَعَ الْآخَرَ » رواه الحاكم، وقال : صحيح على شرط الشيخين، ورواه الطبرانى فى الأوسط من

حديث ابن عباس .

১৩৫৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : লজ্জা ও ঈমান পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য সংগী। এ দুটোর একটা যখন বিলুপ্ত হয়, তখন অপরটাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। (তাবরানী)

১৩৫৮- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ» قَالَ : قُلْنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا لَنَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ : «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْأَسْتَحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ : أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَتَحْفَظَ الْبُطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكَرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ». رواه الترمذی.

১৩৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা আল্লাহ থেকে সঠিকভাবে লজ্জিত থাক। ইবনে মাসউদ বলেন : আমরা বললাম : হে আল্লাহর নবী, আমরা তো আল্লাহর থেকে অবশ্যই লজ্জিত থাকি এবং এজন্য আল্লাহর শৌকর আদায় করি। রাসূল (সা) বললেন : সে কথা বলছি না। আল্লাহ থেকে সঠিকভাবে লজ্জিত হওয়ার অর্থ হলো মস্তিষ্কে ও তার চিন্তাধারাকে রক্ষা করা, পেট ও পেটে যে খাদ্য দেয়া হয় তাকে হিফাজত করা, এবং মৃত্যুকে ও কবরকে স্মরণ করা। এটা যে ব্যক্তি করবে, সে দুনিয়ার বিলাসিতা ও সাজ-সজ্জাকে অবশ্যই বর্জন করবে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে-ই আল্লাহ থেকে সঠিকভাবে লজ্জিত থাকে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : মস্তিষ্ক ও তার চিন্তাধারাকে রক্ষা করার অর্থ। ইসলামের বিপক্ষে চিন্তা ভাবনা করা থেকে মস্তিষ্ককে রক্ষা করা। আর পেট ও পেটে যে খাদ্য দেয়া হয় তার হিফাজত করার অর্থ হারাম খাদ্য থেকে রক্ষা করা।

১৩৫৯- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَهْلِكَ

عَبْدًا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ، فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تُلْفِهِ إِلَّا مَقِيَّتًا
مُمَقَّتًا، فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلَّا مَقِيَّتًا مُمَقَّتًا نَزَعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةَ، فَإِذَا
نَزَعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةَ لَمْ تُلْفِهِ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا، فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلَّا
خَائِنًا مُخَوَّنًا نَزَعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةَ فَإِذَا نَزَعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةَ
رَجِيمًا مُلَعَّنًا، فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلَّا رَجِيمًا مُلَعَّنًا نَزَعَتْ مِنْهُ رِبْقَةً
إِلْسَالًا» رواه ابن ماجه.

১৩৫৯। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা যখন কোন বান্দাকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন তার কাছ থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেন। আর লজ্জা যখন ছিনিয়ে নেন, তখন তাকে চরম ধিকৃত ও নিন্দিত করেন। আর যখন তাকে ধিকৃত ও নিন্দিত করেন, তখন তার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততাকে ছিনিয়ে নেন। আর যখন তার আমানতদারীকে ছিনিয়ে নেন, তখন তাকে চরম বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেন। যখন তাকে চরম বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেন, তখন তার ওপর থেকে নিজের রহমত বা দয়া সরিয়ে নেন। রহমত যখন সরিয়ে নেন, তখন তাকে চরম অভিশপ্ত ও বিতাড়িত করেন। যখন তাকে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত করেন, তখন তার থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেন। (ইবনে মাজাহ)

الترغيب في الخلق الحسن وفضله

والترهيب من الخلق السيء وذمه

সৎচরিত্রের মাহাত্ম্য ও অসৎচরিত্রের পরিণাম

১৩৬- عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ، وَالْإِثْمِ، فَقَالَ :
«الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكِرِهَتْ أَنْ
يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم، والترمذی.

১৩৬০। হযরত নাওয়াস ইবনে সাময়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম ন্যায় কী ও অন্যায় কী? তিনি বললেন : উত্তম

চরিত্রই হলো ন্যায়। আর যে জিনিস তোমার নিজের মনের কাছে আপাত্তিকর ও দুর্শীয় মনে হয় এবং লোকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হউক এটা তুমি অপছন্দ কর, সেটাই অন্যায। (মুসলিম ও তিরমিযী)

১৩৬১- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا، وَلَا مَتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ : إِنْ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا «
 رواه البخارى، ومسلم، والترمذى.

১৩৬১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (সা) কখনো অশালীনতা ও নির্লজ্জতার কাজ করতেন না এবং অশালীন কথা বলতেন না। তিনি বলতেন : তোমাদের ভেতরে যে ব্যক্তি স্বভাব চরিত্রে উত্তম, সে-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ। (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

১৩৬২- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خَلْقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِذِيءَ »
 رواه الترمذى، وابن حبان فى صحيحه، وقال الترمذى :
 حديث حسن صحيح.

১৩৬২। হযরত আব্দ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন মুমিননের দাঁড়িপাল্লায় মহৎচরিত্রের চেয়ে ভারী কোন জিনিস পড়বে না। আব্দা হ তায়লা অশ্লীলভাষীকে ঘৃণা করেন। (তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

১৩৬৩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ : « تَقْوَى اللَّهِ، وَحَسَنَ الْخَلْقِ » وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ النَّارَ؟ فَقَالَ : « الْفَمُّ، وَالْفَرْجُ » رواه الترمذى، وابن

حَبَانِ فِي صَحِيحِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الذَّهْدِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ
الترمذی : حديث حسن صحيح غريب .

১৩৬৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ জিনিস অধিকাংশ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বলেন : আল্লাহর ভয় ও সৎচরিত্র। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো : কোন্ জিনিস অধিকাংশ মানুষকে দোযখে টেনে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন : মুখ ও লজ্জাস্থান। (তিরমিযী, ইবনে, হাব্বান ও বায়হাকী)

۱۳۶۴- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خَلْقًا، وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ » رواه الترمذی، والحاكم .

১৩৬৪। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যার চরিত্র যত সুন্দর এবং নিজ পরিবারের সাথে যার ব্যবহার যত নম্র ও কোমল, তার ঈমান ততই পূর্ণাঙ্গ ও পরিপক্ব। (তিরমিযী ও হাকেম)

۱۳۶۵- وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنْ الْمُؤْمِنَ لِيَدْرِكَ بِحَسَنِ الْخَلْقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ وَالْقَائِمِ » رواه أبو داود، وابن حبان في صحيحه، والحاكم .

১৩৬৫। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : একজন মুমিন তার চারিত্রিক সততা দ্বারা ক্রমাগত (নফল) রোযা ও রাত জেগে (নফল) নামাজ আদায়কারীর সমান মর্যাদা লাভ করে। (আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

۱۳۶۶- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنْ الْعَبْدُ لِيَبْلُغَ بِحَسَنِ خَلْقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ، وَشَرَفِ الْمَنَازِلِ، وَإِنَّهُ الضَّعِيفُ الْعِبَادَةِ،

وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خَلْقِهِ أَسْفَلَ رَجَّةٍ فِي جَهَنَّمَ» رواه الطبرانى.

১৩৬৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহর বান্দা এবাদাতে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তার চারিত্রিক সততা দ্বারা আখিরাতে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করতে পারে পক্ষান্তরে সে তার অসৎ চরিত্রের কারণে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হয়। (তাবরানী)

১৩৬৭- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَيْسَرِ الْعِبَادَةِ وَأَهْوَنِهَا عَلَى الْبَدَنِ : الصِّمْتُ ، وَحَسَنَ الْخَلْقِ » رواه ابن الدنيا فى كتاب الصمت مرسلًا.

১৩৬৭। হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমি কি তোমাদের কে শরীরের পক্ষে সবচেয়ে সহজসাধ্য ও হালকা এবাদাতের সন্ধান দেব না? সেই এবাদাত হলো নীরবতা ও চরিত্রের সততা। (ইবনু আবিদ দুনিয়া)

১৩৬৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كَرَمَ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ ، وَمَرْوَتْهُ عَقْلُهُ ، وَحَسَبَهُ خَلْقُهُ » رواه ابن حبان فى صحيحه ، والحاكم ، والبيهقى .

১৩৬৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মুমিনের সম্মান ও মহত্ত্ব তার দীনদারীতে, তার মনুষ্যত্ব তার বুদ্ধিমত্তায় এবং তার আভিজাত্য তার চরিত্রে নিহিত। (ইবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী)

১৩৬৯- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : « يَا أَبَا ذَرٍّ ، لَا عَقْلَ كَالْتَدْبِيرِ ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ ، وَلَا حَسَبَ كَحَسَنِ الْخَلْقِ » رواه ابن حبان .

১৩৬৯। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : হে আবু যর, চিন্তা করে কাজ করার মত বুদ্ধিমত্তা আর নেই, আত্মসংযমের মত পরহেজগারী আর নেই এবং চারিত্রিক সততার মত আভিজাত্য ও মহত্ত্ব আর নেই। (ইবনে হাব্বান)

১৩৭০- وَعَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الشَّخِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « حَسَنَ الْخَلْقِ » ثُمَّ أَتَاهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « حَسَنَ الْخَلْقِ » ثُمَّ أَتَاهُ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : « حَسَنَ الْخَلْقِ » ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ بَعْدِهِ- يَعْنِي مِنْ خَلْفِهِ- فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَا لَكَ لَا تَفْقَهُ؟ حَسَنَ الْخَلْقِ هُوَ أَنْ لَا تَغْضَبَ إِنْ اسْتَطَعْتَ » رواه محمد بن نصر لمروزي في

كتاب الصلاة مرسلا هكذا.

১৩৭০। হযরত আ'লা ইবনুল শুখাইর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে প্রথমে সম্মুখ দিক থেকে এলো ও জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূল, কোন্ কাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন : চরিত্রে সততা। তারপর সে ডান দিক এসে জিজ্ঞেস করলো : কোন কাজটা সর্বোত্তম? তিনি বললেন : চরিত্রের সততা। তারপর সে বামদিক থেকে এল এবং বললো : হে রাসূল, কোন্ কাজটা সর্বোত্তম? তিনি বললেন : চরিত্রের সততা। তারপর লোকটা পুনরায় পেছন দিক থেকে জিজ্ঞেস করলো : কোন কাজটা সর্বোত্তম তখন রাসূল (সা) তার দিকে তাকালেন এবং বললেন : ব্যাপার কী? তুমি বুঝতে পারছ না কেন? চরিত্রের সততা হলো এই যে তুমি সাধ্যমত ক্রোধ সঞ্চরণ করবে।” (আল-মুরফী)

১৩৭১- وَرُوِيَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « حَسَنَ الْخَلْقِ خَلَقَ اللَّهُ

الأعظم». رواه الطبرانى فى الكبير، والأوسط.

১৩৭১। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সৎচরিত্র হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। (তাবরানী)

۱۳۷۲- وَرَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَبْرِئِيلَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ: «إِنَّ هَذَا دِينَ ارْتَضَيْتَهُ لِنَفْسِي، وَلَنْ يَصْلَحَ لَهُ إِلَّا السَّخَاءَ وَحَسَنَ الْخَلْقِ، فَأَكْرَمُوهُ بِهِمَا مَا صَحِبْتُمُوهُ». رواه الطبرانى فى الأوسط.

১৩৭২। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : এটা হচ্ছে সেই ধর্ম, যাকে আমি নিজের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি। এ ধর্মের সবচেয়ে মানানসই গুণ হচ্ছে দানশীলতা ও সৎচরিত্র। অতএব তোমরা এ দুটো গুণ দ্বারা তোমাদের ধর্মকে অলংকৃত কর।” (তাবরানী)

۱۳۷۳- وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ إِِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا خَلِيلِي حَسَنَ خَلْقِكَ وَلَوْمَعَ الْكُفَّارِ، تَدْخُلُ مَدْخَلَ الْأَبْرَارِ، وَإِنَّ كَلِمَتِي سَبَقَتْ لِمَنْ حَسَنَ خَلْقَهُ أَنْ أَظْلَهُ تَحْتَ عَرْشِي، وَأَنْ أُسْقِيَهُ مِنْ حَظِيرَةِ قُدْسِي، وَأَنْ أُدْنِيَهُ مِنْ جَوَارِي». رواه الطبرانى.

১৩৭৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট ওহী পাঠিয়ে বলেছিলেন : হে আমার বন্ধু, তোমার আচার-ব্যবহার সুন্দর কর, এমনকি তা যদি কাফিরদের সাথেও হয়। তাহলে তুমি মহৎ লোকদের সমান মর্যাদা লাভ করবে। যে ব্যক্তি তার আচার-ব্যবহার সুন্দর করবে, আমি তার সম্পর্কে আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, তাকে আমার আরশের ছায়ার নীচে স্থান দেব, তাকে আমার পবিত্র হাউস থেকে পানি করাবো এবং আমার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে রাখবো।

১৩৭৪- وَرَوَى عَنْهُ أَيضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا حَسَّنَ اللَّهُ خَلْقَ رَجُلٍ وَخَلَقَهُ فَيَطْعِمَهُ النَّارَ أَبَدًا ». رواه الطبراني في الأوسط.

১৩৭৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা যার আকৃতিও সুন্দর করেছেন, চরিত্রও সুন্দর করেছেন, তাকে কখনো আগুনে খাবে না। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা : আকৃতি সুন্দর করা যদিও মানুষের ইচ্ছা ও চেষ্টার উর্ধে, কিন্তু যার আকৃতি সুন্দর, সে যাতে নিজের চরিত্রকে সুন্দর করে সর্বদিক দিয়ে পূর্ণতা অর্জন করে, সেজন্য তাকে উৎসাহিত করাই এ হাদীসের উদ্দেশ্য। কেননা চরিত্র ভালো করা ইচ্ছা ও চেষ্টা সাধনা ছাড়া সম্ভব নয়।

১৩৭৫- وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ذَرٍّ . فَقَالَ : « يَا أَبَا ذَرٍّ ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخْفَى عَلَى الظَّهْرِ ، وَأَثْقَلُ فِي المِيزَانِ مِنْ غَيْرِ هُمَا ؟ » قَالَ : بلى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : « عَلَيْكَ بِحَسَنِ الخَلْقِ ، وَطَوْلِ الصُّمْتِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا ». رواه ابن أبي الدنيا، والطبراني، والبزار، وأبو يعلى بإسناد جيد، رواه ثقات، واللفظ له.

১৩৭৫। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) আবু যরকে বললেন : হে আবু যর, তোমাকে কি দুটো মহৎগুণের সম্বান দেব না, যা পিঠের জন্য হালকা, (অর্থাৎ শারীরিকভাবে তেমন আয়াস সাধ্য নয়) এবং দাঁড়িপাল্লায় অপেক্ষাকৃত ভারী? আবু যর বললেন : হ্যাঁ। রাসূল (সা) বললেন : সৎচরিত্র ও দীর্ঘস্থায়ী নীরবতা অবলম্বন কর। আল্লাহর কসম! এ দুটোর সমান কোন গুণ আল্লাহর কোন সৃষ্টিই কখনো অর্জন করেনি। (ইবনে আবিদ দুনিয়া, তাবরানী, বাযযার ও আবু ইয়লা)

১৩৭৬- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ ؟ » قَالُوا :

بَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَطْوُ لَكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ
أَخْلَاقًا». رواه البزار، وابن حبان في صحيحه.

১৩৭৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না, কে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম? সবাই বললো : হ্যাঁ, হে রাসূলুল্লাহ। তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে যে অধিকতর দীর্ঘজীবী ও সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী। (বাযযার, ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা : এখানেও এমন একটা জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে যা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। সেটা হচ্ছে দীর্ঘায়ু হওয়া। তবে দীর্ঘায়ু ব্যক্তি যদি অসৎচরিত্রের অধিকারী হয় তাহলে মানব সমাজের অশান্তিও দীর্ঘায়িত হয়। এ জন্যই দীর্ঘায়ু ব্যক্তিকে সৎচরিত্র অবলম্বন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

١٣٧٧- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخَلْقِ حَسَنٍ» رواه الترمذی،
وقال حديث حسن صحيح.

১৩৭৭। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন : “তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর, মন্দ কাজের অব্যবহিত পর ভালো কাজ কর, এই ভালো কাজ মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করবে এবং মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ কর। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : “তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় কর”। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই সততা অবলম্বন কর।

١٣٧٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خَلْقِي» رواه أحمد ورواته ثقات.

১৩৭৮। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলতেন : হে আল্লাহ, তুমি আমার আকৃতি যেমন সুন্দর করেছ, আমার চরিত্রও তেমন সুন্দর কর। (আহমাদ)

১৩৭৭- وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ، أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوْطَّئُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يَأْلِفُونَ وَيُؤْلَفُونَ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمَفْرَقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْمُتَمِيسُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَيْبِ ». رواه الطبرانى فى الصغير، والأوسط، ورواه البزار.

১৩৭৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সেই ব্যক্তি অধিকতর প্রিয়, যার চরিত্র সর্বোত্তম, যে নিজের সততা দ্বারা সবাইকে মুগ্ধ করে, সে সবাইকে ভালোবাসে এবং তাকেও সবাই ভালোবাসে। আর তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত সেই ব্যক্তি যে একজনের দোষ গোপনে অন্যকে জানায়, বন্ধুদের মধ্যে কান্দল ও বিভেদ সৃষ্টি করে, এবং নির্দোষ লোকদের মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়ায়। (তাবরানী, ও বাযযার)

১৩৮০- وَرَوَى عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ لَهَا زَوْجَانِ، ثُمَّ تَمُوتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ هِيَ وَزَوْجَاهَا، لَا يَهْمَا تَكُونُ، لِلأَوَّلِ، أَوِ الْآخِرِ؟ قَالَ : « تَخَيْرُ، أَحْسَنَهُمَا خَلْقًا كَانَ مَعَهَا فِي الدُّنْيَا يَكُونُ زَوْجَهَا فِي الْجَنَّةِ، يَا أُمَّ حَبِيبَةَ زَهَبَ حَسَنُ الْخَلْقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » رواه الطبرانى، والبزار، باختصار.

১৩৮০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা বললেন : হে রাসূলুল্লাহ দুনিয়ায় যে মহিলার পরপর দু'জন স্বামী ছিল, সেও তার ঐ দুই স্বামী বেহেশতে গেলে ঐ মহিলা কার স্ত্রী হবে? প্রথম স্বামীর না দ্বিতীয় স্বামীর? রাসূল (সা) বললেন : তাকে নির্বাচনের ক্ষমতা দেয়া হবে। তবে সে যদি নির্বাচন না করে, তবে দু'জনের মধ্যে যে স্বামী সবচেয়ে চরিত্রবান, সে-ই হবে বেহেশতে তার স্বামী। হে উম্মে হাবীবা, সৎচরিত্র দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় কল্যাণের অধিকারী হবে। (তাবরানী ও বাযযার)

১৩৮১- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْخَلْقُ الْحَسَنُ يَذِيبُ الْخَطَايَا كَمَا يَذِيبُ الْمَاءُ الْجَلِيدَ، وَالْخَلْقُ السَّوُّءُ يَفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يَفْسِدُ الْخَلَّ الْعَسَلَ» رواه الطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي.

১৩৮১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : পানি যেভাবে বরফকে গলিয়ে দেয়, সৎচরিত্র সেইভাবে গুনাহগুলোকে নষ্ট করে দেয়। আর সেকাঁ যেভাবে মধুকে নষ্ট করে দেয়, অসৎচরিত্র সেইভাবে যাবতীয় সৎকাজকে নষ্ট করে দেয়। (তাবরানী ও বায়হাকী)

১৩৮২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّكُمْ لَنْ تَسْعَوْا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَسْعَهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَحَسَنُ الْخَلْقِ» رواه أبويعلى، والبزار، من طرق أحدها حسن جيد.

১৩৮২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা মানুষের ওপর তোমাদের অর্থ-সম্পদের বলে বিজয়ী নাও হতে পার। তবে হাসি মুখ ও সৎচরিত্র দ্বারা তোমরা বিজয়ী হতে পার। (আবু ইয়ালা, বাযযার)

১৩৮৩- وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ مَا أُوتِيَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ؟ قَالَ : «الْخَلْقُ الْحَسَنُ» قَالَ : فَمَا شَرُّ مَا أُوتِيَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ؟ قَالَ : «إِذَا كَرِهْتَ أَنْ يَرَى عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي نَادِي الْقَوْمِ فَلَا تَفْعَلُهُ إِذَا خَلَوْتَ» رواه عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أبي إسحاق عنه.

১৩৮৩। মুযায়ানা গোত্রের এক ব্যক্তি (নামের উল্লেখ নেই) বর্ণনা করেন। রাসূল

(সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো : একজন মুসলমানকে যা কিছু দেয়া হয়, তন্মধ্যে সর্বোত্তম জিনিস কোনটা? রাসূল (সা) বললেন : সৎচরিত্র। আবার জিজ্ঞেস করা হলো : নিকৃষ্টতম জিনিস কোনটা? রাসূল (সা) বললেন : যে কাজ জনগণের সামনে প্রকাশ্যে করা অপছন্দ কর, তা গোপনে করো না। (মুসনাদে আব্দুর রাযযাক) অর্থাৎ যা প্রকাশ্যে করা অপছন্দনীয়, তা গোপনে করাই নিকৃষ্টতম কাজ।

১৩৮৪- وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَخْلَاقَ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا مَنَحَهُ خَلْقًا حَسَنًا، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءًا مَنَحَهُ خَلْقًا سَيِّئًا» رواه الطبرانی في الأوسط.

১৩৮৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : চরিত্র আল্লাহর দান। আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে ভালো চরিত্র দান করেন। আর যার অকল্যাণ চান, তাকে খারাপ চরিত্র দান করেন। (তাবরানী)

১৩৮৫- وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنْ أَبْغَضْتُكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ أَسْوَأُكُمْ أَخْلَاقًا الثَّرَثَارُونَ الْمُتَفِيهِقُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ» رواه أحمد، ورواه رواية الصحيح، والطبرانی، وابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذی.

১৩৮৫। হযরত আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং আখিরাতে আমার নিকটতম, যে তোমাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত ও আখিরাতে আমার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে, যে চরিত্রের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, যে বিনা প্রয়োজনে বেশী কথা বলে, যে দাঙ্কিতাবশত গাল ভরে কথা বলে, এবং যে অহংকারী। (আহমাদ, তাবরানী, ইবনে হাব্বান ও তিরমিযী)

১৩৮৬- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحَدِيثَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « حَسَنُ الْخَلْقِ نَمَاءٌ، وَسَوْءُ الْخَلْقِ شَوْمٌ، وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمْرِ، وَالصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوَاءِ » رواه أحمد وأبو داود.

১৩৮৬। হুদাইবিয়াতে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন সাহাবী হযরত রা'ফে বিন মুকাইম (রা) বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেছেন : সৎচরিত্র সমৃদ্ধি আনে, আর অসৎচরিত্র দুর্ভাগ্য ডেকে আনে। পরোপকার আয়ু বাড়ায় এবং সদকা অপমৃত্যু রোধ করে। (আহমাদ ও আবু দাউদ)

১৩৮৭- وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَهُ تَوْبَةٌ، إِلَّا صَاحِبَ سَوْءِ الْخَلْقِ، فَإِنَّهُ لَا يَتُوبُ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا عَادَفَى شَرِّ مِنْهُ » رواه الطبرانی في الصغير، والأصهباني.

১৩৮৭। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সকল গুনাহ থেকেই তওবা করা যায়। কিন্তু অসৎচরিত্র থেকে তওবা করা যায় না। কেননা যার চরিত্র খারাপ, সে একটা গুনাহ থেকে তওবা করলে আর একটা গুনাহে লিপ্ত হয়, যা আগেরটার চেয়েও নিকৃষ্ট। (তাবরানী ও ইসবাহানী)

ব্যাখ্যা : অসৎচরিত্র বলতে যাবতীয় পাপ ও অসৎগুণের সমাবেশকে বুঝায়। কারো চরিত্র খারাপ হওয়ার অর্থই হলো, তার ভেতরে যাবতীয় অসৎগুণের সমাবেশ ঘটেছে। এমতাবস্থায় কোন একটা পাপ থেকে তওবা করলে সে আর একটা পাপে লিপ্ত হয়ে থাকে। তাই তার পক্ষে তওবা করে ভালো হয়ে যাওয়া কঠিন। তবে ধীরে ধীরে এক একটা পাপ ত্যাগ করার অভ্যাস করলে তওবা করে আত্মশুদ্ধি করা সম্ভব হতে পারে। এ জন্য দৃঢ় ইচ্ছা, অব্যাহত চেষ্টা ও আল্লাহর সাহায্য চাওয়া জরুরী। আল্লাহ সূরা আনকাবুতের শেষ আয়াতে বলেছেন : “যারা আমার পথে থাকার চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথ দেখাবো। আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে সাহায্য করেন।”
-অনুবাদক

১৩৮৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسَوْءِ الْأَخْلَاقِ » رواه أبو داود، والنسائي.

১৩৮৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) এভাবে দোয়া করতেন : “হে আল্লাহ, আমি বিভেদ সৃষ্টি, মুনাফিকী ভঙ্গামী ও অসৎচরিত্র থেকে তোমার আশ্রয় চাই।” (আবু দাউদ, নাসায়ী)

الترغيب فى الرفق، والأناة والحلم

নম্রতা, কোমলতা, স্থিরতা ও সহনশীলতা

অবলম্বনে উৎসাহ প্রদান

১৩৮৯- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يَحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ » رواه البخارى، ومسلم.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يَحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطَى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعَنْفِ، وَمَا لَا يُعْطَى عَلَى مَا سِوَاهُ ».

১৩৮৯। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা কোমল চিত্ত। সব কিছুতে তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর বর্ণনার মতে : আল্লাহ তায়ালা কোমল চিত্ত। তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন এবং কোমলতা অবলম্বন করলে যা দেন, কঠোরতা বা অন্য কিছু অবলম্বন করলে তা দেন না।

১৩৯০- وَعَنْهَا أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يَنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ » رواه مسلم.

১৩৯০। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : নম্রতা ও কোমলতা যে জিনিসেই থাকবে, তা সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত হবে, আর কঠোরতা যে জিনিসেই থাকবে, তা কুৎসিত ও অকল্যাণকর হবে। (মুসলিম)

১৩৯১- وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيُعْطِيَ عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْخُرْقِ، وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرَّفْقَ، مِمَّنْ أَهْلُ بَيْتٍ يَحْرَمُونَ الرَّفْقَ إِلَّا حَرَمُوا الْخَيْرَ »
 رواه الطبرانی، ورواه ثقات، ورواه مسلم وأبو داود.

১৩৯১। হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা বিনয় ও নম্রতার বদৌলতে যা দান করেন, মুঢ়তা ও বেয়াড়াপনার বদৌলতে তা দান করেন না। আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে বিনয় ও নম্রতা দান করেন। যে পরিবার নম্রতা ও কোমলতা থেকে বঞ্চিত, সে পরিবার যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। (তাবরানী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

১৩৯২- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أُعْطِيَ حِظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حِظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حَرِمَ حِظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ حَرِمَ حِظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ » رواه الترمذی، وقال : حديث حسن صحيحه.

১৩৯২। হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যাকে বিনয় ও নম্রতা দান করা হয়েছে, তাকে যাবতীয় কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর যাকে বিনয় ও নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। (তিরমিযী)

১৩৯৩- وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحِبُّ الرَّفْقَ، وَيَرْضَاهُ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعَنْفِ » رواه الطبرانی.

১৩৯৩। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা বিনয় ও নম্রতাকে পছন্দ করেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকেন এবং নম্র ও কোমল স্বভাব বিশিষ্ট মানুষকে যা দান করেন, উগ্র স্বভাবের মানুষকে তা দান করেন না। (তাবরানী)

১৩৯৪- وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أُعْطِيَ أَهْلُ بَيْتِ الرَّفْقِ إِلَّا نَفَعَهُمْ»

رواه الطبرنى بإسناد جيد.

১৩৯৪। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোমলতা ও নম্রতা যে পরিবারে থাকবে, তা সে পরিবারকে উপকৃত ও লাভবান করবে। (তাবরানী)

১৩৯৫- وَرَوَى عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رَفَقَ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ» رواه الترمذى، وقال: حديث غريب.

১৩৯৫। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তিনটে গুণ: যার ভেতরে থাকবে, আল্লাহ তার ওপর তার অনুগ্রহ বিস্তার করবেন এবং তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন : দুর্বলের প্রতি কোমল ও বিনম্র আচরণ, মা-বাবার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার এবং দাসদাসীর প্রতি অনুগ্রহ ও আনুকূল্য প্রদর্শন। (তিরমিযী)

দ্রষ্টব্য : এ যুগে দাসদাসীর অস্তিত্ব নেই। তাই দাসদাসীর স্থলে চারক-চাকরানী বা গৃহতৃত্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেই আলোচ্য হাদীসের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে। -অনুবাদক

১৩৯৬- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَالَ أَعْرَبِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقْعُوا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ - أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بَعَثْتُمْ مَيَسَّرِينَ، وَلَمْ تَبْعَثُوا مَعْسَرِينَ» رواه البخارى.

১৩৯৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক বেদুঈন মসজিদের পেশাব করলো। লোকেরা তাকে আক্রমণ করতে ছুটে গেল। তখন রাসূল (সা) বললেন : ওকে কিছু বলো না। পেশাব শেষ করতে দাও। ওর পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে উদার ব্যবহার করার জন্য পাঠানো হয়েছে, রক্ষণ ও উগ্র ব্যবহার করতে নয়। (বুখারী)

১৩৯৭- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : « مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيَسْرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ ثَمَّ إِثْمٌ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا أَنْتَقِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تَنْتَهَكَ حَرْمَةَ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ تَعَالَى » رواه البخارى، ومسلم.

১৩৯৭। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) কে যখনই কোন দুটো জিনিসের একটা নির্বাচন করার সুযোগ দেয়া হতো, তখন তিনি যেটা অধিকতর সহজ, সেটাই গ্রহণ করতেন যদি তা গুনাহর কাজ না হতো। তবে গুনাহর কাজ হলে অন্য সবার চাইতে তিনিই সেই কাজ থেকে অধিক দূরে সরে যেতেন। রাসূল (সা) নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কেবল আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ লংঘিত হলে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রতিশোধ নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩৯৮- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْأَخْيَرُ كُمْ بَيْنَ حَرْمِ عَلَى النَّارِ، أَوْ بَيْنَ حَرْمِ عَلَى النَّارِ؟ تَحْرِمُ عَلَى كُلِّ هَيْئٍ لَيْنٍ سَهْلٍ » رواه الترمذى، وقال : حديث حسن، وابن حبان فى صحيحه.

১৩৯৮। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না কার ওপর দোষখ হারাম বা দোষখের ওপর কে হারাম? প্রত্যেক উদারচেতা, কোমল স্বভাব, অমায়িক ও বিনয়ী লোকের ওপর দোষখ হারাম। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

১৩৯৯- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « التَّائِيُّ مِنَ اللَّهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ اللَّهِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْدِ » رواه أبو يعلى، ورواه رواة الصحيح.

১৩৯৯। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : ধীরস্থির ও শান্ত স্বভাব আল্লাহর দান আর দ্রুততা ও তাড়াছড়ো শয়তানের খাসলত। আল্লাহর চেয়ে বেশী ওয়র-আপত্তি গ্রহণকারী আর কেউ নেই। আর আল্লাহর কাছে প্রশংসার চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই। (আবু ইয়লা)

১৪০০- وَرَوَى عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ نَادَى مُنَادٌ: أَيُّنَ أَهْلِ الْفَضْلِ؟ قَالَ: فَيَقُومُ نَاسٌ وَهُمْ يَسِيرٌ، فَيَنْطَلِقُونَ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَتَتَلَقَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ، فَيَقُولُونَ: إِنَّا نَرَاكُمْ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ الْفَضْلِ، فَيَقُولُونَ: وَمَا فَضْلُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ كُنَّا إِذَا ظَلِمْنَا صَبْرَتْنَا، وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا حَلَمْنَا، فَيَقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ » رواه الأصبهاني.

১৪০০। হযরত আমর বিন শুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ যখন সকল সৃষ্টিকে সমবেত করবেন, তখন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে : গুণধর লোকেরা কোথায়? তখন কিছু লোক উঠে দাঁড়াবে। তাদের সংখ্যা খুবই কম হবে। তারা দ্রুত গতিতে বেহেশতের দিকে যাত্রা করবে। তখন ফেরেশতারা তাদের সামনে আসবে এবং বলবে : তোমাদেরকে তো বেহেশতের দিকে দ্রুতগতিতে যেতে দেখছি। তোমরা কারা? তারা বলবে : আমরা গুণবান। ফেরেশতারা বলবেন : তোমরা কোন্ গুণের অধিকারী? তারা বলবে : আমাদের ওপর অত্যাচার করা হলে ধৈর্যধারণ করতাম, আর আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে সহ্য করতাম। তখন

তাদেরকে বলা হবে : যাও, বেহেশতে প্রবেশ কর। কেননা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান খুবই চমৎকার হয়ে থাকে। (ইসবাহানী)

১৪.১- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بَرْدٌ نَجْرَانِي غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَجَذَبَهُ بِرِدَائِهِ جَذْبَةً شَدِيدَةً، فَانْظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَثْرَبَهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ، مَرَلِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِعَطَاءٍ» رواه البخارى، ومسلم.

১৪০১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূল (সা)-এর সাথে হেটে যাচ্ছিলাম। তাঁর গায়ে মোটা পাড়ের একটা চাদর ছিল। সহসা জনৈক বেদুঈন তার সামনে এলো। তাঁর চাদর ধরে জোরে টান দিল। তখন আমি রাসূল (সা)-এর ঘাড়ের দিকে তাকালাম। দেখলাম তার প্রবল টানের প্রভাবে রাসূলের (সা) ঘাড়ে দাগ পড়ে গেছে। সে বললো : হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর যে সম্পদ আপনার কাছে রয়েছে, তা থেকে কিছু আমাকে দেয়ার নির্দেশ দিন। রাসূল (সা) তার দিকে তাকিয়ে হেঁসে দিলেন এবং তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪.২- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» رواه البخارى، ومسلم.

১৪০২। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : মনে হচ্ছে, আমি যেন রাসূল (সা) কে এখনো দেখতে পাচ্ছি, তিনি আল্লাহর কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন। তাঁকে তার স্বজাতির লোকেরা মারতে মারতে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। তথাপি তিনি নিজের মুখের রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন : “হে আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা কর। তারা জানে না।” (বুখারী ও মুসলিম)

১৪.৩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « وَجِبَتْ مَحَبَّةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَغْضِبَ فَحَلَّمَ » رواه الأصبهاني، وفي سنده أحمد بن داود بن عبد الغفار المصري شيخ الحاكم، وقد وثقه الحاكم وحده.

১৪০৩। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তিকে উষ্কানি দেয়া হয় ও উত্তেজিত করা হয়, এবং তারপরও সে ধৈর্যধারণ করে, তাকে ভালোবাসা আত্মাহর জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। (ইসবাহানি ও হাকেম)

১৪.৪- وتقدم حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَا أُنبئكم بما يشرف الله به البنيان، ويرفع به الدرجات؟ » قالوا : نعم يا رسول الله، قال : « تحلّم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطى من حرمك، وتصل من قطعك » رواه الطبراني، والبخاري.

১৪০৪। হযরত উবাদা ইবনুস সাম্মেত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না কিসের দ্বারা আত্মাহ বাসভবনকে সম্মানিত করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সবাই বললো : হে রাসূল, বলুন। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি তোমার সাথে নির্বোধ সুলভ আচরণ করে, তার প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাবে, যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান করবে, যে ব্যক্তি তোমার ওপর যুলুম করে তাকে ক্ষমা করবে, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। (তাবরানী বাযযার)

১৪.৫- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ » رواه البخاري، ومسلم.

১৪০৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করায় বাহাদুরী নেই। বাহাদুরী আছে সেই ব্যক্তির যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

الترغيب في طلاقة الوجه، وطيب الكلام

ভালো কথা বলা ও হাসিমুখ থাকার জন্য উৎসাহ প্রদান

১৪.৬- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ» رواه مسلم.

১৪০৬। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন ভালো কাজকেই অবজ্ঞা করো না। এমনকি তোমার ভাই-এর সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একটা মহৎ কাজ। (মুসলিম)

১৪.৭- وَعَنْ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، وَأَنْتَ طَلِيقُ الْوَجْهِ» رواه ابن أبي الدنيا، وهو مرسل.

১৪০৭। হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মানুষের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাটাও একটা সদকা বিশেষ। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

১৪.৮- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَبَسُّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ [لَكَ] صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْأَذَى وَالشُّوكَ، وَالْعِظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ» رواه الترمذی وحسنه، وابن حبان في صحيحه.

১৪০৮। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমার ভাই-এর সামনে তোমার মুচকি হাসিও একটা ছদকা। সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করাও একটা সদকা ও মহৎ কাজ। পথ হারানো ভাইকে পথ

দেখানোও একটা সদকা। রাস্তা থেকে ময়লা কাঁটা হাড়গোড় সরানোও একটা সদকা। আর তোমার বালতি থেকে তোমার ভাই-এর বালতিতে পানি দেয়াও একটা সদকা। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

১৬.৯- وَعَنْ أَبِي جَرِيٍّ الْهُجَيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَعَلِمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ؟ فَقَالَ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَفْرَغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمَسْتَسْقَى، وَلَوْ أَنْ تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَوَجَّهَكَ إِلَيْهِ مِنْبَسِطًا، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَخْيَلَةِ، وَلَا يَحِبُّهَا اللَّهُ، وَإِنْ أَمْرٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَشْتَمَهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنْ أَجْرَهُ لَكَ وَوَبَّالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ» رواه أبو داود، والترمذی، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائی مفرقا، وابن حبان في صحيحه واللفظ له.

১৪০৯। হযরত আবু জারী আল হুজাইমী বলেন : আমি রাসূল (সা)-এর কাছে এলাম। বললাম : হে রাসূল, আমরা একটা বেদুঈন জনগোষ্ঠী। কাজেই আমাদের এমন কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমাদের জন্য লাভজনক। রাসূল (সা) বললেন, কোন ভাল কাজকেই অবজ্ঞা করবে না, এমনকি নিজের বালতি থেকে অন্যের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়াকেও নয়, এবং তোমার ভাই এর সাথে হাসিমুখে কথা বলাকেও নয়। আর সাবধান, তোমার পাজামা যেন গিরের নীচে না নামে। কেননা এটা অহংকারের শামিল। আল্লাহ এটাকে পছন্দ করেন না। আর কেউ যদি তোমাকে তোমার ভেতরে যথার্থই যে ক্রটি রয়েছে, তার উল্লেখ করে তোমাকে তিরস্কার করে, তবে তুমি তার ভেতরে সত্যি সত্যি যে ক্রটি রয়েছে, তার উল্লেখ করে তাকে তিরস্কার করো না। তুমি যদি এটা না কর, তাহলে তুমি (ধৈর্যের) সাওয়াব পাবে। আর সে (তিরস্কারের) শাস্তি ভোগ করবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

১৬১- وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ » رواه البخارى، ومسلم.

১৪১০। হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : একটা খোরমার অংশ বিশেষ দান করেও যদি পার, দোযখ থেকে নিষ্কৃতি অর্জন কর। তাও যদি না পার, তবে একটা ভালো কথা বলে নিষ্কৃতি অর্জন কর। (বুখারী ও মুসলিম)

الترغيب فى إفشاء السلام

সালাম দেয়ার ফযীলত

১৬১১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : « تَطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ » رواه البخارى، ومسلم، أبو داود، والنسائى، وابن ماجه.

১৪১১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো : কি ধরণের ইসলাম ভালো? তিনি বললেন : মানুষকে খানা খাওয়াবে, এবং চেনা-অচেনা যে-ই হোক, সবাইকে সালাম করবে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

দ্রষ্টব্য : এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সালাম দেয়ার জন্য কারো পরিচয় জানার প্রয়োজন নেই। সে মুসলমান না অমুসলমান, সেটা না জেনেও সালাম দেয়া বৈধ।

১৬১২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَتُومِنُوا ،

وَلَا تَوَمِّنُوا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَلَا أَدَلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْوَهُ تَحَابَّبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رواه مسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه.

১৪১২। হযরত আবু হুবায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা ঈমানদার না হলে বেহেশতে যেতে পারে না। আর তোমরা পরস্পরের প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না হলে ঈমানদার হতে পারবে না। কিভাবে পরস্পরে প্রীতি ও ভালোবাসা গড়ে উঠবে তা কি আমি জানাবো? পরস্পরের মধ্যে সালামের লেনদেন কর। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

١٤١٢- وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَّمِ قَبْلَكُمْ: الْبَغْضَاءُ، وَالْحَسَدُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَيْسَ حَالِقَةُ الشَّعْرِ، وَلَكِنْ حَالِقَةُ الدِّينِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوَمِّنُوا، وَلَا تُوَمِّنُوا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِمَا يَثْبُتَ لَكُمْ ذَلِكَ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رواه البزار بإسناد جيد.

১৪১৩। হযরত ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর রোগ হিংসা ও বিদ্বেষ তোমাদের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বিদ্বেষ তো দীনদারীকেই ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহর কসম, তোমরা ঈমানদার না হলে বেহেশতে যেতে পারবে না, আর পারস্পরিক প্রীতি ভালোবাসা ছাড়া ঈমানদার হতে পারবে না। এখন এই পারস্পরিক প্রীতি ভালোবাসা কিভাবে সৃষ্টি হবে। তা কি আমি বলবো? পরস্পরের ভেতরে সালামের প্রসার ঘটান। (বাযযার)

١٤١٤- وَرَوَى عَنْ شَيْبَةَ الْحَجَبِيِّ عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ يَصِفِينَ لَكَ وَدَّ أُخِيكَ: تَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقَيْتَهُ، وَتَوَسَّعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَتَدَعَوْهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ» رواه الطبرانى فى الأوسط.

১৪১৪। হযরত শায়রা আল-হাজাবী থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তিনটি জিনিস তোমার প্রতি তোমার ভাই-এর নির্ভেজাল ভালোবাসা সৃষ্টি করবে : দেখা হলেই তাকে সালাম দেবে, মসলিসে তাকে বসার জন্য প্রশস্ত জায়গা দেবে এবং তার প্রিয়তম নামে তাকে ডাকবে। (তাবরানী)

১৬১০- وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطِعْمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسَ نِيَامًا، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ » رواه الترمذی، وقال : حديث حسن صحيح.

১৪১৫। হযরত আবু ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন সালাম থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : হে মানবমণ্ডলী, সালামের প্রসার ঘটানো, মানুষকে খানা খাওয়াও, রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড়, তা হলে সচ্ছন্দে বেহেশতে যেতে পারবে। (তিরমিযী)

১৬১৬- وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُؤَجِّبُ لِي الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : « طَيْبُ الْكَلَامِ، وَيَذُلُّ السَّلَامَ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ » رواه الطبرانی، وابن حبان في صحيحه في حديث، والحاكم وصححه.

১৪১৬। হযরত আবু শুরাইহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : হে রাসূল, আমাকে এমন একটা জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আমার জন্য জান্নাতকে অবধারিত করে দেবে। রাসূল (সা) বললেন : ভালো কথা বলা, সালাম দেয়া ও খানা খাওয়ানো। (তাবরানী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

১৬১৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ،

وَتَشْمِئَتِ الْعَاطِسِ» رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود.

১৪১৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মুসলমানদের ওপর মুসলমানের পাঁচটা অধিকার : সালাম দিলে তার জবাব দেয়া, রোগাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাওয়া, মারা গেলে তার জানাযা ও দাফনে শরীক হওয়া, তার দাওয়াত গ্রহণ করা এবং সে হাঁচি দিয়ে আল হামদুলিল্লাহ বললে ইয়ারহামুকাল্লাহ, (আল্লাহ তোমার ওপর রহমত করুন) বলা। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে ৬টা অধিকার : কোন মুসলমানের সাথে দেখা হলে তাকে সালাম করা, দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা, কোন সৎপরামর্শ চাইলে সৎপরামর্শ দেয়া, হাঁচি দিয়ে আল হামদুলিল্লাহ বললে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা, রোগাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাওয়া এবং মারা গেলে তার দাফনে অংশ গ্রহণ করা। (তিরমিযী ও নাসয়ীর বর্ণনাও অনুরূপ)।

١٤١٨- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ » رواه أبو داود، والترمذى.

১৪১৮। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সালাম দেয়, আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক প্রিয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

١٤١٩- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَسْلِمُ الرَّابِعُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْمَاشِيْنَ أَيْهَمَا بَدَأَ فَهُوَ أَفْضَلُ » رواه البزار، وابن حبان فى صحيحه.

১৪১৯। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আরোহী পদচারীকে, এবং পদচারী পথিপার্শ্বে বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম করবে। আর দুই পদচারীর মধ্যে যে জন আগে সালাম দেবে সে উত্তম। (বাযযার ও ইবনে হাব্বান)

১৪২০- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ؛ فَأَفْشَاهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَردُوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ دَرَجَةٌ؛ بِتَذْكَيرِهِ إِيَّاهُمْ السَّلَامَ، فَإِنْ لَمْ يردُوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ » رواه البزار، والطبرانی، وأحد إسناده البزار جيد قوى.

১৪২০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সালাম হচ্ছে আল্লাহর অনেকগুলো নামের মধ্যে একটা নাম। এটাকে তিনি পৃথিবীতে রেখে দিয়েছেন। কাজেই এটাকে তোমরা নিজেদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। একজন মুসলমান যখন এক দল লোকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম করে, এবং তারা তার জবাব দেয়, তখন ঐ ব্যক্তি তাদেরকে সালামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার কারণে এক ধাপ বেশী মর্যাদা লাভ করে। তারা যদি তার সালামের জবাব না দেয় তবে যারা তাদের চেয়ে উত্তম, (অর্থাৎ ফেরেশতারা) তারা সালামের জবাব দেবে। (বায়যার, তাবরানী)

১৪২১- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَرَّقَ بَيْنَنَا شَجَرَةٌ، فَإِذَا التَّقَيْنَا يَسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ » رواه الطبرانی بإسناد حسن.

১৪২১। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা যখন রাসূল (সা)-এর সাথে থাকতাম, তখন কথা কাটা-কাটির কারণে কখনো কখনো আমাদের ভেতরে সাময়িক সম্পর্কচ্ছেদ ঘটতো। পরে যখনই আমরা একত্রিত হতাম, পরস্পকে সালাম করতাম। (তাবরানী)

১৬২২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلَيْسَ سَلَامٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلَيْسَ سَلَامٌ ، فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ » رواه أبو داود ، والترمذى ، وحسنه ، والنسائى ، وزاد رزين : « وَمَنْ سَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ حِينَ يَقُومُ عَنْهُمْ كَانَ شَرِيكَهُمْ فِي مَا خَاصَّوْا مِنَ الْخَيْرِ بَعْدَهُ » .

১৪২২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন মজলিসে উপস্থিত হয়, তখন তার সালাম করা উচিত। তারপর সে যখন ঐ মজলিস থেকে উঠে যাবে, তখনও তার সালাম করা উচিত। কেননা যারা মজলিসে আগে এসেছে, তারা পরে আগমনকারীর চেয়ে বেশী সালাম করার দায়িত্ব বহন করে না। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী) রুযাইন ও এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তবে সেখানে এ কথাও রয়েছে : যে ব্যক্তি কোন মজলিস থেকে উঠে আসার সময় তাদেরকে সালাম করবে, সে ঐ মজলিসে তার পরে যেসব ভালো কাজ হবে, তাতে অংশীদার গণ্য হবে।

১৬২৩- وَرَوَى عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَالَ : السَّلَامَ عَلَيْكُمْ ، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرٌ حَسَنَةٍ ، وَمَنْ قَالَ : السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ ، كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً ، وَمَنْ قَالَ : السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ ، كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً » رواه الطبرانى .

১৪২৩। হযরত সাহল বিন হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি শুধু “আসসালামু আলাকুম” বলবে, সে দশগুণ সওয়াব পাবে, যে ব্যক্তি “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ” বলবে, সে পাবে বিশগুণ, এবং যে ব্যক্তি “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহ” বলবে, সে পাবে ত্রিশ গুণ সওয়াব। (তাবরানী)

১৬২৪- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدَّعَاءِ ، وَأَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخَلَ بِالسَّلَامِ » رواه الطبرانى .

১৪২৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে পারে না, তার মত অক্ষম আর নেই। আর যে ব্যক্তি সালাম দিতে কার্পণ্য করে, তার মত কৃপণ আর নেই। (তাবরানী)

১৬২৫- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَسْرَقَ النَّاسِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ » قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ : « لَا يَتِمُّ رُكُوعُهَا وَلَا سَجُودُهَا ، وَأَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخَلَ بِالسَّلَامِ » رواه الطبرانى بإسناد جيد .

১৪২৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি নামায চুরি করে, সে হচ্ছে সবচেয়ে বড় চোর। জিজ্ঞেস করা হলো : হে রাসূল, মানুষ নামায কিভাবে চুরি করে? রাসূল (সা) বললেন : ভালোভাবে রুকু সিজদা করে না। তারপর বললেন : আর সবচেয়ে বড় কৃপণ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে সালাম করতে কার্পণ্য করে।

১৬২৬- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَّوِكِنًا عَلَى عَصَا ، فَقَمْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يَعْظُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا » رواه أبو داود ، وابن ماجه .

১৪২৬। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল (সা) একটা লাঠিতে ভড় করে আমাদের কাছে এলেন। আমরা তৎক্ষণাত উঠে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন : অনারবরা যে রকম একজন অপর জনকে সম্মান দেখানোর জন্য উঠে দাঁড়ায়, তোমরা সে রকম উঠে দাঁড়িও না।” (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

الترغيب في المصافحة

والترهيب من الإشارة في السلام

وما جاء في السلام على الكفار

মোসাফাহা করা, ইশারায় সালাম করা ও

কাফিরদেরকে সালাম করা প্রসঙ্গ

১৪২৭- وَعَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ مُسْلِمِينَ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا » رواه أبو داود، والترمذى، كلاهما من رواية الأجلح عن أبي أسحاق عن البراء، وقال الترمذى : حديث حسن غريب .

وفى رواية الأبي داود : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا » .

১৪২৭। হযরত বারা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, যখনই দু'জন মুসলমানের সাক্ষাৎ হয় এবং তারা হাত মেলায়। তখন তাদের বিচ্ছিন্ন হবার আগেই তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আবু দাউদের অপর বর্ণনা মতে : রাসূল (সা) বলেছেন : যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয়ে হাত মেলায়, আল্লাহর প্রশংসা করে ও তার কাছে ক্ষমা চায়। তখন তাদের উভয়কে ক্ষমা করা হয়।

১৪২৮- وَرَوَى الطبرانى عن أبى داود الأعمى - وهو متروك - قَالَ : لَقِينِي الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ، فَاخَذَ بِيَدِي وَصَافَحَنِي، وَضَحِكَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرِي لِمَ أَخَذْتَ بِيَدِكَ؟ قُلْتُ :

لَا، إِلَّا أَنَّنِي طَنَنْتُ أَنَّكَ لَمْ تَفْعَلْهُ إِلَّا لِخَيْرٍ، فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِينِي، فَفَعَلَ بِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ : « تَدْرِي لِمَ فَعَلْتَ بِكَ ذَلِكَ؟ » قُلْتُ : لَا : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا التَّقِيَا وَتَصَافَحَا، وَضَحِكَ كُلٌّ وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي وَجْهِ صَاحِبِهِ، لَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ إِلَّا لِلَّهِ، لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا ».

১৪২৮। তাবরানীতে বর্ণিত হয়েছে : অন্ধ আবু দাউদ বলেন : বারা ইবনে আযেব আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন, আমার হাত ধরলেন, হাতে হাত মেলালেন, এবং আমার মুখের ওপর হেসে দিলেন। তারপর বললেন : তুমি কি জান, কেন আমি তোমার হাত ধরেছি। আমি বললাম : না, তবে ধারণা করেছি যে, আপনি কোন ভালো উদ্দেশ্যে ছাড়া এটা করেননি। তখন বারা বললেন : রাসূল (সা) একবার আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তারপর এরূপ করলেন। (অর্থাৎ হাতে হাত মেলালেন) তারপর বললেন : তুমি কি জান, তোমার সাথে কেন এরকম করলাম? আমি বললাম : না। তখন রাসূল (সা) বললেন : যখন দু'জন মুসলমান পরস্পরে মিলিত হয় হাতে হাত মেলায়, উভয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসে, এবং শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই এ সব কিছু করে, তারা বিচ্ছিন্ন হবার আগেই তাদের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

١٤٢٩- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلَقَّوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَاقَبُوا » رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ، وَرَوَاهُ مَتَّجٌ بِهِمْ فِي الصَّبِيحِ.

১৪২৯। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : রাসূলের (সা) সাহাবীগণ যখনই পরস্পরে মিলিত হতেন, মোসাক্ষাহা করতেন (হাতে হাত মেলাতেন) আর যখন কোন সফর থেকে আসতেন, পরস্পরকে আলিঙ্গন করতেন। (তাবরানী)

১৪২- وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ الْمَوْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَصَافَحَهُ ، تَنَاسَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاسَرُ وِرْقُ الشَّجَرِ » رواه الطبراني في الأوسط، ورواه لا أعلم فيهم مجروحاً.

১৪৩০। হযরত ছুয়ায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন মুমিন যখন আরেকজন মুমিনের সাথে সাক্ষাৎ করে, তাকে সালাম করে, তার হাত ধরে ও মোসাফাহা করে, তখন গাছের মরা পাতা ঝরে পড়ার মত তাদের গুনাহগুলো ঝরে পড়ে। (তাবরানী)

১৪৩১- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا التَّقِيَا فَتَصَافَحَا وَتَسَاءَ لَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا مِائَةَ رَحْمَةٍ : تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ لِأَبَشِهِمَا وَأَطْلَقَهُمَا وَأَبْرَهُمَا وَأَحْسَنَهُمَا مَسَاءَةً بِأَخِيهِ » رواه الطبراني بأسناده فيه نظر.

১৪৩১। হযরত আবু ছুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয়, মোসাফাহা করে এবং পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে একশোটা রহমত নাযিল ও বণ্টন করেন : তন্মধ্যে ৯৯টা পায় সেই ব্যক্তি, যে উভয়ের মধ্যে বেশী হাসি মুখ, বেশী ভালো ব্যবহারকারী, এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করায় অধিকতর পটু। (তাবরানী)

১৪৩২- وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَأَيْتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِي يَوْمٍ رِيحٌ عَاصِفٌ ، وَإِلَّا غَفِرَ لَهُمَا ، وَلَوْ كَانَتْ

ذُنُوبَهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» رواه الطبرانی بأسناد حسن.

১৪৩২। হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন মুসলমান যখন তার অপর মুসলমান ভাই-এর সাথে মিলিত হয় এবং তার হাতে হাত রাখে, তখন ঝড়ের দিনে যেভাবে শুকনো গাছের পাতা ঝরে পড়ে, ঠিক সেইভাবে তাদের উভয়ের গুনাহগুলো ঝরে পড়ে যায়, যদিও তাদের গুনাহ সাগরের ফেনার সমান হয়। (তাবরানী)

١٤٣٣- وَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تَصَافَحُوا يَذْهَبُ [عَنْكُمْ] الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابَبُوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ. » رواه مالك هكذا معضلا، وقد أسند من طرق فيها مقال.

১৪৩৩। হযরত আতা খোরাসানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা হাতে হাত মেলাও মনের সমস্ত ক্রোধ দূর হয়ে যাবে, আর একে অপরে উপহার বিনিময় কর, তোমাদের ভেতরে পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হবে, এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে। (মালেক)

١٤٣٤- وَرَوَى عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى بِالْأَكْفِ ». رواه الترمذی، والطبرانی.

১৪৩৪। হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি বিধর্মীদের সাথে সদৃশ্য অবলম্বন করে, সে আমাদের কেউ নয়। তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করো না। ইহুদীরা সালাম করে আংগুলের ইশারায় আর খৃষ্টানরা সালাম করে হাতের পাতা দিয়ে। (তিরমিযী, তাবরানী)

১৪৩৫- وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَسْلِيمَ الرَّجْلِ بِأَصْبَعٍ وَاحِدَةٍ يَشِيرُ بِهَا فَعَلَّ الْيَهُودَ ». رواه أبو يعلى، ورواته رواية الصحيح، والطبرانى، واللفظ له.

১৪৩৫। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কাউকে এক আংগুল দিয়ে সালাম করা ইহুদীদের কাজ। (আবু ইয়ালা ও তাবরানী)

১৪৩৬- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أُضْيَاقِهِ ». رواه مسلم، واللفظ له. وأبو داود، والترمذى.

১৪৩৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন? তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে প্রথমে সালাম করো না। আর তাদের কারো সাথে রাস্তায় দেখা হলে তাকে রাস্তার সংকীর্ণতম অংশে যেতে বাধ্য কর। (মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

১৪৩৭- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ ». رواه البخارى، ومسلم وأبو داود. والترمذى، وابن ماجه.

১৪৩৭। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যখন আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) তোমাদেরকে সালাম করবে, তখন তোমরা বলবে : “ওয়ালাইকুম।” (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

الترهيب أن يطلع الإنسان في دار

قبل أن يستأذن

বিনা অনুমতিতে কারো বাড়ীর ভেতরে
তাকানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٤٣٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَهُوا عَيْنَهُ» رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، إلا أنه قال: «ففقئوا عينه فقد هدرت».

وفى رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَّؤُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ»

১৪৩৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্যের বাড়ীর ভেতরে মালিকের বিনা অনুমতিতে দৃষ্টি দেয়, তার চোখ বের করে নেয়া বাড়ীর মালিকদের জন্য বৈধ্য হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ) তবে আবু দাউদের বর্ণনা অনুসারে হাদীসের শেষ বাক্যটা এরকম : বাড়ীর মালিকরা যদি তার চোখ তুলে ফেলে, তবে তা অপরাধ হবে না।

নাসায়ীর বর্ণনায় বলা হয়েছে : চোখ তুলে ফেললে কোন দিয়াত (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) বা কিসাস (শরিয়তের বিধান অনুসারে সমপরিমাণ শাস্তি অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ দেয়া) প্রযোজ্য হবে না।

١٤٣٩- وعن عبادة- يعنى بان الصامت - رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستئذان في البيوت؟ فقال: «من دخلت عينه قبل أن يستأذن، ويسلم، فلا إذن له، وقد عصى ربه». رواه الطبراني من حديث

إسحاق بن يحيى عن عبادة، ولم يسمع منه، ورواته ثقات.

১৪৩৯। হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। কারো বাড়ীতে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাসূল (সা)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন : বাড়ীর অধিবাসীদের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া ও তাদেরকে সালাম করার আগে যারা চোখ বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করাবে, তাকে আর অনুমতি দেয়া হবে না এবং সে তার প্রতিপালকের অবাধ্য গণ্য হবে। (তাবরানী)

١٤٤- وَعَنْ ثُوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ : لَا يَوْمٌ رَجَلَ قَوْمًا فَيُخَصُّ نَفْسَهُ بِالِدَعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَصَلِّيُ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ» رواه أبو داود واللفظ له، والترمذى، وجسنه، وابن ماجه مختصرا، ورواه بأبو داود أيضا من حديث أبي هريرة.

১৪৪০। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তিনটে কাজ করা কারো জন্য বৈধ নয়। কেউ যদি একদল মানুষের ইমামতি করে, তবে জামায়াতের অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দোয়া করা তার উচিত নয়। তা করলে সে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বিবেচিত হবে। বিনা অনুমতিতে কারো বাড়ীর ভেতরের দিকে তাকানো উচিত নয়। তাকালে সে ঐ বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছে বলে বিবেচিত হবে। আর পেশাবের চাপসহ নামায পড়া অনুচিত। নামায পড়ার আগে পেশাব করে নিজেকে হালকা করে নেয়া উচিত। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

الترهيب أن يتسمع حديث قوم يكرهون أن يسمعه

যারা পছন্দ করে না কেউ তাদের কথা শুনুক,
তাদের কথা শুনতে চেষ্টা করা অন্যায

١٤٤١- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ تَحَلَّمَ بِحَلْمٍ لَمْ يَرَهُ كَلْفٌ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارَهُونَ صَبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةَ عَذِبٍ، أَوْ كَلَّفَ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِعٍ ». وراه البخارى، وغيره.

১৪৪১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি এমন মনগড়া স্বপ্নের কাহিনী শুনায়, যা সে দেখেনি, তাকে কিয়ামতের দিন দুটো যবের দানাকে যুক্ত করার আদেশ দেয়া হবে, অথচ তা সে কখনো করতে পারবে না, আর যে ব্যক্তি এমন কয়েকজন লোকের কথা শোনে, যারা তাদের কথা কেউ শুনুক এটা পছন্দ করে না। তার কানে কিয়ামতের দিন গলিত তপ্ত শীষা ঢেলে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো (প্রাণীর) ছবি তৈরী করে, তাকে কিয়ামতের দিন ঐ ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করার আদেশ দেয়া হবে অথচ তা কখনো করতে পারবে না। (বুখারী)

الترغيب فى العزلة

لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط

যখন সমাজের লোকদের সাথে মেলামেশা করা বিপজ্জনক হবে
তখন নির্জন জীবন-যাপনে উৎসাহ প্রদান

١٤٤٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : أَى النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ « مُؤْمِنٌ يَجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ». قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ رَجُلٌ

مَعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ».

وفى رواية « يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شِرِّهِ » رواه البخارى، ومسلم، وغيرهما.

১৪৪২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূল, কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : যে মুমিন আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। সে বললো : তারপর কে? তিনি বললেন : তারপর যে ব্যক্তি কোন পাহাড়ে বা জংগলে (অর্থাৎ নির্জনে) বসে আল্লাহর এবাদত করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং জনগণকে তার ক্ষতি থেকে নিরাপদে রাখে।

١٤٤٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَغَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْفَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ » رواه مالك، والبخارى، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

১৪৪৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : একদিন হয়তো এমন আসবে, যখন একজন মুসলমানের সবচেয়ে ভালো সম্পদ হবে মেষপাল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের ওপরে ও গুহায় অবস্থান করবে। এভাবে সে নিজের ধর্মকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার জন্য পালিয়ে বেড়াবে। (মালেক, বুখারী, আবুদাউদ, নাসারী ও ইবনে মাজাহ)

١٤٤٤- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتْنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمَظْلَمِ، يَصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيَمْسِي كَافِرًا، وَيَمْسِي مُؤْمِنًا، وَيَصْبِحُ كَافِرًا، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي »

قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «كُونُوا أَحْلَاسَ بَيُوتِكُمْ» رواه أبو داود،

১৪৪৪। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : অচিরেই তোমাদের ওপর এমন ভয়ংকর বিপদ-মুসিবত ও দুর্যোগ আসবে, যা অন্ধকার রাতের মত হবে। মানুষ তখন সকালে মুমিন বিকালে কাফির এবং সকালে কাফির ও বিকালে মুমিন হবে। তখন বসে থাকা মানুষ দাঁড়ানো মানুষের চেয়ে, দাঁড়ানো মানুষ পদচারী মানুষের চেয়ে পদচারী মানুষ ছুটন্ত মানুষের চেয়ে নিরাপদে থাকবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : সেই পরিস্থিতিতে আপনি আমাদেরকে কী করতে বলেন? রাসূল (সা) বললেন : ঘরের বাইরে যেও না। (আবু দাউদ)

١٤٤٥- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ، فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عَهْوُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» قَالَ: فَقَمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ. جَعَلَنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِدَاكَ؟ قَالَ: «الزَّمْ بَيْتَكَ، وَابِكِ عَلَى نَفْسِكَ. وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخَذْمًا تَعْرِفُ وَدَعُ مَا تَنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةٍ نَفْسِكَ، وَدَعُ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ» رواه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن.

১৪৪৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন। “আমরা রাসূল (সা)-এর পাশে বসেছিলাম। সহসা কঠিন পরিস্থিতি ও বিপদ-মুসিবতের বিষয়ে আলোচনা শুরু হলো। রাসূল (সা) বললেন : যখন তোমরা দেখবে জনগণ ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গ করে চলেছে এবং আমানত তাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে গেছে, এবং তারা এরকম হয়ে যাবে, এই বলে দু’হাতের আংগুলগুলোকে পরস্পরের ভেতরে চুকিয়ে দেখালেন। তিনি এ পর্যন্ত বললেই আমি উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম : তখন আমরা কী করবো? রাসূল (সা) বললেন : তুমি নিজের বাড়ীতে অবস্থান করবে, নিজের জন্য কাঁনাকাটি করবে নিজের জিহ্বাকে সংযত করবে, যা ভালো বলে জান, তা মেনে নেবে এবং যা খারাপ তা প্রত্যাখ্যান করবে, নিজের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করবে, সামষ্টিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে না। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

১৪৬৬- وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَسْلَمُ لِذِي دِينٍ دِينَهُ إِلَّا مَنْ هَرَبَ بِدِينِهِ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ، وَمَنْ جَحَرَ إِلَى جَحْرٍ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ [كَذَلِكَ] لَمْ تَنْزِلِ الْمَعِيشَةُ إِلَّا بِسَخَطِ اللَّهِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ هَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا وَلَدٌ كَانَ هَلَاكُهُ عَلَى يَدَيْ أَبَوَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ كَانَ هَلَاكُهُ عَلَى يَدَيْ قَرَابَتِهِ أَوْ الْجِيرَانِ » قَالُوا : كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « يَغَيِّرُ وَنَهُ بِضَيْقِ الْمَعِيشَةِ، فِعِنْدَ ذَلِكَ يُوْرِدُ نَفْسَهُ الْمَوَارِدَ الَّتِي يَهْلِكُ فِيهَا نَفْسُهُ » رواه البيهقي في كتاب الزهد.

১৪৬৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : অচিরেই মানুষ এমন যুগ দেখবে, যখন কোন ধার্মিক ব্যক্তি পাহাড়ের এক চূড়া থেকে আর এক চূড়ায় এবং এক গুহা থেকে আর এক গুহায় পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া নিজের ধর্মকে রক্ষা করতে পারবে না। সেই অবস্থা যখন দেখা দেবে, তখন আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে ছাড়া অর্থোপার্জন করা যাবে না। তখন মানুষ তার স্ত্রী ও সন্তানের হাতে মারা পড়বে। স্ত্রী ও সন্তান না থাকলে নিজের পিতামাতার হাতে মারা যাবে। পিতামাতা না থাকলে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপড়শীর হাতে মারা যাবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূল, সেটা কিভাবে ঘটবে? তিনি বললেন : তারা আর্থিক সংকটের জন্য তাকে লজ্জা লজ্জা দেবে। ফলে সে এমন সব উপায়ে অর্থোপার্জন করবে, যাতে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। (বায়হাকী)

১৪৬৭- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ كُلَّ مَوْنَةٍ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَيْهَا » رواه الطبراني.

১৪৪৭। হযরত ইমরান বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে, আল্লাহ তার সকল প্রয়োজন মেটাবেন এবং তাকে অকল্পনীয় পন্থায় জীবিকা দেবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ওপর নির্ভরশীল হবে, আল্লাহ তাকে দুনিয়ার দিকেই ঠেলে দেবেন। (তাবরানী)

الترهيب من الغضب

ক্রোধ থেকে হুঁশিয়ারী

১৪৪৮- وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ : « لَا تَغْضَبْ » قَالَ : فَفَكَرْتُ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ. رواه أحمد ورواه محتج بهم في الصحيح.

১৪৪৮। হযরত হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো : হে রাসূল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন : রাগান্বিত হয়ো না। কেননা রাগ সমস্ত অন্যায়ে ও পাপকে ধারণ করে। কেননা রাগ সমস্ত পাপ ও অকল্যাণের সমাবেশ ঘটায়। (আহমাদ)

১৪৪৯- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَلْيُطَبِّعْ » رواه أبو داود، وابن حبان في صحيحه،

১৪৪৯। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি রাগান্বিত হয়, তবে সে দাঁড়ানো থাকলে যেন ^{বসে}পড়ে। এতে যদি রাগ প্রশমিত না হয় তবে যেন যেন শুয়ে পড়ে। (আবু দাউদ)

১৬০- وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تَطْفَأُ النَّارَ بِالمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ » رواه أبو داود.

১৪৫০। হযরত আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : রাগ আসে শয়তান থেকে। শয়তান আগুন থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আগুনকে পানি দিয়েই নেভানো যায়। কাজেই তোমাদের কেউ রেগে গেলে সে যেন ওযু করে। (আবু দাউদ)

الترهيب من التهاجر، والتشاحن، والتدابير

পারম্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও কথা বন্ধ করা ও

পরম্পরকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১৬০১- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا تَبَاغُضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلَّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ » رواه مالك، والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

ورواه مسلم أخصر منه، والطبراني، وزاد فيه : « يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هَذَا، وَيَعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، وَالَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ ».

১৪৫১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। পরম্পরকে অবজ্ঞাও উপেক্ষা করো না। পরম্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরম্পরকে ঈর্ষা করো না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই

ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের পক্ষে অপর মুসলমানের সাথে তিনদিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা ও কথা বন্ধ রাখা বৈধ নয়। (মালেক, বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী নাসায়ী)

তাবরানীতে এর সাথে সংযোজিত হয়েছে : দু'জনের মাঝে সাক্ষাৎ হয়, অথচ একজন আরেক জনকে উপেক্ষা করে। এরকম দু'জনের মধ্যে যে প্রথম সালাম দেয়, সেই উত্তম। যে প্রথম সালাম দেয়, সে জান্নাতে প্রথমেই যাবে।

۱۴۵۲- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ » رواه أبو داود، والنسائي، بإسناد على شرط البخاري ومسلم.

وفى رواية لأبي داود، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجَرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ، فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهَجْرَةِ ».

১৪৫২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন মুসলমানের পক্ষে তার অপর মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন রাখা জায়েয নেই। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে এবং সেই অবস্থায় মারা যাবে, সে দোষখে যাবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী ও মুসলিম)

আবু দাউদের অপর বর্ণনায় রয়েছে : কোন মুমিনের পক্ষে আরেক মুমিনের সাথে তিনদিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা বৈধ নয়। তিনদিন অতিবাহিত হলে সাক্ষাৎ করা উচিত এবং সালাম করা উচিত। সালামের জবাব দিলে উভয়ে সওয়াবের অংশীদার হবে। আর জবাব না দিলে সে গুনাহগার হবে। আর যে সালাম দিয়েছে, সে বিচ্ছেদের দায় থেকে মুক্ত হবে।

১৬৫৩- وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجَرَ مَسْلَمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَإِنَّهُمَا نَا كِبَانَ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَ عَلَى صِرَا مِهِمَا ، وَأَوْلَهُمَا فَيُنَا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفِي كِفَارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ ، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانُ ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا . » رواه أحمد ، ورواته محتج بهم في الصحيح ، وأبو يعلى ، والطبراني ، وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال : « لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ . »

১৪৫৩। হযরত হিশাম ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন মুসলমানের আর এক মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়েয নয়। তারা উভয়ে যতক্ষণ সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকবে, ততক্ষণ ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত থাকবে। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই অবস্থা থেকে ফিরে আসবে, তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর যদি একজন সালাম করে এবং অপরজন সালাম গ্রহণ না করে ও তাকে সালাম ফিরিয়ে দেয়। তবে ফেরেশতারা তার সালামের জবাব দেয় এবং অপরজনকে জবাব দেয় শয়তান। সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় উভয়ে মারা গেলে উভয়ে কখনো বেহেশতে যেতে পারবে না। (আহমাদ, আবু ইয়লা ও তাবরানী)

১৬৫৪- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَدَابِرُوا ، وَلَا تَقَاطِعُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، هَجَرَ الْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثَ ، فَإِنْ تَكَلَّمَا وَإِلَّا أَعْرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُمَا حَتَّى يَتَكَلَّمَا » رواه الطبراني ، ورواته ثقات ، إلا عبد الله بن عبد العزيز الليثي .

১৪৫৪। হযরত আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা পরস্পরকে অবজ্ঞা করো না এবং পরস্পরে কোন্দল করো না। সকলে আল্লাহর বান্দাও ভাই ভাই হয়ে থাক। মুমিনদের ভেতরে সর্বোচ্চ তিনদিন পর্যন্ত সম্পর্কহীন গ্রহণযোগ্য। এরপর যদি উভয়ে কথা বলে, তাহলে ভালো কথা। নচেৎ উভয়ে কথা না বলা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন। (তাবরানী)

১৬৫০- وَعَنْ أَبِي حِرَاشٍ حَدْرَدِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفِكَ دَمِهِ». رواه أبو داود، والبيهقي.

১৪৫৫। হযরত আবু হিরাশ হাদরাদ বিন আবি হাদরাদ আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : একজন মুসলমান কর্তৃক অপর মুসলমান ভাই-এর সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন রাখা তাকে হত্যা করার সমান। (আবু দাউদ ও বায়হাকী)

১৬৫৬- وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يئس أن يعبدَهُ الْمَصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ». رواه مسلم.

১৪৫৬। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : শয়তান এমন আশা আর করে না যে, আরব উপদ্বীপের নামাযীরা আর কখনো তার আদেশ মেনে চলবে। তবে সে তাদের একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে উস্কে দিতে ও তাদের সম্পর্ক নষ্ট করতে পারবে- এ আশা এখনো করে। (মুসলিম)

দ্রষ্টব্য : শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া মুসলমানদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম। শরীয়ত সম্মত কারণ থাকলে বৈধ যেমন কেউ যদি মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও বেদয়াতী বা কবীরা গুনাহে অভ্যস্ত হয় এবং পুনঃপুন সর্তক করা সত্ত্বেও ফিরে না আসে, তবে তার সাথে সম্পর্কহীন করা জায়েয। হাদীস থেকে আরো জানা যায়, রাসূল (সা) তার স্ত্রীদের সাথে এক মাস মতান্তরের চল্লিশ দিন পর্যন্ত সম্পর্ক

রাখেননি। যারা তবুক অভিযানে স্বেচ্ছায় যায়নি, তাদের সাথেও পঞ্চাশ দিন কথা বলা বন্ধ রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া হযরত ইবনে উমার তার এক ছেলের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত সম্পর্ক রাখেননি। এ সব কিছুর পেছনে শরীয়তসম্মত কারণ ছিল এবং এ সব পদক্ষেপের সাথে আল্লাহর হুক জড়িত ছিল। -গ্রন্থকার

১৬০৭- وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تَعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَمَنْ مَسْتَغْفِرَ فَيَغْفَرَ لَهُ ، وَمِنْ تَائِبٍ فَيَتَابَ عَلَيْهِ ، وَيُرَدُّ أَهْلُ الضَّغَائِنِ بِضَغَائِنِهِمْ حَتَّى يَتُوبُوا » ، رواه الطبراني في الأوسط ، ورواه ثقات .

১৪৫৭। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মানুষের কার্যকলাপগুলো প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহর তায়ালা কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে) পেশ করা হয়। তাদের মধ্যে কেউ ক্ষমা প্রার্থনা করে। ফলে তাকে ক্ষমা করা হয়। কেউবা তওবা করে। আর তার তওবা কবুল করা হয়। কিন্তু যারা পরস্পরে হিংসা পোষণ করে তারা তওবা না করা পর্যন্ত তাদের দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয়। (তাবরানী)

১৬০৮- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَلْطَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا اثْنَيْنِ : مُشَاحِنٍ ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ » رواه أحمد بإسناد لين .

১৪৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাতে আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টি জগতের কাছাকাছি আসেন এবং তার বান্দাদের গুনাহ মাফ করেন। তবে দু'জনকে মাফ করেন না : কারো বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ও আত্মহত্যাকারী (আহমাদ)

الترهيب من قوله لمسلم : يا كافر

কোন মুসলমানকে 'কাফির' আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১৬৫৯- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ، أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ، وَكَيْسَ كَذَلِكَ؛ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ » رواه البخارى، ومسلم فى حديث

১৪৫৯। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করলে ঐ দু'জনের যে কোন একজন কাফির হবে। যাকে কাফির আখ্যায়িত করেছে সে যদি যথার্থই কাফির হয়ে থাকে, তাহলে তো কোন কথা নেই। 'নচেৎ যে কাফির বলেছে, সে-ই কাফির হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৬- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا أَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلًا إِلَّا بَاءَ أَحَدَهُمَا بِهَا، إِنْ كَانَ كَافِرًا، وَإِلَّا كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ » رواه ابن حبان فى صحيحه.

১৪৬০। হযরত আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে কাফির বলে তাহলে দু'জনের একজনের ওপরেই এ অভিশাপ পড়বে, যদি ঐ ব্যক্তি কাফির না হয়, তাহলে যিনি কাফির বললেন সেই কাফির হয়ে যাবে। (ইবনে হাব্বান)

১৬৬১- وَعَنْ أَبِي قَلَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ

كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعَنَ الْمُؤْمِنُ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه البخارى، ومسلم ورواه أبو داود، والنسائى باختصار، باختصار، الترمذى.

১৪৬১। হযরত আবু ক্বিলাবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ছাবেত বিন আয-যাহহাক তাকে জানিয়েছেন, তিনি রাসূল (সা)-এর সাথে “গাছতলার বায়য়াতে” অংশ নিয়েছিলেন। সেই বায়য়াতের সময় রাসূল (সা) বলেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যে মিথ্যে শপথ করে, সে যেমন বলেছে তেমনই। (অর্থাৎ সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।) যে ব্যক্তি এমন কোন কাজের শপথ করে, যা করা তার সাধ্যের বাইরে, তার জন্য ঐ শপথ পূর্ণ করা জরুরী নয়। কোন মুসলমানকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার শামিল। কোন মুসলমানকে কাফির হওয়ার অপবাদ দেয়া তাকে হত্যা করার পর্যায়ভুক্ত। যে ব্যক্তি কোন অস্ত্র দিয়ে নিজেকে যবাই করে, তাকে কিয়ামতের দিন সেই অস্ত্র দিয়েই শাস্তি দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিযী)

الترهيب من السباب واللعن

গালি ও অভিশাপ দেয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٤٦٢- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «سَبَابُ الْمَسْلُومِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» رواه البخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى وابن ماجه.

১৪৬২। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মুসলমানকে গালি দেয়া মহাপাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরি। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

১৬৬৩- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَانًا » رواه الترمذی، وقال حديث حسن غريب.

১৪৬৩। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মুমিন অভিশাপকারী হয় না। (তিরমিযী)

১৬৬৪- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعَدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَفْلُقُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ، فَتَفْلُقُ أَبْوَابَهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الذِّئِيِّ لَعْنٍ، فَإِنْ كَانَ أَهْلًا، وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا » رواه أبو داود.

১৪৪৬। হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : বান্দা যখন কাউকে অভিশাপ দেয়, তখন সেই অভিশাপ আকাশে উঠে যায়। কিন্তু আকাশের দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তা পৃথিবীতে নেমে যায়। পৃথিবীর দরজাও তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তা একবার ডান দিকে ও একবার বামদিকে যায়। কোন দিকে এগুতে না পারলে যাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে তার দিকে ছুটে যায়। সে যদি অভিশাপের যোগ্য হয়, তবে তার ওপরই তা কার্যকরী হয়। নচেৎ তা অভিশাপ দাতার কাছে ফিরে যায়। (আবু দাউদ)

১৬৬৫- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ دِيكًا صَرَخَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَبَّهُ رَجُلٌ، فَنَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيكِ، رواه البزار بإسناد لا بأس به، والطبرانی إلا أنه قال فيه : قال : « لا تلعنه ولا تسبه؛ فإنه يدعُو إلى الصَّلَاةِ ».

১৪৬৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। একটা মোরগ রাসূল (সা)-এর সামনে ডেকে উঠলো। তখন এক ব্যক্তি তাকে গালি দিল। রাসূল (সা) মোরগকে গালি দিতে নিষেধ করলেন। (বাযযার ও তাবরানী) তবে তাবরানীর বর্ণনায় এও রয়েছে : “রাসূল (সা) বললেন : ওকে গালি দিও না, অভিশাপও দিও না। কেননা সে নামাযের জন্য ডাকে।

١٤٦٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَغَتْ رَجُلًا بَرَعُوثًا، فَلَعَنَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَلْعَنُهَا ! فَإِنَّهَا نَبَّهَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ » رواه أبو يعلى، واللفظ له، والبزار إلا أنه قال : « لَا تَسَبَّهُ ! فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ » ورواه الصحيح إلا سويد بن إبراهيم.

১৪৬৬। হযরত আনাস (রা) বলেন : আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে বসেছিলাম। সহসা একজনকে একটা পোকায় কামড় দিল। সে তৎক্ষণাত পোকাটাকে অভিশাপ দিল। রাসূল (সা) বললেন ওকে অভিশাপ দিও না। কারণ ঐ পোকা আল্লাহর এক নবীকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিয়েছিল। (আবু ইয়ালা ও বাযযার) বাযযারে রয়েছে : “ওকে গালি দিও না। কেননা সে একজন নবীকে ফযরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিয়েছিল।

١٤٦٧- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : « لَا تَلْعَنِ الرِّيحَ، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ » رواه أبو داود، والترمذى، وابن حبان فى صحيحه، وقال الترمذى حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر.

১৪৬৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা)-এর কাছে বসে এক

ব্যক্তি বাতাসকে অভিশাপ দিল। রাসূল (সা) বললেন : বাতাসকে অভিশাপ দিও না। কেননা বাতাসকে অনুরূপ আদেশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এমন কাউকে অভিশাপ দেয় যে তার উপযুক্ত নয়, তার অভিশাপ তার কাছেই ফিরে যায়। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

الترهيب من سب الدهر

সময় বা কালকে গালি দেওয়া বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১৬৬৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَسِبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ ، وَأَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ » وَفِي رِوَايَةٍ : « أَقْلِبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ ، وَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَغَيْرُهُمَا .

১৪৬৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : আদম সন্তানরা কালকে গালি দিয়ে থাকে। অথচ আমিই কাল। আমার হাতেই দিন ও রাত। অন্য বর্ণনা মতে : আমি দিন ও রাতে আবর্তন ঘটাই। আমি যখনই ইচ্ছা করি, দিন ও রাতের আবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারি। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৬৯- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ ، يَقُولُ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ ، فَلَا يَقْلُ أَحَدُكُمْ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ ، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ ، أَقْلِبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالْحَاكِمُ ،

وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .

১৪৬৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ বলেন : আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। সে বলে! আহা! কালের ব্যর্থতা! তোমাদের কারো “আহা, কালের ব্যর্থতা” বলা উচিত নয়। কেননা আমিই কাল। দিন রাতের আবর্তন আমিই করাই। (আবু দাউদ ও হাকেম)

الترهيب من ترويع المسلم

কোন মুসলমানকে ভয় দেখানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১৬৭- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ أَخَافَ مَوْمِنًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُؤْمِنَهُ مِنْ أَفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » رواه الطبرانى.

১৪৭০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ভয় দেখাবে, আল্লাহ তায়লা তাকে কিয়ামতের দিনের ভয় থেকে নিরাপদ না করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করবেন। (তাবরানী)

১৬৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَتَرَعَّ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حَفْرَةٍ مِنَ النَّارِ » رواه البخارى، ومسلم.

১৪৭১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন। তোমাদের কেউ যেন তার অপর ভাইকে অস্ত্র দ্বারা ইংগিত না করে। কেননা সে জনো, হয়তো শয়তান তার হাত দিয়ে অস্ত্র চালনা করবে এবং সে দোযখে পতিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৯- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهَى، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ». رواه مسلم.

১৪৭২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার ভাই-এর দিকে কোন লোহার অস্ত্র দিয়ে ইংগিত করে, সে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। এমন কি সে যদি তার সাহোদর ভাইও হয়। (মুসলিম)

১৪৭৩- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَالْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فِي النَّارِ » .

وفى رواية : « إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السَّلَاحَ ، فَهَمَّا عَلَى حَرْفِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَ [هَا] جَمِيعًا » . قَالَ : فَقُلْنَا - أَوْ قِيلَ - يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بِالْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : « إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ » . رواه البخارى ، مسلم .

১৪৭৩। হযরত আবি বকরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেনঃ যখন দু'জন মুসলমান তাদের তরবারী নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে দোযখবাসী হবে। অপর বর্ণনায় আছেঃ “যখন দু'জনকে মুসলমান অস্ত্র নিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করে তখন তারা উভয়ে জাহান্নামের কিনারে পৌঁছে যায়। পরে যখন তাদের একজন অপর জনকে হত্যা করে তখন উভয়ে দোযখে প্রবেশ করবে। আমরা বললামঃ হে রাসূল্লাহ হত্যাকারীর বিষয়টা না হয় বুঝলাম। নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটা কী? রাসূল (সা) বললেনঃ সে তো তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে চেয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

الترغيب فى الصلاح بين الناس

মানুষের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসায় উৎসাহ প্রদান

১৪৭৪- وَعَنْ أُمِّ كَلثُومٍ بِنْتِ عَقْبَةَ بِنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ » .

وفى رواية : « لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ هَمِي خَيْرًا ». رواه أبو داود.

১৪৭৪। হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবি মুয়াইত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সেই ব্যক্তিক মিথ্যুক নয়, যে দুটি ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে একজনের কাছে অপরজনের অবাস্তব সুনাম ও স্ততি করে। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে। “সেই ব্যক্তি মিথ্যুক নয় যে, মানুষের পারস্পরিক বিবাদ মিটিয়ে দেয়ার জন্য ভালো কথা বলে বা একজনের কাছে অপরজনের সদগুণাবলী বর্ণনা করে।” (আবু দাউদ)

١٤٧٥- وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا عَمِلَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَخَلْقِ جَائِرٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ » رواه الأصبهاني.

১৪৭৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : নামায পড়া, পারস্পরিক বিরোধ মেটানো এবং মুসলমানদের মধ্যে অত্যাচারের প্রবণতা সংশোধন করার চেয়ে ভালো কাজ আর নেই। (ইসবাহানী)

١٤٧٦- وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي أَيُّوبَ : « أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى تِجَارَةٍ ؟ قَالَ : بَلَى، قَالَ : صِلْ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا، وَقَرِّبْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا » رواه البزار والطبراني، وعنده : « أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى عَمَلٍ يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ » ؟ قَالَ : بَلَى، فَذَكَرَهُ.

ورواه الطبراني أيضا ولاصبهاني عن أبي أيوب قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يجبها الله ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا » لفظ الطبراني.

১৪৭৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) আবু অহিযুব (রা) কে বললেন : তোমাকে কি একটা ব্যবসার সন্ধান দেব? আবু আইযুব বললেন : হ্যাঁ, রাসূল (সা) বললেন : জনগনের পারস্পরিক সম্পর্ক যখন ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তা যুক্ত করে দাও এবং তারা যখন পরস্পর থেকে দূরে চলে যায়, তখন তাদেরকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ করে দাও। (বাযযার ও তাবরানী) তবে তাবরানীতে “ব্যবসার” পরিবর্তে “কাজ” এর উল্লেখ রয়েছে।

তাবরানীর অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : হযরত আবু আইযুব (রা) থেকে বলেন : রাসূল (সা) আমাকে বললেন : হে আবু আইযুব, তোমাকে কি এমন সদকার সন্ধান দেব না, যাকে আল্লাহ ও তার রাসূল খুবই পছন্দ করেন? যখন লোকেরা হিংসা-বিদ্বেষে জর্জরিতক হয়ে যাবে এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে, তখন তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা ও সমঝোতা করিয়ে দেবে। (তাবরানী)

١٤٧٧- وَرَوَى عَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ أَصْلَحَ اللَّهُ أَمْرَهُ، وَأَعْطَاهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا عِثْقَ رَقَبَةٍ، وَرَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » رواه الأصبهاني، وهو حديث غريب جدا.

১৪৭৭। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন যে ব্যক্তি মানুষের পারস্পরিক বিরোধ মিটায়ে দেবে, আল্লাহ তায়ালা তার সমস্যার সমাধান দেবেন, তার প্রত্যেকটা কথার বিনিময়ে একটা দাস মুক্ত করার সওয়াব দেবেন এবং তার অতীতের কৃত সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (ইসবাহনী)

الترهيب أن يعتذر إلى المرء أخوه فلا يقبل عذره

কেউ নিজের ভুলক্রটির জন্য ক্ষমা চাইলে ক্ষমা না করা ভীষণ গুনাহ

١٤٧٨- وَعَنْ جَوْدَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ مَا عَلَى صَاحِبِ مَكِّيٍّ » رواه أبو داود في

المراسيل، وابن ماجه بإسنادين جيدين، إلا أنه قال : « كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ »

ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث جابر بن عبد الله، ولفظه قال : « مَنِ اعْتَذَرَ إِلَىٰ أَخِيهِ فَلَمْ يَقْبَلْ عِذْرَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ ».

১৪৭৮। হযরত জাওদান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি তার মুসলমান ভাই-এর কাছে নিজের কৃত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে কিন্তু সে ক্ষমা না করে, তবে যে ব্যক্তি ক্ষমা করলো না, তার জোরপূর্বক অর্থ আদায়কারীর মত গুনাহ হবে। (আবু দাউদ, তাবরানী)

الترهيب من النميمة

চোগলখুরির ভয়াবহ পরিণাম

١٤٧٩- عَنْ حَدِيثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ » وَفِي رِوَايَةٍ « قَتَاتٌ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৪৭৯। হযরত ছুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : চোগলখোর বেহেশতে যাবে না। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

١٤٨٠- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « النَّمِيْمَةُ وَالشَّتِيْمَةُ وَالْحَمِيْمَةُ فِي النَّارِ »

وفى لفظ : « إِنَّ النَّمِيْمَةَ وَالْحَقْدَ فِي النَّارِ، لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ مُسْلِمٍ » وراه الطبرانى.

১৪৮০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছে : চোগলখুরি, গালিগালাজ ও আভিজাত্যের দষ্ট দোষখে যাবে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি এসব কাজে লিপ্ত হবে তারা দোষখে যাবে।) অপর বর্ণনায় রয়েছে : চোখলখুরি ও হিংসা দোষখের উপযোগী এবং এ দুটো জিনিস কোন মুসলমানদের অন্তরে একত্রে অবস্থান করতে পারে না।

١٤٨١- وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَلَا إِنَّ الْكِذْبَ يَسْوَدُ الْوَجْهَ، وَالنَّمِيمَةَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » رواه أبو يعلى، والطبراني، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي.

১৪৮১। হযরত আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সাবধান, মিথ্যা ভাষণ মানুষের মুখকে কালিমা লিপ্ত করে আর চোগলখুরি কবর আযাবের কারণ হয়ে যাবে। (আবু ইয়ালা, তাবরানী, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী)

١٤٨٢- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُنْمٍ يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُئُوا ذَكَرَ اللَّهُ، وَشَرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمَفْرُقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ لِلْبِرَاءِ الْعَنْتَ » رواه أحمد عن شهر عنه، وبقية إسناده محتج بهم في الصحيح.

১৪৮২। হযরত আব্দুর রহমান বিন শুনম থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায়। আর নিকৃষ্টতম বান্দা তারা, যারা চোগলখুরি করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় এবং নির্দোষ লোকদের মধ্যে দোষ খুঁজে বোড়ায়। (আহমাদ)

الترهيب من الغيبة، والبهت، وبيانهما

গীবতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১৬৮৩- وَرَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالًا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّانَا» قِيلَ : وَكَيْفَ؟ قَالَ : «الرَّجُلُ يَزْنِي، ثُمَّ يَتُوبُ، فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الغيبة، والطبراني في الأوسط، والبيهقي.

১৪৮৩। হরযত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : গীবত ব্যভিচারের চেয়েও নিকৃষ্ট। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো : কিভাবে? রাসূল (সা) বললেন : একজন লোক যখন ব্যভিচার করে, অতঃপর তওবা করে তখন আল্লাহ তাকে মার্ফ করে দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি গীবত করে, তাকে যার গীবত করা হয়েছে, সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করেন না। (ইবনু আবিদ দুনিয়া, তাবরানী ও বায়হাকী)

১৬৮৪- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ سَيَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَاهَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَى عَلَى قَبْرِ يَعِزِّبِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ : «إِنَّ هَذَا كَانَ يَأْكُلُ لَحْمَ النَّاسِ»، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ، فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ، وَقَالَ : «لَعَلَّهُ أَنْ يَخْفَفَ عَنْهُ مَا دَامَتْ هَذِهِ رَطْبَةً». رواه أحمد، والطبراني.

১৪৮৪। হরযত ইয়ালা বিন সাইয়াবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) একটা কবরের কাছে এলেন, যার অধিবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছিল। রাসূল (সা) বললেন : এই ব্যক্তি মানুষের গীবত করতো। তারপর তিনি একটা কাঁচা ডাল আনতে বললেন। আনা হলে সেটাকে কবরের ওপর পুতে দিলেন এবং বললেন এই ডালখানা যতক্ষণ কাঁচা থাকবে, ততক্ষণ আশা করা যায়, তার কবরের আযাব কিছুটা লাঘব হবে। (আহমাদ ও তাবরানী)

১৪৮৫- وَرَوَى عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الْغَيْبَةُ وَالنَّمِيمَةُ يَحْتَانِ الْإِيمَانَ كَمَا يَعْضُدُّ الرَّاعِي الشَّجْرَةَ ». رواه الأصبهاني.

১৪৮৫। হযরত উসমান বিন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : রাখাল যেভাবে গাছের পাতা পাড়ে, ঠিক সেইভাবে গীবত ও চোগলখুরি ঈমানকে ধ্বংস করে। (ইসবাহনী)

১৪৮৬- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ » قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. » قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ » رواه مسلم وأبو داود، والترمذی، والنسائی.

১৪৮৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন : আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) ভালো জানেন। তিনি বললেন : তোমার ভাই-এর সম্পর্কে তার অসাক্ষাতে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞেস করা হলো : ভাই-এর সম্পর্কে যা বলেছি, তা যদি তার ভেতরে সত্যি সত্যি থাকে তাহলেও? রাসূল (সা) বললেন : তুমি যা বলছ তা যদি তার ভিতরে থেকে থাকে তাহলে তুমি তার বিরুদ্ধে গীবত করেছ। আর যদি তা না থাকে তাহলে তুমি তার বিরুদ্ধে অপবাদা রটিয়েছ। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

১৪৮৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَتَدْرُونَ مِنَ الْمَفْلِسِ؟ » قَالُوا : الْمَفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ، وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ : « الْمَفْلِسُ مِنَ

أَمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدَشْتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» رواه مسلم، والترمذی وغيرهما.

১৪৮৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা কি জান, দরিদ্র কে? উপস্থিত লোকেরা বললো : আমাদের ভিতরে দরিদ্র হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার নগদ অর্থও নেই, কোন স্থাবর ও অস্থাবর নেই। রাসূল (সা) বললেন : আসল দরিদ্র হলো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত সাথে নিয়ে আসবে, কিন্তু এমন অবস্থায় আসবে যে, কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত ঝরিয়েছে, অথবা কাউকে মারপিট করেছে। এমতাবস্থায় সে যাদের ক্ষতি করে এসেছে, তাদের এক একজনকে তার সৎকাজগুলো ভাগ করে দেয়া হবে। এভাবে দিতে দিতে তার ঋণ মুক্ত হবার আগেই যদি তার সৎকাজগুলো শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের গুনাহগুলো তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাকে দোষখে নিষ্ক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, তিরমিযী)

١٤٨٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنِ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمِ فَلَمْ يَنْصُرْهُ - وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ أَدْرَكَهُ إِثْمُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » رواه أبو الشيخ في كتاب التوبيخ، والأصبهاني أطول منه، ولفظه قال : « مَنِ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ، فَاسْتَطَاعَ نَصْرَتَهُ، فَانصُرَهُ، فَانصُرَهُ، نَصْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ أَدْرَكَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ».

১৪৮৮। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যখন কোন

ব্যক্তির সামনে তার কোন মুসলমান ভাই-এর গীবত করা হয় এবং সে তাকে সাহায্য করতে সমর্থ হয়ে ও সাহায্য করে না (অর্থাৎ তার প্রতিবাদ করে না) তার সেই গুনাহর ফল সে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জায়গায় ভোগ করবে। (আবুশ শায়খ : কিতাবুল তাওরীখ ও ইসবাহানী) ইসবাহানীর বর্ণনায় আরো রয়েছে : যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়া আখিরাতে উভয় জায়গায় সাহায্য করবেন।

বিঃ দ্রঃ ইসলামী পরিভাষায় গীবত, নামীমা ও বুহতান-এর তিনটে জিনিসের অর্থে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। গীবত হচ্ছে কারো অসাক্ষাতে তার এমন কোন দোষ স্বতন্ত্র প্রকাশ্যে প্রচার করা, যা ঐ ব্যক্তির মধ্যে সত্যিই বিদ্যমান, যাতে তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। আর নামীমা হচ্ছে চোগলখুরি- অর্থাৎ কারো সত্য অথবা মিথ্যা দোষ গোপনে তার বন্ধু, আত্মীয় বা গুভানুধ্যায়ীর কাছে এই উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করা, যাতে তাদের সম্পর্কের অবণতি হয়, অথবা তাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। আর বুহতান হচ্ছে, কারো নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ যত্রতত্র রটনা করা। যাতে তার সম্মান মর্যাদা ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। এই তিনটে কাজই ইসলামে করীরা গুনাহ বা মহাপাপ। সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা না করলে এ গুনাহ আল্লাহর ক্ষমা করেন না। অনুবাদক

الترغيب في الصمت، إلا عن خير

والترهيب من كثرة الكلام

ভালো কথা বলা নচেৎ নীরব থাকার উপদেশ

এবং বেশি কথা বলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১৬৮৯- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ
الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ
عَنْهُ » رواه البخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى.

১৪৮৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত দ্বারা কোন মুসলমান কষ্ট পায় না। আর মুহাজির হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস থেকে হিজরত করে। (অর্থাৎ তা বর্জন করে।) (বুখারী ও মুসলিম)

দৃষ্টব্য : এ হাদীসে যদিও শুধু ‘মুসলমানকে’ কষ্ট না দেয়ার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এর দ্বারা সমাজের সকল মানুষকেই বুঝানো হয়েছে, তা সে যে কোন ধর্মাবলম্বী হউক না কেন। কেননা অন্য হাদীসে রাসূল (সা) ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, মুসলিম রাষ্ট্রে আইন সম্মতভাবে বসবাসকারী অমুসলিমদের জান-মাল ও সম্ব্রমের মর্যাদা মুসলমানদের জান-মাল ও সম্ব্রমের সমান এবং তাদের নাগরিক অধিকার ও মুসলমানদের নাগরিক অধিকারে কোন তারতম্য ও প্রভেদ নেই।

১৬৯- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّمَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ، وَشَرَّمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » رواه الترمذی، وحسنه، وابن حبان فی صحيحه.

১৪৯০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যাকে আল্লাহ তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের আপদ থেকে রক্ষা করেছেন সে বেহেশতে যাবে। (তরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

১৬৯১- وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ عَنْهُ اللَّهُ عَذَابَهُ، وَمَنْ حَفَظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ » رواه الطبرانی فی الأوسط، وأبو يعلى.

১৪৯১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ সংবরণ করে আল্লাহ তাকে তার আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি জিহ্বাকে সংযত রাখে, আল্লাহ তার দোষত্রুটি গোপন করেন। (আবরানী ও আবু ইয়াল্লা)

১৬৯২- وَعَنْ رَكِبِ الْمِصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « طَوْبِي لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ » رواه الطبرانی فی حديث يأتى فى التواضع إن شاء الله.

১৪৯২। হযরত রাকব আল-মিসরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি যা জানে, সে অনাসারে কাজ করে, নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তার জন্য সুসংবাদ। (তাররানী)

১৬৯৩- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا تَكْثُرْ وَالْكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكلامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبَ الْقَاسِيَّ ». رواه الترمذی، والبيهقی، وقال الترمذی : حديث حسن غريب.

১৪৯৩। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সম্পর্কে কিছু বলা ছাড়া কথা বাড়িও না, কেননা আল্লাহর স্মরণ ও তার সম্পর্কে কিছু বলা ছাড়া কথা বাড়ানো মনকে কঠিন বানিয়ে দেয়। মনে রেখ যার মন কঠিন, সেই আল্লাহর কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। (তিরমিযী, বায়হাকী)

১৬৯৪- وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كل كلام ابن آدم عليه، لا له إلا أمرٌ بعرفٍ أو نهى عن منكرٍ، أو ذكر الله » رواه الترمذی وابن ماجه، وابن أبي الدنيا.

১৪৯৪। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সৎকাজের আদেশ অসৎকাজ থেকে নিষেধ অথবা আল্লাহর স্মরণ সম্বলিত কথা ছাড়া সমস্ত কথাই আদম সন্তানের জন্য ক্ষতিকর। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবিদ দুনিয়া)

১৬৯৫- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَسَنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَا لَا يَعْنِيهِ « رواه الترمذی.

১৪৯৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : নিশ্চয়োজন কাজ ও কথা বর্জন মানুষের দীনদারীকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে। (তিরমিযী)

১৪৯৬- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تُوْفِي رَجُلًا، فَقَالَ رَجُلٌ آخَرٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ : أَبَشِرَ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوْ لَا تَدْرِي؟ فَالْعَلَّه تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَغْنِيهِ، أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقِصُهُ » رواه الترمذی وقال : حديث حسن غريب.

১৪৯৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মারা গেল আর এক ব্যক্তি বললো : বেহেশতের সুসংবাদ নাও। রাসূল (সা) এ কথাটা শুনতে পেয়ে বললেন : তুমি কি জান সে বেহেশতবাসী? এমনও তো হতে পারে যে, সে বিনা প্রয়োজনে অতিরিক্ত কথা বলতো অথবা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করতে কার্পণ্য করতো, যা দান করলে তার কোন ক্ষতি হতো না। (তিরমিযী)

الترهيب من الحسد

وفضل سلامة الصدر

হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

১৪৯৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَيَاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَ كُمْ، الْمَسْلَمُ أَخُو الْمَسْلَمِ : لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذَلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هُنَا، وَالتَّقْوَى هُنَا، وَالتَّقْوَى هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى

صَدْرِهِ بِحَسَبِ امْرِيٍّ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ
 الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمَهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ» رواه
 مالك، والبخارى، ومسلم، واللفظ له، وهو أتم الروايات وأبو
 داود، والترمذى.

১৪৯৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সাবধান, তোমরা কারো সম্পর্কে মনগড়া ধারণা পোষণ করো না। মনগড়া ধারণা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার। তোমরা আন্দাজ আনুমান করো না, দোষ অনুসন্ধান করো না, পার্থিব সম্পদ অর্জনে প্রতিযোগিতা করো না। পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষপোষণ করো না। কেউ কাউকে ঈর্ষা করো না, কেউ কাউকে অবজ্ঞা করো না। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে যুলুম করবে না, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবে না, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে না। আল্লাহর ভয় এখানে, আল্লাহর ভয় এখানে, আল্লাহর ভয় এখানে। এই বলে তিনি নিজের বুকের দিকে ইংগিত করলেন। একজন মুসলমান তার আরেক মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করবে তাচ্ছিল্য করবে ও হেয় মনে করবে এর চেয়ে খারাপ কাজ আর কিছু হতে পারে না। প্রত্যেক মুসলমানের কাছে অপর মুসলমানের জান-মাল ও সম্ভ্রম পরম সম্মানাই। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

١٤٩٨- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مَوْمِنٍ غِبَارٌ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَفَيْحِ جَهَنَّمَ، وَلَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ الْإِيمَانَ وَالْحَسَدَ »
 رواه ابن حبان فى صحيحه. ومن طريقه البيهقى.

১৪৯৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন মুমিন বান্দার পেটে আল্লাহর পথের ধুলো ও দোষখের আগুনের উত্তাপ এই দুটো যেমন একত্রিত হতে পারে না, তেমনি কোন মুমিন বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না। (ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী)

١٤٩٩- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم قال : إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ؛ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ : الْعُشْبَ « رواه أبو داود، والبيهقى .

ورواه ابن ماجه، والبيهقى أيضا وعيرهما من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وَالصَّدَقَةُ تَطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يَطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ الْمُؤْمِنِ، وَالصِّيَامُ جَنَّةٌ مِنَ النَّارِ »

১৪৯৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) আরো বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা হিংসা থেকে সতর্ক থাক। কেননা আগুন যেভাবে শুকনো কাঠকে বা শুকনো ঘাস পাতাকে পুড়িয়ে ফেলে, হিংসা ঠিক সেইভাবে সৎকাজগুলোকে খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ ও বায়হাকী)

ইবনে মাজাও বায়হাকী হযরত আনাস (থেকে আরো বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন : আগুন যেভাবে শুকনো কাঠকে পুড়িয়ে ফেলে হিংসা সেইভাবে সৎকাজগুলোকে খেয়ে ফেলে আর পানি যেভাবে আগুন কে নিভিয়ে দেয়, সদকা সেইভাবে গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়। আর নামায মুমিনের জ্যোতি। আর রোযা দোষখ থেকে বাঁচার ঢাল।

.. ১০- وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ مِنِّي ذَوْحَسَدٍ، وَلَا نَمِيمَةٍ، وَلَا كَهَانَةٍ، وَلَا أُنَامِنُهُ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيِرَ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) رواه الطبرانى .

১৫০০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : হিংসুক চোগলখোর ও ভবিষ্যদ্বজ্ঞা আমার কেউ নয়, আমিও তাদের কেউ নই। এরপর রাসূল (সা) সূরা আহযাবের ৫৮ নং আয়াতটা পড়ে শোনালেন “যারা ঈমানদার নারী

ও পুরুষকে মিথ্যে অপবাদ রটিয়ে কষ্ট দেয়, তারা কুৎসা রটনায় ও সুস্পষ্ট পাপে লিপ্ত হয়। (তাবরানী)

১০.১- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَطَّلِعُ الْآنَ
 عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » فَطَلَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ تَنْطَفُ
 لِحَيْتِهِ مِنْ وَضُوئِهِ، قَدْ عَلِقَ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الشِّمَالَ، فَلَمَّا كَانَ
 الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ
 الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الثَّلَاثِ قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ
 عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأَوَّلِ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 تَبِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ : إِنِّي لَأَحْيَيْتُ أَبِي، فَأَقْسَمْتُ
 أَنِّي لَا أُدْخِلُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَوُوَّيْنِي إِلَيْكَ حَتَّى
 تَمْضِي فَعَلْتُ، فَقَالَ : نَعَمْ قَالَ أَنَسٌ : فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحَدِّثُ
 أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ الثَّلَاثِ اللَّيَالِي فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ
 شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَ تَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ،
 وَكَبَّرَ حَتَّى لَيْسَ لَهُ الْفَجْرُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ
 يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتْ الثَّلَاثُ اللَّيَالِي، وَكَدَّتْ أَنْ أَحْتَقِرَ
 عَمَلُهُ، قُلْتُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا
 هَجْرَةٌ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 لَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : « يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ »

فَطَلَعَتْ أَنْتَ الثَّلَاثَ الْمَرَّاتِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُوِي إِلَيْكَ، فَأَنْظُرَ مَا عَمَلِكَ، فَأَقْتَدِي بِكَ، فَلَمْ أَرَكَ عَمِلْتَ كَبِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي، فَقَالَ : مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّي لَا أُجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَشًّا، وَلَا أَحْسِدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : هَذِهِ الَّتِي بَلَغْتَ بِكَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بِأَسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَالنَّسَائِيِّ، وَرَوَاتُهُ احْتِجَابُهُمْ أَيْضًا إِلَّا شَيْخَهُ سُؤَيْدُ بْنُ نَضْرٍ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبِزَارُ بْنُ حَوْهٍ، وَسُمِّيَ الرَّجُلَ الْمُبْهَمَ سَعْدًا.

وقال في آخره : فقال سعد : « مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ يَا ابْنَ أَخِي، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَبْتَ ضَاغِنًا عَلَى مَسْلَمٍ » أو كلمة نحوها.

زاد النسائي في رواية له، والبيهقي، والأصبهاني : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : « هَذِهِ الَّتِي بَلَغْتَ بِكَ، وَهِيَ الَّتِي لَا نَطِيقُ ».

ورواه البيهقي أيضا عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقَالَ : « لِيُطْلِعَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » فَجَاءَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَدَخَلَ مِنْهُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْتَهَى حَتَّى آبَايْتَ هَذَا الرَّجُلَ فَأَنْظُرَ عَمَلَهُ، قَالَ : فَذَكَرَ

الْحَدِيثَ فِي دُخُولِهِ عَلَيْهِ، قَالَ : فَنَاوَلَنِي عِبَاءَةٌ، فَاضْطَجَعْتُ
 عَلَيْهَا قَرِيبًا مِنْهُ، وَجَعَلْتُ أَرْمَقَهُ بَعَيْنِي لَيْلَهُ كَلَّمَا تَعَارَ
 سَبَّحَ، وَكَبَّرَ، وَهَلَّلَ، وَحَمِدَ اللَّهَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ
 السَّحَرِ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثِنْتِي عَشْرَةَ
 رُكْعَةً بِاثْنَتِي عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمَفْضَلِ، لَيْسَ مِنْ طَوَالِهِ
 وَلَا مِنْ قِصَارِهِ، يُدْعُو فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُدِ بِثَلَاثِ
 دَعَاوٍ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا فِي الدِّينِ حَسَنَةٌ، وَفِي الْآخِرَةِ
 حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ اكْفِنَا مَا أَهَمَّنَا مِنْ أَمْرِ
 آخِرَتِنَا وَدُنْيَانَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَأَعُوذُ بِكَ
 مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي اسْتِقْلَالِهِ
 عَمَلَهُ، وَعَوْدَهُ إِلَيْهِ ثَلَاثًا إِلَى أَنْ قَالَ : فَقَالَ : أَخَذَ مُضْجِعِي،
 وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غَمْرٌ عَلَى أَحَدٍ.

১৫০১। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা)-এর কাছে আমরা বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি বললেন : “এক্ষুণি তোমাদের সামনে একজন বেহেশতবাসী আসবে।” অল্প সময় পরেই আনাসাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এলো। তার দাড়ি থেকে ওয়ূর পানি টপকাচ্ছিল। সে তার জুতো জোড়াকে হাতে বুলিয়ে রেখেছিল। পরদিন সকালে ও রাসূল (সা) অনুরূপ কথা বললেন। এরপর সেই লোকটি প্রথমবারে মত অবস্থায়ই বেরিয়ে এলো। তৃতীয় দিনও রাসূল (সা) অনুরূপ কথা বললেন। আর তার অব্যবহিত পর সেই লোকটিও প্রথমবারের তার অবস্থায় এল। রাসূল (সা) চলে গেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ঐ লোকটার পিছু পিছু গেল। তারপর তাকে বললো : আমি আমার বাবার সাথে ঝগড়া করেছি। সে জন্য আমি কসম খেয়েছি, তিন দিন তার কাছে যাবো না। (অর্থাৎ বাড়ীতে যাব না) এখন আপনি যদি এই তিন দিন আমাকে আপনার কাছে আশ্রয় দেয়া পছন্দ করেন, তবে দিতে পারেন। সে বললো : ঠিক আছে। তুমি থাকতে পার। হযরত আনাস বলেন :

আব্দুল্লাহ আমাকে জানিয়েছে যে, সেই তিন দিন সে সারা রাত তার কাছে কাটিয়েছে। কিন্তু তাকে রাত জেগে মোটেও নামায পড়তে দেখেনি। তবে রাতে ঘুম ভেঙে গেলেই সে বিছানার ওপর পাশ ফিরে শোয়, আল্লাহকে স্মরণ করে ও আব্দুল্লাহ আকবার বলে। এভাবে ফযরের নামায পর্যন্ত চলতে থাকে। তবে এই তিনদিনের ভেতরে আমি তাকে ভালো কথা ছাড়া বলতে শুনিনি। তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আমার কাছে তার কার্যকলাপ তুচ্ছ মনে হতে লাগলো। তাই আমি তাকে বললাম : হে আব্দুল্লাহর বান্দা, আমারও আমার পিতার মাঝে কোন রাগারাগি বা মনোমালিন্য ছিল না। আসল কথা হলো, আমি রাসূল (সা) কে তিনবার আপনার সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, “এক্ষুণি তোমাদের সামনে একজন জান্নাতবাসী আসবে।” এপর তিনবারই আপনি এসেছেন। এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম। আপনার কাছে আশ্রয় নিয়ে কয়েকদিন থাকবো। আপনার কার্যকলাপ দেখবো এবং তার অনুসরণ করবো। কিন্তু আমি আপনাকে বড় আকারের কোন কাজ করতে দেখলাম না। এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাই, কোন, কাজ এতটা মর্যাদাপূর্ণ হলো যে, রাসূল (সা) আপনার সম্পর্কে এ কথাটা বললেন? লোকটা বললো : তুমি যা দেখেছ, আসলে এর চেয়ে বড় কিছু আমি করিনি। এ কথা শুনে আমি সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। রওয়ানা হওয়া মাত্রই সে আমাকে ডাকলো। তারপর বললো : তুমি যা দেখেছ তার চেয়ে বড় রকমের কোন কাজ আমি করিনি। তবে আমার মনে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ থাকে না, এবং কাউকে আব্দুল্লাহ তায়লা ভালো কিছু দিলে তা দেখে আমি তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হই না। আব্দুল্লাহ বলেন : এ কথা শুনে আমি বললাম যে, এই জিনিসটাই আপনাকে এমন মহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ বানিয়েছে। অথচ এই কাজটুকুই আমরা করতে পারিনে। (অর্থাৎ হিংসা ও ঈর্ষা এড়িয়ে চলতে পারিনে।) আহমাদ, আবু ইয়লা, বাযযার, নাসায়ী, বাযহাকী ও ইসবাহনী)

বাযহাকীর বর্ণনায় আরো রয়েছে : লোকটা আমাকে একটা চাদর দিল। আমি সেই চাদর বিছিয়ে তার খুব কাছেই শুয়ে রইলাম এবং সারারাত জেগে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। দেখলাম, যখনই পাশ ফিরে শুচ্ছে। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আব্দুল্লাহ আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাহ পড়ছে। তারপর শেষ রাত হলে সে বিছানা ছেড়ে উঠলো, ওযু করলো, মসজিদে চুকলো, এবং মধ্যম আকৃতির ১২টা সূরা দিয়ে ১২ রাকাত নামায পড়লো। প্রত্যেক দু'রাকাতের শেষে তাশাহুদের পর সে তিনটি দোয়া পড়ছিল : (১) আল্লাহ্মা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতেও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতেও ওয়াকিনা আযাবান নার (হে আব্দুল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে ও শান্তি দাও। আখিরাতেও শান্তি দাও এবং আমাদেরকে দোষখের আযাব থেকে বাঁচাও।) (২)

আল্লাহ্‌ম্বাক ফিনা মা আহাম্মানা মিন আমরি আখিরাত্জিওয়া দুনিয়ানা (হে আল্লাহ আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় প্রয়োজন মিঠিয়ে দাও) (৩) আল্লাহ্‌ম্বা ইন্না নাসয়ালূকা মিনাল খায়রি কুল্লিহি, ওয়া আউযুবিকা মিনাশ শাররি কুল্লিহি (হে আল্লাহ, আমরা তোমার কাছে যাবতীয় কল্যাণ চাই এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে নিষ্কৃতি চাই) সবার শেষে সে বললো : আমি রাতে যখন ঘুমাই তখন আমার মনে কারো বিরুদ্ধে কোন হিংসা বিদ্বেষ থাকে না।

১০.২- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ » قَالُوا : صَدُوقِ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومِ الْقَلْبِ ؟ قَالَ : « هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ » رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والبيهقي، وغيره أطول منه.

১৫০২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো : হে রাসূল শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি বললেন : যার অন্তর পরিচ্ছন্ন এবং যার জিহ্বা সত্যবাদী, লোকেরা বললো : যার জিহ্বা সত্যবাদী, এর অর্থ তো বুঝলাম। কিন্তু যার অন্তর পরিচ্ছন্ন, এর অর্থ কী? রাসূল (সা) বললেন : যে ব্যক্তি খোদাতীর, লালসামুক্ত, পাপমুক্ত, অবাধ্যতামুক্ত, হিংসা মুক্ত ও বিদ্বেষ মুক্ত। (ইবনে মাজা বায়হাকী)

الترغيب في التواضع

والترهيب من الكبر، والعجب، والافتخار

বিনয় অবলম্বনে উৎসাহ প্রদান এবং অহংকার,
দম্ব ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১০.৩ - عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حَمَّادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ » رواه مسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه .

১৫০৩। হযরত ইয়ায বিন হাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা আমাকে ওহির মাধ্যমে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, কেউ কারো ওপর যেন বড়াই না করে এবং কেউ কারো ওপর যেন আত্মসাৎ না চালায়। (মুসলিম, আবুদাউদ ও ইবনে মাজাহ)

১০.৪ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ » رواه مسلم ، والترمذى .

১৫০৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সদকা দিলে কারো সম্পদ কমে না, ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বাড়ান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে উচ্চতর মর্যাদায় ভূষিত করেন।” (মুসলিম ও তিরমিযী)

১০.৫ - وَعَنْ نَصِيحِ الْعَنْسِيِّ عَنْ رَكِبِ الْمِصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ فِي غَيْرِ مَنْقَصَةٍ ، وَذَلَّ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ،

وَأَنْفَقَ مَالًا جَمَعَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَرَحِمَ أَهْلَ الذَّلِّ
وَالْمَسْكِنَةَ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفَقْهِ وَالْحِكْمَةَ، طَوَّبَى لِمَنْ طَابَ
كُسْبُهُ، وَصَلَحَتْ سَرِيَّتُهُ، وَكَرُمَتْ عَلَانِيَتُهُ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ
شَرَّهُ، طَوَّبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ،
وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ» رواه الطبرانى.

১৫০৫। হযরত রাকব আল-মিসরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে এমন অবস্থায় বিণয় অবলম্বন করে, যখন তার কোন ক্ষতি হয় না, বিনয়ী হয় কিন্তু কারো কাছে কিছু চায় না, আল্লাহর হুকুম লংঘন না করে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছে, তা আল্লাহর পথে দান করে, দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, জ্ঞানীগুণী লোকদের ও ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের সাথে মেলামেশা করে। সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যার উপর্জন হালাল, যার গোপন কাজও সৎকাজ হয়ে থাকে এবং প্রকাশ্য কথা ভদ্রজনোচিত হয়ে থাকে, যে তার ক্ষতি থেকে জনগনকে রক্ষণা করে, যে তার জ্ঞান অনুসারে কাজ করে, নিজের প্রয়োজনীয়তীরিক্ত অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করে। এবং প্রয়োজনীয়কিত্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকে। (তাবরান)

১৫.৬- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيٌّ مِّنَ الْكِبَرِ
وَالْغُلُولِ وَالِدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » رواه الترمذى واللفظ له،

والنسائى، وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه، والحاكم،

১৫০৬। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকার, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা ও ঋণ থেকে মুক্ত অবস্থায় মারা যায়, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাবক ও হাকেম)

১৫.৭ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا : « الْكِبْرِيَاءُ
رَدَائِي، وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتَهُ

فِي النَّارِ» رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه.

১৫০৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : অহংকার আমার চাদর আর শ্রেষ্ঠত্ব আমার পাজামা। এ দুটোর কোন একটাও যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করবে, তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। (ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বন)

١٥٠٨- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ فِي السُّوقِ؛ وَعَلَيْهِ حَزْمَةٌ مِنْ حَطَبٍ، فَقِيلَ لَهُ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ وَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: أُرِدْتُ أَنْ أُدْفَعَ الْكِبَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ مِنْ كِبَرٍ». رواه الطبراني بأسناد حسن، والأصبهاني، إلا أنه قال: «مَثَقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ».

১৫০৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক বোঝা জ্বালানী কাঠ মাথার ওপর বহন করে বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো : আপনাকে এভাবে চলতে কিসে উৎসাহিত করলো? আব্দুল্লাহ তো আপনাকে এতটা সম্পদশালী করেছেন যে, এমন কাজ না করলেও চলতো। তিনি বললেন : আমি অহংকার তাড়াতে চাচ্ছি। কেননা রাসূল (সা) বলেছেন : যার অন্তরে এক তিল পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পাবে না। (তারবরানী ও ইসবাহনী)

١٤٠٩- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرُّخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خِيَلًا» رواه مالك،

والبخاري، واللفظ له، وهو أتم، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

১৫০৯। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারে বেশে নিজের কাপড় টাখনুর নীচে টেনে নিয়ে চলে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না। হযরত আবু বকর (রা) বললেন : হে রাসূল সব সময় খেয়াল না করলে আমার কাপড় টিল হয়ে যায়। রাসূল (সা) বললেন যারা অহংকারের সাথে কাপড় টেনে নিয়ে বেড়ায় তুমি তাদের দলভুক্ত নও। (মালেক, বুখরী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী)

১০১- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَايَا يُقَالُ لَهُ هَبَّهَبٌ، حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ » رواه أبو يعلى، والطبراني، والحاكم.

১৫১০। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন দোষখে 'হাবহার' নামক একটা জায়গা রয়েছে। সেখানে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই প্রত্যেক অহংকারী, ও হঠকারী ব্যক্তিকে অবস্থান করাবেন। (আবু ইয়াল্লা, তাবরানী, হাকেম)

১০১১- وَعَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يَكْتُبَ فِي الْجَبَّارِينَ فَيَصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ » رواه الترمذی، وقال حديث حسن.

১৫১১। হযরত সালমা বিন আকয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : একজন মানুষ ক্রমাগত একটু একটু অহংকার করতে করতে অবশেষে মস্ত বড় অহংকারী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায় এবং তার জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে সে তা ভোগ করে। (তিরমিযী)

১০১২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيَنْتَهَيْنَ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا، أُنْمَاهُمْ فَحَمَّ جَهَنَّمَ، أَوْ لِيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

مَنْ الْجَعَلِ الَّذِي يَدُهُ الْخَرَاءُ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ
عِبِّيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ
وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خَلِقٌ مِنْ تَرَابٍ» رواه
أبو داود، والترمذی.

১৫১২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ৪ যারা তাদের মৃত বাপদাদার নামে গর্ব করে, অবশ্য অবশ্যই তাদের পতন ঘটবে। তারা দোযখের কয়লা ছাড়া আর কিছু নয়। তারা আল্লাহর কাছে একটা ক্ষুদ্র উই পোকার চেয়েও নগণ্য প্রতীয়মান হবে, যা নিজের নাক দিয়ে মল টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মৃত বাপদাদাকে নিয়ে অহংকার করার জাহেলী অভ্যাস রহিত ও নিষিদ্ধ করেছেন। এখন প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজের ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে হয় খোদাতীক মুমিন নতুব দুর্ভাগা পাপাচারী সাব্যস্ত হবে। সকল মানুষ আদমের সন্তান। আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

الترهيب من قوله الفاسق أو مبتدع : ياسيدى، أو نحوها

من الكلمات الدالة على التعظيم

কোন পাপাচারী বা বেদায়াতীকে সম্মানসূচক
সম্বোধন করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٥١٢- عَنْ بَرِيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَقُولُوا لِلْمَنَافِقِ سَيِّدًا، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ
سَيِّدًا، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ » رواه أبو داود،
والنسائي بإسناد صحيح، والحاكم، ولفظه قال : « إِذَا الرَّجُلُ
لِلْمَنَافِقِ : يَا سَيِّدُ، فَقَدْ أَغْضَبَ رَبَّهُ » وقال : صحيح
الإسناد كذا قال.

১৫১৩। হযরত বুবাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা কোন মুনাফিককে নেতা বা সরদার বলে ডেকো না। কেননা সে যদি নেতা বা সরদার হবার সুযোগ পায়, তাহলে তোমাদের মনিব ও প্রতিপালক আব্বাহ তায়ালাকে তোমরা ঘোরতর অসন্তুষ্ট করবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী ও হাকেম) হাকেমের ভাষা হলো।” কোন ব্যক্তি যখন কোন মুনাফিককে হে নেতা বা হে সরদার বলে, তখন সে তার প্রতিপালকে রাগান্বিত করে।

দ্রষ্টব্য : মুনাফিক মাত্রই ঘোরতর পাপী হয়ে থাকে। কেননা হাদীস মুনাফিকরদে চারটে লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে। যথা : মিথ্যা বলা, ওয়াদা খেলাফ করা, আমানতের খেয়ানত করা ও গালাগালি করা। এই চারটে কাজই ইসলামের দৃষ্টিতে কবীরা গুনাহ বা মহাপাপ।

الترغيب في الصدق، والترهيب من الكذب

সত্য কথা বলার ও মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার তাগিদ

১০১৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ يَحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. قَالَ كَعْبُ بْنُ
 مَالِكٍ : لَمْ أَتَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
 غَزْوَةِ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي
 غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يِعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ يَرِيدُونَ عِيرَ قَرَيْشٍ،
 حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ
 شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ
 تَوَاطَّفْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَا أَحَبُّ أَنْ لِي بِهَا مَشْهَدٌ بَدْرٍ، وَإِنْ
 كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرُ فِي النَّاسِ مِنْهَا، وَكَانَ مِنْ خَبْرِي حِينَ

تَخَلَّفَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ
 أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتَ عَنْهُ فِي
 تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَاللَّهُ مَا جَمَعْتَ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى
 جَمَعْتَهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِيدُ غَزْوَةَ إِلَّا وَرَى بَغِيرَهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ
 الْغَزْوَةَ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ
 شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفْرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا،
 فَجَلَا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرُهُمْ؟ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ، وَأَخْبَرَهُمْ بَوَ
 جَهُمِ الَّذِي يَرِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرٌ لَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ - يَرِيدُ بِذَلِكَ
 الدِّيَّانَ - قَالَ كَعْبٌ: فَقُلْ رَجُلٌ يَرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ
 ذَلِكَ سَيَخْفَى مَا لَمْ يَنْزَلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَغَزَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ
 الثَّمَارُ وَالظَّلَالُ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ، فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَطَفِقَتْ أُغْدُو لِكِي أَتْجَهَّزَ
 مَعَهُمْ، فَأَرْجِعْ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ
 عَلَى ذَلِكَ إِذَا أُرِدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتِمَّادِي بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ
 بِالنَّاسِ الْجَدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًا
 وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ
 فَرَجَعْتُ، وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتِمَّادِي بِي حَتَّى

أَسْرَعُوا، وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أُرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ،
 فَيَالَيْتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ لِي ذَلِكَ، وَطَفِقتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي
 النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْزُ
 نِيُّ أَنْيُّ لَا أَرَى لِي أَسْوَةَ، إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوضًا عَلَيْهِ فِي
 التَّفَاقِ، أَوْ رَجُلًا مِّنْ عَزْرِ اللَّهِ مِنَ الضَّعْفَاءِ، وَلَمْ يَذْكَرْنِي
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ
 جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بَتَبُوكَ : « مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ » فَقَالَ
 رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَهُ بَرْدَاهُ، وَالنَّظَرَ
 فِي عَطْفِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعَاذَ بَنِ جَبَلٍ : بئْسَمَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ- مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ، رَأَى رَجُلًا
 مَبْيَضًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، « كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ » فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ
 الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمْزَهُ الْمُنَافِقُونَ، قَالَ كَعْبُ :
 فَلَمَّا بَلَغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَجَّهَ
 قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَيْتِي، فَطَفِقتُ أَتَذْكَرُ الْكِذْبَ،
 وَأَقُولُ : بِمِمْ أَخْرَجَ مِنْ سَخِطِهِ غَدَا؟ وَأَسْتَعِينُ عَلَى
 ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا، رَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ
 حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ لِي بِنِ أَنْجُو مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا، فَأَجْمَعْتُ

صِدْقَهُ، وَصَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضِعَّةٍ وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عِلَانِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَفْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَّلَ سَرَائِرَ هُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَرَجَلٌ حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ : تَعَالَ، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي : « مَا خَلَفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟ » قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لَوَجَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأُخْرَجُ مِنْ سَخَطِهِ بَعْدُ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَسْخَطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عِقْبَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَفِي رَوَايَةٍ : « عَفُوَ اللَّهُ، وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عَذْرٍ، مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتَ عَنكَ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقَمَّ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ » فَقَمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلْمَةَ، فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا : وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْ نَبَتْ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، لَقَدْ عَجِزْتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ

ذَنبِكَ اِسْتِغْفَارَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ، قَالَ :
فَوَاللّٰهِ مَا زَالُوا يُؤَنَّبُونَ نِنِّي حَتَّى اَرَدْتُ اَنْ اُرْجَعَ اِلَى رَسُوْلِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْذِبَ نَفْسِي، قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ :
هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِيَ اَحَدٌ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالَا
مِثْلَ مَا قُلْتَ، وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ، قَالَ : قُلْتُ مَنْ
هُمَا ؟ قَالُوْا : مَرَارَةُ بِنُ رُبَيْعَةَ الْعَامِرِي، وَهَلَالُ بِنُ اُمِيَّةَ
الْوَاقِفِي، قَالَ : فَذَكَرُوْا اِلَى رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا
فِيْهُمَا اَسْوَةَ، قَالَ : فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِي، قَالَ : وَنَهَى
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيْنَ عَن كَلَامِنَا اَيُّهَا
الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، قَالَ : فَا جُتِنَبْنَا النَّاسَ، اَوْ
قَالَ : تَغَيَّرُوْا لَنَا حَتَّى تَنْكَرْتُ لِي فِي نَفْسِي الْاَرْضَ، فَمَا هِيَ
بِالْاَرْضِ الَّتِي اَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلٰى ذَلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً، فَاَمَّا
صَاحِبَايَ، فَاسْتَكَانَا، وَقَعَدَا فِي بَيْتَيْهِمَا يَبْكِيَانِ، وَاَمَّا اَنَا
فَكَنتُ اَشْبُ الْقَوْمِ وَاَجْلَدُهُمْ، فَكَنتُ اَخْرَجُ فَاَشْهَدُ الصَّلَاةَ،
وَاَطُوْفُ فِي الْاَسْوَاقِ فَلَا يَكْلِمُنِي اَحَدٌ، وَاَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَاسْلَمَ،
فَاَقُوْلُ فِي نَفْسِي : هَلْ حَرَكَ شَفْتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ اَمْ لَا ؟ ثُمَّ
اَصْلَبْتُ تَعْيِبًا مِنْهُ وَاَسَارِقَهُ النَّظْرَ، فَاِذَا اَقْبَلْتُ عَلٰى صَلَاتِي
بَسْرِي، فَاِذَا التَّفْتُ نَحْوَهُ اَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى اِذَا طَالَ عَلٰى
ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسُوْرَتْ جِدَارَ حَائِطِ

أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ،
 فَوَاللَّهِ مَارَدًا عَلَى السَّلَامِ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشَدَكَ
 بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَنَّ أَنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ : فَسَكَتَ،
 فَعُدَّتْ فَنَاشَدْتَهُ، فَسَكَتَ، فَعُدَّتْ فَنَاشَدْتَهُ، فَقَالَ : اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ
 الْحِدَارَ، فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي فِي سَوَاقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِي مِنْ
 أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِطَعَامٍ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ :
 مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ قَالَ : فَطَفِقَ النَّاسُ يَشِيرُونَ لَهُ
 إِلَيَّ، حَتَّى جَاءَنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَالِكِ عَسَانَ، وَكُنْتُ
 كَاتِبًا فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ : أَمَا بَعْدَ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ صَاحِبَكَ
 قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بَدَارَ هَوَانٍ، وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقُّ
 بِنَانِوَأْسِكَ، قَالَ : فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتَهَا : وَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ
 فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُورَ فَسَجَرْتُهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ
 الْخَمْسِينَ، وَاسْتَلْبِثْتُ الْوَحْيَ، وَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْزَلَ امْرَأَتَكَ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَطَلَّقَهَا أَمْ
 مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ : لَا، بَلْ أَعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبِهَا، وَأَرْسَلْ إِلَى
 صَاحِبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ : فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي : الْحَقُّ بِأَهْلِكَ،
 فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ : فَجَاءَتْ
 امْرَأَةٌ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ

: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، اِنَّ هٰلَالَ بْنَ اُمِّيَّةَ شَيْخَ ضَائِعٍ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكَرَّهَ اَنْ اُخْدَمَهُ؟ قَالَ: «لَا، وَلٰكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكَ» قَالَتْ: اِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا بِيْهِ حَرَكََةٌ اِلَى شَيْءٍ، وَاللّٰهِ مَا زَالَ يَبْكِيْ مِنْذُ كَانَ مِنْ اَمْرِهِ مَا كَانَ اِلَى يَوْمِهِ هٰذَا، قَالَ: فَقَالَ لِيْ بَعْضُ اَهْلِيْ: لَوِ اسْتَاذَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَدْ اُذِنَ لِيْ مَرَاةَ هٰلَالَ بْنِ اُمِّيَّةَ اَنْ تَخْدَمَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللّٰهِ لَا اُسْتَاذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يَدْرِئُنِيْ مَا يَقُوْلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَاذَنْتَهُ فِيْهَا؟ وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ، قَالَ: فَلَبِثْتُ بِذٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، فَكَمَلْنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نَهَى عَنْ كَلَامِنَا، قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الصُّبْحِ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بَيْوْتِنَا، فَبَيْنَا اَنَا جَلِيسٌ عَلٰى الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَّا: قَدْ ضَاقَتْ عَلٰى نَفْسِيْ، وَضَاقَتْ عَلٰى الْاَرْضِ يَمَا رَحَبْتُ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ اَوْفٰى عَلٰى سِلْعٍ يَقُوْلُ بِاَعْلٰى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ! اُبْشِرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَلِمْتُ اَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، قَالَ: وَاُذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ؛ فَوَتِبَ النَّاسُ بِبَشْرُوْنَنَا، فَذَهَبَ قَبْلَ صَاحِبِيْ مَبْشُرُوْنَ، وَرَكَضَ رَجُلٌ اِلَى فَرَسًا، وَسَعٰى سَاعٍ مِّنْ اَسْلَمَ [مِنْ] قَبْلِيْ، وَاَوْفٰى عَلٰى الْجَبَلِ فَكَانَ الصَّوْتُ اَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ

يَبْشِرُنِي نَزَعَتْ لَهُ ثُوبِي فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبَشَارَتِهِ، وَاللَّهُ مَا
أَمَلَكَ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ. وَاسْتَعْرَتِ ثُوبَيْنِ فَلَبِسَتْهُمَا، وَأَنْطَلَقَتْ
أَيْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَلَقَانِي النَّاسُ فَوْجًا
يَهْنُؤُونِي بِالتَّوْبَةِ، وَيَقُولُونَ: لِيَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، حَتَّى
دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَهُ
النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَهْرُوْلٌ حَتَّى صَافَحَنِي
وَهَنَانِي، وَاللَّهُ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ، قَالَ:
فَكَانَ كَعَبٍّ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ، قَالَ كَعَبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ - وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهَهُ
مِنَ السَّرُورِ - قَالَ: «أَبْشِرْ بِخَيْرٍ يَوْمَ مَرَّعَلَيْكَ مَنذُ وَلَدَتِكَ
أَمَّكَ» قَالَ: فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ؟ قَالَ: «بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَّ اسْتَنَارَ وَجْهَهُ حَتَّى كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةً
قَمَرٍ، قَالَ: وَكَفَّارٌ نَعْرِفُ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَخْلَعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً
إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «أُمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ» قَالَ:
فَقُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، قَالَ: وَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَجَانِي اللَّهُ بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا
أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيَتْ، قَالَ: «فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَحَدًا

أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيَتْ، قَالَ: «فَوَاللَّهِ
مَا عَلِمْتُ أَحَدًا أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مِنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ إِلَىِّ مِمَّا أَبْلَانِي اللَّهُ،
وَاللَّهُ مَا تَعَمَّدَتْ كَذِبَةً مِنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَأَنْتَى لَارْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ
فِي مَا بَقِيَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: «لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى
النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ
حَتَّى بَلَغَ (إِنَّهُ بِهِمْ رِئُوفٌ رَحِيمٌ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا
حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ) حَتَّى بَلَغَ (اتَّقُوا
اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

১৫১৪। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের সেনাপতিত্বে যে কয়টি যুদ্ধ বা যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে তাবুক যুদ্ধাভিযান অন্যতম। যদিও প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতির কারণে এ যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। তথাপি যুদ্ধের নির্দ্ধারিত স্থান তাবুকে মুসলিম বাহিনীকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে ও সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সদলবলে যেতে হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পর এটাই ছিল ইসলামের সর্বশেষ বৃহত্তম যুদ্ধাভিযান। এই অভিযানের জন্য সাহাবায়ে কিরামের কারো শারীকি অনুপস্থিতির অনুমতি তো ছিলই না, অধিকন্তু প্রত্যেক সাহাবীকে সাধ্যমত সর্বোচ্চ পরিমাণ আর্থিক সাহায্যও দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে যখন আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়, তখন হযরত ওমর (রা) নিজের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির অর্ধেক আর হযরত আবু বকর (রা) সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি দান করেছিলেন।

কিন্তু তিনজন সাহাবী এই যুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে বিনা ওয়রে অনুপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন কা'ব বিন মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা বিন রাবী'। এই তিনজন সাহাবী সম্পর্কে অপর কোন সাহাবীর এমনকি স্বয়ং রাসূল (সা)-এর কখনো কোন অভিযোগ বা সংশয় ছিল না। তাঁদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় কখনো কোন খাদ ছিল না। তথাপি সর্বোচ্চ গুরুত্ববহ এই অভিযানে তারা সম্পূর্ণ বিনা ওয়রে অনুপস্থিত

থাকেন। এ সংক্রান্ত বিশদ ঘটনা স্বয়ং হযরত কা'ব ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা নিম্নরূপ :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কা'ব বিন মালেক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নেতৃত্বে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তন্মধ্যে তবুক ও বদর ছাড়া আর কোনটাতেই আমি অনুপস্থিত থাকিনি। তবে বদর যুদ্ধে যারা অনুপস্থিত ছিলেন তাদের কাউকে আল্লাহর আক্রোশের সম্মুখীন হতে হয়নি। কেননা বদর যুদ্ধে আসলে রাসূল (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের কাফেলাকে ধাওয়া করা। এরূপ করতে গিয়ে হঠাৎ এক সময় যুদ্ধ বেধে যায়। আকাবার রাতে রাসূল (সা) ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকা এবং ইসলাম ও রাসূল (সা) কে সাহায্য করার জন্য মোট যে ৭০ জনের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। ঐ রাতটি আমার কাছে যুদ্ধের চেয়েও প্রিয় ছিল।

তাবুক যুদ্ধের সময় আমি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ও স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলাম। এ সময় আমার কাছে দুটো সওয়ারী ছিল, যা এর আগে কখনো ছিল না। রাসূল (সা)-এর নিয়ম ছিল, যখনই কোন যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতেন, কখনো পরিস্কারভাবে স্থান, এলাকা বা কোন দিকে ও যাওয়া হবে ও তাও পর্যন্ত জানাতেন না। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময়টা ছিল ভীষণ গরমের সময়। পথও ছিল দীর্ঘ ও এবং তার কোথাও গাছপালা, লতাপাতা ও পানি ছিল না। আর শত্রুর সংখ্যাও ছিল অধ্যতিক। তাই রাসূল (সা) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের সকল প্রয়োজনীয় জাতব্য বিষয় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, যাতে তারা ভালোভাবে যুদ্ধের প্রস্তুত গ্রহণ করতে পারে। এ সময় রাসূল (সা)-এর সহযোগীদের সংখ্যা ছিল বিপুল তবে তাদের নাম ধাম লেখার জন্য কোন খাতাপত্র বা রেজিস্ট্রার ছিল না। এ যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত থাকতে চায়- এমন লোক একজনও ছিল না। তবে সকল সাহাবী এও মনে করতেন যে, কেউ যদি অনুপস্থিত থাকে তবে আল্লাহর ওহী না আসা পর্যন্ত রাসূল (সা) তা জানতে পারবেন না।

রাসূল (সা) যখন এ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তখন ফল পেকে গিয়াছিল এবং ছায়া খুবই ভালো লাগতো। আমিও এসবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। রাসূল (সা) ও তাঁর সাথী মুসলমানগণ পূর্ণোদ্দমে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। আমিও প্রতিদিন ভাবতাম প্রস্তুতি নিব। কিন্তু কোন প্রস্তুতিই নেয়া হতো না। এমনই দিন কেটে যেত। আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম, আমি তো যে কোন সময় প্রস্তুতি নিতে পারবো। ব্যস্ত হওয়ার দরকার কি? এভাবে দিন গড়িয়ে যেতে থাকে। একদিন ভোরে তিনি মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে চলে গেলেন। তখনো আমার প্রস্তুতি নেয়া হয়নি। আমি মনে মনে বললাম, ওঁরা চলে যায় যাক। আমি পথেই তাদেরকে ধরতে পারবো। তাদের রওনা হয়ে যাওয়ার পরের দিন আমি রওয়ানা হতে চাইলাম, কিন্তু দিনটা কেটে গেল, আমার রওয়ানা দেয়া হয়ে উঠলো না। পরদিন সকালে আবার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু এবারও পারলাম না রওনা দিতে। এভাবে গড়িমসির মধ্যে দিয়ে

দিনের পর দিন কেটে গেল। ততক্ষণে মুসলিম বাহিনী অনেক দূরে চলে গেছে। আমি কয়েকবার বেরিয়ে দ্রুত বেগে তাদেরকে ধরে ফেলার সংকল্প করেও পিছিয়ে থাকলাম। আফসোস তখনো যদি কাজটি করে ফেলতাম। কিন্তু আসলে তা বোধ হয় আমার ভাগ্যে ছিল না। রাসূল (সা) ও মুসলমানদের চলে যাওয়ার পর আমি যখন মদীনায় জনসাধারণের মধ্যে বেরুতাম, তখন পথে ঘাটে মুনাফিকও পিড়াব্যাদিগ্রস্ত লোক ছাড়া আর কাউকে দেখতাম না। এ পরিস্থিতিতে নিজেকে দেখে আমার খুবই দুঃখ লাগতো।

রাসূল (সা) তাবুক যাওয়ার পথে আমার সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। তবে তাবুকে পৌঁছে জিজ্ঞেস করেন যে, কা'বের কি হয়েছে? বনু সালামার এক ব্যক্তি বললো : হে রাসূলুল্লাহ! নিজের সম্পদের মায়া ও আত্মাভিমানের কারণে সে আসেনি। মুয়াজ ইবনে জাবাল এ কথা শুনে বললেন : “ছি, কি একটা বাজে কথা তুমি বললে! আল্লাহর কসম, তার সম্পর্কে আমরা কখনো কোন খারাপ কথা শুনিনি।” রাসূল (সা) উভয়ের বাক্য বিনিময়ের মধ্যে চুপ করে থাকলেন।

কা'ব ইবনে মালেক বলেন : যখন আমি জানতে পারলাম যে, রাসূল (সা) ফিরে আসছেন, তখন ভাবলাম, এমন কোন মিথ্যে ওয়র বাহানা করা যায় কি-না, যাতে আমি তাঁর অসন্তোষ থেকে রক্ষা পেতে পারি। কিন্তু পরক্ষণেই এসব চিন্তা আমার দূর হয়ে গেল। আমি মনে মনে বললাম যে, মিথ্যে ওয়র দিয়ে আমি রেহাই পাব না। কারণ রাসূল (সা) ওহীর মাধ্যমে জেনে ফেলবেন। কাজেই পুরোপুরি সত্য কথা বলবো বলে স্থির করলাম। রাসূল (সা) পরদিন সকালে ফিরে এসে মসজিদে নববীতে বসলে তাবুক যুদ্ধে যারা যায়নি তারা একে একে আসতে লাগলো এবং প্রায় ৮০ জন (মতান্তরে ৮২ জন) নানা রকম ওয়র বাহানা পেশ করে কসম খেতে লাগলো। রাসূল (সা) তাদের ওয়র মেনে নিলেন, তাদের কাছ থেকে পুনরায় বায়য়াত নিলেন, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং তাদের গোপন বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলেন। আমিও তাঁর কাছে এলাম। আমি সালাম দিলে তিনি ঈষৎ ক্রোধ মিশ্রিত মুচকি হাসিসহ জবাব দিলেন। তারপর বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি হয়েছিল যে তাবুকে যেত পারলে না? তুমি না সওয়ারী কিনে নিয়েছিলে? আমি বললাম : জ্বি, সাওয়ারী কিনে নিয়ে ছিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কারো সামনে বসতাম, তাহলে তার আক্রোশ থেকে রক্ষা পাওয়া জন্য মিথ্যে মিথ্যে ওয়র পেশ করে চলে যেতাম। কারণ কথা বলার দক্ষতা আমারও আছে। কিন্তু আমি জানি, আজ আপনার কাছে মিথ্যা বলে আপনাকে খুশী করে গেলেও আল্লাহ তায়ালা কালই সব ফাঁস করে দিয়ে আপনাকে আমার ওপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর যদি সত্য বলি, তবে তাতে আপনি অসন্তুষ্ট হলেও আল্লাহর ক্ষমা লাভের আশা আছে। আল্লাহর কসম, আমার না যাওয়ার জন্য কোন ওয়র ছিল না। আল্লাহর কসম, আমি এ সময়ে সর্বপ্রকারে সুস্থ, সবল ও সক্ষম ছিলাম।

রাসূল (সা) আমার কথা শুনে বললেন : কা'ব সত্য কথা বলেছে। বেশ, তুমি এখন যাও। দেখ, আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত দেন।

আমি বিদায় নিলাম। বনু সালামার লোকেরাও আমার সাথে চলতে লাগলো তারা আমাকে বললো : “আমরাতো আজ পর্যন্ত তোমার কোন পাপ কাজের কথা শুনিনি। অন্যান্যদের মত তুমিও একটা ওয়র পেশ করে দিলেই তো পারতে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তোমার জন্য ক্ষমা চাইতেন এবং তাতেই তোমার গুণাহ মাফ হয়ে যেত।” তারা এভাবে আমাকে ক্রমাগত তিরস্কার করতে লাগলো। ফলে এক পর্যায়ে মনে মনে স্থির করে ফেললাম, রাসূল (সা)-এর কাছে ফিরে যাই এবং আগে যা বলেছি তা ভুল প্রতিপন্ন করে আসি। সহসা আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম : আচ্ছা, আমার মত অকপটে সত্য বলে ভুল স্বীকার করতে তোমরা কি আর কাউকে দেখেছ? তারা বললো : হ্যাঁ, হিলাল বিন উমাইয়া ও মুরারা বিন রবীও তোমার মতই কথা বলেছে। এই দু'জনকে আমি ভালোভাবে জানতাম। তারা ছিলেন খুবই সৎলোক এবং বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। তাদের দু'জনের কথা শুনে আমি আমার পূর্বের বক্তব্যে অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এদিকে রাসূল (সা) তারুকে অনুপস্থিত থাকা লোকদের মধ্যে আমাদের তিনজনের সাথে কথা বলা সকল মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ করে দিলেন। তাই লোকেরা আমাদেরকে বয়কট করে চললো। যেন আমরা তাদের একবারেই অচেনা মানুষ। দুনিয়াটাই যেন আমার কাছে বদলে গেল। এভাবে পঞ্চাশ দিন কেটে গেল। অন্য দু'জন তো ঘরেই বসে রইল এবং কাঁনাকাটি করতে লাগলো। কিন্তু আমি বাইরে বেরুতাম। মসজিদে নববীতে নামায পড়তাম ও বাজরে ঘুরতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। আমি রাসূল (সা)-এর কাছে যেতাম। তিনি নামাযের পর মজলিসে বসলে সেখানেও তাকে সালাম দিতাম, আর দেখতাম, সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়লো কি-না। আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়তাম। আমি বাকা দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতাম। আমি নামায পড়ার সময় তিনি আমার দিকে তাকাতেন, আর আমি তাকালেই মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এ অবস্থায় অনেকদিন কেটে গেল। ক্রমে আমি অস্থির ও দিশাহারা হয়ে পড়লাম। একদিন আমার অতি প্রিয় চাচাতো ভাই আবু কাতাদাহকে সালাম করলাম। কিন্তু সে সালামের জবাব পর্যন্ত দিল না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলেও জবাব দিল না। তৃতীয়বার আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে শুধু বললো : আল্লাহও তাঁর রাসূলেই ভালো জানেন। আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। আমি তার কাছ থেকে ফিরে এলাম। এই সময় একদিন মদীনার বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এই সময় সিরিয়ার একজন খৃস্টান কৃষক মদীনার বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রী করতে এসেছিল। সে লোকজনের কাছে আমার ঠিকানা সন্ধান করছিল। লোকেরা আমাকে দেখিয়ে দিলে সে গাসসানের রাজার একটি চিঠি

আমার হাতে দিল। চিঠিতে রাজা লিখেছেন : আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার নেতা আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছেন। অথচ আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার যোগ্য রাখেননি। আপনি আমাদের এখানে চলে আসুন, আমরা আপনাকে সম্মানের সাথে রাখবো।” চিঠিটা পড়ার সাথে সাথে আমি মনে মনে বললাম, এ আর এক পরীক্ষা। আমি তৎক্ষণাত তা চুলোর মধ্যে নিক্ষেপ করলাম।

এভাবে চল্লিশ দিন কেটে গেলে রাসূল (সা)-এর এক দূত আমার কাছে এসে বললো : রাসূল (সা) তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যাবার আদেশ দিয়েছেন। আমি বললাম : ওকে তালাক দেব না-কি? দূত বললেন : না, তালাক দিতে হবে না, তবে তার কাছে যাবে না। আমার অন্য দু'জন সাথীকেও একই হুকুম দেয়া হলো। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম : তুমি বাপের বাড়ীতে চলে যাও এবং আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললেন : হে রাসূল! আমার স্বামী বুড়ো হয়ে গেছে। তার কোন ভৃত্য নেই। আমি যদি তার দৈনন্দিন কাজ কর্ম করে তার সেবা করে দেই, তাতে কি আপত্তি আছে? রাসূল (সা) বললেন, আপত্তি নেই। তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। আমাকেও কেউ কেউ বললো যে, তুমি রাসূল (সা)-এর কাছে গিয়ে স্ত্রীর জন্য অনুমতি নিয়ে এসো, যেমন হেলালের স্ত্রী এনেছে। আমি বললাম : না, আমি কোন অনুমতি আনতে যাব না। জানি না তিনি কি ভাববেন। কারণ হেলাল বিন উমাইয়া বুড়ো, আর আমি যুবক।

এভাবে আরো দশটি দিন কেটে গেলে একদিন ফযরের নামায পড়ে অত্যন্ত বিষন্ন মনে বসেছিলাম। সহসা কে একজন চিৎকার করে বলতে বলতে ছুটে আসতে লাগলো : “ক্বাব ইবনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ কর।” আমি তৎক্ষণাত সিজদায় পড়ে গেলাম। বুঝলাম, আমাদের মুসিবত কেটে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ঐদিন ফযরের পর ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছেন। লোকেরা দলে দলে এসে আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। এরপর আমি রাসূল (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। আমি দেখলাম, তিনিও আমার সুসংবাদে আনন্দিত। আমি বললাম : হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আমার তওবা কবুলের জন্য শুকরিয়া স্বরূপ আমার সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের পথে সদকা করে দিতে চাই। রাসূল (সা) বললেন : সব নয়, কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে দাও। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ এবার আমাকে সত্য কথা বলার কারণে ক্ষমা করেছেন। কাজেই বাকী জীবন আমি সত্য ছাড়া কখনো মিথ্যা বলবো না। আল্লাহ আমাকে মিথ্যা বলা থেকে রক্ষা করেছেন। এই সময় সূরা তওবার ১১৭ ও ১১৮ নয় আয়াত নাযিল হয়। (বুখারী, মুসলিম)

১০১০- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَالْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفَجْورِ، وَالْفَجْورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا». رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي وصححه، واللفظ له.

১৫১৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা অবশ্যই সত্য কথা বলবে। কেননা সত্য ভাষণ মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং সৎকাজ জান্নাতের দিকে চালিত করে। একজন মানুষ ক্রমাগত সত্য কথা বলতে বলতে এবং সত্য চিন্তা করতে করতে আল্লাহর দরবারে 'সিন্দীক' অর্থাৎ 'মহা সত্যবাদী' রূপে আখ্যায়িত হয়। তোমরা কখনো মিথ্যা কথা বলো না। কেননা মিথ্যা পাপের পথে ঠেলে দেয়। আর পাপ জাহান্নামের দিকে চালিত করে। একজন মানুষ মিথ্যা বলতে বলতে ও মিথ্যা চিন্তা করতে করতে আল্লাহর কাছে মহা-মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত হয়। (বুখারী, মুসলিম, আবুদ দাউদ ও তিরিমিযী)

১০১৬- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مَنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُتْمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي والنسائي.

১৫১৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা)

বলেছেন : চারটে মন্দ স্বভাব যার ভিতরে থাকে সে নির্ভেজাল মুনাফিক । আর যার ভিতরে এ গুণের কোন একটা থাকে, সে ঐ স্বভাব ত্যাগ না করা পর্যন্ত মুনাফিকীর একটা খাসলাত পোষণকারী হিসেবে চিহ্নিত হবে । সেই চারটি খাসলত হলো, তার কাছে যদি আমানত রাখা হয় তবে তার খেয়ানত করে, যখন কথা বলে, তখন মিথ্যে বলে, যখন ওয়াদা করে, তখন ওয়াদা ভংগ করে এবং যখন ঝগড়া-বিবাদ করে তখন সীমা ছাড়িয়ে যায় । (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)

১৫২৭- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مَنَافِقٌ ، وَأَنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ ، وَقَالَ : إِنِّي مَسْلُومٌ ؛ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اتَّيَمَنَ خَانَ . » .
 رواه أبو يعلى من رواية يزيد الرقاشى، وقد وثق، ولا بأس به فى المتابعات.

১৫১৭। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূল (সা) বলেছেন : তিনটে দোষ যার ভিতরে থাকবে, সে যতই নামায, রোযা হজ্জ ও ওমরা করুক না কেন এবং যতই দাবী করুক না কেন যে, আমি মুসলমান, মুনাফিক পরিগণিত হবে এবং যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে, যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে এবং যখন ওয়াদা করে, তখন তা ভংগ করে । (আবু ইয়লা)

১৫১৮- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَطْبَعُ الْمُؤْمِنَ عَلَى كُلِّ خَصْلَةٍ غَيْرِ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ . » . رواه البزار وأبو يعلى، ورواه رواة الصحيح، وذكره الدار قطنى فى العلل مرفوعا وموقوفا، وقال: والموقوف أشبه بالصواب، ورواه الطبرانى فى الكبير، والبيهقى، من حديث ابن عمر مرفوعا.

১৫১৮। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূল (সা) বলেছেন

ঃ মুমিনের চরিত্রে সব দোষ থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা বলা থাকতে পারে না। (বায়হার, আবু ইয়ালা, দারকুতনী, তাবরানী ও বায়হাকী)

১০১৯- وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَبَّرْتُ خِيَانَةَ أَنْ تَحْدِثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مَصْدِيقٌ ، وَأَنْتَ لَهُ كَاذِبٌ » . رواه أحمد عن شيخه عمر بن هارون ، وفيه خلاف ، وبقيه رواه ثقات .

১৫১৯। হযরত নাওয়াস বিন সাময়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : এর চেয়ে বড় বিশ্বাস ঘাতকরা আর হতে পারে না যে, তোমার কোন দীনী ভাই তোমাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে, অথচ তুমি তাকে মিথ্যা কথা শুনাও। (আহমাদ)

১০২০- وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « بَرَّ الْوَالِدَيْنِ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ ، وَالْكَذِبُ يَنْقُصُ الرِّزْقَ ، وَالِدَعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ » رواه الأصبهاني .

১৫২০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : পিতামাতার সাথে সদ্যবহার আয়ু বাড়ায়, মিথ্যা বলা জীবিকা কমায় এবং দোয়া ভাগ্য ফিরায়। (ইসবাহাকী)

১০২১- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا كَذَّبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ الْمَلِكُ عَنْهُ مِثْلًا مِنْ نَتْنٍ مَا جَاءَ بِهِ » رواه الترمذی ، وابن أبي الدنيا في كتاب الصفت ، وقال الترمذی : حديث حسن .

১৫২১। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন : যখন কোন বান্দা মিথ্যা কথা বলে, তখন তার কাছ থেকে ফেরেশতা এক মাইল দূরে সরে যায় তার নোংরা কথার দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। (তিরমিযী ও ইবনে আবিদ দুনিয়া)

১০২২- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا، فَقَالَتْ: هَاتَعَالَ أُعْطِكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْطِيَهُ؟» قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمْرًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَعْطِيَهُ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كِذْبَةٌ» رواه أبو داود، والبيهقي، عن مولى عبد الله بن عامر، ولم يسمياه، عنه ورواه ابن أبي الدنيا فسماه زيادا.

১৫২২। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমার মা আমাকে ডেকেছিলেন। তখন রাসূল (সা) আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। আমার মা বললেন : এসো, তোমাকে একটা জিনিস দেব। রাসূল (সা) তাকে বললেন : তুমি ওকে কী দিতে চেয়েছিলে? মা বললেন : খোরমা দিতে চেয়েছিলাম। তখন রাসূল (সা) তাকে বললেন : জেনে রাখ, তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার নামে একটা মিথ্যা কথা বলার গুনাহ লেখা হতো। আবু দাউদ, বায়হাকী ও ইবনে আবিদ দুনিয়া)

ترهيب ذى الوجهين

وذى اللسانين

দ্বিমুখী আচরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১০২৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوْا، وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كِرَاهَةً، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ

ذَا الْوَجْهَيْنِ : الَّذِي يَأْتِي هَوْلًا بِوَجْهِهِ، وَهُوَ لَاءِ بِوَجْهِهِ
رواه مالك، والبخارى، ومسلم.

১৫২৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা দেখবে, মানুষ যেন খনিজ ধাতু। তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল, তারা ইসলামের যুগে শ্রেষ্ঠ, যখন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করবে। তোমরা দেখবে, যারা ইসলামকে সর্বাধিক অপছন্দ করতো, তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়ে গেছে। তবে নিকৃষ্টতম মানুষ দেখবে তাদেরকে, যারা দু'মুখো, একজনের কাছে একভাবে আসে, আর একজনের কাছে আসে অন্যভাবে। (মালেক, বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ খনিজ ধাতুকে যেমন যে কোন ধরণের অস্ত্রে পরিণত করা যায়, মানুষকেও তেমনি। তাই যোগ্য ও সৎ মানুষ জাহেলী যুগেও নেতৃত্ব লাভ করে থাকে, ইসলামের যুগেও নেতৃত্ব লাভ করে যদি তারা ইসলামকে বুঝে সুঝে গ্রহণ করে। তবে যারা দ্বিমুখী চরিত্রের অধিকারী, তারা সমাজে নিকৃষ্টতম মানুষ। তারা কপট ও ভন্ড তথা মুনাফিক। এক একজনের কাছে তারা এক একভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কেননা তারা সবার কাছ থেকেই স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়। মানুষ যতদিন এদের ভন্ডামির স্বরূপ চিনতে পারে না, কেবল ততদিনই এরা সবার চোখে ধুলো দিয়ে সাময়িকভাবে প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করে। যখন তাদের মুখোস খুলে যায়, তখনই সর্বত্র ধিকৃত ও নিন্দিত হয়।

١٥٢٤- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لَجِدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ : كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه

البخارى.

১৫২৪। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। একদল লোক তার দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) কে বললো : আমরা আমাদের শাসকের সামনে গিয়ে যা বলি, তা তার কাছ থেকে বেরিয়ে যা বলি তার বিপরীত। তিনি বললেন : আমরা এ ধরণের আচরণকে রাসূল (সা)-এর যুগে মুনাফিকী বলে আশ্চর্যিত করতাম। (বুখারী)

الترهيب من الحلف بغير الله

আল্লাহ ছাড়া আর কোন নামে শপথ করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১০২৫- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيُصْمِتْ » رواه مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه.

১৫২৫। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়লা তোমাদেরকে তোমাদের বাপদাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। যদি কারো শপথ করতে হয়, তবে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে, নচেৎ চূপ থাকে। (আদৌ কোন শপথ না করে।) (মালেক, বুখারী, মুসলিম আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ)

১০২৬- وعنه رضى الله عنه أنه سمع رجلا يقول : لا والكعبة، فقال ابن عمر : لا يحلف بغير الله؛ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشْرَكَ » رواه الترمذى، وحسنه، وابن حبان فى صحيحه، والجاكيم، وقال : صحيح على شرطهما.

১৫২৬। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, “কাবা শরীফের কসম” তখন ইবনে উমার (রা) তাকে বললেন : আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে শপথ করা যায় না। আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো বা আর কিছু নামে শপথ করলো, সে কুফরি করলো বা শিরক করলো। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

১০২৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا حَلَفَ، إِنْ قَالَ

هُوَ يَهُودِيٌّ، فَهُوَ يَهُودِيٌّ، وَإِنْ قَالَ : هُوَ نَصْرَانِيٌّ، فَهُوَ
 نَصْرَانِيٌّ، وَإِنْ قَالَ : هُوَ بَرِيٌّ مِّنَ الْإِسْلَامِ، فَهُوَ بَرِيٌّ مِّنَ
 الْإِسْلَامِ، وَمَنْ ادَّعَى دَعَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ مِّنْ جَثَاءِ جَهَنَّمَ
 قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ «وَإِنْ صَامَ
 وَصَلَّى» رواه أبو يعلى، والحاكم، واللفظ له، وقال : صحيح
 الإسناد، كذا قال.

১৫২৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি যে রকম শপথ করবে, সে তেমনই হবে। সে যদি শপথে নিজেকে ইহুদী বলে তবে সে ইহুদী হবে (যেমন “আমি যদি অমুক কাজ না করি, বা আমার কথা যদি সত্য না হয়, তাহলে আমি মুসলমান নই, বরং একজন ইহুদী”) যদি খৃষ্টান বলে, তবে সে খৃষ্টান। যদি সে বলে, আমি মুসলমান নই, তাহলে সে মুসলমান থাকবে না। আর যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের দাবী দাওয়া পেশ করবে, সে জাহান্নামের মাটিতে পরিণত হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো হে রাসূল যদি সে নামায রোযা করে তবুও রাসূল (সা) বললেন হ্যাঁ, যদি নামায, রোযা করে তবুও। (আবু ইয়লা ও হাকেম)

الترهيب من احتفار المسلم

وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى

মুসলমানকে তাচ্ছিল্য করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٥٢٨- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ [كَانَ] فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ
 ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ » فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبَهُ
 حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ،
 الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ » رواه مسلم، والترمذی، والحاكم.

১৫২৮। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সেই ব্যক্তি বেহেশতে যাবে না যার মনে বিন্দু পরিমাণ ও অহংকার রয়েছে। এক ব্যক্তি বললো : মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার পোশাক সুন্দর হউক, তার জুতো সুন্দর হউক। রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও জনসাধারণকে তচ্ছিয়া করা। (মুসলিম, তিরমিযী ও হাকেম)

১০২৯- وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالنَّاسِ يَفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَابَ مِنَ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ : هَلَمْ، فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ، فَإِذَا جَاءَهُ أَغْلِقَ دُونَهُ، ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُ بَابَ آخَرَ، فَيُقَالُ لَهُ : هَلَمْ هَلَمْ، فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ، فَإِذَا جَاءَهُ أَغْلِقَ دُونَهُ، فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ إِنْ أَحَدَهُمْ لِيَفْتَحَ لَهُ الْبَابَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ : هَلَمْ، فَمَا يَأْتِيهِ مِنَ الْيَأْسِ » رواه البيهقي مرسلًا.

১৫২৯। হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মানুষের সাথে যারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, তাদের জন্য আখিরাতে বেহেশতের একটা দরজা খোলা হবে। তাকে বলা হবে এসো, সে তার দুঃখ কষ্টসহই আসবে। আর আসামাত্রই তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। তারপর পুনরায় আরো একটা দরজা খোলা হবে এবং বলা হবে এসো, এসো। সে তার দুঃখ যাতনা সহই আসবে। আর আসা মাত্রই তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করা হবে। এভাবে চলতেই থাকবে। অবশেষে আর একটা দরজা খুলে যখন তাকে ডাকা হবে, তখন হতাশা বশতঃ সে আর যাবে না। (বায়হকী)

ব্যাখ্যা : মানুষের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপের বদলা হিসেবে আল্লাহ তায়ালা তার সাথে এভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবেন।

১০২- وَعَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِسَبَابٍ

عَلَىٰ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ أَدَمَ طَفَّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلُؤْهُ. لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا بِالدِّينِ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ» رواه أحمد، والبيهقي كلاهما من رواية ابن لهيعة، ولفظ البيهقي قال : «لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَىٰ أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّينِ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، حَسَبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَأَحْسَنُ بِذِيٍّ بِخِيَلًا».

১৫৩০। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : পৃথিবীতে তোমাদের যে বংশ পরিচিতি রয়েছে, তা কারো বিরুদ্ধে গালি হিসেবে ব্যবহৃত হবার জন্য নয়। আসলে তোমরা সমগ্র মানবজাতি আদমের (আ) সন্তান। তোমরা সবাই পরস্পরের আপনজন। তোমরা নিজেরা এই ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করনি। তোমাদের কারো ওপর কারো শ্রেষ্ঠত্ব যদি হয়, তবে তা একমাত্র দীনদারী বা সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতেই হতে পারে। (আহমাদ ও বায়হাকী) বায়হাকীর বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে : দীনদারী অথবা খোদাভীতি ছাড়া আর কোন দিক দিয়ে একজন আরেকজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়না। আর কোন ব্যক্তির অশ্লীলভাষী, কটুভাষী ও কৃপণ হওয়াই তার নিকৃষ্ট হবার জন্য যথেষ্ট।

١٥٣١- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ خَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ : إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، إِنْ قَالَ : « فليبلغ الشاهد الغائب » ثم ذكر الحديث في تحريم الدماء، والأموال والأعراض. رواه البيهقي.

১৫৩১। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) আইয়ামে তাশরীকের মধ্যভাগে বিদায়ী ভাষণে আমাদেরকে বলেছেন : “হে মানবমণ্ডলি, তোমাদের শ্রুত্ব এক এবং তোমাদের পিতা একজন। শুনে রাখ। কোন অনারবের

ওপর আরবের, আরবের ওপর অনারবের, লাল মানুষের ওপর কালো মানুষের এবং কালো মানুষের ওপর লাল মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই তাকওয়া ব্যতীত। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে যত বেশী সংযত ও খোদাভীরু, সে ততবেশী সম্মানিত। আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? সবাই বললো : জ্বী হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন : তাহলে যারা উপস্থিত, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে এই কথাগুলো পৌঁছে দেয়।” (বায়হাকী)

الترغيب في إمطة الأذى عن الطريق

রাস্তার উপর থেকে আবর্জনা সরানোর ফযীলত

১৫৩২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْإِيْمَانُ بَضْعٌ وَسِتُّونَ - أَوْ سَبْعُونَ - شُعْبَةً أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَأَرْفَعَهَا قَوْلٌ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه.

১৫৩২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : ঈমানের ষাটটির চেয়েও কিছু বেশী বা সত্তরটির চেয়েও কিছু বেশী শাখা রয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য শাখা হলো, রাস্তার ওপর থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর সর্বোচ্চ শাখা হলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই বলে ঘোষণা দেয়া। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাযাহ)

ব্যাখ্যা : কষ্টদায়ক বস্তু অর্থ পথচারীর অসুবিধা সৃষ্টিকারী পাথর, কাটা, হাড়গোড়, ও ময়লা ইত্যাকার যাবতীয় জিনিস।

১৫৩৩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غَضْنَ شَوْكٍ فَأَخْرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ». رواه البخارى، ومسلم.

وفى رواية المسلم قال : « لَقَدْ رَأَيْتَ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَأَنَّهُ تَوَدَّى الْمَسْلُومِينَ » .

১৫৩৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : এক ব্যক্তি একটা রাস্তা ধরে চলার সময় একটা কাঁটায় ভরা গাছের ডাল পেয়ে তা দূরে ফেলে দিল। আল্লাহ তায়ালা তার এই কাজের জন্য তাকে পুরস্কৃত করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের আরেক বর্ণনায়: আমি এক ব্যক্তিকে বেহেশতে একটা গাছের নিচে বিচরণ করতে দেখেছি। ঐ গাছটা পথের মাঝখানে থেকে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল। তাই সে গাছটাকে কেঁটে ফেলেছিল।

الترغيب فى قتل الوزغ

وما جاء فى قتل الحيات، و، غيرها مما يذكر

টিকটিকি সাপ ও অন্যান্য কষ্টদায়ক সরিসৃপ হত্যার ফযীলত

١٥٣٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَتَلَ وَزَعَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُونَ الْحَسَنَةِ الْأُولَى وَمَنْ قَتَبَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونَ الثَّانِيَةِ » رواه مسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه.

وفى رواية المسلم : « مَنْ قَتَلَ وَزَعًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كَتَبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّلَاثَةِ دُونَ ذَلِكَ » .

১৫৩৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন টিকটিকি এক আঘাতে মেরে ফেলবে, সে প্রচুর সওয়াব পাবে, আর দ্বিতীয় আঘাতে মারলে প্রথম আঘাতে মারার চেয়ে কম এবং তৃতীয় আঘাতে মারলে দ্বিতীয় আঘাতে মারার চেয়ে কম সওয়াব পাবে। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

মুসলিমের অপর বর্ণনা মতে : প্রথম আঘাতে টিকটিকি মারলে একশো, দ্বিতীয় আঘাতে আরো কম এবং তৃতীয় আঘাতে আরো কম সওয়াব হবে। আবু দাউদ ও মুসলিমের অপর বর্ণনা মতে প্রথম আঘাতে মারলে ৭০ সওয়াব হবে।

১৫৩৫- وَعَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمَغِيرَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رَمَحًا مَوْضُوعًا، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: أَقْتَلُ بِهِ الْأَوْزَاعَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ دَابَّةً فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرَ الْوَزْغِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفَخُ عَلَيْهِ، فِإِمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ.

رواه ابن حبان في صحيحه، والنسائي بزيادة.

১৫৩৫। হযরত ফাকেহ ইবনুল মুগীরার মুক্ত দাসী সায়েরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আয়েশার কাছে গিয়ে দেখলেন, তার বাড়ীতে একটা বর্শা রয়েছে। তিনি বললেন : হে উম্মুল মুমিনীন, এ দ্বারা আপনি কী করেন? হযরত আয়েশা (রা) বললেন : আমি এর দ্বারা টিকটিকি মারি। কেননা রাসূল (সা) আমাদেরকে বলেছেন, যখন হযরত ইবরাহিমকে (আ) আগুনে ফেলা হয়, তখন টিকটিকি ছাড়া পৃথিবীর সকল প্রাণী তার আগুন নেভাতে চেষ্টা করেছিল। টিকটিকি বরং আগুনে ফুক দিচ্ছিল। তাই রাসূল (সা) টিকটিকি হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। (ইবনে হাব্বান, নাসায়ী)

১৫৩৬- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعَ حَسَنَاتٍ،

وَمَنْ قَتَلَ وَزَغًا فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً مَخَافَةَ عَاقِبَتِهَا فَلَيْسَ مِنَّا». رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه.

১৫৩৬। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি একটা সাপ মারবে, সে সাতটা সওয়াব পাবে, আর যে ব্যক্তি একটা টিকটিকি মারবে, সে একটা সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি সাপের প্রতিশোধের আশংকায় সাপকে হত্যা না করে ছেড়ে দেয়, সে আমাদের কেউ নয়।” (আইমাদ, ইবনে হাব্বান)

১৫৩৭- وَعَنْ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ عَنْ جِنَانِ الْبَيْوُتِ، فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا : أَنْشُدْكُمْ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوْحٌ، أَنْشُدْكُمْ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سَلِيْمَانُ أَنْ لَا تُوذُّوْنَا، فَإِنْ عَدْنَا فَاقْتُلُوْهُنَّ» رواه أبو داود، والترمذی، والنسائی.

১৫৩৭। হযরত আবু লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) কে ঘরে বাসকারী সাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন : তোমাদের বাসগৃহে এ সব সাপ দেখতে পেলে বলবে : হযরত নূহ তোমাদের কাছ থেকে যে অংগীকার নিয়েছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হযরত সূলায়মান (আ) তোমাদের কাছ থেকে যে অংগীকার নিয়েছিলেন তার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আমাদেরকে কষ্ট দিও না। এরপরও যদি তারা আসে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

দ্রষ্টব্যঃ গ্রন্থকার হাফেয মুনিযরী বলেন : এক দল আলেমের মতে, সাপ ঘরে বা বাইরে যেখানেই থাকুক, এবং তা যে ধরণের ও যে জাতেরই হউক না কেন, তা হত্যা করতে হবে। অপর দল বলেন : মদিনা শরীফের ঘরে বাসকারী সাপ ছাড়া আর সমস্ত সাপকে হত্যা করতে হবে। তৃতীয় দলের মতে, মদিনা শরীফের ঘরে বাসকারী সাপকে প্রথমে হুঁশিয়ারী দিতে হবে! এরপর তাদের দেখা পেলে হত্যা করতে হবে। ঘরের বাইরে অবস্থানকারী সকল সাপকে বিনা হুঁশিয়ারীতেই হত্যা করা হবে।

১৫৩৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنْ نَمَلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ

بَقْرِيَةَ النَّمْلِ فَأَحْرَقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ
أَحْرَقَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تَسْبِيحٌ» زاد في رواية : «فهل نملة
واحدة» رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه.

১৫৩৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : একটা পিপঁড়ে একজন নবীকে কামড় দিয়েছিল। তিনি এরপর পিপঁড়ের সমগ্র পল্লী জ্বালিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাত আল্লাহ তাঁকে ওহি করলেন : তোমাকে একটা পিপঁড়ে কামড় দিয়েছিল। আর তুমি কি-না আল্লাহর তাসবীহ পাঠকারী পুরো একটা জাতিকে জ্বালিয়ে দিলে! অপর বর্ণনা মতে সংযোজিত হয়েছে মাত্র একটা পিপঁড়াকে পোড়ালেন না কেন? (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

দ্রষ্টব্য : হাফেজ মুনযিরী বলেন : বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, এই নবী হযরত উযায়ের আল্লাইহিস সালাম। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উযায়ের শরীয়তে পিপঁড়েকে পুড়িয়ে মারা বৈধ ছিল। অপর হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি এমন একটা শহরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাকে আল্লাহ আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহ, যে শহরকে তুমি ধ্বংস করেছ, তার ভেতরে তো শিশু, জীবজন্তু এবং যারা গুনাহ করেনি, তারাও ছিল। তাদেরকে কেন ধ্বংস করলে? এরপর ঐ নবী একটা গাছের নীচে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। তারপর তার হাতে এই ঘটনা ঘটলো। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে হুঁশিয়ার করলেন যে, আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি যা কিছুই ফায়সালা করেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অন্যায়। আল্লাহ প্রকারান্তরে তাকে জবাব দিলেন যে, একটা পিপঁড়েই তো অপরাধ করেছিল তুমি কেন সেই একটা পিপঁড়েকে হত্যা করলে না? এ হাদীস থেকে এ কথাও জানা যাচ্ছে যে, কোন জনপদে আল্লাহর নাফরমানী হলে যে আযাব আসে, তা থেকে কেউ নিস্তার পায় না।

١٥٣٩- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةَ
وَالْبَحْلَةَ، وَالْهَدَّهْدَ، وَالصَّرْدَ» رواه أبو داود، وابن ماجه،
وابن حبان في صحيحه.

১৫৩৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) চার রকমের প্রাণী হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন : পিপঁড়ে, মৌমাছি, হুদ হুদ ও সুরাদ পাখি। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা : সুরাদ এক ধরনের বড় পাখি। এর মাথা ও চক্ষু বড় আকারের হয়ে থাকে। পাখনা হয়ে থাকে লম্বা। এর অর্ধাংশ সাদা ও অর্ধাংশ কালো।

ইমাম খাত্তাবী বলেন : যে পিপঁড়েকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা একটা বিশেষ ধরনের বড় বড় পিপঁড়ে। এ গুলোর পা লম্বা হয়ে থাকে। এ গুলোকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, এরা খুব কমই কষ্ট দেয় ও কম ক্ষতিসাধন করে। মৌমাছির হত্যা নিষিদ্ধ এ জন্য যে, এ দ্বারা মানুষের অনেক উপকার সাধিত হয়। আর হুদ হুদ ও সুরাদ পাখি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, এদের গোশত খাওয়া হারাম।

الترغيب في إنجار الوعد، والأمانة

والترهيب من إخلافه

ومن الخيانة والغدر، وقتل المعاهد أو ظلمه

ওয়াদা পালন ও আমানত রক্ষার গুরুত্ব এবং ওয়াদা

খেলাপি ও আমানতের খেয়ানতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১৫৪- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ أُمَّتِهِ : « أَكْفَلُوا لِي

بِسِتِّ أَكْفَلٍ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ » قُلْتُ : مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :

« الصَّلَاةَ ، وَالزَّكَاةَ ، وَالْأَمَانَةَ ، وَالْفَرَجَ ، وَالْبَطْنَ ، وَاللِّسَانَ »

رواه الطبراني في الأوسط بأسناد لا بأس به.

১৫৪০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা আমাকে ছয়টা জিনিসের গ্যারান্টি দাও। আমি তোমাদেরকে জান্নাতের গ্যারান্টি দেব : নামায, যাকাত, আমানত, লজ্জাস্থান পেট ও জিহ্বা। (তাবরানী) অর্থাৎ লজ্জাস্থান, জিহ্বা ও পেটের গুনাহ থেকে নিবৃত্ত থাকার গ্যারান্টি দিও।

১৫৪১- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا فَعَلْتَ أُمَّتِي خُمْسَ عَشْرَةَ خُصْلَةً فَقَدْ حَلَّ

بِهَا الْبَلَاءُ» قِيلَ : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ :
 «إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دَوْلًا، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ
 مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، وَجَفَا
 أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ زَعِيمٌ الْقَوْمِ
 أَرْذَلَهُمْ، وَأَكْرَمَ الرَّجُلَ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشَرِبَتِ الْخَمْرَ، وَلَبَسَ
 الْحَرِيرَ، وَاتَّخَذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِضُ، وَلَعَنَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ
 أَوْلَهَا، فَلْيُرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، أَوْ خَسْفًا، أَوْ مَسْخًا»
 رواه الترمذی، وقال : لا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن

یحیی بن سعید الأنصاری غیر الفرج ابن فضالة.

১৫৪১। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যখন আমার উম্মাত ১৫টা কাজ করবে, তখন তাদের ওপর বিপদ নেমে আসবে। রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো : হে রাসূল, কী কী? তিনি বললেন : যখন রাষ্ট্রীয় সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা হবে, যখন আমানত হিসাবে রক্ষিত সম্পদকে লুটের মাল হিসাবে গ্রহণ করা হবে (অর্থাৎ আত্মসাৎ করা হবে) যাকাতকে জরিমানার মত মনে করা হবে, স্বামী যখন স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধুর প্রতি সদাচারী ও পিতার সাথে দুর্ব্যবহারকারী হবে, মসজিদে হৈ চৈ হবে, জনগণের নেতা হবে সেই ব্যক্তি যে, তাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী, মানুষকে তার ক্ষতির আশংকায় সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের হিড়িক পড়ে যাবে, এবং উম্মাতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ দেবে, তখন আশুনে বাতাস আসবে, মাটির ধস, ও দেহের বিকৃতি ঘটবে। (তিরমিযী)

তিরমিযীর অন্য বর্ণনা মতে : আশুনে বাতাস আসবে, মাটির ধস ও দেহের বিকৃতি ঘটবে, আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি হবে, এবং পুরানো মালার সুতো ছিড়ে গেলে যেমন একটার পর একটা দানা নীচে পড়ে যেতে থাকে, তেমনি একটার পর একটা দুর্যোগ নামতে থাকবে।”

١٥٤٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا خَطَبْنَا رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ : « لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ،

وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ» رواه أحمد، والبزار، والطبرانی في الأوسط، وابن حبان في صحيحه.

১৫৪২। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) যখনই কোন বক্তব্য রাখতেন, তাতে একথাটা অবশ্যই বলতেন : যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই, যার ওয়াদা পালনের অভ্যাস নেই, তার ভেতরে দীনদারী নেই। (আহমাদ, বাযযার, তাবরানী, ইবনে হাব্বান)

١٥٤٣- وَعَنْ عَمْرِ بْنِ الْحَمِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «أَيُّمَارِجِلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ، فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا» رواه ابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له، وقال ابن ماجه «فإنه يحمله لواء غدر يوم القيامة».

১৫৪৩। হযরত আমর ইবনুল হাকিম (রা) বলেন : আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে জীবনের নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়, অতঃপর তাকে হত্যা করে, আমি সেই হত্যাকারীর কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবো না। যদিও নিহত ব্যক্তি কাফির হয়। (ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান) ইবনে মাজার বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে : “সে কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা বহণ করবে।”

الترغيب في الحب في الله تعالى
والترهيب من حب الأشرار، وأهل البدع
لأن المرء مع من يحب

আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসায় উৎসাহ প্রদান এবং
অসৎলোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে সতর্কবাণী

١٥٤٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ

عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ
أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْذَفَ فِي النَّارِ .»

১৫৪৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তিনটে গুণ অর্জন করবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে : আল্লাহ ও তার রাসূলকে অন্য সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসা, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন বান্দাকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ কুফরি থেকে রক্ষা করার পর পুনরায় কুফরিতে লিপ্ত হওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপছন্দ করা। অন্য বর্ণনায় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন বান্দাকে ভালোবাসা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ঘৃণা করা বলা হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী)

١٥٤٥- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي - ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِنَ الْإِيمَانِ
أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ رَجُلًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ أُعْطَاهُ ،
فَذَلِكَ الْإِيمَانُ » رواه الطبراني في الأوسط .

১৫৪৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাকে কোন অর্থ বা সম্পদ দেয়া ছাড়াই ভালোবাসবে। এটাই ঈমানের লক্ষণ। (তাবরানী)

١٥٤٦- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللَّهِ إِلَّا
كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ .» رواه
الطبراني، وأبو يعلى، ورواة الصحيح إلا مبارك بن فضالة .

১৫৪৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে দুই ব্যক্তি পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার বন্ধুকে অধিকতর ভালোবাসে, আল্লাহর কাছে সে-ই অধিকতর প্রিয়। (তাবরানী, আবু ইয়াল্লা)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসার অর্থ এই যে, সে ভালোবাসা আল্লাহর সন্তুষ্টির

মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা চাই। দু'জনের একজন যদি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়, তবে অপরজন তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সে সুপথে ফিরে না এলে তার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখবে না। বরং পাপ কাজের তারতম্য অনুসারে তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে।

১০৬৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ » قِيلَ : مَنْ هُمْ لَعَلَّنَا نَحِبُّهُمْ ؟ قَالَ : « هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِنُورِ اللَّهِ ، مِنْ غَيْرِ أَرْحَامٍ وَالْأَنْسَابِ ، وَجُوهُهُمْ نُورٌ ، عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ ، ثُمَّ قَرَأَ : (إِلَّا إِنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) رواه النسائي، وابن حبان فى صحيحه، واللفظ له، وهو أتم.

১৫৪৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা এমন থাকবে, যারা নবী নন, কিন্তু নবীগণ ও শহীদগণ তাদেরকে ঈর্ষা করবেন। জিজ্ঞেস করা হলো : তারা কারা? হয়তো আমরা তাদেরকে ভালোবাসবো। তিনি বললেন : তারা এমন একটা দল, যারা আল্লাহর আলোয় আলোকিত হয়ে এবং কোন ধরণের পৈতৃক বা মাতৃক আত্মীয়তা না থাকা সত্ত্বেও পরস্পরকে ভালোবাসবে। তাদের মুখমন্ডল থাকবে জ্যোতিময় এবং তারা জ্যোতিময় মিশ্র সমূহে আসীন হবে। সকল মানুষ যখন ভীত থাকবে তখন তাদের কোন ভয় থাকবে না। সকল মানুষ যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে, তখন তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। এরপর তিনি সূরা ইউনুসের ৬২ নং আয়াত পড়লেন : আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা কোন দুশ্চিন্তা করবে না। (নাসায়ী, ইবনে হাব্বান)

১০৬৮- وَرَوَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ ؟ قَالَ :

« أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ، وَتُبْغِضَ لِلَّهِ، وَتَعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ » قَالَ :
 وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ
 لِنَفْسِكَ، وَتُكْرَهُ لَهُمْ مَا تُكْرَهُ لِنَفْسِكَ » رواه أحمد .

১৫৪৮। হযরত মুয়ায় ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলেন : কোন্ কাজটি উত্তম? রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য বিরাগ পোষণ করা, এবং জিহ্বাকে আল্লাহর জিকিরে নিয়োজিত রাখা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : হে রাসূল, আর কী কী? রাসূল (সা) বললেন : তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর তা অন্যের জন্যও পছন্দ করবে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ কর, অন্যের জন্যও তা অপছন্দ করবে। (আহমাদ)

١٥٤٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْجُمُوحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا يَجِدُ الْعَبْدَ صَرِيحَ
 الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَيُبْغِضَ لِلَّهِ، فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ
 تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، فَقَدْ اسْتَحَقَّ الْوَلَايَةَ لِلَّهِ تَعَالَى »
 رواه أحمد، والطبراني، وفيه رشدين بن سعد .

১৫৪৯। হযরত ইবনুল জামুহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : বান্দা প্রকৃত ঈমানের অধিকারী হবে না, যতক্ষণ তার অনুরাগ ও বিরাগ কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত না হবে। যখন সে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করবে, তখন আল্লাহর বন্ধু হবার যোগ্যতা অর্জন করবে। (আহমাদ ও তাবরানী)

١٥٥٠- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى
 لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ » رواه أبو داود .

১৫৫০। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসে ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে এবং শুধু আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহর জন্য দান থেকে বিরত থাকে, সে নিজের ঈমানকে পূর্ণতা দান করে।

১৫৫১- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَتَى السَّاعَةُ؟» قَالَ: «وَمَا أَعَدَدْتِ لَهَا؟» قَالَ: «لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنَسٌ: «فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرِحْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنَسٌ: «فَأَنَا أَحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحَبِيبِي إِيَّاهُمْ» رواه البخاري،
ومسلم،

১৫৫১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলো : কিয়ামত কবে! রাসূল (সা) বললেন : কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুত করেছ? সে বললো : কিছুই নয় তবে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূল (সা) বললেন : তুমি যাকে ভালোবাস কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে। আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহর তুমি যাকে ভালোবাস, তার সাথেই থাকবে এই কথাটা শুনে আমরা যত খুশী হয়েছিলাম, তত খুশী আর কখনো হইনি। আমি রাসূল (সা) এবং আবু বরক ও ওমরকে ভালোবাসি এবং আশা করি তাদেরকে ভালোবাসি বলে তাদের সাথেই থাকবো। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৫২- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» رواه البخاري، ومسلم.

১৫৫২। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে

এসে বললো : হে রাসূলুল্লাহ, এক ব্যক্তি একটা দলকে ভালোবাসে, কিন্তু তাদের সাথে যুক্ত হয়নি। তার পরিণাম কী হবে। রাসূল (সা) বললেন : সে যাকে বা যাদেরকে ভালোবাসে তাদের সাথেই থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৫৩- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَحِبُّ الْقَوْمَ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِمْ، قَالَ : « أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ » قَالَ : « فَإِنْ أَحَبَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ : « فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ » قَالَ : « فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٍّ، فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أبو داود.

১৫৫৩। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : হে রাসূলুল্লাহ, কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীকে ভালোবাসে, কিন্তু তাদের মত কাজ (ভালো কাজ অথবা মন্দ কাজ) করতে পারলো না। তার কী হবে? রাসূল (সা) বললেন : ওহে আবু যর, তুমি যাকে বা যাদেরকে ভালোবাস, তার বা তাদের সাথেই থাকবে। আবু যর বললেন : আমি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূল (সা) বললেন : তুমি যাকে ভালোবাসো, তার সাথেই থাকবে। আবু যর আবারো তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূল (সা) তার জবাবের পুনরাবৃত্তি করলেন। (আবু দাউদ)

১০৫৪- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا تَصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ » رواه ابن حبان في صحيحه.

১৫৫৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মুমিন ছাড়া আর কারো সাহচর্যে থেকনা এবং পরহেজগার লোক ছাড়া কেউ যেন তোমার খাবার না খায়। (ইবনে হাব্বান)

১০৫৫- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الشِّرْكَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ الذَّرِّ عَلَى الصِّفَا فِي

اللَّيْلَةَ الظُّلَمَاءِ وَأَدْنَاهُ أُنْ تَحَبَّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْجَوْرِ، وَتَبْغِضَ
عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعَدْلِ، وَهَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحَبُّ وَالْبَغْضُ، قَالَ اللَّهُ
عَزَّوَجَلَّ: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

১৫৫৫। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে ক্ষুদ্রতম বালুকণার চলাচল যত গোপনীয় শিরক তার চেয়েও গোপনীয় বস্তু। সুস্বতম ও ক্ষুদ্রতম শিরক হলো, কিছু না কিছু অত্যাচার করা সত্ত্বেও কাউকে ভালোবাসা এবং কিছু না কিছু সুবিচার করা সত্ত্বেও কাউকে ঘৃণা করা। বস্তুত দ্বীনদারী আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ বলেছেন : তুমি বলে দাও তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমরা অণুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। (আয়াত-৩১, আল-ইমরান) (হাকেম) ব্যাখ্যা : “কিছু না কিছু অত্যাচার করা সত্ত্বেও কাউকে ভালোবাসা এবং কিছু না কিছু সুবিচার করা সত্ত্বেও কারো বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষন করা অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিছু না কিছু অত্যাচার করে, তাকে ভালোবাসা ক্ষুদ্রতম পর্যায়ের শিরকের পর্যায়ভুক্ত। কেননা আল্লাহ অত্যাচারীকে ভালোবাসেন না। সুতরাং যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন না তাকে ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ধৃষ্টতা দেখানোর শামিল। আর যে ব্যক্তি কিছু না কিছু সুবিচার করে তার বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করাও শিরকের আওতাভুক্ত। কেননা এতে তার ভেতরে যেটুকু সদগুণ রয়েছে, তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই বান্দা নিজের প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশীর আনুগত্য করে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করে না। তাই এটা ক্ষুদ্রতম ও সুস্বতম শিরক। অনুবাদক

الترهيب من السحر

জাদু ও জ্যোতি বিদ্যার চর্চার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٥٥٦- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطْيَّرَ، أَوْ
تَطْيَّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ، أَوْ تَكَهَّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ، أَوْ سَجَرَ لَهُ، وَمَنْ

أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « رواه البزار بإسناد جيد .

১৫৫৬। হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন জিনিসকে নিজের জন্য অশুভ লক্ষণ মনে করে অথবা কাউকে দিয়ে ভাগ্য গণনা করিয়ে কোন জিনিসকে অশুভ লক্ষণ সাব্যস্ত করায়, ভবিষ্যদ্বানী করে অথবা করায়, জাদু করে কিংবা করায়, যে ব্যক্তি কোন ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মাদ (সা)-এর ওপর যে বিধান নাযিল হয়েছে, তাকে অস্বীকার করে। (বায়যার)

١٥٥٧- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَ بِمَا قَالَ
فَقَدْ بَرِئَءٍ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ
أَتَاهُ غَيْرَ مُصَدِّقٍ لَهُ لَمْ تَقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » رواه
الطبراني.

১৫৫৭। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষীর কাছে আসে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, মুহাম্মাদ (সা)-এর ওপর নাযিল হওয়া বিধানের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। আর যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষীর কাছে আসে, কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করে না। তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না। (তাবরানী)

বিঃ দ্রঃ “জ্যোতিষী” বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, যে কিছু কিছু গোপন বিষয়ে সংবাদ দেয়, অতঃপর এ সব সংবাদের কিছু কিছু সঠিক প্রমাণিত হয়, কিন্তু বেশীর ভাগই ভুল প্রমাণিত হয়। সে দাবী করে যে, তাকে জ্বিনেরা এ সব খবর জানায়। গ্রন্থকার

١٥٥٨- وَرَوَى عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْفَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ أَتَى
كَاهِنًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ حَجَبَتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ

صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ كَفَرَ» رواه الطبرانى.

১৫৫৮। হযরত ওয়াছেলা বিন আল-আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষীর কাছে এসে কিছু জিজ্ঞেস করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার তওবা কবুল হবে না। তারপর জ্যোতিষী যা বলে, তা যদি সে বিশ্বাস করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যায়। (তাবরানী)

١٥٥٩- وَعَنْ صُفْيَةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَقْوَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تَقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا » رواه مسلم.

১৫৫৯। হযরত সুফিয়া বিনতে আবি উবাইদ রাসূল (সা)-এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে এলো, তাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলো এবং সে যা বললো, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলো, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না। (মুসলিম)

١٥٦٠- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ » رواه أبو داود، وابن ماجه وغيرهما.

قال الحافظ : والمنهى عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية فى مستقبل الزمان، كمجى المطر، ووقوع الثلج، وهبوب الريح، وتغير الأسعار، نحو ذلك، ويزعمون أنهم يدر كون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها فى بعض الأزمان، وهذا علم

استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره؛ فأما ما يدرك من طريق
المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة
القبلة، وكم مضى من الليل والنهار وكم بقى، فإنه غير
داخل فى النهى، والله أعلم.

১৫৬০। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি গ্রহ-নক্ষত্র থেকে কোন বিদ্যা আহরণ করলো, সে যেন জাদু বিদ্যার একটা অংশ শিখলো। তারপর গ্রহ-নক্ষত্র থেকে যত বেশী বিদ্যা আহরণ করলো, জাদু বিদ্যাও যেন ততবেশী শিখলো। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা)

দ্রষ্টব্য : গ্রন্থকার হাফেয মুনিয়রী বলেন : যে জ্যোতিবিদ্যা নিষিদ্ধ তা হলো, ভবিষ্যতের কোন ঘটনা যথা বৃষ্টি হওয়া, বরফ পড়া, ঝড় হওয়া, বাজার দরের পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য জানার দাবী করা এবং এই তথ্যগুলো গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন মিলন, বিচ্ছেদ ও বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ গ্রহ-নক্ষত্রের আবির্ভাব (যেমন ধুমকেতু ইত্যাদি) থেকে জানা গেছে বলে দাবী করা। তবে গ্রহ নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ থেকে যেসব বিষয়ে যেমন কেবলা কোন্ দিকে দিন বা রাতের কতটুকু অতিক্রান্ত হলো ও কতটুকু বাকী আছে, ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা জন্মে, সেটা নিষিদ্ধ নয়।

١٥٦١- وَعَنْ قُطَنِ بْنِ قُبَيْصَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الْعِيَاةُ
وَالطَّيْرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ » رواه أبو داود، والنسائي،
وابن حبان فى صحيحه.

১৫৬১। হযরত কুতন বিন কুবাইসা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেছেন : পাথরের টুকরো দিয়ে আঘাত করে ভবিষ্যদ্বানী করা, দাগ দিয়ে নকশা বানিয়ে ভবিষ্যদ্বানী করা এবং যে কোন জিনিসকে কু-লক্ষণ মনে করা শিরকের পর্যায় ভুক্ত। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান)

الترهيب من تصونصيرير الحيوانات والطيور

প্রাণীর ছবি আঁকা বা তোলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১০৬২- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يَعْذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيَاؤَا مَا خَلَقْتُمْ» رواه البخارى، ومسلم.

১৫৬২। হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যারা এসব ছবি তৈরী করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে : তোমরা যা তৈরী করেছিলে, তাকে জীবন দাও। (বুখারী, মুসলিম)

১০৬৩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرَتْ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلٌ، فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ، أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَصَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ ». قَالَتْ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ.

وفى رواية قالت : دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُورٌ، فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ، ثُمَّ تَنَاولَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ، وَقَالَ : « إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ ».

وفى أخرى أنها اشترت تمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل،

فَعَرَفْتِ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أُذْنِبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا بَالَ هَذِهِ النَّمْرَقَةُ؟ » فَقُلْتُ :
 أَشْتَرَيْتَهَا لِكَتْقَعْدَ عَلَيْهَا وَتَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَعْذِبُونَ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ
 الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ » رواه البخاري، ومسلم.

১৫৬৩। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) এক সফর থেকে বাড়ী ফিরলেন। আমার দেয়ালের একটা তাকে কিছু ছবি ছিল। সেটা আমি একটা পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম, পরে যখন রাসূল (সা) ওগুলো দেখলেন, তখন তার মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন : হে আয়েশা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার কঠিনতম আযাব ভোগ করবে সেই সব লোক, যারা নিজেদের সৃষ্টি কে আল্লাহর সৃষ্টির সদৃশ বানাতে চায়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি ওগুলো কেটেকুটে তা দিয়ে একটা কি দুটো বালিশ বানালাম।

অপর বর্ণনায় আছে : হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রাসূল (সা) যখন বাড়ীতে প্রবেশ করলেন, তখন বাড়ীতে কিছু ছবি ছিল। তা দেখে তার মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি পর্দা সরিয়ে তা বের করে বললেন, যারা এই সব ছবি বানায় তাদের কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে।

অপর এক বর্ণনা মতে, হযরত আয়েশা বলেন : আমি ছবি সম্বলিত একটা বালিশ কিনলাম। ঘরের বাইরে থেকে বালিশটা দেখতে পেয়ে রাসূল (সা) ঘরে না ঢুকে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখমন্ডলে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখলাম। আমি বললাম : হে রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে আমি তওবা করছি। আমি কী অন্যায় করেছি? রাসূল (সা) বললেন : এই বালিশ কোথায় থেকে এলো? আমি বললাম আমি কিনেছি, যাতে আপনি ওর ওপর হেলান দিয়ে বসতে পারেন। রাসূল (সা) বললেন : এই সব যারা বানিয়েছে, তারা কিয়ামতের দিন আযাব ভোগ করবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ তাতে প্রাণ সঞ্চারিত কর। তিনি আরো বললেন : যে ঘরে ছবি বা প্রতিকৃতি আছে, সে ঘরে ফেরেশতারা প্রবেশ করে না। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৬৬- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أَصَوَّرْتُ هَذِهِ الصُّورَ فَأَفْتِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ : أَذْنٌ مِنِّي، فَذَنَا، ثُمَّ قَالَ : أَذْنٌ مِنِّي، فَذَنَا، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ : أَنْبِئْكَ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « فَإِنْ كُنْتَ لِأَبَدٍ فَاعْمَلْ، فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ ». رَوَاهُ الْخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

وفى رواية اللبخارى قال : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صِنْعَةِ يَدِي، وَأَنْ أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا أَحَدُثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ : « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا ». فَرَبَّابِ الرَّجُلِ رُبُوعٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، وَكُلِّ شَيْءٍ كَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

১৫৬৪। হযরত সাঈদ বিন আবিল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে বললো : আমি একজন চিত্রকর। ছবি আঁকা আমার পেশা। আপনি এ ব্যাপরে আমাকে ফতোয়া (শরীয়তের বিধান) জানান।

হয়রত ইবনে আব্বাস বললেন। “তুমি আমার কাছে এসো।” সে কাছে এলো। তিনি পুনরায় বললেন : কাছে এস। সে পুনরায় কাছে এলো। তখন তিনি ঐ ব্যক্তির মাথার উপর হাত রেখে বললেন : আমি রাসূল (সা)-এর কাছ থেকে যা শুনেছি, তা তোমাকে জানাচ্ছি। আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক চিত্রকর দোযখে যাবে। তার প্রতিটি চিত্রে একটা প্রাণ সঞ্চার করতে তাকে আদেশ দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। ইবনে আব্বাস বললেন : ছবি যদি আঁকতেই চাও, তবে গাছ অথবা অন্য কোন নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবি আঁক। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী অপর এক বর্ণনায় রয়েছে : “আমি ইবনে আব্বাসের কাছে ছিলাম। সহসা এক ব্যক্তি এসে বললো : হে ইবনে আব্বাস, আমি এমন এক ব্যক্তি, যার জীবিকা শুধু তার হাতের কাজের মধ্য দিয়েই আসে। আমার পেশা হলো ছবি আঁকা। ইবনে আব্বাস বললেন। আমি রাসূল (সা)-এর মুখ থেকে যা শুনেছি, তা ছাড়া তোমাকে আর কিছু বলবো না। আমি তাকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ছবি আকবে, তাঁকে আল্লাহ আযাব দিতে থাকবেন যতক্ষণ সে ঐ ছবির ভেতরে প্রাণ সঞ্চার না করে। অথচ সে কখন কালেও তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না।” এ কথা শুনে লোকটা খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করলো। তা দেখে ইবনে আব্বাস বললেন : তোমার ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করুন। তুমি যদি ছবি আঁকতেই বন্ধপরিকর হয়ে থাকো, তাহলে এই গাছ এবং যে কোন নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবি আঁক।”

১০৬০- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلِيَخْلُقُوا ذَرَّةً، وَلِيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً ». رواه البخارى، ومسلم.

১৫৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহ বলেছেন : সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে, যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করার ধৃষ্টতা দেখায়? ওরা একটা কণা সৃষ্টি করুক তো দেখি, একটা শস্য কণা সৃষ্টি করুক তো, একটা ভুট্টার দানা সৃষ্টি করুক তো। (বুখারী মুসলিম)

الترهيب من اللعب بالنرد

তাস খেলার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

১৫৬৬- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَعِبَ بِنَرْدٍ - أَوْ نَزْدَشِيرٍ - فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ « رواه مالك، واللفظ له، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي.

«قال الحافظ»: قد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج؛ فذهب بعضهم إلى إباحته، لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده، لكن بشروط ثلاثة: أحدها: أن لا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها، والثاني: أن لا يكون فيه قمار، والثالث: أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخناء، وروديء الكلام؛ فمتى لعب به، أو فعل شيئاً من هذه الأمور كان ساقط المروءة مردود الشهادة، وممن ذهب إلى إباحته سعيد بن جبير، والشعبي، وكرهه الشافعي كراهة تزيه، وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد، وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسناداً صحيحاً ولا حسناً، والله أعلم.

১৫৬৬। হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন: যে ব্যক্তি তাস খেলে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করে। (মালেক, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, বায়হাকী)

গ্রন্থকার বলেন : অধিকাংশ আলেমের মতে তাস খেলা হারাম। কারো কারো মতে এটা সর্বসম্মতভাবে হারাম। তবে দাবা খেলা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে, এ দ্বারা সামরিক কৌশলে দক্ষতা জন্মে বিধায় এটা বৈধ। তবে এ জন্য তিনটে শর্ত রয়েছে : প্রথমত খেলায় এতটা মত্ত হওয়া চলবে না যে, নামাযের সময়ের দিকে খেয়াল থাকে না এবং নামায কাযা হয়ে যায়। দ্বিতীয় এ খেলা যেন জুয়া খেলায় রূপান্তরিত না হয়। তৃতীয়ত : খেলা চলাকালে অশ্লীল ও অশোভন কথাবার্তা এড়িয়ে চলতে হবে। এই শর্তগুলো না মেনে যারা দাবা খেলবে তারা সৎ মানুষরূপে গণ্য হবে না এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও ইমাম শায়াবীর মতে এসব শর্ত সাপেক্ষে দাবা খেলা জায়েয। তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে মাকরুহ তানযিহী। অর্থাৎ মাকরুহ হলেও হালালের কাছাকাছি। হারামের কাছাকাছি নয়। বহুসংখ্যক আলেম তাদের মতে দাবা খেলাকেও হারাম ঘোষণা করেছেন। যেসব হাদীসে দাবার উল্লেখ পাওয়া যায়, আমি তার বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাই না। তবে প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

الترغيب في الجليس الصالح

والترهيب من الجليس السيء، وما جاء فيمن جلس وسط الحلقة
وأدب المجلس، وغير ذلك

সৎলোকের সঙ্গ গ্রহণ, অসৎলোকের সঙ্গ বর্জন ও
বেঠকাদির আদব ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত উপদেশ

১০৬৭- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ
السَّوِّءِ كَمَا مِلَّ الْمَسْكُ، وَنَافِعِ الْكَيْرِ، فَكَمَا مِلَّ الْمَسْكُ إِمَّا أَنْ
يَحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً،
وَنَافِعِ الْكَيْرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا
خَبِيثَةً » رواه البخارى، ومسلم.

১৫৬৭। হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সৎসঙ্গী সুগন্ধী দ্রব্য বহনকারীর মত। আর অসৎসঙ্গী কামারের মত। সুগন্ধী বহনকারী হয় তোমাকে কিছু সুগন্ধী দেবে, নচেৎ তুমি তার কাছ থেকে কিছু কিনবে। অন্তত পক্ষে তুমি তার কাছ থেকে এমনিতেই কিছু না কিছু সুশ্রাণ পাবে। আর কামার তার চুলোয় বাতাস দেয়ার সময় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিতে পারে। অথবা কামের পক্ষে তুমি তার কাছ থেকে কিছু না কিছু দুর্গন্ধ পাবেই। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৬৬৮- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا يَفْسِحَ اللَّهُ لَكُمْ ».

وفى رواية قال : « وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ » رواه البخارى، ومسلم.

১৫৬৮। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কখনো কোন ব্যক্তিকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে। বরঞ্চ তোমরা নিজেদের মধ্যে প্রশস্ততা সৃষ্টি কর এবং সবাইকে বৈঠকে অংশ গ্রহণের অবকাশ দাও। তাহলে আল্লাহ ও তোমাদের মধ্যে প্রশস্ততার সৃষ্টি করে দেবেন। অপর বর্ণনা মতে : কোন ব্যক্তি যদি নিজের আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে ইবনে উমার (রা)কে বসতে দিত, তবে তিনি তার সেই পরিত্যক্ত আসনে বসতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

১০৬৬৯- وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَفْرَقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا » رواه أبو داود، والترمذى، وقال : حديث حسن.

১৫৬৯। হযরত আমর বিন শুয়াইব (রা) স্বীয় পিতা থেকে এবং তার পিতা তা দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন : ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকা দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো তাদের অনুমতি ছাড়া জায়েয নয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)
আবু দাউদের অন্য বর্ণনা মতে : দুই ব্যক্তির মাঝখানে বসা তাদের অনুমতি ছাড়া জায়েয নয়।

১০৭- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ»
 قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بَدَّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا،
 فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ أَبِيتُمْ فَأَعْطُوا
 الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :
 «غَضُّ البَصْرِ، وَكَفُّ الأَذْيِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ،
 وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ» رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود.

১৫৭০। হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সাবধান, তোমরা পথে ঘাটে বসো না। সাহাবায়ে কিরাম বললেন : হে রাসূল, আমরা তো খোলামেলা জায়গায় বসে কথাবার্তা না বলেই পারি না। রাসূল (সা) বললেন : তা যদি করতেই হয়, তাহলে রাস্তাকে তার অধিকার দিও। তারা জিজ্ঞেস করলেন : রাস্তার আবার কী অধিকার! রাসূল (সা) বললেন : রাস্তায় চলাচলকারী মহিলাদের দিক তাকানো থেকে চোখকে সংযত রাখবে, রাস্তা থেকে আবর্জনা ও কষ্টদায়ক সবকিছু সরিয়ে ফেলবে, সালামের জবাব দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)

الترهيب أن ينام المرء على سطح لا تحجيره

أويركب البحر عند ارتجائه

বিপজ্জনক ছাদে ঘুমানো বা উত্তাল সমুদ্রে সফর করা অনুচিত

১০৭১- وَعَنْ أَبِي عُمَرَ الْجَوْنِيِّ قَالَ : كُنَّا بِفَارِسَ، وَعَلَيْنَا
 أَمِيرٌ يُقَالُ لَهُ : زَهَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَبْصَرَ إِنْسَانًا فَوْقَ بَيْتِ
 أَوْ إِجَارٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ، فَقَالَ لِي : سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئًا؟

قَلَّتْ : لَا، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِبْرَاجٍ - أَوْ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ رِجْلَهُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبُحْرَ بَعْدَ مَا يَرْتَجُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ » رواه أحمد مرفوعا هكذا،

ووقوفًا، ورواهما ثقات، والبيهقي مرفوعا.

১৫৭১। হযরত আবু ইমরান আল-জাওনী (রা) বলেন : আমরা পারস্যে জনৈক আমীরের নেতৃত্বে ছিলাম। আমীরের নাম ছিল যুহায়ের বিন আব্দুল্লাহ। তিনি এক ব্যক্তিকে একটা বাড়ীর ছাদের ওপর অবস্থানরত দেখলেন। সেই ছাদের চার পাশে কোন দেয়াল বা বেষ্টনী ছিল না। যুহায়ের তা দেখে আমাকে বললেন : তুমি কি এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু (অর্থাৎ কোন হাদীস) শুনেছ? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : এক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছে যে, সে রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছে : যে ব্যক্তি এমন কোন ছাদে রাত কাটায় যার চার পাশে এমন কিছু নেই, যা তার পদস্বলন ঠেকাতে পারে (অর্থাৎ কোন নিরাপত্তা বেষ্টনী, তবে তার পরিণতির জন্য কেউ দায়ী হবে না। আর যে ব্যক্তি সমুদ্র উত্তাল হওয়ার পর সমুদ্র ভ্রমণে বের হবে তার জন্যও কেউ দায়ী হবে না।) অর্থাৎ তদরূপ পরিস্থিতিতে তার পরিণতি যা-ই হউক না কেন, ইসলামী সরকার বা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার বা কর্তৃপক্ষ তার মৃত্যুর জন্য তার উত্তরাধিকারীদের কে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না। (আহমাদ ও বায়হাকী)

দ্রষ্টব্য : যেসব রেলওয়ে ব্রীজে আলাদা ফুটপাথ নেই এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ঐ ব্রীজের ওপর দিয়ে পারাপার নিষিদ্ধ করেছে, সেখানও এই হাদীস প্রযোজ্য হবে। অনুবাদক।

الترهيب أن ينام الإنسان على وجهه

من غيره عذر

বিনা ওযরে উবুড় হয়ে শোয়া নিষেধ

১০৭২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى بَطْنِهِ، فَغَمَزَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ : «إِنَّ هَذِهِ ضُجْعَةٌ لَا يَحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له، وقد تكلم البخاري في هذا الحديث.

১৫৭২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল (সা) উবুড় হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে পা দিয়ে নাড়া দিয়ে বললেন : এ ধরনের শোয়াকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (আহমাদ ইবনে হাফসান)

الترهيب من الجلوس بين الظل والشمس

والترعيب في الجلوس مستقبل القبلة

শরীরের একাংশ ছায়ায় ও একাংশ রোদে রেখে বসা অনুচিত

এবং কেবলা মুখী হয়ে বসা উত্তম

১০৭৩- عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «نَهَى أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الظِّلِّ وَالضَّحِّ» وَقَالَ : «مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ» رواه أحمد بإسناد جيد، والبزار ينحوه من حديث جابر، وابن ماجه بالنهي وحده من حديث بريدة.

১৫৭৩। হযরত আবু ইয়ায রাসূল (সা)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) রোদ ও ছায়ায় মাঝে বসতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন : এভাবে বসা শয়তানের স্বভাব। (আহমাদ, বাযযার, ইবনে মাজা)

১৫৭৪- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ وَفِي رَوَايَةٍ : فِي الشَّمْسِ - فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ، فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ » رواه أبو داود

১৫৭৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন রোদের মধ্যে থাকে, তারপর তার কাছ থেকে ছায়া সংকুচিত হয়ে যায়, এবং তার (দেহের) একাংশ রোদে ও একাংশ ছায়ায় থাকে, তখন তারা সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। (আবু দাউদ)

১৫৭৫- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَكْرَمَ الْمَجَالِسِ مَا اسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ » رواه الطبرانی في الأوسط.

১৫৭৫। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সবচেয়ে সম্মানজনক বৈঠক হচ্ছে কেবলামুখী হয়ে বসা। (তাবরানী)

الترغيب في سكنى الشام

وما جاء في فضلها

সিরিয়ায় বসবাস করার ফযীলত

১৫৭৬- وَعَنْ ابْنِ حَوَالَةَ أَنَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خِرْلِي بَلَدًا أَكُونُ فِيهِ ، فَلَوْ أَعْلَمَ أَنَّكَ تَبْقَى لَمْ أَخْتَرَنَّ عَنْ قَرَبِكَ شَيْئًا ، فَقَالَ : « عَلَيْكَ بِالشَّامِ » فَلَمَّا رَأَى كَرَاهِيَتِي لِلشَّامِ قَالَ : « أَتَدْرِي مَا يَقُولُ اللَّهُ فِي الشَّامِ ؟ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ يَقُولُ :

يَاشَامُ أَنْتَ صَفُوتِي مِنْ بِلَادِي، أَدْخَلَ فِيكَ خَيْرَتِي مِنْ عِبَادِي،
 إِنَّ اللَّهَ تَكْفَلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ « رواه الطبراني من طريقين
 إحداهما جيدة.

১৫৭৬। হযরত ইবনে হাওয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে বললেন : হে রাসূল, আমার বসবাসের জন্য একটা দেশ নির্বাচন করে দিন। কেননা আপনি যদি চিরকালে বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমি আপনার কাছে ছাড়া অন্য কোন জায়গায় থাকা পছন্দ করতাম না। রাসূল (সা) বললেন : তুমি সিরিয়াকে গ্রহণ কর। তিনি যখন আমার ভেতরে সিরিয়াকে অপছন্দ করার লক্ষণ দেখলেন, তখন বললেন : তুমি কি জান, আল্লাহ সিরিয়া সম্পর্কে কি বলেন? মহান আল্লাহ বলেন হে সিরিয়া, আমার দেশগুলোর মধ্যে তুমিই আমার মনোনীত দেশ। তোমার ভিতরে আমি আমার শ্রেষ্ঠতম বান্দাদেরকে প্রবেশ করাই। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সিরিয়া ও সিরিয়াবাসীকে দিয়ে আমার যাবতীয় অভাব পূরণ করেছেন। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা : সিরিয়া সর্বাধিক সংখ্যক নবীর জন্ম, মৃত্যু ও বসবাসের স্থান। প্রথম কেবলা বাইতুল মাকদাস প্রাচীনকালে সিরিয়ারই অংশ ছিল। আর রাসূল (সা) বাল্যকালে চাচার সাথে এবং যৌবনে হযরত খাদীজার ব্যবসায়ের কাজে সিরিয়া সফর করেছিলেন। সিরিয়ার এই মর্যদার পেছনে এ সব কারণই নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। নচেৎ আল্লাহর পৃথিবী মূলতঃ সবটাই একরকম। যেস্থানে আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্য করা হয়, সেই স্থানই আল্লাহর প্রিয়। অনুবাদক

١٥٧٧- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن عنده : « طُوبَى لِلشَّامِ ،
 إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بِأَسِطَّةٍ أَجْنَحَتْهَا عَلَيْهِ » رواه الترمذی
 وصححه، وابن حبان في صحيحه، والطبرانی.

১৫৭৭। হযরত যায়দ বিন ছাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সিরিয়ার জন্য সুসংবাদ। দয়াময়ের ফেরেশতারা তাদের ডানা তার ওপর বিছিয়ে রাখেন। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, তাবরানী)

١٥٧٨- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيُخْرَجُ عَلَيْكُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ»، قَالَ: قَلْنَا: بِمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ». رواه أحمد، والترمذی، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذی: حديث حسن صحيح.

১৫৭৮। হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণিত করেন। রাসূল (সা) বলেছেন : শেষ যুগে তোমাদের ওপর হাযরা মন্ডিত থেকে একটা আগুন ধেয়ে আসবে, যা মানুষকে সমবেত করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : হে রাসূল, আমাদেরকে কী করতে আদেশ দিচ্ছেন? রাসূল সা বললেন : তোমরা সিরিয়াকে গ্রহণ কর। (অর্থাৎ আগুনটা যখন ধেয়ে আসবে, তখন তোমরা সিরিয়া অভিমুখে চলে যেও। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

الترهيب من الطيرة

কোন কিছুকে কূ-লক্ষণ মনে করার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

١٥٧٩- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، وَالطَّيْرَةُ شِرْكٌ، وَالطَّيْرَةُ شِرْكٌ، وَالطَّيْرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْهَبُ بِالتَّوَكُّلِ» رواه أبو داود، واللفظ له، والترمذی، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذی: حديث حسن صحيح.

১৫৭৯। হযরত ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন কিছুকে কূ-লক্ষণ মনে করা শির্ক। (তিনবার) তবে আল্লাহ তায়ালা তাওক্কুল (আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা) দ্বারা এই মনোভাব দূর করে দিয়ে থাকেন। (আবুদ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা : কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে করে একটা অজানা বিপদ আসন্ন এরূপ ধারণা করে শংকিত হওয়া শির্ক। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের গুণ অর্জন করতে পারলে এই মনোভাব দূর করা সহজ হয়ে যায়।

الترهيب من اقتناء الكلب

إلا لصيد أو ماشية

শিকারী বা গৃহপালিত পশু সম্পদ হিসাবে
ব্যতীত কুকুর পালনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১০৪- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَيْرَاطَانٍ ». رواه مالك، والبخاري، ومسلم، والترمذی، والنسائی.

১৫৮০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : শিকার ধরার উদ্দেশ্যে ব্যতীত অথবা গৃহপালিত পশু সম্পদ হিসেবে ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি কুকুর পালন করে, তার (সৎকাজগুলোর) সওয়াব প্রতিদিন দুই কিরাত হিসাবে কমতে থাকবে। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী)

১০৪- وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يخطب فقال : « لَوْ لَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَأَقْتَلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بِهِمْ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرُ تَبْطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قَيْرَاطٍ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ ». رواه الترمذی.

১৫৮১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কুকুরেরা যদি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি জগতের জীব সমূহের একটা জীবন না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দিতাম। তোমরা ঘোর কালো বর্ণের প্রত্যেকটা কুকুরকে হত্যা কর। কোন বাড়ীর অধিবাসীরা কুকুর পালন করলে প্রতিদিন তাদের এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব কমে যাবে। তবে শিকার ধরা, কৃষি ও মেঘ পালনে প্রহারর কাজে ব্যবহৃত কুকুরের কথা ভিন্ন (তিরমিযী)

১০৮২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَانِي جَبْرِيلُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتَكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ [الَّذِي كُنْتُ فِيهِ] إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمثالُ الرِّجَالِ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قَرَامٌ سَتَرَ فِيهِ تَمَثِيلٌ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمَرُّ بِرَأْسِ التَّمَثَالِ الَّذِي فِي الْبَابِ فَلْيَقْطَعْ، فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمَرُّ بِالسِّتْرِ فَلْيَقْطَعْ وَيَجْعَلْ مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ، مَنْتَبَذَتَيْنِ تَوْطَانِ، وَمَرُّ بِالْكَلبِ فَيُخْرِجُ» ففَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرَّوًا لِلْحَسَنِ - أَوَّلِ الْحَسَنِ - تَحْتَ نَضْدٍ لَهُ، فَأَمْرَبَهُ فَأَخْرَجَ. رواه أبو داود، والترمذی، واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائی، وابن حبان في صحيحه.

১৫৮২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : একবার জিবরীল আমার কাছে এসে বললো, “আমি আপনার কাছে গতরাতে এসেছিলাম, কিন্তু আপনি যে বাড়ীতে থাকেন সেই বাড়ীর দরজায় একটা মানুষের মূর্তি ছিল। বাড়ীর ভিতরে একটা পর্দায়ও ছবি ছিল। আর বাড়ীতে একটা কুকুরও ছিল। কাজেই বাড়ীর দরজায় অবস্থিত মূর্তিটার মাথা কেটে ফেলার আদেশ দিন। এতে ওটার আকৃতি হবে গাছের মত। আর পর্দাটা কেটে তা দিয়ে দুটো বালিশ বানানোর আদেশ দিন, যা প্রতিনিয়ত দলিত হবে, আর কুকুরটাকে তাড়িয়ে দেয়ার আদেশ দিন। কুকুরটা ছিল হাসান বা হুসাইনের সাথী এবং তার খাটের নীচে থাকতো। তাকে তাড়িয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন এবং তাড়িয়ে দেয়া হলো। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে হাব্বান)

الترهيب من سفر الرجل وحده

أومع اخر فقط، وما جاء في خير الأصحاب عدة

কোন ব্যক্তির একাকী বা দু'জনে সফর করা অনুচিত

১০৮৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمَ مَنْ سَارَّ رَاكِبٍ بَلِيلٍ وَحْدَهُ » رواه البخاري، والترمذي، وابن خزيمة في صحيحه.

১৫৮৩। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন : একাকীত্ব সম্পর্কে আমি যা জানি, তা যদি লোকেরা জানতো তাহলে কোন মুসাফির রাতের বেলা একাকী সফর করতো না। (বুখারী, তিরমিযী ও ইবনে খুযায়মা)

১০৮৪- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ صَحِبْتُ » قَالَ : مَا صَحِبْتُ أَحَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الرَّاَكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ » رواه الحاكم وصححه، وروى المرفوع منه مالك.

১৫৮৪। হযরত আমর বিন শুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সফর থেকে ফিরে এল। রাসূল (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কার সাথে সফর করলে? সে বললো : আমার সাথে কেউ ছিল না। রাসূল (সা) বললেন : যে ব্যক্তি একাকী সফর করে সে একটা শয়তান। যারা দু'জনে সফর করে তারা দুটো শয়তান। আর যে তিনজন একত্রে সফর করে, তারা একটা কাফেলা। (হাকেম মালেক, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে খুযায়মা)

দ্রষ্টব্য : ইবনে খুযায়মা বলেছেন : এখানে শয়তান অর্থ আত্মাহর অবাধ্য বা গুনাহগার।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে দিন বা রাতের সফরের উল্লেখ না থাকায় বুঝা যায়, যে সফর দিন বা রাত যখনই করা হউক, বিনা ওযরে তিনজনের কম লোকের সফরে যাওয়া ঠিক নয়।

১০৮৫- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجِيُوشِ أَرْبَعَةُ أَلْفٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قَلَّةٍ » رواه أبو داود، والترمذى، وابن خزيمة، وابن حبان فى صحيحهما.

১৫৮৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : (সফরে) সর্বোত্তম সহী হচ্ছে চারজন। আর সর্বোত্তম সেনাদল চারশো জন সর্বোত্তম বাহিনী চার হাজার জন। আর বারো হাজার লোক বাহিনী কখনো স্বল্পতর কারণে পরাজিত হবে না। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে খুয়ামা ও ইবনে হাব্বান)
ব্যাখ্যা : এ হাদীসে যে বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে, তা সৎকর্মশীল মুমিনদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ترهيب المرأة أن تسافر وحدها

يغير محرم

মুহাররম আত্মীয় ছাড়া একাকী সফর করা মহিলাদের জন্য অবৈধ

১০৮৬- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا » رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود والترمذى، وابن ماجه.

وفى رواية البخارى ومسلم : « لَا تَسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا ».

১৫৮৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, তার পক্ষে বাবা, ভাই, স্বামী, ছেলে বা অন্য কোন মুহাররম (যার সাথে বিয়ে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ) আত্মীয়কে সাথে নিয়ে ছাড়া তিন দিন বা তার চেয়ে বেশী সময়ের জন্য সফরে বের হওয়া বৈধ নয়। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা) বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা তিনদিনের পরিবর্তে দু'দিনের উল্লেখ রয়েছে।

১৫৮৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يَحِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا ».

وفى رواية: «مسيرة يوم» وفى أخرى: «مسيره ليلة إلا ومعها رجل نوحمة منها» رواه مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، وابن خزيمة فى صحيحه.

১৫৮৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এমন কোন মহিলার পক্ষে কোন মুহাররম আত্মীয়কে সাথে নেয়া ছাড়া একদিন ও একরাত মেয়াদের সফর হালাল নয়। অন্য বর্ণনা মতে শুধু “একদিন” এবং অন্য বর্ণনায় শুধু “একরাতের” সফর মুহাররম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া বৈধ নয়। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে খুযায়মা)

الترغيب فى ذكر الله

لمن ركب دابته

বাহন জন্তু পিঠে আরোহনকারীকে আল্লাহর যিকির করার উপদেশ

১৫৮৮- عَنْ أَبِي لَاسٍ الْخِزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ بَلَحٍ، فَقَلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ:

« مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا فِي ذُرُوتِهِ شَيْطَانٌ، فَإِذَا كَرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرَ كَرَّمَ اللَّهُ، ثُمَّ امْتَنَوْهَا لِأَنْفُسِكُمْ،
فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ» رواه أحمد، والطبرانی، وابن
خزيمة في صحيحه.

১৫৮৮। হযরত আবু লাস আল-খিয়ামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (সা) একবার আমাদেরকে সদকা স্বরূপ প্রাপ্ত একটা অচল উটের পিঠে আরোহণ করালেন। আমরা বললাম : হে রাসূলুল্লাহ, একি দেখতে পাচ্ছি, আপনি আমাদেরকে এই উটের পিঠে (অর্থাৎ এই অচল উটের পিঠে) আরোহণ করাচ্ছেন? রাসূল (সা) বললেন : প্রত্যেক উটের ওপর একটা শয়তান থাকে। সুতরাং তোমরা যখন তার পিঠে আরোহণ কর, তখন আল্লাহর হুকুম অনুসারে তার নাম স্মরণ ও উচ্চারণ কর। তারপর তাকে নিজের কাজে নিয়োজিত কর। কারণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তোমাদেরকে আরোহণ করান। অর্থাৎ আল্লাহই কোন জন্তুকে তোমাদেরকে বহন করার ক্ষমতা দিয়ে থাকেন। তাই তাঁর নাম স্মরণ ও উচ্চারণ করলে তিনি অচল উটকেও সচল করে দিতে পারেন। মন দিয়ে স্মরণ ও মুখ দিয়ে উচ্চারণের নামই যিকির। (আহমাদ, তাবরানী ও ইবনে খুযায়মা) অনুবাদক

১০৮৯- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرَدَفَهُ عَلَى دَابَّتِهِ، فَلَمَّا
اسْتَوَى عَلَيْهَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا،
وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا، وَسَبَّحَ اللَّهَ ثَلَاثًا، وَهَلَّلَ اللَّهَ وَاحِدَةً، ثُمَّ
اسْتَلْقَى عَلَيْهِ فَضْحَكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَا مِنْ أَمْرٍ
يُرَكَّبُ دَابَّتَهُ، فَصَنَعَ مَا صَنَعْتَ إِلَّا أَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ،
فَضْحَكَ إِلَيْهِ» رواه أحمد.

১৫৮৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) তাঁকে তাঁর জন্তুর পিঠে নিজের পেছনে আরোহণ করালেন। যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসলেন, তখন তিনবার আল্লাহ্ আকবর, তিনবার আলহামদু লিল্লাহ, তিনবার সুবহানালা ও একবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লেন। তারপর তার ওপর শুয়ে পড়লেন ও হাসলেন। তারপর ইবনে আব্বাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় বাহনে আরোহণ করার পর আমি যা যা করেছি তা করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তার দিকে মুখ ফেরান ও হাসেন। (আহমাদ)

১০৯- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ رَاكِبٍ يَخْلُو فِي مَسِيرِهِ بِاللَّهِ وَذَكَرَهُ إِلَّا رَدَفَهُ مَلَكٌ ، وَلَا يَخْلُو بِشَعْرٍ وَنَحْوِهِ إِلَّا رَدَفَهُ شَيْطَانٌ » رواه الطبراني بإسناد حسن .

১৫৯০। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে ভ্রমনে যায়, একজন ফেরেশতা তার সহযাত্রী হয়। আর যে ব্যক্তি কোন কবিতা ইত্যাদি গেয়ে ভ্রমনে বের হয়, একটা শয়তান তার সঙ্গী হয়। (তাবরানী)

দ্রষ্টব্য : শেষে হাদীসটিতে কোন জন্তুর উল্লেখ নাই। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু উট ঘোড়া বা অন্য কোন জন্তুর পিঠে সফরের মধ্যেই আল্লাহর যিকির সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ যুগের যাবতীয় যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। অধিকাংশ হাদীসে উট ঘোড়া ইত্যাদির উল্লেখ থাকার কারণ এই যে, রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় এগুলোই সমাহিক প্রচলিত ছিল। এ হাদীসগুলো থেকে এও জানা যায় যে, আজকাল বিভিন্ন যানবাহনে গানের ক্যাসেট বাজিয়ে চলাচল করার যে রেওয়াজ চালু হয়েছে, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

الترهيب من استصحاب الكلب والجرس

فى سفر وغيره

সফরে অথবা অন্য কোথাও কুকুর ও ঘণ্টা নিয়ে
চলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১৫৯১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رِفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ » رواه مسلم وأبو داود، والترمذى.

১৫৯১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ফেরেশতারা এমন কোন দলের সঙ্গী হন না যাদের ভেতরে কুকুর অথবা ঘণ্টা থাকে। (মুসলিম, আবুদাউদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : পথিকদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ঘণ্টা বাজিয়ে পথ চলার রীতি তৎকালে প্রচলিত ছিল। মূলতঃ এটা অহংকারের প্রতীক বলে এর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তবে নিরাপত্তার খাতিরে কোন বাঁশী বা ছইসেল বাজানো দুঃস্বপ্ন নয়। অনুবাদক

১৫৯২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ » رواه مسلم، وأبو داود، والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه.

১৫৯২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : “ঘণ্টা হচ্ছে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।” (মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী ও ইবনে খুযায়মা)

১৫৯৩- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ، وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رِفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ » رواه أبو داود والنسائى.

১৫৯৩। হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে বাড়ীতে ঘণ্টা আছে, তাতে ফেরেশতারা প্রবেশ করে না। আর যে কাফেলায় ঘণ্টা আছে, সে কাফেলায়ও ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ফেরেশতা দ্বারা কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। মুত্বা ও আল্লাহ অন্যান্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিয়োজিত ফেরেশতারা যে কোন জায়গায় যে কোন সময় প্রবেশ করেন এবং ভালো মন্দ কৃতকর্ম লেখার দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশতারা সর্বাবস্থায় মানুষের সাথে থাকেন। অনুবাদক

الترغيب فى الدجاة، وهو السفر بالليل

রাতের বেলা সফরে উৎসাহ প্রদান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপদেশ

১০৯৬- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالذَّجَةِ؛ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَطْوِي بَلِيلٍ « رواه أبو دودا.

১৫৯৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা রাত্রিকালে সফর কর। কেননা রাতের বেলায় পৃথিবীকে সংকুচিত করা হয়। (আবু দাউদ)

১৬৯০- وَعَنْ جَابِرٍ- وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُرْسَلُوا مَوَاشِيَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحَمَةُ الْعِشَاءِ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَبْعَتْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحَمَةُ الْعِشَاءِ « رواه مسلم، وأبو داود، والحاكم، ولفظه : « أَحْبَسُوا صَبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَوْعَةُ الْعِشَاءِ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَخْتَرِقُ فِيهَا الشَّيَاطِينَ » وقال : صحيح على شرط مسلم.

১৫৯৫। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রাতের প্রথম ভাগের ঘন অন্ধকার না যাওয়া পর্যন্ত তোমাদের গৃহপালিত পশুগুলোকে বাড়ীর বাইরে পাঠিও না। কেননা এই সময়ে শয়তানদের

চলাচল শুরু হয়। (মুসলিম, আবু দাউদ ও হাকেম) হাকেমের বলা হয়েছে। সূর্যাস্তের পর রাতের প্রথম ভাগের ঘন অন্ধকার দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আটকে রাখ। কেননা এই সময়ে শয়তানদের আনা গোনা হয়।

১০৭৬- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَادِ الطَّرِيقِ، وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَاتِ وَالسَّبَاعِ، وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهَا الْمَلَاعِنُ ». رواه ابن ماجه، ورواه ثقات.

১৫৯৬। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : প্রধান সড়কের ওপর রাত্রি যাপন ও নামায পড়া থেকে সাবধান থাক। কেননা ওটা তখন সাপ ও হিংস্র জন্তুর আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে। সড়কের ওপর পেশাব-পায়খানাও করো না। কেননা তা অভিশাপের কারণ হতে পারে। (অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ বদদোয়া ও অভিশাপ দিতে পারে।)

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা বুঝানো হয়েছে, রাত হওয়ার আগে যাতে গন্তব্যে বা লোকালয়ে পৌছা যায়, এবং সড়কের ওপর রাত কাটাতে না হয়, সে জন্য দ্রুত চলা কর্তব্য। গ্রহকার

১০৭৭- وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا تَفَرَّقُوا فِي الشَّعَابِ وَالْأُودِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ تَفَرَّقَكُمْ فِي الشَّعَابِ وَالْأُودِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ » فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْزِلًا إِلَّا أَنْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، رواه أبو داود، والنسائي.

১৫৯৭। হযরত আবু ছা'লাবা আল খুশানী (রা) বলেন : লোকেরা সফর করার সময় যখন কোথাও যাত্রাবিরতি করতো, তখন পাহাড়ের ওপর ও উন্মুক্ত প্রান্তরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করতো। এ কথা জেনে রাসূল (সা) বললেন : “তোমাদের বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান শয়তানের প্ররোচনাক্রমে হওয়া থাকে।” রাসূল (সা) এ কথা বলার পর আর মুসলমানরা বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করতো না। যখনই যাত্রা বিরতি করতো সবাই এক জায়গায় মিলে মিশে থাকতো। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

الترغيب في ذكر الله لمن عثرت دابته

বাহন জন্তুর পদখলন ঘটলে আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত

১০৭৮- عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَثَرَ بَعِيرَنَا، فَقُلْتُ : تَعِسَ الشَّطَّانُ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ؛ فَإِنَّهُ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ : بِقَوْتِي، وَلَكِنْ قُلْ : بِسْمِ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ يَصْفِرُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الذَّبَابِ ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالطَّبْرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

১৫৯৮। হযরত আবুল মুলাইহ (রা) বলেন : আমি একই উটের পিঠে রাসূল (সা)-এর পেছনে বসে চলছিলাম। সহসা উটটার পা পিছলে গেল। আমি বললাম : “শয়তান ধ্বংস হোক।” রাসূল (সা) বললেন : “শয়তান ধ্বংস হউক” বলো না, কেননা এতে শয়তান উৎফুল্ল হয় ও গর্বিত হয়। সে বলে : আমি নিজের শক্তির জোরে উটকে ফেলে দিয়েছি। বরং বল, বিছমিল্লাহ (আল্লাহর নামে), এতে সে একটা মাছির মত ছোট হয়ে যাবে। (নাসায়ী, তাবরানী ও হাকেম) অর্থাৎ অপমানিত হবে। উল্লেখ্য যে, এখানে ‘শয়তান’ শব্দটা দ্বারা ইবলীস ও তার সহযোগীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যদি কোন দুরাচারী বলদপী মানুষ কাউকে নির্যাতন ও ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহলে সে ক্ষেত্রেও রাসূলের (সা) এই উপদেশ কার্যকরী করা যেতে পারে এবং নির্যাতনকারীকে গুনিয়ে গুনিয়ে বলা যেতে পারে যে, “আমাকে আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলেছেন, এ পরীক্ষায় আমাকে পাশ করতেই হবে।” এতে এই মানুষ রূপী শয়তানও এই ভেবে বিব্রত ও হতাশা বোধ করতে পারে যে, তারা এত নির্যাতন তাকে দমিয়ে দিতে পারলো না। ভারবাহী জন্তুর পদখলনে যা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে, আধুনিক যানবাহনের দুর্ঘটনার সময়ও তা প্রযোজ্য। অনুবাদক

الترغيب في كلمات بقولهن

যাত্রাবিরতি কালে যা পড়া উচিত

১০৭৭- عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ نَزَلَ مِنْزِلًا، ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ » رواه مالك، ومسلم، والترمذی، وأبن خزيمة في صحيحه.

১৫৯৯। হযরত খাতলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি পশ্চিমমধ্যে কোথাও যাত্রা বিরতি করে, এবং পড়ে, “আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাআম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা।” (আল্লাহর স্বয়ং সম্পূর্ণ বাণীসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার সৃষ্টির অকল্যাণ থেকে) সে ঐ স্থান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (মালেক, মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে খুযায়মা)

الترغيب في دعاء المرء الأخيه

بظهر الغيب، سيما المسافر

এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের জন্য অসাক্ষাতে দোয়া করার উপদেশ

১৬০০- عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : حَدَّثَنِي سَيْدِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : وَلَكَ بِمِثْلٍ». رواه مسلم، وأبو داود واللفظ له.

১৬০০। হযরত উম্মুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মনিব আমাকে জানিয়েছেন, রাসূল (সা) বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণের জন্য তার অসাক্ষাতে দোয়া করে, তখন ফেরেশতারা বলেন, “তোমারও অনুরূপ কল্যাণ হউক।” (মুসলিম ও আবু দাউদ)

১৬.১- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «دَعْوَتَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ» رواه الطبرانى.

১৬০১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : দুইটি দোয়া এমন যে, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল থাকে না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ময়লুমের বদ দোয়া, এবং এক মুসলমান কর্তৃক অপর মুসলমানের কল্যাণের জন্য তার অসাক্ষাতে দোয়া। (তাবরানী)

১৬.২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «ثَلَاثٌ دَعَوَاتٌ مُسْتَجَابَاتٌ لَأَشَكُّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ» رواه أبو داود، والترمذى فى موضعين وحسنه فى أحدهما، والبخارى، ولفظه قال : «ثلاث حق على الله أن لا يرد لهم دعوة : الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع».

১৬০২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তিনটে দোয়া কবুল হওয়া অবধারিত : সন্তানের জন্য বাবার দোয়া, ময়লুমের দোয়া, প্রবাসীর দোয়া। (আবু দাউদ, তিরমিযী ও বাযযার) বাযযারের বর্ণনা এরূপ : “তিন ব্যক্তির অধিকার রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের দোয়া ফিরিয়ে দেবেন না : রোযাদার যতক্ষণ ইফতার না করে, ময়লুম যতক্ষণ প্রতিশোধ না নেয় বা বিজয়ী না হয় এবং প্রবাসী যতক্ষণ নিজ বাড়ীতে ফিরে না আসে।

الترغيب فى الموت فى الغربية

প্রবাসকালীন মৃত্যুর কথীলত

১৬.৩- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَوْتٌ غَرِبَةٌ شَهَادَةٌ» رواه ابن ماجه.

১৬০৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : প্রবাসকালীন মৃত্যু শহীদী মৃত্যু। (ইবনে মাজা)

كتاب التوبة والزهد

তওবা ও যুহদ সংক্রান্ত অধ্যায়

الترغيب في التوبة

তওবার প্রতি উৎসাহ প্রদান

১৬.৪- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنْ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مَسِيءَ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسِيءَ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا » رواه مسلم، والنسائي.

১৬০৪। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা রাত্রিকালে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন যেন দিনের বেলায় যারা গুনাহ করেছে, তারা তওবা করে। আর দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে রাতের বেলায় যারা গুনাহ করেছে তারা তওবা করে। (মুসলিম ও নাসায়ী) হাত প্রসারিত করার অর্থ তওবা করতে আহ্বান করা ও তওবা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকা।-অনুবাদক

১৬.৫- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ »

১৬০৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের আগে তওবা করবে, আল্লাহ তাকে মাফ করবেন। (মুসলিম)

১৬.৬- وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطْوَلَ عَمْرَهُ، وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ » رواه الحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১৬০৬। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : এটা যে কোন

মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, তার জীবন দীর্ঘ হবে এবং আল্লাহ তাকে তওবা করার সুযোগ দেবেন। (হাকেম)

১৬.৭- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْبِقَ الدَّائِبَ المَجْتَدِ فَلْيَكْفَ عَنِ الذَّنُوبِ » رواه أبو يعلى، ورواه رواة الصحيح إلا يوسف بن ميمون.

১৬০৭। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : নিয়মিতভাবে কঠোর পরিশ্রম সহকারে আল্লাহর এবাদাতে নিয়োজিত ব্যক্তির চেয়েও মর্যাদাবান হওয়া যদি কারো পক্ষে আনন্দদায়ক হয়, তবে সে যেন গুনাহর কাজগুলো থেকে বিরত থাকে। (আবু ইয়াল্লা) অর্থাৎ যাবতীয় গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকাই সবচেয়ে বড় এবাদাত। অনুবাদক

১৬.৮- وَرَوَى عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْمُؤْمِنُ وَاهٍ رَاقِعٌ؛ فَسَعِيدٌ مَنْ هَلَكَ عَلَى رَقْعِهِ » رواه البزار، والطبرانی.

১৬০৮। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মুমিন কখনো গুনাহ করে, কখনো তওবা করে। যে মুমিন তওবা করা অবস্থায় মারা যায়, সে সৌভাগ্যশালী। (বায়হার ও তাবরানী)

১৬.৯- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي أَحْيَيْتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَحْيَيْتِهِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوُ ثُمَّ يَرْجِعُ، فَاطْعَمُوا طَعَامَكُمْ الْأَتْقِيَاءَ، وَأُولُوا مَعْرُوفَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ » رواه ابن حبان في صحيحه.

১৬০৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মুমিনের উদাহরণ ও ঈমানের উদাহরণ খুটোর সাথে রশী দিয়ে বাঁধা ঘোড়ার মত।

ঘুর পাক খেতে খেতে অবশেষে সে তার খুটোর কাছে ফিরে আসে। মুমিনও ভুল করে আবার ফিরে আসে। অতএব তোমরা পরহেজগার লোকদেরকে খানা খাওয়াও। পরোপকারের সময় মুমিনদেরকে অগ্রাধিকার দাও। (ইবনে হাব্বান)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মর্মার্থ এই যে, সব লোক পরহেজগার অর্থাৎ গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকে ও ঈমানদার, খানা খাওয়ানো ও উপকার করার সময় তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। যদিও অসৎলোক ও কাফিরদেরকেও খানা খাওয়ানো ও উপকার করা অবৈধ নয়। এমনকি দারিদ্র ও দুস্থ কাফির ও ফাসিকদেরকে যাকাত সাদকা থেকেও কিছু অংশ দেয়া যাবে। অনুবাদক

১৬১ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كَلَّ ابْنُ آدَمَ خَطَاءً، وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَابُونَ »

رواه الترمذی، وابن ماجه، والحاكم، كلهم من رواية علي بن مسعدة، وقال الترمذی : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة، وقال الحاكم : صحيح الإسناد.

১৬১০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : প্রত্যেক আদম সন্তানই কম বেশী গুনাহর কাজ করে থাকে। তবে গুনাহগারদের মধ্যে তওবাকারীরা উত্তম। (তিরমিযী, ইবনে মাজা ও হাকেম)

১৬১১ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا، فَقَالَ :

يَا رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : عَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِهِ، فَغَفَرَ لَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ،

ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا، وَيَأْخُذُ بِهِ، فَغَفَرَ لَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا آخَرَ - وَرَبَّمَا قَالَ : ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ - فَقَالَ :

يَا رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي، قَالَ رَبُّهُ : عَلِمَ عَبْدِي

أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، فَغَفَرْلَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ
 اللَّهُ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا آخَرَ - وَرَبَّمَا قَالَ: ثُمَّ أَذْنِبَ ذَنْبًا آخَرَ - فَقَالَ
 : يَا رَبِّ إِنِّي أَذْنِبْتُ ذَنْبًا فَأَغْفِرْهُ لِي، فَقَالَ رَبُّهُ : عَلِمَ عَبْدِي
 أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِهِ، فَقَالَ رَبُّهُ : غَفَرْتُ لِعَبْدِي
 فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ » رواه بخارى، ومسلم.

১৬১১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : এক ব্যক্তি একটা গুনাহর কাজ করে বসলো। তারপর তৎক্ষণাত বললো : হে আমার প্রতিপালক, আমি একটা গুনাহ করে ফেলেছি। আপনি এটা মাফ করে দিন। তখন তার প্রতিপালক বলেন : আমার বান্দা জানে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি গুনাহ মাফও করতে পারেন, গুনাহর জন্য পাকড়াও করে শাস্তি দিতে পারেন। তাই তিনি তাকে গুনাহ মাফ করে দেন। এরপর কিছুকাল অতিবাহিত হয়। তারপর পুনরায় সে অন্য একটা গুনাহ করে বসে। তারপর অনতিবিলম্বে আবারো, সে বলে : হে আমার প্রতিপালক, আমি আরো একটা গুনাহ করে ফেলেছি। অতএব আমার এ গুনাহটাও মাফ করে দিন। তার প্রতিপালক বলেন : আমার বান্দা জানে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি গুনাহ মাফও করতে পারেন, আবার গুনাহর জন্য পাকড়াও করে শাস্তিও দিতে পারেন। তাই তিনি তাকে গুনাহ মাফ করে দেন। এরপর কিছুকাল অতিবাহিত হয়। তারপর আবার অন্য একটা গুনাহ করে বসে। অতঃপর অনতিবিলম্বে বলে : হে আমার প্রতিপালক, আমি আর একটা গুনাহ করে ফেলেছি। আমাকে মাফ করে দিন। তখন তার প্রতিপালক বলেন : আমার বান্দা জানে, তার একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি গুনাহ মাফ করতে পারেন, আবার গুনাহর জন্য শাস্তিও দিতে পারেন। তারপর তিন বলেন : আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। কাজেই সে যা ইচ্ছে, করুক। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : “কাজেই সে যা ইচ্ছে করুক” কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য তো আদ্বাহই ভালো জানেন। তবে আমার যা বুঝে আসে তা এই যে, যতদিন সে এভাবে চলতে থাকবে যে, গুনাহর কাজ করার অব্যবহিত পর ক্ষমা চায় ও তওবা করে, এবং ঐ গুনাহর কাজটার পুনরাবৃত্তি করে না, ততদিন সে যা ইচ্ছে করতে থাকুক। কেননা সে যখনই গুনাহর পর পরই তওবা করে, তখন তার তওবা ও ইস্তিগফার দ্বারা তার গুনাহর কাফফারা হয়ে যায় এবং গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই ঐ গুনাহ তার ক্ষতি সাধন করে না। এর অর্থ কখনো এরূপ মনে করা চাই না যে, সে গুনাহ করে, আবার মুখ দিয়ে

ক্ষমা চায় ও তওবা করে এবং পুনরায় একই গুনাহর পুনরাবৃত্তি করে ও তা বর্জন করে না, তথাপি তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। কেননা এটা সত্যিকার তওবা নয় বরং মিথ্যা তওবা। হাদীসের বলা হয়েছে, “সে পুনরায় অন্য একটা গুনাহ করে।” এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, সে একই গুনাহর পুনরাবৃত্তি করে না এবং সে জন্যই প্রতিকার তার তওবা কবুল হয়।—গ্রন্থকার প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তওবা ও ইসতিগফারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ইসতিগফারের শাব্দিক অর্থ হলো ক্ষমা প্রার্থনা। তাই ইসতিগফার শুধু ক্ষমা প্রার্থনারই নাম। আর তওবার শাব্দিক অর্থ হলো, প্রত্যাবর্তন। অর্থাৎ যে গুনাহ করা হয়েছে তার আর পুনরাবৃত্তি না করা, তা বর্জন করার প্রতিজ্ঞা করা ও বাস্তবে বর্জন করার নাম তওবা। সুতরাং একই গুনাহ বারবার করতে থাকা ও ক্ষমা চাইতে থাকাকে তওবা বলা যাবে না এবং এ ধরণের ক্ষমা প্রার্থনায় ক্ষমা লাভের আশাও করা যায় না। তবে ক্ষমা প্রার্থনার পর পুনরায় পাপ করেনি এবং সুযোগ পেলেই পুনরায় তা করবে এমন লালসাও পোষণ করেনি, আবার আর করবে না বলে প্রতিজ্ঞাও করেনি এমন অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার গুনাহ মাফ হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কিন্তু ১৬০৬ নং হাদীসে এরূপ ব্যক্তিকে সৌভাগ্যশালী বলা দ্বারা ক্ষমা লাভের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। আর সূরা যুমারের এ আয়াত দ্বারা ক্ষমা লাভের আশা আরো খানিকটা জোরদার হয় :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“বল, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ো না। আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করেন। তিনিই একমাত্র অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দায়ালু।” অনুবাদক)

১৬১২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ الْمَوْمِنِ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نَكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ مِنْهَا، وَإِنْ زَادَتْ حَتَّى يَغْلَفَ [بِهَا] قَلْبَهُ، فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَابْنُ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ،

والحاكم واللفظ له، من طريقين قال في أحدهما : صحيح على شرط مسلم، ولفظ ابن حبان، وغيره : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً يَنْكُتُ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةً، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، صَقِلَتْ، فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ » الحديث.

১৬১২। হযরত আবু ছরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন মুমিন যখন একটা গুনাহ করে, তখন তার মনে একটা কালো বিন্দুর সৃষ্টি হয়। সে যদি অনিতিবিলম্বে তওবা করে, পাপ থেকে ফিরে আসে ও ক্ষমা চায়, তাহলে ঐ কালো বিন্দুটা অপসারিত হয়। আর যদি গুনাহ বাড়তেই থাকে, তবে কালো বিন্দুও বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে তার মনটা পুরাপুরিভাবে কালো রং এ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে, সেই মরিচা, যার কথা কুরআনে বলা হয়েছে : “বরঞ্চ তাদের মনে মরিচা ধরে গেছে।” (সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত -১৪) (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

١٦١٢- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَجْعَلْ لَنَا الصِّفَاذَهَبًا، فَإِنْ أَصْبَحَ ذَهَابًا اتَّبَعْنَاكَ، فَدَعَا رَبَّهُ فَاتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : « إِنَّ رَبَّكَ يَقْرُوكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ : إِنَّ شِئْتَ أَصْبَحَ لَهُمُ الصِّفَا ذَهَابًا، فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ عَذَبْتَهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحَتْ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ » قَالَ : « بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ » رواه الطبراني، ورواه رواة الصحيح.

১৬১৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কুরাইশ সম্প্রদায় রাসূল (সা) কে বললো : তুমি তোমার প্রতিপালককে বল, সাফা পাহাড়কে আমাদের জন্য সোনায় পরিণত করে দিক। সাফা যদি সোনা হয়ে যায়, তাহলে আমরা তোমার অনুসরণ করবো। তাৎক্ষণাৎ তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন (সাফাকে সোনায় পরিণত

করা হউক) তৎক্ষণাৎ জিবরীল (আ) তার কাছে এলেন। এসে বললেন : আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন এবং বলেছেন : আপনি যদি ইচ্ছা করেন, সাফা পাহাড়কে সোনা বানিয়ে দেব। তবে এরপরও যদি কেউ কুফরি অব্যাহত রাখে, তাহলে তাকে এমন শাস্তি দেব, যা বিশ্ব দরবারে আর কাউকে দেয়া হবে না। আর যদি আপনি চান, তাদের জন্য তওবা ও রহমতের দরজা খুলে দিতে পারি।” রাসূল (সা) বললেন : “বরঞ্চ তওবা ও রহমতের দরজা খুলে দিন।” (তাবরানী)

১৬১৪- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْرُغْ ». رواه ابن ماجه، والترمذی.

১৬১৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : বান্দার আত্মা তার কণ্ঠগালীতে চলে আসার পূর্ব পর্যন্ত তার তওবাকে আত্মাহর গ্রহণ করেন। (ইবনে মাজা, তিরমিযি)

১৬১৫- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي؟ قَالَ : « عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَأَذْكَرَ اللَّهِ عِنْدَ كُلِّ حَجْرٍ وَشَجَرٍ وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ فَأَحْدِثْ لَهُ تَوْبَةً، السِّرِّ بِالسِّرِّ، وَالْعُلَانِيَةَ بِالْعُلَانِيَةِ » رواه الطبرانی بإسناد حسن، إلا أن عطاء لم يدرك معاذًا، ورواه البيهقي، فأدخل بينهما رجلا لم يسم.

১৬১৫। হযরত মুযায় ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূল (সা) কে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন : যতদূর পার, আল্লাহকে ভয় করে চল, প্রত্যেক গাছ ও পাথরের কাছে গিয়ে (অর্থাৎ সেখানেই যাও) আল্লাহকে মনে রাখ ও মুখে তার নাম উচ্চারণ কর, এবং যে গুনাহর কাজই করে থাকনা কেন, অবিলম্বে তা থেকে তওবা কর। গোপন গুনাহর তওবা গোপনে, প্রকাশ্য গুনাহর তওবা প্রকাশ্যে। (তাবরানী)

১৬১৬- وَرَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا تَابَ الْعَبْدُ مِنَ ذَنْبِهِ أَنهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَفَظَتَهُ ذَنْبِهِ ، وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ ، وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ ، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِنَ اللَّهِ بِذَنْبٍ . » رواه الأصبهاني .

১৬১৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেনঃ যখন কোন বান্দা তার গুনাহ থেকে তওবা করে তখন মহান আল্লাহ তার আমলনামা সংরক্ষণকারী (ফেরেশতা) দেবকে তার কৃত গুনাহ লিখা থেকে বিরত রাখেন, তার অঙ্গ-প্রত্যংগকে গুনাহর কথা ভুলিয়ে দেন (যাতে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য না দিতে পারে) মাটি থেকেও তার চিহ্ন মুছে ফেলেন, (যাতে মাটি সাক্ষ্য না দিতে পারে) অবশেষে সে যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে, তখন তার কোন গুনাহর কোন সাক্ষী থাকে না। (ইসবাহানী)

১৬১৭- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « النَّادِمُ يَنْتَظِرُ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةَ ، وَالْمَعْجَبُ يَنْتَظِرُ الْمُقْتِ ، وَأَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنْ كُلَّ عَامِلٍ سَيَقْدَمُ عَلَى عَمَلِهِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى حَسَنَ عَمَلِهِ ، وَسَوْءَ عَمَلِهِ ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا ، وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَطْيَتَانِ ، فَأَحْسِنُوا السَّيْرَ عَلَيْهِمَا إِلَى الْآخِرَةِ ، وَاحْذَرُوا التَّسْوِيفَ ، فَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةً ، وَلَا يَغْتَرُّنَّ أَحَدُكُمْ بِحِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَإِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) . رواه

الأصبهانی من رواية ثابت بن محمد الكوفي العابد.

১৫১৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : (নিজের কৃত পাপের জন্য) যে ব্যক্তি অনুতপ্ত, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া তথা ক্ষমার আশা করতে পারে। আর যে গুনাহ করার পরও দম্ব ও অহংকার অব্যাহত রাখে, সে কেবল আল্লাহর ক্রোধের শিকার হওয়ারই আশা করতে পারে। আর হে আল্লাহর বান্দারা শোনো, যে যে কাজই করুক না কেন, তা সে অবশ্যই দেখতে পাবে। সে তার কৃত ভালো কাজ ও মন্দ কাজ না দেখা পর্যন্ত পৃথিবী থেকে বের হবে না। জীবনের সর্বশেষ কাজের আলোকেই মানুষের পরিণাম নির্ধারিত হবে। রাত ও দিন দুটো বাহন। কাজেই এই বাহন দ্বয়ের ওপর চড়ে ভালোভাবে জান্নাত পর্যন্ত সফর কর। আর শীঘ্রই তওবা করবো, শীঘ্রই তওবা করবো এরূপ বলো না। কেননা মৃত্যু আকস্মিকভাবে এসে থাকে। কেউ যেন তার পাপকাজগুলোর ওপর আল্লাহর সহনশীলতা দেখে উৎফুল্ল না হয়। কেননা তোমাদের জুতোর ফিতে তোমাদের যত নিকটে, বেহেশত ও দোযখ তোমাদের তার চেয়েও নিকটে। এরপর তিনি সূরা যিলযালের শেষ আয়াত দুটো পড়লেন : “যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, তা সে দেখবে, আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, তাও সে দেখবে।” (ইসবাহানী)

١٦١٨- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ». رواه ابن ماجه. والطبرانى، كلاهما من رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع منه، ورواة الطبرانى رواة الصحيح، ورواه ابن أبى الدنيا، والبيهقى مرفوعا أيضا من حديث ابن عباس، وذاد : « وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مَقِيمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ ». وقد روى بهذه الزيادة موقوفا، ولعله أشبهه.

১৬১৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : গুনাহ থেকে তওবাকারী সেই ব্যক্তির মত যে, মোটেই গুনাহ করেনি। (ইবনে মাজা, তাবরানী ইবনে আবিদ দুনিয়া ও বায়হাকী) বায়হাকীতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে

বর্ণিত একটি হাদীসে এ কথাও সংযোজিত হয়েছে : “আর যে ব্যক্তি গুনাহ মাফ চায় এবং সাথে সাথে গুনাহ অব্যাহতও রাখে, সে যেন আল্লাহর সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে।

১৬১৭ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَهُ مِنْهُ ». رواه الحاكم من رواية

هشام بن زياد، وهو ساقط، وقال : صحيح الإسناد.

১৬১৯। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ যে মুহূর্তে জানতে পারেন যে, বান্দা তার কৃত গুনাহর জন্য অনুতপ্ত, সেই মুহূর্তেই তার ক্ষমা চাওয়ার আগেই তাকে ক্ষমা করে দেন। (হাকেম)

১৬২০ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تَذَنْبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يَذَنْبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ». رواه مسلم، وغيره.

১৬২০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মহান আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যদি গুনাহ না করত, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে তুলে নিতেন, এবং অন্য একটা জাতিকে এখানে আনতেন, যারা গুনাহ করতো আল্লাহর কাছে মাফ চাইত এবং আল্লাহ তাদেরকে মাফ করতেন। (মুসলিম)

১৬২১ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَصِينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّرَأَةً مِنْ جَهَنَّمَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ حَبْلِيٌّ مِنَ الزَّانَا، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمَّه عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِيَّهَا، فَقَالَ : « أَحْسِنُ

إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَتْنِي بِهَا « ففعل، فأمر بها نبي الله عليه
 وَسَلَّمَ، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى
 عليها، فقال له عمر: تصلى عليها يارسول الله وقد
 زنت؟ قال: « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل
 المدينة لو سعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت
 بنفسها لله عز وجل؟ » رواه مسلم.

১৬২১। হযরত ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা ব্যভিচারের ফলে গর্ভবর্তী হয়ে রাসূল (সা)-এর কাছে এলো। সে বললো : হে রাসূল, আমি শাস্তির যোগ্য হয়েছি। আমার ওপর শাস্তি কার্যকরী করুন। রাসূল (সা) তার অভিভাবককে ডেকে বললেন : “ওর সাথে ভালো ব্যবহার করতে থাক। সন্তান প্রসব করার পর ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো।” অভিভাবক তাঁর নির্দেশমত কাজ করলো। রাসূল (সা) তার পোশাক পরিচ্ছদ শক্ত করে বেঁধে দিতে আদেশ দিলেন (যাতে শাস্তি কার্যকর করার সময় তার শরীর অনাবৃত না হয়) তারপর তাকে ‘রযম’ (পাথর মেরে হত্যা) করার নির্দেশ দিলেন এবং রজম করা হলো। তারপর রাসূল (সা) তার জানাযার নামায পড়লেন। হযরত ওমর (রা) রাসূল (সা) কে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ আপনি তার জানাযার নামায পড়লেন? অথচ সে ব্যভিচার করেছে। রাসূল (সা) বললেন : সে এমন তওবা করেছে, যা মদীনার সত্তরজননের মধ্যে বন্টন করলেও তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। সে যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিল, এর চেয়ে ভালো কি কিছু তুমি দেখেছ? (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : “মদীনার সত্তরজন” দ্বারা একই ধরণের সত্তরজন অপরাধী অর্থাৎ ব্যভিচারীকে বুঝানো হয়েছে। “সে যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিল ...” অর্থাৎ যে অপরাধের জন্য কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি এবং কোন সাক্ষীও ছিল না তা স্বেচ্ছায় প্রকাশ ও স্বীকারোক্তি করে প্রাণদন্ড গ্রহণ করার মত মহৎ কাজ আর হতে পারে না। এভাবে স্বেচ্ছায় জীবন বিলিয়ে দিতে তিনি আইনত বাধ্য ছিলেন না এবং স্বীকারোক্তি না করলে কেউ তার জীবন কেড়ে নিতে পারতো না। তবুও তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তার বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে সমগ্র উম্মাতের জন্য এমন এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, যা পূর্ববর্তী কোমল নবীর উম্মাতের কেউ করেছে বলে জানা যায় না। অনুবাদক

১৬২২- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ - حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَكِنْ - سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبِ عَمَلِهِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَّأَهَا، فَلَمَّا تَعَدَّهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ، أُرْعِدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ : مَا يَبْكِيكَ؟ أَكْرَهْتِكَ؟ قَالَتْ : لَا، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمَلْتَهُ قَطُّ، وَمَا حَمَلْنِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةَ، فَقَالَ : تَفْعَلِينَ أَنْتَ هَذَا، وَمَا فَعَلْتِهِ قَطُّ، إِذْ هَبِي فِيهِ لِكَ، وَقَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا أَعْصِي اللَّهَ بَعْدَهَا أَبَدًا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكَفْلِ ». رواه الترمذى وحسنه، واللفظ له، وابن حبان فى صحيحه إلا أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين مرة يقول، فذكره بنحوه، والحاكم، والبيهقى من طريقه، وغيرها، وقال الحاكم : صحيح الإسناد.

১৬২২। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূল (সা)-এর কাছে থেকে সাতবারেরও বেশী এই কাহিনীটা শুনেছি : কিফল নামক বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি একবার যে গুনাহ করতো, তা থেকে আর সে বিরত হতো না। একবার তার কাছে এক মহিলা এলো। সে ঐ মহিলাকে ষাট দীনার দান করলো এই শর্তে যে, সে তাকে তার সাথে ব্যভিচার করতে দেবে। পরক্ষণেই যখন কিফল মহিলার সাথে ব্যভিচার করতে উদ্যত হলো, অমনি মহিলা ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং কেঁদে দিল। কিফল বললো, তোমার কাঁদার কারণ কী? আমি কি তোমার ওপর শক্তি

প্রয়োগ করে তোমাকে বাধ্য করেছে? মহিলা বললো : বাধ্য করনি। তবে এটা এমন একটা কাজ, যা আমি কখনো করিনি। কেবল অভাবই আমাকে এটা করতে বাধ্য করেছে।” কিফল বললো : “বল কী? তুমি যা কখনো করনি, তাই করতে যাচ্ছিলে? যাও এ দিনারগুলো তোমাকে এমনিই দান করলাম। আল্লাহর কসম, আমি আর কখনো আল্লাহর নাফরমানী করবো না।” ঐ রাতেই কিফল মারা গেল। সকাল বেলা তার দরজার ওপর লিখিত দেখা গেল : “আল্লাহ তায়ালা কিফলকে ক্ষমা করেছেন।” (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকী) ইবনে হাব্বানের বর্ণনা মতে, ইবনে উমার (রা) দাবী করেছেন যে, তিনি এ কাহিনী রাসূল (সা)-এর কাছ থেকে ২০ বারেরও বেশী বার শুনেছেন।

১৬২২ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ رَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمُنْبِيرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ رَجُلًا أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَقِيَ رَجُلًا فَقَالَ : إِنَّ الْأَخْرَ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا كُلَّهُمْ ظُلْمًا، فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : إِنَّ حَدَّثَكَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ كَذَّبْتَكَ، هُنَا قَوْمٌ يَتَعَبَّدُونَ، فَأْتِهِمْ تَعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، فَتَوَجَّهْ إِلَيْهِمْ، فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَاجْتَمَعَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَقَالَ : قِيَسُوا مَا بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ، فَأَيُّهُم كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ مِنْهُمْ، فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى دَيْرِ التَّوَابِينَ بِأَيْمَلَةٍ، فَغْفِرَ لَهُ» رواه الطبرانی بإسنادين أحدهما جيد.

১৬২৩। হযরত আবু আবদি রক্বিহি থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) কে মিস্বরে বসে অথবা দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছে, রাসূল (সা) বলেছেন : এক ব্যক্তি নিজের ওপর অনেক অত্যাচার করেছিল। (অর্থাৎ অনেক গুনাহ করেছিল) অবশেষে এক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। সে তাকে বললো : এক ব্যক্তি নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছে এবং সবাইকেই অন্যায়াভাবে হত্যা করেছে। তুমি কি আমার জন্য তওবার কোন উপায় আছে বলে মনে কর? (সম্বত লোকটি প্রথমে

নিজেকে প্রকাশ করতে চায়নি। কিন্তু পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত পাশ্বে নিজেকে প্রকাশ করেছে।) লোকটা বললো : আমি যদি তোমাকে বলি যে আল্লাহ শুনাহ বর্জনকারীকে ক্ষমা করেন না, তাহলে সেটা আমার মিথ্যা বলা হবে। এখানে এক দল লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর এবাদাত করে। তুমি তাদের কাছে এসো এবং তাদের সাথে আল্লাহ এবাদাত কর। লোকটি আল্লাহর এবাদতকারী সেই দলটির কাছে রওনা হলো। পথিমধ্যেই সে মারা গেল। তৎক্ষণাৎ রহমতের ফেরেশতারা ও আযাবের ফেরেশতারা সমবেত হলো। তখন আল্লাহ তাদের কাছে একজন ফেরেশতাকে পাঠালেন। ঐ ফেরেশতা বললো : দুই জায়গার (অর্থাৎ লোকটি যেখান থেকে এসেছে এবং যেখানে যাচ্ছিল) দূরত্ব মাপ। যে জায়গা অধিকতর নিকটে, মৃত ব্যক্তি সেই জায়গার অধিবাসী বিবেচিত হবে। ফেরেশতারা মেপে দেখলো, সে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের বাসস্থানের দিকে এক আঙ্গুল পরিমাণ এগিয়ে আছে। তাই তাকে ক্ষমা করা হলো।” (তাবরানী)

১৬২৪- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : أَنَا عِنْدَ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَاللَّهِ لَلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِي مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْرُولٌ » رواه مسلم، واللفظ له، والبخارى بنحوه.

১৬২৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমি তেমন। সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে, সেখানেই আমি তার সাথে থাকি। আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি মরু ভূমিতে তার যথাসর্বস্ব হারিয়ে আবার ফিরে পায়, সে যত খুশী হয়, কোন বান্দা শুনাহ করার পর সৎপথে ফিরে এলে আল্লাহ তার চেয়েও বেশী খুশী হন। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিষত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেটে হেটে এগিয়ে আসে, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে যাই। (মুসলিম ও বুখারী)

১৬২৫- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اللَّهُ أَفْرَحَ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَغِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ » رواه البخارى، ومسلم.

وفى رواية لمسلم : « لَللَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ ، فَأَنْفَلَتْ عَنْهُ ، وَعَلَيْهَا طَعَامَةٌ وَشَرَابٌ ، فَأَيْسَ مِنْهَا ، فَأَتَى شَجْرَةً ، فَأَضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيْسَ مِنْ رَأْسِهِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ ، فَأَخَذَ بِخَطَامِهَا ، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي ، وَأَنَا رَبُّكَ ، أَحْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ .

১৬২৫। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি মরুভূমিতে তার উট হারানোর পর তা ফিরে পায়, সে যতটা খুশী হয়, আল্লাহ তার বিপথগামী বান্দা তওবা করে সৎপথে ফিরে এলে তা চেয়ে বেশী খুশী হন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে : “আল্লাহর কোন বান্দা তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এলে তিনি সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশীখুশী হন, যে মরু ভূমির অভ্যন্তরে তার উট হারিয়ে ফেলে। অথচ সেই উটের ওপর তার খাদ্য ও পানীয় ছিল। তারপর সে হতাশ হয়ে একটা গাছের নীচে শুয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সহসা সে দেখতে পায়, তার উট তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সে তৎক্ষণাত তার লাগাম ধরে বসে। তারপর আনন্দের আতিশয্যে সে বলে ওঠে “হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা ও আমি তোমার মনিব।” আনন্দে আতমহারা হয়ে সে ভুল বলে।

১৬২৬- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَحْسَنَ فِيَمَا بَقِيَ غَفِرَ لَهُ مَا مَضَى ، وَمِنْ أَسَاءَ فِيَمَا بَقِيَ أَخَذَ بِمَا مَضَى وَمَا بَقِيَ » رواه

الطبرانى بأسناد حسن.

১৬২৬। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার জীবনের অবশিষ্টাংশে ভালো কাজ করে, তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করা হয়। আর যে ব্যক্তি জীবনের অবশিষ্টাংশে অন্যায় ও অসৎকাজে লিপ্ত হয়, তাকে তার অতীত ও অবশিষ্ট জীবনের সকল গুনাহর জন্য একত্রে পাকড়াও করা হবে। (তাবরানী)

১৬২৭ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَرَادَ سَفَرًا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ : «أَعْبِدِ اللَّهَ وَلَا تَشْرِكْ بِهِ شَيْئًا» قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ : «إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلِيَحْسَنْ خَلْقَكَ» رواه ابن حبان فى صحيحه، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

وراه الطبرانى بإسناد رواه ثقات : عن أبى سلمة عن معاذ قال : قلت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ : «أَعْبِدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَأَعِدِّ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، وَادْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجْرٍ، وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ، وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَعْمَلْ بِجَنِبِهَا حَسَنَةً، السِّرِّ بِالسِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةِ بِالْعَلَانِيَةِ» وأبو سلمة لم يدرك معاذًا.

ورواه البيهقى فى كتاب الزهد من رواية أسماعيل بن رافع المدنى عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ قال : أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَشَى قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَ : «يَا مَعَاذُ، أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَوَفَاءِ الْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ، وَرُحْمِ

الْيَتِيمِ، وَحَفِظَ الْجَوَارِ، وَكَظَمَ الْغَيْظَ، وَلَيْنَ الْكَلَامِ، وَبَذَلَ
السَّلَامَ، وَلَزُومَ الْإِمَامِ، وَالتَّفَقُّهَ فِي الْقُرْآنِ، وَحُبَّ الْآخِرَةِ،
وَالْجَزَعَ مِنَ الْحَسَابِ، وَقَصُرَ الْأَمَلَ، وَحَسَنَ الْعَمَلَ، وَأَنْهَكَ أَنْ
تَشْتِمَ مُسْلِمًا، أَوْ تَصَدِّقَ كَاذِبًا، أَوْ تَكْذِبَ صَادِقًا، أَوْ تَعْصِيَ
إِمَامًا عَدْلًا، وَأَنْ تَفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، يَا مَعَاذَ ذِكْرِ اللَّهِ عِنْدَ كُلِّ
شَجَرٍ وَحَجَرٍ، وَأَحْدِثْ لِكُلِّ ذَنْبٍ تَوْبَةً، السِّرَّ بِالسِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةَ
بِالْعَلَانِيَةِ».

১৬২৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত মুফায় ইবনে জাবাল একবার বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি রাসূল (সা) কে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। তিনি বললেন : হে রাসূল, আরো কিছু উপদেশ দিন। রাসূল (সা) বললেন : যখনই কোন অন্যায় কাজ করে ফেল, তৎক্ষণাত (কিছু না কিছু) ভালো কাজ কর। আর সেই সাথে তোমার স্বভাব চরিত্র ও আচার-ব্যবহার যেন ভালো হয়ে যায়। (ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

তাবরানীর বর্ণনা এরূপ :

মুয়ায বললেন : হে রাসূল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহর এবাদাত এমন ভাবে কর, যেন তাঁকে ভূমি দেখতে পাচ্ছ। নিজেকে মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে গণ্য কর। প্রত্যেক গাছের নিকট এবং প্রত্যেক পাথরের নিকট (অর্থাৎ সর্বত্র) আল্লাহকে স্মরণ কর। আর যখনই কোন পাপ কাজ করে ফেল, তৎক্ষণাত তার সাথে সাথেই একটা ভালো কাজ কর। গোপন পাপের বিনিময়ে গোপন সৎ কাজ, আর প্রকাশ্য পাপের বিনিময়ে প্রকাশ্য সৎ কাজ।

বায়হাকীর বর্ণনা এরূপঃ

হযরত মুয়ায বলেন : রাসূল (সা) আমার হাত ধরে অল্প কিছু দূর হাটলেন। তারপর বললেন : হে মুয়ায তুমি সব সময় আল্লাহকে ভয় করবে, সত্য কথা বলবে, ওয়াদা পালন করবে, আমানত রক্ষা করবে, বিশ্বাসঘাতকতা বর্জন করবে। এতীমের প্রতি দয়া করবে, প্রতিবেশীকে রক্ষা করবে, ক্রোধ দমন করবে, কোমল ও বিনম্রভাবে কথা বলবে, বেশী করে সালাম করবে, নেতার আনুগত্য করবে ও তার কাছাকাছি থাকবে, কুরআনে পারদর্শিতা অর্জন করবে, আখিরাতকে ভালোবাসবে ও দুনিয়ার ওপর

অগ্রাধিকার দেবে, ও সৎকাজ করবে। কখনো কোন মুসলমানকে গাল দেবে না। কোন মিথ্যাবাদীর কথা বিশ্বাস করবে না। কোন সত্যবাদীর কথা অবিশ্বাস করবে না। ন্যায়পরায়ন নেতার অবাধ্য হবে না। দেশে অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না। হে মুয়ায, প্রত্যেক গাছ ও পাথরে কাছে আল্লাহকে স্মরণ করবে। প্রত্যেক গুনাহর পর তওবা করবে। গোপন গুনাহর জন্য গোপনে তওবা, আর প্রকাশ্য গুনাহর জন্য প্রকাশ্যে তওবা।

১৬২৮- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَتَقِي اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ». رواه الترمذی، وقال : حديث حسن.

১৬২৮। হযরত আবু যর ও হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন : তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় কর। মন্দ কাজের অব্যবহিত পর ভালো কাজ কর। তাহলে ভালো কাজ মন্দ কাজকে নষ্ট করে দেবে। আর মানুষের সাথে ভালো কাজ মন্দ কাজকে নষ্ট করে দেবে। আর মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার কর। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : “তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় কর” অর্থাৎ তুমি জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিহার কর ও ভালো কাজ কর। পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন এক কথায় জীবনের যে কোন দিকে ও বিভাগে, এবং যে কোন পেশায় ও পদে থাকনা কেন, সর্বত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চল, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কর, অন্যায় ও অসত্যকে বর্জন ও প্রতিহত কর। অনুবাদক

১৬২৯ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ أَمْرَأَةٍ قَبْلَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَالَجْتُ أَمْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمْسَهَا، فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ، فَقَالَ عُمَرُ : لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ قَالَ : وَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَقَالَ الرَّجُلُ فَاَنْطَلَقَ، فَاتَّبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فِدْعَاهُ، فَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ: (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ؛ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ، ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا لَهُ خَاصَّةٌ؟ قَالَ: «بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

১৬২৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমু খেল। অতঃপর রাসূল (সা)-এর কাছ এলো। অন্য বর্ণনা অনুসারে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো : হে রাসূলুল্লাহ, আমি মদীনার শেষ প্রান্তে এক মহিলার চিকিৎসা করেছি এবং তার সাথে ব্যভিচারের চেয়ে ক্ষুদ্র কিছু অন্যায় কাজ করেছি। এখন আমি আপনার কাছে হাযির হয়েছি। আমার ব্যাপারে যা ফায়সালা করতে চান করুন। হযরত ওমর (রা) তাকে বললেন : আল্লাহ তো তোমাকে গোপনই রেখেছিলেন। তুমিও নিজেকে গোপন রাখলেই পারতে। রাসূল (সা) তার কথার কোন জবাব দিলেন না। অতঃপর লোকটা উঠে দাঁড়ালো ও চলে যেতে লাগলো। তখন রাসূল (সা) তার পিছু পিছু এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিয়ে ডেকে আনালেন। লোকটি এলে তাকে সূরা হুদের ১১৪ নং আয়াত পড়ে শোনালেন। আয়াতটা হচ্ছে : “দিনের দুই প্রান্ত ভাগে ও রাতের এক প্রহর শেষে নামায আদায় কর। ভালো কাজ মন্দ কাজকে বিলুপ্ত করে, স্বরণকারীদের জন্য এ হচ্ছে স্মারক।” উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে একজন বললো : হে আল্লাহর নবী, এ ব্যবস্থাটা কি শুধু এই ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট? রাসূল (সা) বললেন : না, সকল মানুষের জন্য। (মুসলিম)

১৬৩- وعن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها، ولم يترك منها شيئاً، وهو في ذلك لم يترك حاجه ولا داجة إلا أتاه، فهل لذلك من توبة؟ قال: «فهل أسلمت؟» قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله، وأنت رسول الله. قال: «تفعل الخيرات، وتترك السيئات، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن،

قَالَ : وَغَدَرَاتِي وَفَجْرَاتِي؟ قَالَ : «نَعَمْ» قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ، فَمَا زَالَ يَكْبُرُ حَتَّى تَوَارَى - رواه البزار، والطبرانی.

১৬৩০। হযরত আবু তাওয়ীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললেন : এক ব্যক্তি সব ধরনের গুনাহ করেছে, কোন গুনাহই বাদ রাখেনি, ছোট-বড় সব গুনাহই করেছে এমন ব্যক্তির কি তওবার সুযোগ আছে? রাসূল (সা) বললেন : তুমি মুসলমান না? সে বললো : আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূল (সা) বললেন : সবরকমের ভালো কাজ করবে এবং সবরকমের খারাপ কাজ বর্জন করবে। তাহলে তুমি যা কিছু করেছে, তার সবকিছুকে আল্লাহ ভালো কাজে রূপান্তরিত করবেন। সে বললো : আমার সমস্ত ওয়াদা খেলাপি এবং সমস্ত পাপাচার? তিনি বললেন : হ্যাঁ, সে বললো : আল্লাহ আকবর। তারপর আল্লাহ আকবর বলতে বলতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। (বায়যার ও তাবরানী)

الترغيب في الفراغ للعبادة

والإقبال على الله تعالى

والترهيب من الأهتمام بالدنيا، والانهماك عليها

আল্লাহর এবাদাতের পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ ও
দুনিয়ার মোহ ত্যাগের উপদেশ

١٦٣١- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَقُولُ رَبِّكُمْ : يَا ابْنَ آدَمَ، تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلاً قَلْبِكَ غِنَى، وَأَمْلاً يَدِكَ رِزْقًا. يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَبَاعِدْ مِنِّي أَمْلاً قَلْبِكَ فَقْرًا، وَأَمْلاً يَدِكَ شَفْلًا » رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

১৬৩১। হযরত মকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের প্রতিপালক বলেন : হে আদম সন্তান তুমি আমার এবাদতের জন্য

একাগ্রচিত্ত হও, তাহলে আমি তোমার মনকে অভাবহীনতার অনুভূতি দেব এবং তোমার হাতকে জীবিকায় পূর্ণ করে দেব। হে আদম সন্তান, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেও না। সরে গেলে আমি তোমার মনকে অভাব দিয়ে ও তোমার হাতকে কাজ দিয়ে ভরে দেব।। (হাকেম)

১৬৩২- وَرَوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَفَرَّغُوا مِنْ هَمِّ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ أَفْشَى اللهُ ضَيْعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ أَكْبَرَ هَمِّهِ جَمَعَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ أَمْوَرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَمَا أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ إِلَّا اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ تَفْدُ إِلَيْهِ بِالْوَدِّ وَالرَّحْمَةِ، وَكَانَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ بِكُلِّ خَيْرٍ أَسْرَعَ» رواه الطبرانی في الكبير والأوسط، والبيهقي في الزهد.

১৬৩২। হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : দুনিয়ার চিন্তা থেকে যতদূর পার মুক্ত হয়ে যাও। যে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বার্থকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহ তার অভাবকে আরো প্রকট করে দেবেন, তার দারিদ্রকে তার দু'চোখের মাঝখানে স্থাপন করবেন। আর যে ব্যক্তি আখিরাতের চিন্তা ও চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়, আল্লাহ তার সব কাজকে গুছিয়ে সুশৃংখল করে দেবেন, এবং তার মনকে তৃপ্তিতে ভরে দেবেন। কোন বান্দা যখনই আল্লাহর প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়, আল্লাহ মুমিনদের মনকে তার প্রতি মমত্ববোধ ও প্রীতির অনুভূতি নিয়ে আকৃষ্ট করে দেন এবং আল্লাহ যাবতীয় কল্যাণ নিয়ে তার দিকে দ্রুততম গতিতে আগুয়ান হন। (তাবরানী)

১৬৩৩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ،

وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدَّرَ لَهُ»، رواه الترمذى عن يزيد الزققاشى عنه، ويزيد قد وثق، ولا بأس به فى المتابعات.

১৬৩৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আখিরাত যার সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, আল্লাহ তার মনকে তৃপ্তি ও অভাবহীনতার অনুভূতি দিয়ে পূর্ণ করে দেন। তার সবকাজ তিনি গুছিয়ে দেন এবং দুনিয়া তার কাছে বিনীতভাবে আসে। আর যার মাঝখানে অভাব কে রেখে দেবেন, তার সমস্ত কাজ অগোছালো করে দেন, এবং দুনিয়ার সম্পদ থেকে তার ততটুকুই অর্জিত হয়, যা তার জন্য নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। (তিরমিযী)

١٦٣٤- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَعَلَ اللَّهُمَّ هَمًّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَغَبَتْهُ الْهُمُومُ لَمْ يَبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَةِ الدُّنْيَا هَلَكَ». رواه الحاكم، والبيهقى.

১৬৩৪। হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যার আখিরাতের চিন্তাই একমাত্র চিন্তা হয়, আল্লাহ নিজেই তার দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তায় ডুবে থাকে, সে দুনিয়ার কোন আন্তাকুড়ে পড়ে ধ্বংস হয়, আল্লাহ তার কোন ধার ধারেন না। (হাকেম, বায়হাকী)

الترغيب فى العمل الصالح عند فساد الزمان

অরাজকতা ও গোলযোগপূর্ণ সময়ে সৎকাজে উৎসাহ প্রদান

١٦٣٥- عن أبى أمية الشعبانى قال : سألت أبا ثعلبة الخشنى قال : قلت : يا أبا ثعلبة كيف تقول فى هذه الآية : (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) ؟ قال : أما والله لقد سألت عنها خيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «إِنَّتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْتَهُوْا عَنِ الْمَنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ

شَحَا مُطَاعًا، وَهُوَ مَتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْتَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ نَبِيٍّ
رَأَى بَرَأِيَهُ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَدَعَّ عَنْكَ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ
أَيَّامَ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ
فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ». رواه ابن

ماجه، والترمذی، وقال : حديث حسن غريب، وأبو داود.

১৬৩৫। হযরত আবু উমাইয়া আশ-শা'বানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবু ছা'লাবা আল-খাশানীকে জিজ্ঞেস করলাম : কুরআন শরীফের এই আয়াতটা সম্পর্কে আপনার মত কী? “হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে সামলাও। তোমরা যখন সৎপথে চলবে, তখন যারা বিপথে চলে, তারা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।” আবু ছা'লাবা বললেন : শোন, এ আয়াত সম্পর্কে আমি একজন সুদক্ষ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছি। আমি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন : তোমরা ভালো কাজ করতে থাক এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক। এ সব সত্ত্বেও যখন দেখবে, মানুষ দুনিয়ার মোহের আনুগত্য করে চলেছে, প্রবৃত্তির লালসার অনুকরণ করে চলেছে, দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মতামতেই সন্তুষ্ট থাকছে অন্যের মতামতের কোন মূল্য দিচ্ছে না তখন তুমি নিজেকে সামাল দিও এবং জনসাধারণ থেকে নিজেকে দূরে রেখ। কেননা এর অনতি দূরেই ধৈর্যের দিন পড়ে রয়েছে, যখন ধৈর্যধারণ করা জ্বলন্ত আগুন ধরে রাখার মত হবে। সে সময়ে যে ব্যক্তি সৎকাজের ওপর অবিচল থাকবে, সে অনুরূপ সৎকাজ সম্পাদনকারী পঞ্চাশজনের সমান সওয়াব পাবে। (ইবনে মাজা, তিরমিযী, আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসটিতে এমন এক পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে যখন সমাজে অধিকাংশ মানুষ নামে মুসলমান হয়েও কুরআন হাদীসের বিরুদ্ধে চলবে এবং তাদেরকে সৎ কাজ করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়ার মত পরিবেশও থাকবে না। এরূপ পরিবেশে প্রত্যেক মুসলমানকে নিজ নিজ আমল-আখলাকের হিফায়ত করতে বলা হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি যে কোন সময়ে যে কোন দেশে দেখা দিতে পারে। সাধারণত কোন যালেম শাসক ক্ষমতার মসনদে আসীন হবার কারণেই এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেমন এযীদের শাসনামলে হয়েছিল। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকদের অধিকাংশের শাসনামলেই হয়েছিল, কম্যুনিষ্ট শাসনাধীন মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোতে হয়েছিল, বর্তমানে তুরস্কে ও এরূপ পরিস্থিতি রয়েছে এবং কোন কোন স্বৈরাচারী মুসলিম দেশেও

রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী সংস্কারের কাজ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সৎকাজে উৎসাহ দান ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দানকে স্থগিত রাখা হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যাবতীয় ফরয ওয়াজিব আদায় করা ও হারাম থেকে বিরত থাকা যতদূর সম্ভব অব্যাহত রাখতে হবে। সাধারণত ব্যক্তিগত কাজে বাঁধা আসে না বলেই নিজেকে সামাল দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এটা যে একমাত্র চরম প্রতিকূল ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই প্রযোজ্য, সে কথা ভুলে যাওয়া চাই না। অনুবাদক

الترغيب في المداومة على العمل وإن قل

অল্প হলেও নিয়মিতভাবে সৎকাজ চালু রাখা উচিত

১৬৩৬- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصِيرٌ، وَكَانَ يَحْجَرُهُ بِاللَّيْلِ، فَيَصَلِّيُ عَلَيْهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتُوبُونَ إِلَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصَلُّونَ بِضَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمِلُّ حَتَّى تَمِلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَأَنْ قَلَّ ».

وفى رواية : وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ ».

وفى رواية قالت : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِئَلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ : « أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ ».

وفى رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « سَلِّحُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ،

وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. رواه البخارى، ومسلم.

১৬৩৬। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রাসূল (সা)-এর একটা চাটাই ছিল, যা রাত্রিকালে তাঁর নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট থাকতো; আর দিনে সেটা বিছিয়ে তিনি তার ওপর বসতেন। লোকেরা রাসূল (সা)-এর কাছে সমবেত হতে লাগলো ও তাঁর নামাযে शामिल হতে লাগলো। এভাবে বিপুল সংখ্যক লোক সমবেত হতে থাকলো। একদিন রাসূল (সা) তাদের দিকে মুখ করে বললেন : হে জনতা, তোমরা যে কাজ করতে সমর্থ, সে কাজই বেছে নাও। তোমরা যতক্ষণ ক্লান্ত না হও, ততক্ষণ আল্লাহ বিরক্ত হন না। (অর্থাৎ তোমরা যতক্ষণ সৎকাজে ক্লান্ত না হও ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদের সৎকাজ গ্রহণে বিরক্ত হন না। তাই যে কাজ স্থায়ীভাবে করতে পার এবং ক্লান্ত না হও, সেই কাজই বেছে নাও। ক্লান্তির কারণে অনিয়মিতভাবে করলে আল্লাহ তা গ্রহণেও বিরক্ত হতে পারেন। আল্লাহর কাছে সেই কাজই অধিক প্রিয়, যা স্থায়ীভাবে করা হয়, তা যতই কম হোক না কেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : মুহাম্মাদ (সা)-এর অনুসারীরা যখন কোন কাজ করতেন, তখন তার ওপর অবিচল থাকতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

الترغيب فى الفقر، وقلة ذات اليد

দরিদ্র ও দুস্থ মানুষকে ভালোবাসার ফযীলত

١٦٣٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الدُّنْيَا وَهُوَ يَحِبُّهُ، كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

১৬৩৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে ভালোবাসা সত্ত্বেও তাকে দুনিয়া থেকে রক্ষা করেন, যেমন তোমরা তোমাদের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে খাদ্য ও পানীয় থেকে রক্ষা করে থাক। (হাকেম)

١٦٣٨- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُطْلِعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا

الْفُقَرَاءِ، وَاطَّلَعَتْ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» رواه البخارى، ومسلم، ورواه أحمد بأسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو إلا أنه قال فيه : « وَاطَّلَعَتْ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْأَغْنِيَاءَ وَالنِّسَاءَ ».

১৬৩৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমি জান্নাতের দিকে তাকলাম, দেখলাম দরিদ্র লোকেরা তার অধিকাংশ অধিবাসী। আবার আমি দোযখের দিকে তাকলাম, দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসী নারী। (বুখারী ও মুসলিম ও আহমাদ) তবে আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে : আমি দোযখের দিকে তাকলাম দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসী ধনী ও নারী।

١٦٣٩- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنْ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ قَالَ : أَيُّ رَبِّ عَبْدِكَ الْمُؤْمِنِ تَقْتَرُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ : فَيَفْتَحُ لَهُ بَابَ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، قَالَ لَهُ : يَا مُوسَى هَذَا مَا أَعَدَدْتُ لَهُ، فَقَالَ مُوسَى : أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَوْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ يَسْحَبُ عَلَيَّ وَجْهَهُ مِنْذُ [يَوْمٍ] خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَكَانَ هَذَا مَصِيرَهُ لَمْ يَرْبُؤْ سَاقَطًا، قَالَ : ثُمَّ قَالَ مُوسَى : أَيُّ رَبِّ عَبْدِكَ الْكَافِرِ تَوَسَّعَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ فَيَفْتَحُ لَهُ بَابَ مِنَ النَّارِ، فَيَقَالُ لَهُ : يَا مُوسَى! هَذَا مَا أَعَدَدْتُ لَهُ، فَقَالَ مُوسَى : أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَوْ كَانَ لَهُ الدُّنْيَا مِنْذُ يَوْمِ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَذَا مَصِيرَهُ كَأَنَّ لَمْ يَرِ خَيْرًا قَطُّ » رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن دراج.

১৬৩৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : হযরত মূসা (আ) বলেছিলেন : হে আমার প্রভু, আপনি আপনার মুমিন বান্দার ওপর দুনিয়ায় কার্পণ্য করেন কেন? এরপর তাঁর সামনে বেহেশতের একটা দরজা খুলে দেয়া হয় এবং তিনি বেহেশতের দিকে তাকান। আল্লাহ বলেন : হে মূসা, আমি মুমিন বান্দার জন্য এসব জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি। মূসা (আ) বললেন : হে আমার প্রভু, আপনার মর্যাদা ও মহত্বের শপথ, কোন মুমিন বান্দাকে যদি দু'হাত দুপা কেটে তার সৃষ্টি দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মাথা নীচের দিকে রেখে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তারপর এরূপ জান্নাত যদি হয় তার শেষ পরিণতি, তাহলে সে এত আনন্দিত হবে যেন কোন দিন সে কোন দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেনি। এরপর মূসা (আ) বললেন : হে প্রভু, তোমার কাফির বান্দাকে তো তুমি পৃথিবীতে বিপুল ধনসম্পত্তি দিয়ে রেখেছ। ব্যাপারটা কী? এর জবাবে আল্লাহ তাঁর সামনে দোষখের একটা দরজা খুলে দেবেন। তারপর তাকে বলা হবে হে মূসা, কাফিরের জন্য আমি এই জিনিসগুলো প্রস্তুত করে রেখেছি। মূসা (আ) বললেন : হে আমার প্রভু, তোমার মর্যাদা ও মহত্বের শপথ, তোমার কাফির বান্দাকে যেদিন তুমি সৃষ্টি করেছ, সেদিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যদি সে সমগ্র দুনিয়াকে ভোগ দখল করার সুযোগ পায়, এবং তার পরিণতি এরূপ হয়, তাহলে সে এমন হবে যেন সে কোন দিন কোন সুখ-শান্তি দেখেনি। (আহমদ)

১৬৪. وَعَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « هَلْ تَدْرُونَ أَوْلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ تَسَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ، وَتَتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارَهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قِضَاءً، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَائِكَتِهِ: ائْتُوهُمْ فَحْيُوهُمْ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا نَحْنُ سَكَانُ سَمَاوِكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفْتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ هَؤُلَاءَ فَنَسِلِمَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي، وَلَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وَتَسُدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ، وَتَتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارَهُ، وَيَمُوتُ

أَحَدَهُمْ وَحَاجَّتَهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً. قَالَ :
فَتَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَيَدْخُلُوهُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَقِبَى الدَّارِ» رواه أحمد، والبخار،
ورولتهما ثقات، وابن حبان في صحيحه.

১৬৪০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা কি জান, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কে সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবে? লোকেরা বললো : আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) ভালো জানেন। তিনি বললেন : সেই সব দরিদ্র মোহাজের যাদের দ্বারা সমস্ত শূন্যতা পূরণ করা হয়, যাদের সাহায্যে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, এবং যারা তাদের সকল প্রয়োজন অপূর্ণ থাকা অবস্থায় মারা যায়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন : তোমরা এদের কাছে এসো এবং এদেরকে অভিনন্দন জানাও। ফেরেশতারা বলেন : হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার আকাশের অধিবাসী, এবং তোমার বাছাইকৃত সৃষ্টি, তথাপি তুমি আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছ যেন ওদের কাছে যাই অভিনন্দন জানাই? আল্লাহ বলেন : তারা এমন বান্দা ছিল, যারা আমার এবাদাত করতো, এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করতো না। তাদেরকে দিয়ে সকল শূন্যতা পূরণ করা হতো, তাদেরকে দিয়ে সকল দুর্যোগ প্রতিরোধ করা হতো, এবং তারা তাদের কোন বাসনা পূরণ করতে না পেরে অন্তরের ভেতরে পুষে রেখেই মারা গেছে : তখন ফেরেশতারা তাদের কাছে আসে আর বলে : “তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছো, তার জন্য তোমাদের ওপর সালাম। তোমাদের পরকালীন প্রতিদান কতই না সুন্দর!” (সূরা রাদ, আয়াত -২৪, আহমাদ, বাযযার ইবনে হাব্বান)

١٦٤١- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ حَوْضِي مَا بَيْنَ عَدْنَ إِلَى عَمَانَ أَكْوَابَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ التَّلْجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ وَرُودًا عَلَيْهِ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ » قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ صَفَّهْمُ لَنَا، قَالَ : « شَعَثُ الرَّءُوسِ، دَنَسُ الثِّيَابِ، وَالَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِمَاتِ، وَلَا تَفْتَحُ لَهُمُ السُّدُودُ،

وَالَّذِينَ يَعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ، وَلَا يَعْطُونَ مَا لَهُمْ» رواه الطبرانى،
ورواته رواية الصحيح، وهو فى الترمذى وابن ماجه بنحوه.

১৬৪১। হযরত ছাত্তবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমার হাউয (কাউছার) এডেন থেকে আন্মান পর্যন্ত (অর্থাৎ আয়াতনে এই এলাকার সমান) এর পেয়ালাগুলোর সংখ্যা নক্ষত্র পুঞ্জের সংখ্যার সমান। এর পানি বরফের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। এর পানি যারা পান করবে তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজিরদের সংখ্যাই বেশী। আমরা বললাম, হে রাসূল, তারা কেমন, বর্ণনা করুন। রাসূল (সা) বললেন : যাদের মাথার চুল এলোমেলো, পোশাক মলীন, যারা ধনী মেয়েদেরকে বিয়ে করে না। যাদের জন্য দরজা খোলা হয় না (অর্থাৎ যারা সম্মানজনক অতিথ্য পায় না) যারা তাদের কাছে প্রাপ্য সব কিছু পরিশোধ করে কিন্তু তাদের প্রাপ্য অন্যরা পরিশোধ করে না। (তাবরানী, তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

١٦٤٢- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «يَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ : أَيْنَ فُقَرَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالَ : فَيُقَالُ لَهُمْ : مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا ابْتَلَيْنَا فَصَبَرْنَا، وَوَلَّيْتَ الْأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرِنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا : صَدَقْتُمْ، قَالَ : فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحَسَابِ عَلَى ذَوَى الْأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ، قَالُوا : فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : يَوْضَعُ لَهُمْ كِرَاسِيٌّ مِنْ نُورٍ، وَيُظَلَّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ، يَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ» رواه الطبرانى،
وابن حبان فى صحيحه.

১৬৪২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন সকল মানুষ সমবেত হবে। তখন বলা হবে : এই উম্মাতের দরিদ্র লোকেরা কোথায়? (তারা নিজেদের পরিচয় তুলে ধরবে।) তখন বলা হবে : তোমরা

কী করেছো? তারা বলবে : হে আমাদের প্রভু, আমরা বহু দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেছি তবে ধৈর্যধারণ করেছি। আর আপনি আমাদের প্রতিপক্ষীদেরকে ধনসম্পত্তি ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি দান করেছেন। আল্লাহ বলবেন : তোমরা ঠিকই বলেছ। এরপর তারা অন্য সকল মানুষের আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর কঠিন হিসাব-নিকাশের পালা নির্ধারিত থাকবে সম্পদশালী ও ক্ষমতাসালীদের জন্য। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : সেদিন মুমিনরা কোথায় অবস্থান করবে? রাসূল (সা) বললেন : তাদের জন্য জ্যোতিময় চেয়ার স্থাপন করা হবে, তাদের ওপর মেঘমালা ছায়া বিস্তার করবে এবং সেই দিনটা (বিচারের দিন) মুমিনদের কাছে দিনের এক ঘণ্টার চেয়েও ক্ষুদ্রতর মনে হবে। (তাবরানী, ইবনে হাব্বান)

١٦٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ أَجْمَعٍ
 مَا كَانُوا، فَقَالَ : «إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ مَنَازِلَكُمْ فِي الْجَنَّةِ،
 وَقَرَّبَ مَنَازِلَكُمْ» ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَقْبَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ : «يَا أَبَا بَكْرٍ، أَنِّي لَا
 عُرْفَ رَجُلًا أَعْرِفُ اسْمَهُ، وَاسْمَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، لَا يَأْتِي بَابًا مِنْ
 أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا قَالُوا : مَرْحَبًا مَرْحَبًا» فَقَالَ سَلْمَانَ : إِنَّ
 هَذَا الْمَرْتَفِعَ شَأْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «فَهُوَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ
 أَبِي قَحَافَةَ» ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : «يَا
 عُمَرُ لَقَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا مِنْ دَرَّةٍ بَيْضَاءَ، لَوْ لَوْهٌ
 أَبْيَضٌ، مَشِيدٌ بِالْيَاقُوتِ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ : لِفَتَى مِنْ
 قُرَيْشٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ لِي، فَذَهَبْتُ لِأَدْخُلَهُ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، هَذَا
 لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَا مَنَعَنِي مِنْ دُخُولِهِ إِلَّا غَيْرَتِكَ يَا أَبَا
 حَفْصٍ» فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ : يَا أَبِي وَأُمِّي! عَلَيْكَ أَغَارٌ يَا رَسُولَ

اللَّهُ؟ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «يَا
 عَثْمَانُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقًا فِي الْجَنَّةِ، وَأَنْتَ رَفِيقِي فِي
 الْجَنَّةِ» ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، أَوْ
 مَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ مَقَابِلَ مَنْزِلِي» ثُمَّ أَقْبَلَ
 عَلَى طَلْحَةَ وَالزَّبِيرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: «يَا طَلْحَةُ وَيَا
 زَبِيرُ: أَنْ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٍّ، وَأَنْتُمَا حَوَارِيٌّ» ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ بَطَأَ بِكَ
 عَنَّا مَنْ بَيْنَ أَصْحَابِي حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ هَلَكْتَ، وَعَرَقْتَ
 عِرْقًا شَدِيدًا، فَقُلْتَ: مَا بَطَأَ بِكَ؟ فَقُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ
 كَثْرَةِ مَا لِي مَا زِلْتُ مَوْقُوفًا مُحَاسِبًا أَسْأَلُ عَنْ مَا لِي: مَنْ
 أَيْنَ اكْتَسَبْتَهُ، وَفِيمَا أَنْفَقْتَهُ» فَبَكَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: يَا
 رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ مِائَةٌ رَاحِلَةٌ جَاءَتْ نِيَّ اللَّيْلَةَ مِنْ تِجَارَةِ مِصْرَ،
 فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّهَا عَلَى فَقْرَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَيْتَامِهِمْ، لَعَلَّ
 اللَّهُ يَخْفِفَ عَنِّي ذَلِكَ الْيَوْمَ، رَوَاهُ الْبِزَارُ، وَاللَّفْظُ لَهُ،
 وَالطَّبْرَانِيُّ، وَرَوَاتِهِ ثَقَاتٌ، إِلَّا عَمَارُ بْنُ سَيْفٍ، وَقَدْ وَثِقَ.

قال الحافظ: وقد ورد من غير ما وجه، ومن حديث جماعة
 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ عَبْدَ
 الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبُوبًا الْكَثْرَةَ
 مَالِهِ» وَلَا يَسْلَمُ أَجُودَهَا مِنْ مَقَالٍ، وَلَا يَبْلُغُ مِنْهَا شَيْئًا

بِأَنْفَرَادِهِ دَرَجَةَ الْحُسْنِ، وَلَقَدْ كَانَ مَالَهُ بِالصَّفَةِ الَّتِي ذَكَرَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ
لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ» فَأَنَّى تَنْقُصُ دَرَجَتَهُ فِي الْآخِرَةِ، أَوْ يَقْصُرُ بِهِ
دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَغْنِيَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ هَذَا فِي حَقِّ
غَيْرِهِ، إِنَّمَا صَحَّ سَبْقُ فُقَرَاءِ هَذَا الْأُمَّةِ هُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

১৬৪৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) বলেন : একবার রাসূল (সা) বহু সংখ্যক সাহাবীর সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি বললেন : আমি আজ রাতে স্বপ্নযোগে তোমাদের অবস্থান এবং তোমাদের অবস্থানের নৈকটা দেখতে পেয়েছি। (অর্থাৎ বেহেশতে কে কোথায় ও কার কাছাকাছি থাকবে তা দেখেছি।) এরপর রাসূল (সা) হযরত আবু বকরের (রা) সামনে এগিয়ে গেলেন। তারপর বললেন : হে আবু বকর, আমি এক ব্যক্তিকে চিনি, তার নাম এবং তার মা-বাবার নামও জানি। বেহেশতের যে দরজার কাছেই সে যাবে, তাকে মারহাবা, মারহাবা (স্বাগতম, স্বাগতম) বলে অভ্যর্থনা জানানো হবে। হযরত সালমান বললেন : হে রাসূলুল্লাহ, এই লোকটি তো খুবই উচ্চ মর্যাদার সম্পন্ন! রাসূল (সা) বললেন : এই লোকটি হচ্ছে আবু বকর বিন আবু কুহাফ (রা)। এরপর তিনি হযরত ওমরের কাছে গেলেন এবং বললেন : হে ওমর বেহেশতে সাঁদা মনি ও মুজা দ্বারা নির্মিত একটা প্রসাদ রয়েছে, যাকে ইয়াকুত দিয়ে শক্তিশালী করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা করার জন্য? আমাকে বলা হলো : ওটা জনৈক কুরায়শী যুবকের জন্য। আমি ভাবলাম ওটা হয়তো আমারই জন্য। তাই আমি তার ভেতরে প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে গেলাম। তখন আমাকে বলা হলো : হে মুহাম্মাদ ! এটা উমার ইবনুল খাত্তাবের জন্য। হে আবু হাফস, হযরত ওমরের ডাক নাম) তুমি ঈর্ষান্বিত হবে শুধু এই কথা ভেবেই আমি ঐ প্রাসাদের ঢুকিনি। হযরত ওমর (রা) এ কথা শুনে কেঁদে দিলেন। তিনি বললেন : হে রাসূল আপনার ওপর আমার মা-বাবা উৎসর্গ হউক। আপনাকেও কি আমি ঈর্ষা করতে পারি? এরপর তিনি হযরত উসমানের (রা) দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর বললেন : হে উসমান, বেহেশতে প্রত্যেক নবীর একজন সহচর থাকে। তুমি বেহেশতে আমার সহচর। এরপর হযরত আলীর হাত ধরে বললেন : হে আলী, বেহেশতে তোমার বাড়ীটা আমার বাড়ীর সামনে হলে কি তুমি খুশী হবে না? এরপর হযরত তালহা ও যুবায়েরের (রা) কাছে গিয়ে বললেন : হে তালহা ও হে যুবায়ের, প্রত্যেক নবীর কিছু নিবেদিত প্রাণ সহযোগী থাকে। তোমরা দু'জন আমার নিবেদিত

প্রাণ সহযোগী। তারপর হযরত আবদুর রহমান বিন আউফের কাছে গিয়ে বললেন : আমার সাহাবীদের মধ্যে থেকে তোমাকে এত বিলম্বে বেহেশতে প্রবেশ করতে দেখলাম যে, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তোমার বৃদ্ধি সর্বনাশ হয়ে গেল। ভয়ে আমি ভীষণভাবে ঘর্মান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম : তোমাদের দেবী হলো কেন? তুমি বললে : হে রাসূলুল্লাহ আমার অধিক ধন-সম্পদের কারণে আমার হিসাব নেয়ার জন্য থামিয়ে রাখা হয়েছি। আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমি কোথায় থেকে সম্পদ উপার্জন করেছি এবং কোথায় তা ব্যয় করেছি। এ কথা শুনে আবদুর রহমান কেঁদে দিলেন। তিনি বললেন : হে রাসূলুল্লাহ এই যে একশো উটের কাফিলা আজ রাতে আমার কাছে মিশর থেকে এসেছে। আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি, এগুলো সব মদীনার দরিদ্র ও এতীমদের উদ্দেশ্যে দান করলাম। হয়তো আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমার বোঝা হালকা করে দেবেন। (বায়যার, তাবরানী)

উল্লেখ্য যে, একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত এক হাদীসের রাসূল (সা) বলেছেন : আবদুর রহমান ইবনে আওফ তার সম্পদের আধিক্যের কারণে হামাগুড়ি দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে। ওদিকে তার সম্পদের প্রশংসায় রাসূল (সা) বলেছেন : সখলোকটির চমৎকার হালাল সম্পদ। সুতরাং আলোচ্য ১৬৪৩ নং হাদীস থেকে এ কথা বুঝা ঠিক হবে না যে, আখিরাতে হযরত আবদুর রহমান বিন আওফের মর্যাদা কোন অংশে খাটো হবে। কেবল সাধারণভাবে এ কথাই সঠিক যে, এই উম্মাতের ধনিকদের আগে দরিদ্ররা বেহেশতে যাবে। গ্রন্থকার (সংক্ষিপ্ত)

১৬৪৪- وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَأَحْشِرْنِي فِي زَمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيائِهِمْ بَارْبَعِينَ خَرِيفًا، يَا عَائِشَةُ لَا تَرِدِي مِسْكِينًا، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، يَا عَائِشَةُ أَحْبَبِي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْرَبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الترمذی، وقال : حديث غريب.

১৬৪৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : হে আল্লাহ, আমাকে দরিদ্র অবস্থায় বাচিয়ে রাখ, দরিদ্রাবস্থায় মৃত্যু দিও, এবং কিয়ামতের দিন

আমাকে দরিদ্রদের সাথে সমবেত কর। হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূলুল্লাহ, এরূপ দোয়া কেন করছেন? রাসূল (সা) বললেন : ওরা ধনীদের চেয়ে চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা কোন মিসকীনকে ফিরিয়ে দিও না, একটা খোরমার একাংশ হলেও তাকে দিও। হে আয়েশা, দরিদ্র লোকদেরকে ভালোবাস এবং তাদেরকে নিজের ঘনিষ্ঠ করে নিও। তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে ঘনিষ্ঠ করে নেবেন। (রিমিযী)

১৬৬৫- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا، وَتَوَفَّنِي مَسْكِينًا، وَأَحْشِرْنِي فِي زَمْرَةِ الْمَسَاكِينِ، وَإِنْ أَشْقَى الْأَشْقِيَاءِ مَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقَرَّ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ» رواه ابن ماجه إلى قوله : المساكين، والحاكم بتمامه.

১৬৪৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : হে আল্লাহ আমাকে দরিদ্রাবস্থায় বাচিয়ে রাখ, দরিদ্রবস্থায় মৃত্যু দিও, এবং দরিদ্রদের সাথে সমবেত কর। সবচেয়ে হতভাগ্য হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে দুনিয়ায় দরিদ্র আখিরাতে আযাব ভোগ করে। (ইবনে মাজা ও হাকেম)

১৬৬৬- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ عِبَادِ اللَّهِ؟ الْفَطْرُ الْمُسْتَكْبِرُ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ؟ الضَّعِيفُ الْمُسْتَضْعَفُ نَوَ الطَّمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرِهِ»

رواه أحمد، ورواه رواية الصحيح، إلا محمد بن جابر.

১৬৪৬। হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে একটা জানাযায় ছিলাম। তিনি বলেছেন : আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম কে, বলবো? সে হচ্ছে নির্দয় ও অহংকারী। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম বলবো? সে হচ্ছে, দুর্বল, বধিগত, দুটো পুরানো কাপড় পরিহিত এমন উপেক্ষিত ব্যক্তি, যে আল্লাহর নামে কসম খেলো তা অবশ্যই পূরণ করে। (আহমাদ)

১৬৪৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « اِبْغُونِي فِي ضَعْفَائِكُمْ، فَإِنَّمَا تَرْزُقُونَ وَتَنْصَرُونَ بِضَعْفَائِكُمْ » رواه أبو داود، والترمذی، والنسائی.

১৬৪৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমাকে তুমি তোমাদের দুর্বল লোকদের ভেতরে খুঁজে নিও। কেননা তোমরা তোমাদের দুর্বল লোকদের ওছিলাতেই জীবিকা ও সাহায্য পেয়ে থাক। (আবুদ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

১৬৪৮- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ : « الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةَ الْمَالِ أَقْلٌ لِلْحِسَابِ ». رواه أحمد.

১৬৪৮। হযরত মাহমুদ বিন লাবীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আদম সন্তান দুটো জিনিসকে অপছন্দ করেঃ মৃত্যু ও সম্পদের স্বল্পতা। অথচ মৃত্যু ঈমানের পরীক্ষার চেয়ে ভালো। আর সম্পদের স্বল্পতা হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত হালকা। (আহমাদ)

১৬৪৯- وَرَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَلَّ مَالُهُ، وَكَثُرَتْ عِيَالُهُ، وَحَسُنَتْ صَلَاتُهُ، وَلَمْ يَغْتَبِ الْمَسْلُومِينَ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مَعِي كَهَاتَيْنِ » رواه أبو يعلى، والأصبهاني.

১৬৪৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যার সম্পদ কম, সন্তান বেশী, সুষ্ঠুভাবে নামায পড়ে, এবং কোন মুসলমানের গীবত করে না, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে দু'আঙ্গুলেওমত মিলিত থাকবে। (আবু ইয়ালা, ইসবাহানী)

১৬৫- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَبِيهِ أَنَّ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ مُعَاذًا عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي، فَقَالَ : مَا يَبْكِيكَ؟ قَالَ : حَدِيثٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْيَسِيرُ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَمَنْ عَادَى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ [فَقَدْ] بَارَزَ اللَّهَ بِالْمَحَارَبَةِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ، الْأَخْفِيَاءَ، الَّذِينَ إِنْ غَابُوا لَمْ يَفْتَقِدُوا، وَإِنْ حَضَرَ وَالْم يَعْرِفُوا قُلُوبَهُمْ مَصَابِيحَ الدُّجَى، يَخْرَجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءٍ مُظْلَمَةٍ رواه ابن ماجه، والحاكم واللفظ له، وقال : صحيح، ولا علة له.

১৬৫০। হযরত যায়িদ বিন আসলাম (রা) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন হযরত ওমর (রা) একদিন মসজিদে বেরিয়ে গেলেন। সেখানে রাসূল (সা)-এর কবরের কাছে হযরত মুয়াযকে ক্রন্দনরত দেখলেন। হযরত ওমর (রা) বললেন : তুমি কাঁদছ কেন? মুয়ায বললেন : রাসূল (সা)-এর একটা হাদীস মনে পড়ার কারণে। তিনি বলেছেন : সামান্যতম রিয়াও শিরকের পর্যায়ভুক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওলীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে, সে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আল্লাহ তায়ালা সেইসব সৎকর্মশীল পরহেজগার লোকদেরকে ভালোবাসেন, যারা লোক চক্ষুর আড়ালে থাকে, তারা অনুপস্থিত থাকলে তাদেরকে খোঁজা হয় না, উপস্থিত থাকলেও অপরিচিতই থাকে, তাদের হৃদয় অন্ধকার ঘুচানো প্রদ্বীপ, তারা প্রত্যেক অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়। (ইবনে মাজা, হাকেম)

ব্যাখ্যা : ওলী শব্দের অর্থ বন্ধু। আল্লাহর ওলীর সংজ্ঞা কুরআনে দেয়া হয়েছে তবে : “যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই তার ওলী বা বন্ধু।” (সূরা আনফাল) আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, চিন্তাও নেই, যারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহকে ভয় করে চলে। (সূরা ইউনুস) রাসূল (সা) আল্লাহর ওলীদের কিছু গুণাবলী এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন। যেমন : তারা অনুপস্থিত থাকলে লোকেরা তাদের কথা জিজ্ঞেস করে না। কেননা তারা মানুষের সাথে বেশী মেলামেশা করে না, তাদের সভা সমিতিতে যায় না, তারা নিজেদের সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তায় বিভোর থাকে। তবে তারা সমাজের

প্রদ্বীপ স্বরূপ। নিজের চারিত্রিক মহত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তারা সমাজ থেকে গোমরাহী অনাচার দূর করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন, যদিও খ্যাতি অর্জনের মোহ তাদের থাকে না এবং সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাছে তারা অজানাই থেকে যান। এ ছাড়া আল্লাহর ওলীদের সম্পর্কে অন্য যেসব ধারণা প্রচলিত আছে, যেমন তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, যথা তারা রোগ সেরে দিতে পারেন, অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন, অদৃশ্যের খবরাদি বলতে পারেন, ভবিষ্যত বাণী করতে পারেন, তাদের নামায রোযার দরকার হয় না ইত্যাদির কোন ভিত্তি নেই। আর কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহর ওলী বলে ঘোষণা বা দাবী করাও অযৌক্তিক। কেননা খোদাভীতির যে মান অর্জিত হলে আল্লাহর ওলী হওয়া যায়, তা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অর্জন করেছে কি-না সেটা কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন। কোন মানুষের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। অনুবাদক

الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل

‘যুহুদ’ তথা দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হওয়া

ও অল্প সম্পদে তুষ্ট হওয়ার ফযীলত

১৬৫১- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتَهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ : «أَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، وَأَزْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ» رواه ابن ماجه .

১৬৫১। হযরত সাহল বিন সা'দ আস-সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো : হে রাসূলুল্লাহ, আমাকে এমন একটা কাজের সন্ধান দিন, যা করলে আমাকে আল্লাহও ভালোবাসবেন, জনগণও ভালোবাসবে? রাসূল (সা) বললেন : দুনিয়ার সহায়-সম্পদের মোহ ত্যাগ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর জনগণের কাছে যে সহায়-সম্পদ রয়েছে, তার জন্য লালায়িত হয়ো না, তাহলে জনগণ তোমাকে ভালোবাসবে। (ইবনে মাজা)

১৬৫২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الزَّهْدُ فِي الدُّنْيَا يَرْيحُ الْقَلْبَ وَالْجَسَدَ » رواه الطبراني، وإسناده مقارب.

১৬৫২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : পৃথিবীতে 'যুহদ' অবলম্বন করা (অর্থাৎ পৃথিবীর ধন-সম্পদের প্রতি আসক্তি ও লোভ পরিহার করা) মন ও দেহ উভয়কেই শান্তি দেয়। (তাবরানী)

১৬৫৩- وَعَنْ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَزْهَدُ النَّاسِ؟ قَالَ : « مَنْ لَمْ يَنْسَ الْقَبْرَ وَالْبَلَى، وَتَرَكَ فَضْلَ زِينَةِ الدُّنْيَا، وَآثَرَ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، وَلَمْ يَعُدَّ غَدًا فِي أَيَّامِهِ، وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْتَى » رواه ابن أبي الدنيا مرسلًا، وستأتي له نظائر في ذكر الموت إن شاء الله تعالى.

১৬৫৩। হযরত যাহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে রাসূলুল্লাহ, সবচেয়ে বড় 'যাহদ' কে? রাসূল (সা) বললেন : যে ব্যক্তি কবর ও মৃত্যুর কথা ভুলে না, দুনিয়ার বাড়তি সাজসজ্জা ও বিলাসিতা পরিহার করে, চিরস্থায়ী জীবনকে ক্ষণস্থায়ী জীবনের ওপর অগ্রাধিকার দেয়, আগামী কালকে নিজের আয়ুষ্কালের মধ্যে গণ্য করে না এবং নিজেকে মৃত গণ্য করে, সেই সবচেয়ে বড় যাহদ। (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি সর্বাধিক বিরাগী ও নিরাসক্ত।) (ইবনু আবিদ দুনিয়া)

১৬৫৪- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ نَاجَى مُوسَى بِمِائَةِ أَلْفٍ وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ كَلِمَةٍ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَلَمَّا سَمِعَ مُوسَى كَلَامَ الْأَدَمِيِّينَ مَقْتَهُمْ لِمَا وَقَعَ فِي مَسَامِعِهِ مِنْ

كَلَامَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ فِيمَا نَجَاهُ رَبَّهُ أَنْ قَالَ : يَا مُوسَى إِنَّهُ لَمْ يَتَّصِعْ لِي الْمَتَّصِعُونَ بِمِثْلِ الزَّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَلَمْ يَتَّقِرْبْ إِلَى الْمُتَّقِرِبُونَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ عَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَّعَبِدْ إِلَى الْمُتَّعَبِدُونَ بِمِثْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَتِي، قَالَ مُوسَى : يَا رَبَّ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، وَيَا مَالِكَ يَوْمَ الدِّينِ، وَيَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ، مَاذَا أَعَدَدْتَ لَهُمْ، وَمَاذَا جَزَيْتَهُمْ؟ قَالَ : أَمَّا الزَّهَادُ فِي الدُّنْيَا فَإِنِّي أَبْحَثُهُمْ جَنَّتِي يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ شَاءُوا، وَأَمَّا الْوَرَعُونَ عَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَبْقَ عَبْدٌ إِلَّا نَاقَشْتَهُ وَفَتَشْتَهُ، إِلَّا الْوَرَعُونَ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ وَأَجْلُهُمْ وَأَكْرَمُهُمْ، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَأَمَّا الْبُكَاءُونَ مِنْ خَشْيَتِي فَأَوْلئِكَ لَهُمُ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى لَا يَشَارِكُونَ فِيهِ» رواه الطبراني، والأصبهاني.

১৬৫৪। হযরত ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসার সাথে তিন দিনে এক লক্ষ্য চল্লিশ হাজার শব্দ দিয়ে কথা বলেছেন। পরে যখন মূসা মানুষের কথা শুনলেন, তখন তিনি বিরক্ত হলেন। কেননা ইতিপূর্বে তিনি মহান আল্লাহর কথা শুনেছেন। মূসার সাথে তার প্রতিপালক যে কথাগুলো বলেছিলেন, তার মধ্যে ছিল : পৃথিবীর প্রতি নিরাসক্তি প্রদর্শনের মত আচরণ আমার সাথে আর কোন আচরণকারী করেনি, আমার নিষিদ্ধকৃত জিনিসগুলো পরিহার করার মধ্য দিয়ে আমার যতখানি নৈকট্য অর্জন করা যায়, ততখানি নৈকট্য আর কেউ অর্জন করেনি এবং আমার ভয়ে কাঁদার মাধ্যমে আমার যেকোন প্রবাদত করা হয়, আমার সেরূপ প্রবাদত আর কেউ করেনি। মূসা (আ) বললেন : হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক, হে বিচার দিবসের মালিক, হে মহিমাময় ও মর্যাদাবান প্রভু, আপনি তাদের জন্য কী প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং তাদেরকে কী প্রতিদান দিয়েছেন? আল্লাহ বলেন : যারা দুনিয়ায় মুহদ অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য আমি বেহেশতে

তারা যেখানে বসবাস করতে চায়, সেখানেই বসবাস করার অনুমতি দিয়েছি। যারা আমার নিষিদ্ধ জিনিসগুলো থেকে বিরত থেকেছে, কিয়ামতের দিন আমি প্রত্যেক বান্দার সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ নিলেও নিষিদ্ধ জিনিসগুলো বর্জনকারীদের হিসেব নিতে আমি লজ্জা পাই, তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দেই এবং তাদেরকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করাই। আর যারা আমার ভয়ে কাঁপা কাঁপা করে, তাদের জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ বন্ধু। এ ব্যাপারে কেউ তাদের শরীক নয়। (অর্থাৎ আল্লাহ স্বয়ং তাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুতে পরিণত হন এবং তারা ছাড়া আর কোন সাধারণ মানুষ এই মর্যাদা লাভ করে না। (তাবরানী, ইসবাহানী)

১৬০৬- وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ
يُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا فَادْنُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةَ » رواه أبو يعلى .

১৬০৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন :
দুনিয়ার প্রতি 'যুহদ' (নিরাসক্ত থাকা) এর নীতি অবলম্বন করেছে, এমন কোন
ব্যক্তিকে দেখলে তার নিকটে যাও। কেননা তাকে হিকমত (নিশ্চয় তত্ত্ব) শিক্ষা দেয়া
হয়। (আবু ইয়লা) অর্থাৎ তাকে এমন সব জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা
দেয়া হয়, যা সাধারণ দুনিয়াদার মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয় না।

১৬০৬- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَا أَهْلَمَهُ
إِلَّا رَفَعَهُ - قَالَ : « صَلَاحٌ أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزَّهَادَةِ وَالْبِقِينِ ،
وَهَلَاكٌ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ » رواه الطبراني، وإسناده
محمتم للتحسين، ومتمنه غريب.

১৬০৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন : এই উম্মাতের শুরুতে উন্নয়ন ও
সমৃদ্ধি ঘটেছিল দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকা ও দৃঢ় ঈমানী শক্তিতে
বলীয়ান থাকার কারণে। আর এ উম্মাতের শেষভাগে পতন দেখা দেবে কৃপণতা ও
দুনিয়ার মোহাঙ্কতার দরুন। (তাবরানী)

১৬০৭- وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ : « ينادي
مَنَادٍ : دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، دَعُوا الدُّنْيَا

لَأَهْلِهَا، مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا أَكْثَرَ مِمَّا يَكْفِيهِ أَخَذَ حَتْفَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ» رواه البزار، وقال : لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.

১৬৫৭। হযরত আনাস (রা) বলেন : একজন ঘোষক প্রতিনিয়ত ঘোষণা করে থাকে : দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য রেখে দাও, দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য রেখে দাও, দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য রেখে দাও। দুনিয়ার সম্পদ যতটুকু লাভ করা কোন মানুষের জন্য অত্যাবশ্যিক (খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থান এই পাঁচটা মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট) তার চেয়ে বেশী যে ব্যক্তি অর্জন করে, সে নিজের অজান্তে নিজের মৃত্যুই (অর্থাৎ নিজের অপূরণীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি) অর্জন করে। (বায়হার)

١٦٥٨- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ، وَخَيْرُ الرِّزْقِ - أَوْ الْعَيْشِ - مَا يَكْفِي » الشك من ابن وهب، رواه أبو عوانة، وابن حبان في صحيحيهما، والبيهقي.

১৬৫৮। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে গোপন (অর্থাৎ অনুচ্চ স্বরে অথবা মনে মনে উচ্চারিত) যিকির। আর সর্বোত্তম জীবিকা হলো, যা (মৌলিক প্রয়োজন পূরণে) যথেষ্ট। (ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী)

١٦٥٩- وَعَنْ عُمَرَ بْنِتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الدُّنْيَا حَلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا، وَرَبَّ مَتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه الطبراني بإسنا حسن.

১৬৫৯। হযরত উমার বিনতে হারেছ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : দুনিয়া বড়ই মজাদার ও চিত্তাকর্ষক। যে ব্যক্তি ন্যায়সংগতভাবে দুনিয়াকে (অর্থাৎ তার

সম্পদকে) আহরণ করবে, আল্লাহ তাকে তাতে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি দেবেন। আর যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সম্পত্তির প্রতি অত্যাধিক উচ্চাভিলাষী হবে, তাদের অনেকেই কিয়ামতের দিন দোষখবাসী হবে। (তাবরানী) অর্থাৎ মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও উচ্চাভিলাষের কারণে হালাল-হারাম বাযবিচার করতে না পেরে দোষখে যাবে।
অনুবাদক

১০৬- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَضَى نَهْمَتَهُ فِي الدُّنْيَا حَيْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْوَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ مَدَّ عَيْنَيْهِ إِلَى زِينَةِ الْمُتَرَفِينَ كَانَ مَهِينًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْقَوْتِ الشَّدِيدِ صَبْرًا جَمِيلًا أَسْكَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْفِرْدَوْسِ حَيْثُ شَاءَ» رواه الطبراني في الأوسط والصغير، من رواية إسماعيل بن عمر والبخلي، وبقية رواه الصحيح.

১৬৬০। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দুনিয়ার লোভ-লালসা পূর্ণ করবে, আখিরাতে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি ভোগবিলাসে মত্ত লোকদের মত জাকজমক ও আড়ম্বরে আগ্রহী হবে, সে আল্লাহর সাম্রাজ্যে সকলের কাছে ধিকৃত ও অপমানিত হবে। আর যে ব্যক্তি কষ্টকর (ন্যূনতম) জীবিকা লাভ করে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ তাকে ফিরদাউসে (সর্বশ্রেষ্ঠ বেহেশতে) যেখানেই সে বাস করতে চাইবে, বাস করাবেন। (তাবরানী)

১৬৬১- وَرَوَى عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَكْفِينِي مِنَ الدُّنْيَا؟ قَالَ: «مَاسِدٌ جَوْعَتَكَ، وَوَارِي عَوْرَتِكَ، وَإِنْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ يظَلُّكَ فَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَ دَابَّةٌ فَبَيْعُهَا» رواه الطبراني في الأوسط.

১৬৬১। হযরত ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূল (সা)কে

জিজ্ঞেস করলাম : হে রাসূল, কতটুকু দুনিয়াবী সম্পদ আমার জন্য যথেষ্ট? তিনি বললেন : যতটুকু খাদ্য তোমার ক্ষুধা নিবারণ করে এবং যে পোশাক তোমার দেহের গোপনীয় অংশ আবৃত করে। এরপর যদি তোমার একটা ঘর থাকে যা তোমাকে ছায়া দেয়। তাহলে বেশ। আর যদি একটা পশু থাকে (পরিবহন অথবা দুধ ও গোশতের প্রয়োজন মেটানোর যোগ্য) তাহলে তো চমৎকার। (তাবরানী)

১৬৬২- وَعَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ : بَيْتٌ يَكْنِيهِ ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ ، وَجِلْفُ الْخَبْزِ وَالْمَاءِ » رواه الترمذی، والحاكم، وصحاحه، والبيهقي.

১৬৬২। হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আদম সন্তানের জন্য এই ক'টা জিনিসের অতিরিক্ত কোন সম্পদ প্রাপ্য নেই : একটা ঘর যা তাকে আশ্রয় দেবে, কিছু কাপড় যা তার ছতর ঢেকে দেবে এবং সাধারণ মানের খাদ্য ও পানি। (তিরমিযী হাকেম ও বায়হাকী)

১৬৬৩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ أَرَدْتِ اللَّحْوَكَ بِي فَلَيكُفِكَ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاکِبِ ، وَإِيَّاكَ وَمَجَالِسَةَ الْأَغْنِيَاءِ ، وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تَرْقِعِيهِ » رواه الترمذی، والحاكم، والبيهقي.

১৬৬৩। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন : তুমি যদি আমার সাথে মিলিত হতে চাও (অর্থাৎ বেহেশতে) তাহলে পথিকের সম্বল পরিমাণ সম্পদকে তোমার যথেষ্ট মনে করতে হবে, ধনিকদের সাথে ওঠাবসা ও মেলামেশা ত্যাগ করতে হবে এবং কোন পোশাকে তালি না লাগানো পর্যন্ত তাকে পুরানো মনে করে ত্যাগ করা চলবে না। (তিরমিযী, হাকেম ও বায়হাকী)

দ্রষ্টব্য : এখানে যে ধনিকদের সাথে ওঠাবসা ও মেলামেশা বর্জন করতে বলা হয়েছে, এ দ্বারা সেই সব ধনিকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা সম্পদ উপার্জনে ও ব্যয়ে

শরীয়তের বিধানের অনুসারী নয়, নিজেদের ধনাঢ্যতার জন্য দম্ব করে ও কেবল দরিদ্র হওয়ার কারণে দরিদ্রদেরকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে না। কেননা রাসূল (সা) নিজের জীবদ্দশায় যে ইসলামী সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীর মুমিনগণ একত্রে মিলে মিশে বসবাস করতেন, দরিদ্ররা ও ধনীরা কেউ কাউকে এড়িয়ে চলতেন না। বস্তুত একমাত্র ইসলামই ধনী ও দরিদ্রদের শান্তিপূর্ণ ও হৃদয়পূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করে যা সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা, পুঁজিবাদ বা অন্য কোন অনৈসলামিক মতবাদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। তবে এ কথা সত্য যে, প্রকৃত ইসলামী চরিত্র গড়ে না ওঠার কারণে আজকাল কোথাও কোথাও মুসলমানদের ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ও তিজতার সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে, পৃথিবীতে মুসলিম জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার মহত্তর লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি বাতিলের ওপর সত্যের বিজয় সূচিত করার অনিবার্য প্রয়োজনে এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান ঘুচানো অবশ্য কর্তব্য। অনুবাদক

১৬৬৪- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ : أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ » رواه البخارى، ومسلم.

১৬৬৪। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ ও কৃতকর্ম তার সাথে সাথে কবর পর্যন্ত যায়। তারপর তার ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন ফিরে আসে। কেবল তার কৃতকর্ম তার সাথে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৬৫- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِمْنَةَ قَوْمٍ فِيهَا سَخَلَةٌ مَيِّتَةٌ، فَقَالَ : « مَا لِأَهْلِهَا فِيهَا حَاجَةٌ؟ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ لِأَهْلِهَا فِيهَا حَاجَةٌ مَا نَبَذُوهَا، فَقَالَ : « وَاللَّهِ لِلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ السَّخَلَةِ عَلَى أَهْلِهَا؛ فَلَا أَلْفِينَهَا أَهْلَكَ أَحَدًا مِنْكُمْ ».

رواه البزار، والطبرانی فی الكبير، من حديث ابن عمر بنحوه، ورواهما ثقات.

১৬৬৫। হযরত আবুদ দারদা (রা) বর্ণনা করেন : একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক গোত্রের আস্তাকুড়ের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে একটা মৃত মেষ শাবক পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি উপস্থিত সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। এই মেষ শাবকটির মালিকের কি এ শাবকের আর কোন প্রয়োজন আছে? তারা বললেন : হে রাসূলুল্লাহ মালিকের যদি এর প্রয়োজন থাকতো, তাহলে সে এটাকে আস্তাকুড়ে ফেলে দিত না। রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহর কসম, এই মৃত মেষ শাবকটি এর মালিকের কাছে যতটা মূল্যহীন, দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে তার চেয়ে ও বেশী মূল্যহীন। তারপর আমি যেন দেখি না, এই দুনিয়া তোমাদের কাউকে ধ্বংস করে দিয়েছে। (অর্থাৎ দুনিয়ার লোভে পড়ে তোমরা যেন নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ না কর। (বাযযার, তাবরানী)

١٦٦٦- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ . رواه ابن ماجه، والترمذی، وقال : حديث حسن صحيح.

১৬৬৬। হযরত সাহল বিন সা'দ (রা) বলেন : রাসূল (সা) বলেছেন : দুনিয়া যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে একটা মশার ডানার সমানও হতো, তবে এর একটোক পানিও তিনি কোন কাফিরকে খাওয়াতেন না। (ইবনে মাজা ও তিরমিযী)

١٦٦٧- وَعَنِ الضَّحَّاكَ بْنِ سَفِيَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : « يَا ضَحَّاكَ، مَا طَعَامُكَ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ، قَالَ : « ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا؟ » قَالَ : إِلَى مَا قَدَّعَلِمْتُ، قَالَ : « فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مِثْلًا لِلدُّنْيَا ». رواه أحمد.

১৬৬৭। হযরত যাহহাক বিন সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) তাকে বললেন : ওহে যাহহাক, তুমি সাধারণত কী কী খাবার খেয়ে থাক? যাহহাক বললেন : হে রাসূলুল্লাহ, দুধ ও গোশত। রাসূল (সা) বললেন : খাওয়ার পর ওগুলো কিসে পরিণত হয়? যাহহাক বললেন : সেটা আপনি ভালো করেই জানেন। রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহর দৃষ্টিতে দুনিয়াটা আদম সন্তানের পেট থেকে যা বের হয় (অর্থাৎ মলমূত্র) তার মতই। (আহমাদ)

১৬৬৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ، وَمَا وَالَاهُ، وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ». رواه ابن ماجه، والبيهقي، والترمذی.

১৬৬৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন দুনিয়া অভিশপ্ত। দুনিয়ায় যা কিছু আছে তাও অভিশপ্ত। কেবল আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর স্মরণের সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান জানে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান শিখে এরা অভিশপ্ত নয়। (ইবনে মাজা, বায়হাকী ও তিরমিযী)

১৬৬৯- وعن المستورد أخى بنى فھر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ »، وَأَشَارَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بِالسَّبَابِ، « فَلْيَنْظُرْ بِمِ يَرْجِعُ؟ ». رواه مسلم.

১৬৬৯। বনু ফেহের গোত্রোদ্ভূত মুসতাওবিদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি সমুদ্রে আংগুল ডুবিয়ে তুলে আনার পর আংগুলের সাথে যতটুকু পানি লেগে আসে, সমুদ্রের তুলনায় সেই পানি যতটুকু, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াও ততটুকু। (মুসলিম)

১৬৭- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضُرَّ

بِأَخْرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَخْرَتَهُ أَضْرَبَ بَدَنِيَّاهُ فَأَثَرُوا مَا يَبْقَى عَلَى
مَا يَفْنَى» رواه أحمد، ورواه ثقات، والبزار، وابن حبان
فى صحيحه، والحاكم، والبيهقى.

১৬৭০। হযরত আবু মুসা আল-আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেনঃ
যে ব্যক্তি তার দুনিয়াকে ভালোবাসে, সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যে
ব্যক্তি তার আখিরাতকে ভালোবাসে, সে তার দুনিয়ার ক্ষতি সাধান করে। অতএব, যা
চিরস্থায়ী, তাকে ক্ষণস্থায়ীর ওপর অগ্রাধিকার দাও। (আহমাদ, বায়যার, ইবনে
হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকী)

١٦٧١- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَشْرَبَ حَبَّ الدُّنْيَا
التَّاطَ مِنْهَا بِثَلَاثٍ: شَقَاءٌ لَا يَنْفِدُ عَنْهُ، وَحِرْصٌ لَا يَبْلُغُ غِنَاهُ،
وَأَمَلٌ لَا يَبْلُغُ مَنَّتَهُ، فَالدُّنْيَا طَالِبَةٌ وَمَطْلُوبَةٌ، فَمَنْ طَلَبَ
الدُّنْيَا طَلَبَتْهُ الْآخِرَةُ حَتَّى يَدْرِكَهُ الْمَوْتُ فَيَأْخُذُهُ، وَمَنْ طَلَبَ
الْآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا رِزْقَهُ» رواه
الطبرانى بإسناد حسن.

১৬৭১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেনঃ
যার অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা ঢুকে যাবে, সে তা থেকে তিনটে কুফল ভোগ করবে
১) ক্রমাগত দুর্দশায় জর্জরিত হতে থাকবে কিন্তু তার ক্লাস্তির কখনো অবসান হবে
না। ২) তার লোভ-লালসা অব্যাহত থাকবে। অথচ তার অভাব কখনো দূর হবে না।
৩) তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষের কোন সীমা পরিসীমা থাকবে না। মানুষ
যেমন দুনিয়াকে চায়, দুনিয়াও তেমনি মানুষকে চায়। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে চায়,
আখিরাত তাকে চায়। শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও মৃত্যু তাকে পাকড়াও
করে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে চায়, দুনিয়া তাকে চায় এবং সে দুনিয়া থেকে তার
জীবিকা আদায় করে নেয়। (তাবরানী)

১৬৭২- وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ إِلَّا أَتَلَّتْ قَدَمَاهُ ؟ » قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : « كَذَلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ مِنَ الذَّنُوبِ ». رواه البيهقي في كتاب الزهد.

১৬৭২। হযরত আনাস বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের কেউ পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে চললে তার পা কি না ভিজে পারে? উপস্থিত লোকেরা বললো : হে রাসূল, না। তিনি বললেন : তদ্রূপ কোন দুনিয়াবাসী গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। (বায়হাকী)

১৬৭৩- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ » رواه الترمذی، وقال : حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال صحيح الإسناد.

১৬৭৩। হযরত কা'ব বিন ইয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : প্রত্যেক উম্মাতের একটা না একটা পরীক্ষা থাকে। আমার উম্মাতের পরীক্ষা হলো ধন-সম্পদ। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম)

১৬৭৪- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الدُّنْيَا دَارٌ مِّنْ دَارٍ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ » رواه أحمد، والبيهقي، وزاد : « ومال من لا مال له » وإسنادهما جيد.

১৬৭৪। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যার কোন বাড়ী-ঘর নেই, (অর্থাৎ যার আরামদায়ক বাড়ী-ঘর নেই) দুনিয়া তার বাড়ী-ঘর, আর যার বুদ্ধি নেই, সে দুনিয়ার জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে। (অর্থাৎ দুনিয়া কারো স্থায়ী আবাস নয় জেনেও তার জন্য সঞ্চয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।) (আহমাদ, বায়হাকী)

১৬৭০- وَرَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَصْبَحَ حَزِينًا عَلَى الدُّنْيَا أَصْبَحَ سَاخِطًا عَلَى رَبِّهِ تَعَالَى، وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو مَصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّمَا يَشْكُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ تَضَعَعَ لِفَنِيِّ لَيْنَالٍ مِمَّا فِي يَدَيْهِ أَسْخَطَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ فَدَخَلَ النَّارَ فَابْعَدَهُ اللَّهُ » رواه الطبرانی في الصغير.

১৬৭৫। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তায় মত্ত থাকে, সে আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয়। (কেননা আল্লাহ কারো ইচ্ছা মোতাবেক সুখ-শান্তি দেন না।) আর যে ব্যক্তি তার ওপর আপত্তিত বিপদ-মুসিবতে মনোক্ষুণ্ন হয়, সে স্বয়ং আল্লাহর ওপরই মনোক্ষুণ্ন হয়। আর যে ব্যক্তি কোন ধনী ব্যক্তির যে ধন-সম্পদ রয়েছে, তার কিছু ছিটেফোটা পাওয়ার লোভে তার সামনে নতি স্বীকার করে, সে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। (অর্থাৎ ধনীর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে না) আর যে ব্যক্তিকে কুরআন দেয়া হয়েছে, অথচ তারপরও সে দোযখে প্রবেশ করেছে, তার ওপর আল্লাহ অভিশম্পাত করেছেন। (তাবরানী)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞান লাভ করার পরও দোযখে প্রবেশ করে, সে আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত। কুরআনের জ্ঞান অনুসারে কাজ না করার কারণে সে অভিশপ্ত হয়ে দোযখবাসী হয়েছে। অনুবাদক

১৬৭১- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عَبِيدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجَزَيْتِهَا، فَقَدِمَ بِمَا لِمَنْ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارِيُّ بِقُدُومِ أَبِي عَبِيدَةَ، فَوَافُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ :

« أَظَنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عَبِيدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟ »
 قَالُوا : أَجَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : « أَبَشِّرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسِّرْكُمْ »
 فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى أَنْ تَبْسُطَ الدُّنْيَا
 عَلَيْكُمْ كَمَا بَسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا
 تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ » رواه البخارى، مسلم.

১৬৭৬। হযরত আমর ইবনে আওফ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) আবু উবায়দা ইবনুল জাবরাহ (রা) কে জিযিয়া আনতে বাহরাইন পাঠালেন। তিনি সেখান থেকে বেশ কিছু দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে এলেন। আনসারগণ আবু উবায়দার আগমন সম্পর্কে জানতে পারলেন। তাঁরা রাসূল (সা)-এর সাথে ফজরের নামায পড়ার পর তাঁর সামনে হাজির হলেন। তাদেরকে দেখে রাসূল (সা) মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন : মনে হয়, তোমরা শুনেছ যে, আবু উবায়দা বাহরাইন থেকে কিছু নিয়ে এসেছে। সবাই বললো : জ্বী, হে রাসূলুল্লাহ। রাসূল (সা) বললেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং আশ্বস্ত হও। তবে আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ওপর দারিদ্রের আশংকা করি না। আমি আশংকা করি, দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ তোমাদের সামনে উদঘাটিত করা হবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের সামনে করা হয়েছিল। আর তাদের মত তোমরাও এই সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে ধ্বংস হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٧٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْفَقْرَ، وَلَكِنْ
 أَخْشَى عَلَيْكُمْ التَّكَاثُرَ، وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْخَطَأَ، وَلَكِنْ أَخْشَى
 عَلَيْكُمْ التَّعَمُّدَ » رواه أحمد، ورواته محتج بهم فى الصحيح،
 وابن حبان فى صحيحه، والحاكم، وقال : صحيح على شرط مسلم.

১৬৭৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমি তোমাদের দারিদ্রের আক্রান্ত হবার আশংকা করি না। বরঞ্চ তোমরা পরস্পরে বেশী বেশী অর্থোপার্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে বলে আশংকা করি। তোমরা ভুলক্রমে

গুনাহর কাজ করবে এ আশংকা করি না। বরং ইচ্ছাকৃত ভাবে জেনে গুনে পাপ কাজে লিপ্ত হবে বলে আশংকা করি। (আহম্মাদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম)

১৬৭৮- وَرَوَى عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَدُوَّكَ الَّذِي إِنْ
قَتَلْتَهُ كَانَ لَكَ نُورًا، وَإِنْ قَتَلْتَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ، وَلَكِنْ أَعْدَى عَدُوِّ
لَكَ وَالَّذِي خَرَجَ مِنْ صِلَبِكَ، ثُمَّ أَعْدَى عَدُوِّكَ لَكَ مَالِكُ الَّذِي
مَلَكَتْ يَمِينِكَ». رواه الطبراني.

১৬৭৮। হযরত আবু মালেক আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন :
সেই ব্যক্তি তোমার শত্রু নয় যাকে হত্যা করলে তা তোমার জন্য জ্যোতিতে পরিণত
হবে এবং সে তোমাকে হত্যা করলে তুমি বেহেশতে যাবে। (অর্থাৎ মুসলমানদের
ওপর আক্রমণকারী কাফির) বরং তোমার সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু হলো তোমার
ঔরসজাতি সন্তান (যদি অবাধ্য ও ইসলাম বিরোধী হয়) এবং তোমার ধন-সম্পত্তি।
(যা অবৈধভাবে উপার্জিত) (তাবরানী)

১৬৭৯- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ الشَّيْطَانُ لَعْنَةُ اللَّهِ:
لَنْ يَسْلَمَ مِنِّي صَاحِبُ الْمَالِ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ أَغْدُو عَلَيْهِ بِهِنَّ
وَأَرْوَحُ: أَحْذَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، وَإِنْفَاقَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَأَحْبَبَهُ
إِلَيْهِ، فَيَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ». رواه الطبراني بإسناد حسن.

১৬৭৯। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন
: আল্লাহর অভিশপ্ত শয়তান বলেছে : প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিকে আমি সকাল-বিকাল
প্ররোচনা দিতে থাকবো, ফলে সে তিনটে গুনাহের কোন না : কোনটায় লিপ্ত না হয়ে
পারবে না অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করবে, অন্যায় পথে তা ব্যয় করবে, অথবা তার
কাছে ধন-সম্পদকে এতটা প্রিয় করে দেবো যে, তা যথাস্থানে ব্যয় করবে না।
(তাবরানী)

১৬৮০- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَأَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْأَغْنِيَاءَ وَالنِّسَاءَ » رواه أحمد بإسناد جيد .

১৬৮০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমি বেহেশতের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি। দেখেছি, তার অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। আর দোযখের অভ্যন্তরে দৃষ্টি দিয়েছি। দেখেছি তার অধিকাংশ অধিবাসী ধনী ও নারী। (আহমাদ)

১৬৮১- وعن أبي سنان الدؤلى أنه دخل على عمّـر بن الخطّاب رضي الله عنه وعنده نفر من المهاجرين الأولين . فأرسل عمّـر إلى سيفط أتى به من قلعة العراق ، فكان فيه خاتم ، فأخذه بعض بنيّه ، فأدخله في فيه ، فانتزعه عمّـر منه ، ثم بكى عمّـر رضي الله عنه ، فقال له من عنده : لم تبكى ، وقد فتح الله عليك ، وأظهرك على عدوك ، وأقر عينك ؟ فقال عمّـر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ، وأنا أشفق من ذلك » . رواه أحمد بإسناد حسن ، والبزار ، وأبو يعلى .

১৬৮১। হযরত আবু সিনান দুয়ালী থেকে বর্ণিত। তিনি একবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে গেলেন। তখন তার কাছে প্রথম যুগের কতিপয় মুহাজির ছিলেন। হযরত ওমর ইরাকের দুর্গ থেকে পাওয়া মূল্যবান ধনরত্নের একটা ব্যাগ নিয়ে আসতে লোক পাঠালেন। ঐ ব্যাগে একটা আংটি ছিল। হযরত ওমরের এক ছেলে প্রথমে তা

হাতে নিল এবং পরক্ষণেই তা মুখে ঢুকালো। তিনি তার কাছ থেকে আংটিটা কেড়ে নিলেন। তারপর কাঁদতে লাগলেন। তাঁর সামনে যারা উপস্থিত ছিল, তারা বললো : আপনি কেন কাঁদছেন? আল্লাহ তো আপনাকে প্রচুর দেশ জয়ের তৌফিক দিয়েছেন, আপনার শত্রুদের ওপর আপনাকে বিজয়ী করেছেন এবং আপনার চোখকে শীতল করেছেন। হযরত ওমর (রা) বললেন : আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তায়ালা কোন জাতিকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ দান করলে তাদের ভিতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেন এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল রাখেন। আমি সেই আশংকাই অনুভব করছি। (আহমাদ)

১৬৮২- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَأَنَا لِفِتْنَةِ السَّرَّاءِ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِتْنَةِ الضَّرَّاءِ، إِنَّكُمْ ابْتَلَيْتُمْ بِفِتْنَةِ الضَّرَّاءِ فَصَبِرْتُمْ، وَإِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ». رواه أبو يعلى والبزار، وفيه راو لم يسم، وبقية رواه رواة الصحيح.

১৬৮২। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমি তোমাদের ওপর বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ দারিদ্রের পরীক্ষার চেয়ে সুখ ও প্রাচুর্যের পরীক্ষার বেশী আশংকা করি। তোমরা দুঃখ ও দারিদ্রের পরীক্ষায় পতিত হয়েছে ও ধৈর্যধারণ করেছ। কিন্তু দুনিয়া বড়ই মজাদার ও চিত্তকর্ষক। (আবু ইয়ালা ও বাযযার)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ দুঃখ ও দারিদ্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর এখন দুনিয়া তোমাদের সামনে নতুন সাজে উপস্থিত হবে। অনেক সুখ ও প্রাচুর্য নিয়ে মজাদার ও চিত্তকর্ষক রূপ নিয়ে আসবে। সেই পরীক্ষায় তোমরা উত্তীর্ণ হবে কিনা, সে ব্যাপারে আমি শংকিত। অনুবাদ

১৬৮৩- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، قُلْتُ : لَا يَا رَبِّ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا، وَأَجُوعُ يَوْمًا أَوْ قَالَ ثَلَاثًا، أَوْ نَحْوَ هَذَا. فَإِذَا جَعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا

شَبِعَتْ شُكْرَتَكَ وَحَمِدَتَكَ» رواه الترمذی من طریق عبید
 الله بن زحر عن علی بن یزید عن القاسم عنه، وقال :
 حدیث حسن.

১৬৮৩। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমার প্রতিপালক আমার জন্য মক্কার সমগ্র সমভূমিকে স্বর্ণে পরিণত করে দিতে চেয়েছিলেন। আমি বললাম : হে আমার প্রতিপালক, তা করবেন না। আমি একদিন তৃপ্ত হয়ে খাবো, আর একদিন ক্ষুধার্ত থাকবো। যখন ক্ষুধার্ত থাকবো, তখন আপনার সামনে কাকুতিমিনতি করবো ও আপনকে স্মরণ করবো। আর যখন তৃপ্ত হব, তখন “! আপনার শোকর ও প্রশংসা করবো। (তিরমিযী)

١٦٨٤- وَعَنْ عَمْرِ وَبْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « مَاتَرَكَ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا
 دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أُمَّةً، وَلَا شَيْئًا إِلَّا يَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءُ الَّتِي
 كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسَلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً »
 رواه البخاری.

১৬৮৪। হযরত আমর ইবনুল হারেস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) যখন ইস্তিকাল করেন, তখন তিনি একটিও দিরহাম দিনার দাসদাসী বা অন্য কোন জিনিস রেখে যাননি। রেখে গেছেন কেবল তার সাদা খচ্চরটি, যাতে তিন আরোহণ করতেন, তাঁর অস্ত্র, এবং তার এক খন্ড যমী, যা তিনি পথিকের জন্য সদকা করে গেছেন। (বুখারী)

١٦٨٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : « تَوَفَّى رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي
 ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ » رواه البخاری، ومسلم، والترمذی.

১৬৮৫। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (সা) যখন মারা যান, তখন তাঁর বর্মটি জর্নৈক ইহুদীর নিকট ত্রিশ সা’ যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

۱۶۸۶- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْلَيْلَةَ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ « مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بَيْتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ » قَالَا : الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : « وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قَوْمُوا » فَقَامُوا مَعَهُ، فَاتُّوا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيَنْ فُلَانٌ؟ » قَالَتْ : ذَهَبَ يَسْتَعِذُّ لَنَا الْمَاءَ، إِذَا جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَنْظُرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي، فَاَنْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطْبٌ، وَقَالَ : كُلُوا، وَأَخَذَ الْمِدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِيَّاكَ وَالْحُلُوبَ » فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَسْتَلْنَ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

ورواه مالك بلاغا باختصار، ومسلم، واللفظ له، والترمذي بزيادة، والأنصاري المبهم : هو أبو الهيثم بن التبهان - بفتح المثناة فوق وكسر المثناة تحت وتشديدها - كذا جاء مصرحا به في الموطأ، والترمذي، وفي مسند أبي يعلى

ومعجم الطبرانى من حديث ابن عباس أنه أبو الهيثم، وكذا
 فى المعجم أيضا من حديث ابن عمر؛ وقد رويت هذه
 القصة من حديث جماعة من الصحابة مصرح فى أكثرها
 بأنه أبو الهيثم، وجاء فى معجم الطبرانى الصغير
 والأوسط وصحيح ابن حبان من حديث ابن عباس وغيره
 أنه أبو أيوب الأنصارى، والظاهر أن هذه القصة اتفقت
 مرة مع أبى الهيثم، ومرة مع أبى أيوب، والله أعلم.

১৬৮৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাতে কিংবা দিনে রাসূল (সা) বাইরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই হযরত আবু বকর ও ওমরের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন : এ সময়ে তোমরা কোন কারণে বাইরে এসেছ? তারা বললেন : হে রাসূল, ক্ষুধার কারণে। রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহর কসম তোমরা যে কারণে বাইরে এসেছ আমিও সেই একই কারণে বাইরে এসেছি চল। তিনজনে চলতে লাগলেন, চলতে চলতে তারা জনৈক আনসারীর বাড়ীতে এলেন। ঐ আনসারী তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তার স্ত্রী যখন রাসূল (সা) কে দেখলো, তখন সে বললো : মারহাবা আহলান! (স্বাগতম) রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন অমুক (তোমার স্বামী) কোথায়? সে বললো : আমাদের জন্য পানি আনতে গেছে। সহসা আনসারী উপস্থিত হলেন এবং রাসূল (সা) ও তার সাথীদের দিকে তাকিয়েই বললেন : আলহামদুলিল্লাহ, আমি আজ এমন মর্যাদাবান মেহমান পেয়েছি, যা আর কেউ পায়নি। তারপর তিনি এক কাঁদি খেজুর নিয়ে এলেন। সেই কাঁদিতে পাকা খেজুর কাচা খেজুর ও খোরমা (শুকানো খেজুর) সবই ছিল। আনসারী বললেন : আপনারা খেতে থাকুন। তারপর তিনি ছুরি হাতে নিলেন (ছাগল বা ভেড়া জবাই করার জন্য) রাসূল (সা) তাঁকে বললেন : সাবধান, দুখেল জন্তু জবাই করো না। তারপর তিনি একটা ছাগল জবাই করলেন। সবাই তার গোশত ও খেজুর খেলেন এবং পান করলেন। সবাই যখন তৃপ্তি সহকারে খাওয়া-দাওয়া সম্পন্ন করলেন, তখন রাসূল (সা) হযরত আবু বকর (রা) ও ওমর (রা) কে বললেন : যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তার কসম, কিয়ামাতের দিন তোমরা এই নিয়ামত সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হবে। (মালেক, মুসলিম, তিরমিযী) মুয়াত্তা, তিরমিযী ও মুসনাদে আবু ইয়াল্লা ও

মুজামেতাবরানীতে এই আনসারী সাহাবীর নাম আবুল হাইছাম বিন আত-ভুবহান এবং সহীহে ইবনে হাক্বানে আবু আইয়ূব আনসারী উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এ ধরণের ঘটনা একবার আবুল হাইচামের সাথে এবং আর একবার আবু আইয়ূব আনসারীর সাথে সংঘটিত হয়েছে। তবে প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

গ্রন্থকার

১৬৮৭- وعن محمد بن سيرين قال : قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه، وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فمخط في أحدهما، ثم قال : بخ بخ، يمتخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإنني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشياً على، فيجئ الجأئ فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون، وما هو إلا الجوع. رواه البخاري، والترمذي وصححه.

১৬৮৭। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রা) বলেন : আমরা হযরত আবু হুরায়রার (রা) কাছে বসেছিলাম। তখন তার গায়ে দুটো কাতানের রংগীন পোশাক (তৎকালীন মূল্যবান পোশাক) ছিল। তার একটাতে তিনি নাক মুছলেন। তারপর বললেন : আশ্চর্য, আজ আবু হুরায়রা কাতানের পোশাকে নাক মুছলো। অথচ এক সময় আমরা এমন অবস্থাও দেখেছি যে, রাসূল (সা)-এর মিস্বর ও হযরত আয়েশার গৃহের মাঝখানে ক্ষুধার জ্বালায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছি। এ সময় কেউ কেউ এসে আমার ঘাড়ের ওপর পা রাখতো এবং মনে করতো, আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। অথচ আমি পাগল ছিলাম না ক্ষুধার চোটে আমার অমন দশা হয়েছিল। (বুখারী, তিরমিযী)

১৬৮৮- وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخْرُجُ رَجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخِصَاصَةِ، وَهُمْ أَصْحَابُ الصَّفَةِ، حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ : هُوَ لَاءَ مَجَانِينٍ - أَوْ مَجَانُونَ - فَإِذَا صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ : « لَوْ

تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَا حُبِّبْتُمْ أَنْ تَزَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً»
 رواه الترمذی.. وقال : حديث صحيح، وابن حبان في صحيحه .

১৬৮৮। হযরত কুমালা বিন উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রাসূল (সা) নামাযের জামায়াতের ইমামতি করতেন। তখন অনেকেই নামাযের ভেতর ক্ষুধার জ্বালায় বেহুশ হয়ে পড়ে যেত। এরা ছিল আসহাবে সুফফা। (সাহাবীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে দরিদ্র ছিলেন এবং সর্বক্ষণ মসজিদে নববীর পাশে পড়ে থাকতেন। মুসলমানদের দান সদকার ওপর তারা নির্ভরশীল ছিলেন। (অনুবাদক) বেদুঈনরা তাদেরকে পাগল বলতো। নামায শেষে রাসূল (সা) তাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং বলতেন : আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কী আছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা আরো বেশী দরিদ্র ও ক্ষুধা কামনা করতে। (তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

١٦٨٩- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَأْكُلُهُ، فَيَأْخُذُ الْجُلْدَةَ فَيَشْوِيهَا فَيَأْكُلُهَا، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا أَخَذَ حَجْرًا فَشَدَّ صِلْبَهُ » رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع بإسناد جيد .

১৬৮৯। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহ) বলেন : রাসূল (সা)-এর সাহাবীদের অনেকে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও খাবার কিছু পেতেন না। ফলে চামড়া ভেজে খেতেন। যখন কিছুই পেতেন না, তখন পেটে পাথর বেঁধে নিতেন। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

١٦٩٠- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنْ أُنِيَ لِأَوَّلِ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْرُومُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحَبْلَةِ، وَهَذَا السَّمْرُ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لِيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خَلْطٌ » رواه البخاري، ومسلم .

১৬৯০। হযর সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন : আমিই প্রথম আরব, যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে যখন লড়াই করতাম তখন কখনো কখনো জংলী গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কোন খাবারের সংস্থান হতো না। ফলে আমাদের মল ছাগলের মলের মত হতো, তাতে মোটেই শ্লেষ্মার মিশ্রণ থাকতো না। (বুখারী ও মুসলিম)

১৬৯১- وَعَنْ خَبَابِ بْنِ الْأَرْتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « هَا جَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجَهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ؛ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مِصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نَكْفِنُهُ بِهِ إِلَّا بَرْدَةً إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَغْطِيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِنْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمْرَتَهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا » رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود باختصار.

১৬৯১। হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা) বলেন : আমরা রাসূল (সা) এর সাথে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হিজরত করেছিলাম। আমাদের প্রতিদান কেবল আল্লাহর কাছেই পাওনা রয়েছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন অবস্থায় ও মারা গেছে যে, তার প্রতিদানের কোন অংশই সে দুনিয়ার জীবনে ভোগ করেনি। এদের মধ্যে মুসয়াব বিন উমাইর (রা) অন্যতম। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। কিন্তু তাকে কাফন পরানোর মত পর্যাপ্ত কাপড়ও আমরা যোগাড় করতে পারিনি, কেবল একটা পশমী কব্বল পেয়েছিলাম। তা দিয়ে যখন তার মাথা ঢাকি, পা বেরিয়ে যায়। যখন পা ঢাকি, তখন মাথা বেরিয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) আমাদেরকে তার মাথা ঢাকার ও পায়ের ওপর ইযখির নামক গাছের পাতা রেখে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যার ফল পেকে যায় এবং সে তা কাটে ও ভোগ করে। (অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনেই বিজয়, দেখতে পায় ও তার সুফল ভোগ করে। অনুবাদক) (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

১৬৯২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصِّفَةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِذَاءٌ : إِمَّا إِزَارًا، وَإِمَّا كِسَاءً، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ » . رواه البخارى، والحاكم مختصراً، وقال : صحيح على شرطهما .

১৬৯২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সুফফাবাসীর মধ্যে থেকে সত্তর জনকে দেখেছি, তাদের দেহের ওপরের অংশ আবৃত করার জন্য কোন চাদর ছিল না। কেবল পাজামা অথবা কম্বল দিয়ে নিম্নাংশ আবৃত করতো। কম্বলকে ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখতো এবং তা টাখনুর মাঝখান অথবা গিরে পর্যন্ত বুলে পড়তো। ছতর খুলে যাওয়ার আশংকায় তারা কম্বলের দুই প্রান্ত সব সময় হাত দিয়ে ধরে রাখতো। (বুখারী ও হাকেম)

الترغيب فى البكاء من خشية الله تعالى

আল্লাহর ভয়ে কাঁদাকাটি করার ফযীলত

১৬৯৩- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَصِيبَ الْأَرْضَ مِنْ دَمْعِهِ لَمْ يَعْذَبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رواه الحاكم، وقال : صحيح الإسناد .

১৬৯৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে এত বেশী স্মরণ করেছে যে, তাঁর ভয়ে তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে মাটিতে পড়েছে, তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে না। (হাকেম)

১৬৯৪- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» رواه الترمذی، وقال حديث حسن غريب.

১৬৯৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : দুটো চোখকে আশুন স্পর্শ করে না : যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দিয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটায়। (তিরমিযী)

১৬৯৫- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَرَّمَ عَلَى عَيْنَيْنِ أَنْ تَنَاقَا لَهْمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُفْرِ» رواه الحاكم، وفي سند انقطاع.

১৬৯৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : দুটো চোখকে স্পর্শ করা আশুনের ওপর হারাম করা হয়েছে : যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চোখ ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কুফরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য রাত জেগে পাহারা দেয়। (হাকেম)

১৬৯৬- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَخَانَ جَهَنَّمَ» رواه الترمذی، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائی، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

১৬৯৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে দোষখে যাবে না যতক্ষণ না ওলান থেকে নির্গত দুধ আবার ওলানে ফিরে না যায়। আর আল্লাহর পথের ধুলো ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না। (তিরমিযী, নাসায়ী ও হাকেম)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ওলান থেকে একবার যে দুধ বের হয়, তা যেমন পূর্ণরায় ওলানে ঢোকা অসম্ভব, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, তার দোষখে যাওয়া অসম্ভব।

১৬৯৭- وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: (أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ) بَكَى أَصْحَابُ الصَّفَةِ حَتَّى جَرَتْ دُمُوعُهُمْ عَلَى خَدَّوهِمْ، فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَمَهُمْ بَكَى مَعَهُمْ، فَبَكَيْنَا بِبَكَائِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَصْرًا عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَلَوْ لَمْ تَذُنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يَذُنِبُونَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ» رواه البيهقى.

১৬৯৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন সূরা নযমের ৫৯ ও ৬০ নং আয়াত “তবে কি তোমরা এই বাণী শুনে অবাক হচ্ছ, এবং হাসছ ও কাঁদছ না?” নাযিল হলো, তখন সুফফাবাসী সাহাবীগণ এত কাঁদলেন যে, তাদের চোখের পানি গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। তাদের কাঁনার কথা শুনে রাসূল ও (সা) কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কাঁনায় প্রভাবিত হয়ে আমরাও কাঁদতে লাগলাম। তখন রাসূল (সা) বললেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি ক্রমাগত পাপ কাজ করে যেতে থাকে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা যদি গুনাহ একেবারেই না করতে, তাহলে আল্লাহ এমন একটা জাতিকে সৃষ্টি করতেন, যারা গুনাহ করতো এবং আল্লাহ তাদেরকে মাফ করতেন। (বায়হাকী)

১৬৯৮- وَعَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ: عَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ كَفَتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ» رواه الطبرانى، ورواته ثقات، إلا أن أبا حبيب العنقرى لا يحضرنى الان حاله.

১৬৯৮। হযরত মুয়াবিয়া বিন হায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তিন ব্যক্তির চোখ আগুনকে দেখবে না : যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দিয়ে রাত কাটায়, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চোখ আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসগুলো থেকে নিবৃত থাকে। (তাবরানী)

১৬৯৯- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةٌ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَقَطْرَةٌ دَمٍ تَهْرَاقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْأَثْرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ» رواه الترمذی، وقال: حديث حسن.

১৬৯৯। হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহর কাছে দুটো ফোঁটা ও দুটো পদক্ষেপ সবচেয়ে প্রিয় : আল্লাহর ভয়ে গড়ানো অশ্রুর ফোঁটা ও আল্লাহর পথে ঝরানো রক্তের ফোঁটা। আর পদক্ষেপ দুটো হলো : আল্লাহর পথে চলার পদক্ষেপ এবং আল্লাহর কোন ফরয আদায় করতে যাওয়ার পদক্ষেপ। (তিরমিযী)

১৭০০- وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَغْرُورِقَتْ عَيْنٌ بِمَائِهَا إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ سَائِرَ ذَلِكَ الْجَسَدِ عَلَى النَّارِ، وَلَا سَأَلَتْ قَطْرَةٌ عَلَى خَدِّهَا فَيَرْهَقُ ذَلِكَ الْوَجْهَ قَتْرًا وَلَا ذَلَّةً، وَلَوْ أَنَّ بَاكِيًا بَكَى فِي أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَّةِ رَحْمًا، وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَهُ مِقْدَارٌ وَمِيزَانٌ إِلَّا الدَّمْعَةُ، فَإِنَّهُ تَطْفَأُ بِهَا بَحَارٌ مِّنْ نَّارٍ» رواه البيهقي.

১৭০০। হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, তার সমগ্র দেহকে আল্লাহ আগুনের জন্য হারাম করেছেন, যে মুখে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে, সেই মুখকে অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে না। কোন জাতির ভেতরে কোন একজন মানুষও যদি (আল্লাহর ভয়ে) কাঁদতো তবে তার

ওছিয়ায় সমগ্র জাতির ওপর দয়া করা হতো, পৃথিবীতে সকল জিনিসেরই একটা পরিমাণ ও পরিমাপ আছে, কিন্তু একমাত্র অশ্রু তা নেই। কেননা এর এক ফোঁটা দিয়ে আগুনের বড় বড় সাগর নেভানো যায়। (বায়াকী)

১৭.১- وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْحَجْرِ فَقَالَ: «أَبْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بَكَاءَ فَتَبَاكُؤًا، لَوْ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لَصَلَّى أَحَدَكُمْ حَتَّى يَنْكَسِرَ ظَهْرُهُ، وَلَبِكَى حَتَّى يَنْقَطِعَ صَوْتُهُ» رواه الحاكم مرفوعا وقال: صحيح على شرطهما.

১৭০১। হযরত ইবনে আবি মুলায়কা (রা) বলেন : আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি আমাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, আল্লাহর কাছে যত বেশী পার কাঁদো। যদি কাঁদা না আসে, তবে কৃত্রিমভাবে কাঁদো। তোমরা যদি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হতে, তা হলে নামায পড়তে পড়তে তোমাদের পিঠ ভেঙ্গে যেত এবং কাঁদতে কাঁদতে গলা ভেঙ্গে যেত। (হাকেম)

১৭.২- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلَيْسَعَكَ بَيْتِكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ» رواه الترمذی وابن الدنيا، والبيهقی.

১৭০২। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে বললেন : হে রাসূল কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে? তিনি জবাব দিলেন : জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ কর, নিজের গৃহের সীমানা অতিক্রম কারো না; (অর্থাৎ অন্যের যমীর প্রতি লালায়িত হয়ো না।) এবং নিজের গুনাহর জন্য কাঁদাকাটি কর। (অর্থাৎ ক্ষমা চাও।) (তিরমিযী, ইবনে আবিদ দুনিয়া ও বায়হাকী)

১৭.৩- وَعَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَكَى رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ شَهِدَكُمُ الْيَوْمَ كُلُّ مُؤْمِنٍ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي لَغُفِرَ لَهُمْ بِبُكَاءِ هَذَا الرَّجُلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْكِي وَتَدْعُو لَهُ، وَتَقُولُ : اَللّٰهُمَّ شَفِّعِ الْبَكَائِيْنَ فَيَمْنُ لَمْ يَبْكِ ». رواه

البيهقى، وقال : هكذا جاء هذا الحديث مرسلًا.

১৭০৩। হযরত হাইছাম ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূল (সা) ভাষণ দিলেন। ভাষণ শুনে এক ব্যক্তি তার সামনে কাঁদতে লাগলো। রাসূল (সা) বললেন : পাহাড় সমান গুনাহ করেছে— এমন মুমিনদের সবাই যদি আজ এখানে হাজির হতো, তাহলে এই লোকটির কাঁনার ওছলায় তাদের সকলের গুনাহ মাফ হয়ে যেত। কেননা ফেরেশতারাও তার সাথে সাথে কাঁদছে, তার জন্য দোয়া করছে এবং বলছে : হে আল্লাহ, যারা এখানে উপস্থিত হয়নি, তাদেরকেও তুমি উপস্থিত লোকদের কাঁনার ওছলায় ক্ষমা করে দাও। (বায়হাকী)

١٧٠٤- وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ آيَةَ : (وَقَوَّدهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) فَقَالَ : « أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى أَحْمَرَّتْ، وَأَلْفَ عَامٍ حَتَّى أَبْيَضَّتْ، وَأَلْفَ عَامٍ حَتَّى أَسْوَدَتْ؛ فَهِيَ سَوْدَاءٌ مُظْلَمَةٌ لَا يَطْفَأُ لَهَا » قَالَ : وَبَيْنَ يَدَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَسْوَدٌ، فَهَتَفَ بِالْبُكَاءِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : مَنْ هَذَا الْبَاكِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ قَالَ : « رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ » وَأَثْنَى عَلَيْهِ مَعْرُوفًا، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، وَأُرْتَفَاعِي فَوْقَ عَرْشِي، لَا تَبْكِي عَيْنٌ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا أَكْثَرَتْ ضِحْكَهَا فِي الْجَنَّةِ » رواه البيهقى، والأصبهاني.

১৭০৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (সা) সূরা তাহরীমের ৬নং আয়াত “হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে বাঁচাও যার কষ্ট হবে মানুষ পাথর” পাঠ করলেন এবং বললেন : দোযখের আগুনকে প্রথমে এক হাজার বছর ব্যাপী উত্তপ্ত করা হয়েছিল। এতে তা লাল হয়ে গিয়েছিল। তারপর আরো এক হাজার বছর উত্তপ্ত করা হয়েছিল। তাতে তা সাদা হয়ে গিয়েছিল। তারপর আরো এক হাজার বছর উত্তপ্ত করা হয়েছিল। তাতে তা কালো হয়ে গিয়েছিল। এখন দোযখের আগুন সেই কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। তার শিখা কখনো নিভে না। এ সময় রাসূল (সা) এর সামনে একজন কালো মানুষ ছিল। সে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলো, তখন জিবরীল (আ) এলেন। তিনি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার সামনে এই কান্নারত লোকটি কে? তিনি বললেন : “জনৈক হাবশী।” তিনি লোকটির প্রশংসাও করলেন। জিবরীল (আ) বললেন : আল্লাহ তায়ালা বলছেন : আমার সম্মান, প্রতাপ ও আরশের ওপর আরোহণের শপথ, দুনিয়ায় আমার ভয়ে যে বান্দা কাঁদবে, আমি বেহেশতে তার হাসি (অর্থাৎ আনন্দ) বৃদ্ধি করবো। (বায়হাকী, ইসবাহানী)

الترغيب في ذكر الموت وقصر الأمل

والمبادرة بالعمل، وفضل طول العمر لمن حسن عمله

والنهي عن تمنى الموت

মৃত্যুকে স্মরণ করা ও দুনিয়ার সুখের আশা কমানোর উপদেশ

এবং মৃত্যু কামনা করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১৭০৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَكْثَرُ مَا ذَكَرَهَا ذِمَّ اللَّذَاتِ » - يَعْنِي الْمَوْتَ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَنُهُ.

ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن حبان في

صحيحه، وزاد : « فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ، وَلَا

ذَكَرَهُ فِي سِعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ ».

১৭০৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যাবতীয় সুখ ও আনন্দের অবসানকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী করে স্মরণ কর। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী তাব্বানী) ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় আরো যুক্ত করা হয়েছে : “যে ব্যক্তি সংকটকালে মৃত্যুকে স্মরণ করবে, তাঁর সংকট উত্তরণ সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সুখ সম্ভোগরত অবস্থায় মৃত্যুকে স্মরণ করবে, তার ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা সংকীর্ণ হয়ে আসবে। (অর্থাৎ তার দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমে যাবে। অনুবাদক

১৭.৬- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَلَاهُ، فَرَأَى نَاسًا كَانَهُمْ يَكْتَشِرُونَ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ أَشْغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى، الْمَوْتِ؛ فَأَكْثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ : أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التَّرَابِ، وَأَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ؛ فَإِذَا دَفِنَ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا، أَمَا إِنْ كُنْتَ أَحَبَّ مِنْ يَمَشِيٍّ عَلَى ظَهْرِي، أَيْ فَإِذَا وَلِيَّتْكَ الْيَوْمَ فَسَتَرِي صَنِيعِي بِكَ، قَالَ : فَيَتَسَّعُ لَهُ مَدَّ بَصْرِهِ، وَيَفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِذَا دَفِنَ الْعَبْدَ الْفَاجِرَ- أَوْ الْكَافِرَ- فَقَالَ لَهُ الْقَبْرُ : لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا، أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا بَعْضَ مَنْ يَمَشِيٍّ عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ، فَإِذَا وَلِيَّتْكَ الْيَوْمَ وَصَرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرِي صَنِيعِي بِكَ، قَالَ : فَيَلْتَمُّ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ » قَالَ : فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ، فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ : « وَيَقِيضُ لَهُ سَبْعُونَ تَبِيئًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا

بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فَتَهْشَهُ وَتَخْذِشُهُ حَتَّى يَفْضِي بِهِ إِلَى الْحَسَابِ»
 [ثُمَّ] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْقَبْرُ
 رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حَفْرَةٌ مِّنْ حَفْرِ النَّارِ». رَوَاهُ
 التِّرْمِذِيُّ، وَالْفِظُّ لَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

১৭০৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূল (সা) তাঁর নামাযের জায়গায় প্রবেশ করে দেখলেন, একদল লোক হাসাহাসি করছে। তা দেখে তিনি বললেন, দেখ, তোমরা যদি সকল সুখ ও আনন্দের অবসানকারী মৃত্যুকে স্মরণ করতে, তাহলে আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে তোমরা লিপ্ত হতে পারতে না। সুতরাং তোমরা সকল আনন্দ হরণকারী মৃত্যুকে স্মরণ কর। এমন একটা দিনও যায় না যেদিন কবর এ কথা না বলে : আমি প্রবাসের ঘর, আমি একাকীত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি কীটপতংগের ঘর।” কোন মুমিন বান্দা যখন কবরে সমাহিত হয়, তখন কবর বলে, তোমাকে শুভেচ্ছা, স্বাগতম! আমার ওপর দিয়ে যত লোক চলাফেরা করে, তাদের মধ্যে তুমিই আমার কাছে প্রিয়তম ছিলে। আজ যখন আমি তোমার দায়িত্ব পেয়েছি, তখন আমি তোমার সাথে কেমন আচরণ করি তা আচিরেই দেখতে পাবে। এরপর ঐ মুমিনের দৃষ্টি যতদূর যায়, কবরটা ততখানি প্রশস্ত হয় এবং সেখান থেকে তার জন্য বেহেশত পর্যন্ত একটা দরজা খুলে দেয়া হয়। আর যখন কোন কাফির বা শুনাইগার বান্দা সমাহিত হয় তখন তাকে কবর বলে : কোনই শুভেচ্ছা নয়, কোনই স্বাগতম নয়, তুমি দূর হও। আমার ওপর দিয়ে যত লোক চলাফেরা করতো, তাদের মধ্যে তুমিই আমার কাছে ঘৃণ্যতম ব্যক্তি ছিল। আজ যখন আমি তোমার দায়িত্ব পেয়েছি এবং তুমি আমার কাছে এসেছ, তখন তোমার সাথে আমি কেমন আচরণ করি তা তুমি অচিরেই দেখতে পাবে। তারপর কবর তার সাথে অত্যন্ত নিকৃষ্ট আচরণ করতে থাকে, তাকে দু’দিক থেকে এমন জোরে চেপে ধরে যে, তার হাড়গোড় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং তিনি দু’হাতের আঙ্গুলগুলোকে পরস্পরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে কবরের চেপে ধরার দৃশ্যটা দেখান। তিনি বলেন : এরপর তাকে সত্তরটি আজগর সাপের হাতে সোপর্দ করা হয়। এর একটাও যদি পৃথিবীতে নিশ্বাস ছাড়তো পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত কোন শস্য উৎপন্ন হতো না। এই আজগরগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তাকে ক্রমাগত কামড়াতে থাকবে। তারপর রাসূল (সা) বলেন : “কবর হয় বেহেশতে একটা বাগান নচেৎ দোযখের একটা গর্ত।” (তিরমিযী ও বায়হাকী)

১৭.৭- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشِرَ عَشْرَةَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ، وَأَحْزَمُ النَّاسِ؟ قَالَ : « أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، وَأَوْلِيكَ الْأَكْيَاسُ، ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ ». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت، والطبراني في الصغير بإسناد حسن.

১৭০৭। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি একবার রাসূল (সা)-এর কাছে এলাম। দেখলাম, আগে থেকে আরো নয় ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত রয়েছে। আমি হলাম দশম ব্যক্তি। এই সময়ে জনৈক আনসারী বললেন : হে রাসূল, কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সবচেয়ে দৃঢ়চেতা? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এধরণের লোকেরা প্রকৃত বুদ্ধিমান লোক। তারা পৃথিবীতে গৌরবের অধিকারী আর আখিরাতেও মর্যাদাবান। (ইবনে আবিদ দুনিয়া, তাবরানী)

১৭.৮- وَعَنْ الضُّحَاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَزْهَدُ النَّاسِ؟ فَقَالَ : « مَنْ لَمْ يَنْسَ الْقَبْرَ وَالْبِلَى، وَتَرَكَ فَضْلَ زَيْنَةِ الدُّنْيَا، وَآثَرَ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، وَلَمْ يَعُدَّ عَدَا مِنْ أَيَّامِهِ، وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَوْتَى » رواه ابن أبي الدنيا، وهو مرسل.

১৭০৮। হযরত যুহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূল, কোন্ ব্যক্তি দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে সর্বাধিক মুক্ত? রাসূল (সা) বললেন : যে ব্যক্তি কবরের কথা ও সেখানে তার লাশ মাটির সাথে মিশে যাওয়ার কথা ভোলে না, দুনিয়ার বাড়তি জৌলুস ও আরাম আয়েশ ত্যাগ করে, নশ্বর দুনিয়ার সুখের চেয়ে চিরস্থায়ী আখিরাতে সুখকে

অগ্রাধিকার দেয়, আগামীকালকে নিজের আয়ুর মধ্যে গণ্য করে না, এবং নিজেকে মৃত ব্যক্তি গণ্য করে। (ইবনে আবিদ্ দুনিয়া)

১৭০৯- وَرَوَى عَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَفَى بِالْمَوْتِ وَأَعْظَا، وَكَفَى بِالْيَقِينِ غِنَى»
رواه الطبرانى.

১৭০৯। হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মৃত্যুর চেয়ে ভালো উপদেশদাতা আর নাই এবং দৃঢ় ঈমানের চেয়ে ভালো সম্পদ আর নাই। (তাবরানী)

১৭১০- وَعَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَجَلَسَ عَلَيَّ شَفِيرَ الْقَبْرِ، فَبَكَى حَتَّى بَلَ الثَّرَى، ثُمَّ قَالَ : «يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُوا» رواه ابن ماجه بإسناد حسن.

১৭১০। হযরত বারা (রা) বলেন : আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে এক জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। তিনি কবরের কিনারে বসে কাঁদতে লাগলেন। তার চোখের পানিতে কবরের নীচের মাটি ভিজে যাচ্ছিল। তিনি বললেন : হে আমার ভাইয়েরা, এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হও। (ইবনে মাজা)

১৭১১- وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ : جُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَطَوْلُ الْأَمَلِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا» رواه البزار.

১৭১১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের আলামত : ১) চোখে পানি না আসা, ২) অন্তরের কাঠিন্য, ৩) বড় বড় আশা, ৪) দুনিয়ার লালসা (বাযযার)

১৭১২- وَرَوَى عَنْ أُمِّ الْوَلِيدِ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ : أَطَّلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! أَلَا تَسْتَحْيُونَ ؟ قَالُوا : مِمَّ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ ، وَتَبْنُونَ مَا لَا تَعْمُرُونَ ، وَتَأْمَلُونَ مَا لَا تَدْرِكُونَ ، أَلَا تَسْتَحْيُونَ مِنْ ذَلِكَ ؟ » رواه الطبرانی .

১৭১২। হযরত উম্মুল ওলীদ বিনতে উমার (রা) বর্ণনা করেন : একদিন সন্ধ্যার পর রাসূল (সা) বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন : তোমরা কি লজ্জা পাও না? আমরা জিজ্ঞেস করলাম : হে রাসূল, কোন্ জিনিস থেকে? তিনি বললেন : তোমরা যে সম্পদ সঞ্চয় কর, তা ভোগ করতে পার না, যে বাড়ীঘর নির্মাণ কর^১ বাস করতে পার না এবং যা উচ্চাভিলাষ পোষণ কর, তাতে সফল হতে পার না। তথাপি এসব কাজ করতে তোমাদের কি লজ্জা হয় না? (তাবরানী)

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ তোমরা যে সম্পদ সঞ্চয় কর, তা ভোগ করার আগেই তোমাদের আয় ফুরিয়ে যায়, যে বাড়ীঘর তৈরী কর, তাতে বেশী দিন বাস করতে পার না, সহসাই পরপারের ডাক এসে যায়, এবং যে বড় বড় আশা পোষণ কর, তা পূরণ হবার আগেই মৃত্যু এসে যায়। অন্যদের এই ব্যর্থতা দেখেও তার পুনরাবৃত্তি করতে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। অনুবাদক

১৭১৩- وَرَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ اشْتَرَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَلِيْدَةً بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى شَهْرٍ ، فَسَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ أُسَامَةَ الْمُشْتَرَى إِلَى شَهْرٍ ؛ إِنَّ أُسَامَةَ لَطَوِيلُ الْأَمَلِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا طَرَفَتْ عَيْنَايَ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنْ شَفَرَنِي لَا يَلْتَقِيَانِ حَتَّى يَقْبِضَ اللَّهُ رُوحِي ، وَلَا رَفَعَتْ قَدْحًا إِلَى فِيَّ فَظَنَنْتُ أَنِّي وَأَضِعُهُ حَتَّى أَقْبِضَ ، وَلَا لَقِمْتُ لَقْمَةً إِلَّا ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَسِيغُهَا حَتَّى أَعْصَّ بِهَا مِنَ الْمَوْتِ ، وَالَّذِي

نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّمَا تَوَعَدُونَ لَاتٍ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ» رواه أبى
الدنيا فى كتاب قصر الأمل، وأبو نعيم فى الحلية،
والبيهقى، والأصبهانى.

১৭১৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (সা)-এর পালিত ছেলে যায়েদের ছেলে উসামা একটা হালাল জন্তুর সদ্যপ্রসূত মেয়ে বাচ্চা একশো দীনার দিয়ে এই আশায় খরিদ করলেন যে, একমাস পর তা যবাই করে খাওয়ার যোগ্য হবে। এ খবর শুনে রাসূল (সা) বললেন : একমাসের মেয়াদে খরিদকারী উসামাকে দেখে তোমরা কি অবাক হচ্ছ না? উসামা তো দীর্ঘ আশা পোষণকারী। সেই আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার জীবন, আমি চোখ মেলে তাকানোর পর ভাবি, হয়তো বা চোখের দুটো পাতা পুনরায় মিলিত হবার আগেই আল্লাহ আমার প্রাণ নিয়ে নেবেন, একটা পেয়ালা মুখে তুলবার পর ভাবি, পেয়ালাটা নামানোর আগেই হয়তো আমি মারা যাবো, এবং এক গ্রাস খাবার মুখে নেয়ার পর ভাবি, হয়তো ওটা গিলে খাওয়ার আগেই আমার মৃত্যু হয়ে যাবে। মহান আল্লাহর কসম, তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফল লাভ ও হিসাব-নিকাশের) তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, তোমরা কোনভাবেই তা বন্ধ করতে পারবে না। (ইবনে আবিদ দুনিয়া, আবু নাঈম, বায়হাকী ও ইসবাহানী)

١٧١٤- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : « اِغْتَنِمْ خَمْسًا
قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ،
وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ
مَوْتِكَ ». رواه الحاكم، وقال : صحيح على شرطهما.

১৭১৪। হযরত ইবনে আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) তাঁকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন : তুমি পাঁচটা জিনিসের আগে পাঁচটা জিনিস কে মর্যাদা দিও : বার্বক্য আসার আগে যৌবনকে, রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে সুস্থতাকে, দারিদ্র আসার আগে সম্বলতাকে, ব্যস্ততা আসার আগে অবসরকে এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে। (হাকেম)

১৭১৫- وعن شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ؛ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ » رواه ابن ماجه، والترمذى، وقال حديث حسن.

১৭১৫। হযরত শাদদাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : বুদ্ধিমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর অর্থব হ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান আশা করে। (ইবনে মাজা ও তিরমিযী)

১৭১৬- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ » قِيلَ : كَيْفَ يَسْتَعْمَلُهُ ؟ قَالَ : يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ ». رواه الحاكم،

১৭১৬। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ যখন তার কোন বান্দাহর কল্যাণ কামনা করেন, তখন তাকে কাজে লাগান। জিজ্ঞেস করা হলো : কিভাবে কাজে লাগান? তিনি বললেন : মৃত্যুর আগে তাকে সৎকাজের তাওফীক দেন। (হাকেম)

১৭১৮- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ : « مَنْ طَالَ عَمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ » قَالَ : فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ : « مَنْ طَالَ عَمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ » رواه الترمذى، وقال : حديث حسن صحيح، والطبرانى بإسناد صحيح، والبيهقى فى الزهد وغيره.

১৭১৭। হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূলুল্লাহ, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেন : যার আয়ু দীর্ঘ ও ভালো

কাজে পরিপূর্ণ। লোকটি জিজ্ঞেস করলো কে সবচেয়ে খারাপ? রাসূল (সা) বললেন : যার আয়ু দীর্ঘ ও খারাপ কাজে পরিপূর্ণ। (তিরমিযী, তাবরানী ও বায়হাকী)

১৭১৮- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ لِلَّهِ عِبَادًا يَضُنُّ بِهِمْ عَنِ الْقَتْلِ، وَيَطِيلُ أَعْمَارَهُمْ فِي حَسَنِ الْعَمَلِ، وَيَحْسِنُ أَرْزَاقَهُمْ، وَيَحْيِيهِمْ فِي عَافِيَةٍ، وَيَقْبِضُ أَرْوَاحَهُمْ فِي عَافِيَةٍ عَلَى الْفَرَشِ، وَيُعْطِيهِمْ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ». رواه الطبراني، ولا يحضرني الان إسناده.

১৭১৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহর কিছু বান্দা এমনও রয়েছে, যাদেরকে তিনি নিহত হতে দেন না, তাদেরকে সৎকর্মশীলতার সাথে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তাদেরকে জীবিকার প্রাচুর্য দেন, সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করান, শান্তিতে বিছানায় শায়িত থাকা অবস্থায় তাদেরকে মৃত্যু দেন এবং তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করেন। (তাবরানী)

১৭১৯- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عُدْرَةَ ثَلَاثَةً أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمُوا، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ يَكْفِيهِمْ؟ » قَالَ طَلْحَةُ : أَنَا، قَالَ : فَكَانُوا عِنْدَ طَلْحَةَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا، فَخَرَجَ فِيهِ أَحَدُهُمْ فَاسْتَشْهَدَ، ثُمَّ بَعَثَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيهِ آخَرُ فَاسْتَشْهَدَ، ثُمَّ مَاتَ الثَّلَاثُ عَلَى فِرَاشِهِ، قَالَ طَلْحَةُ : فَرَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدِي فِي الْجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ، وَرَأَيْتُ الَّذِي اسْتَشْهَدَ أَحْيَا يَلِيَهُ، وَرَأَيْتُ أَوْلَهُمْ آخِرَهُمْ، قَالَ : فَدَاخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ، فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : « وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ ذَلِكَ ؟ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَوْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ لِتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ » رواه أحمد، وأبو يعلى، ورواهما رواة الصحيح، وفي أوله عند أحمد إرسال كبامر، ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه.

১৭১৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। বনু উয়রা গোত্রের তিন ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। রাসূল (সা) বললেন : কে এদের তত্ত্বাবধান করবে? (অর্থাৎ আতিয়েস্তা করবে?) হযরত তালহা বললেন : “আমি” এই সময় রাসূল (সা) একটা দলকে জিহাদে পাঠালেন। সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী এই তিন জনের একজন ঐ দলের সাথে গেল এবং শহীদ হলো। এরপর আরেকটা দলকে জিহাদের পাঠানো হলো এবং সেই দলেও এই তিনজনের অপর জন গিয়ে শহীদ হলো। এর কয়েকদিন পর তৃতীয় ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। পরে আমি স্বপ্নে দেখলাম এই তিনজনই জান্নাতে রয়েছে। যে ব্যক্তি রোগে মারা গিয়েছিল, সে সবার আগে বসেছিল, আর সবার শেষে যে শহীদ হয়েছে সে তার পেছনে এবং সর্বপ্রথম যে শহীদ হয়েছিল সে সবার পেছনে। এই স্বপ্ন দেখে আমার মনে খটকা লাগলো। আমি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে স্বপ্নের বিবরণ দিলাম। তিনি বললেন : তুমি এতে অস্বাভাবিক কী দেখলে? যে মুমিন দীর্ঘ আয়ু লাভ করে ও ইসলামী জীবন যাপন করে, তার চেয়ে আল্লাহর কাছে ভালো কেউ নেই। কেননা সে তাকবীর, তাসবীহ ও তাহলীল করে। (অর্থাৎ সে দীর্ঘ আয়ু লাভ করায় তার আগে মারা যাওয়া লোকদের চেয়ে বেশী পরিমাণে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহু প্রভৃতি যিকির আযকার করার সুযোগ পায়।) (আহমাদ, আবু ইয়াল)

١٧٢- وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَهُوَ يَشْتَكِي، فَتَمَنَّى الْمَوْتَ، فَقَالَ : « يَا عَبَّاسُ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ، إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا تَزِدَادُ إِحْسَانًا إِلَى أَحْسَانِكَ خَيْرَ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا، فَإِنَّ تَوَخَّرَ تَسْتَعْتَبُ مِنْ إِسَاءَتِكَ

خَيْرَ لَكَ، لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ». رواه أحمد، والحاكم واللفظ له،
وهو أتم، وقال : صحيح على شرطهما.

১৭২০। হযরত উম্মে ফযল (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস যখন রোগশয্যায় শায়িত, তখন রাসূল (সা) তাঁর কাছে গেলেন। আব্বাস (রা) নিজের জন্য দ্রুত মৃত্যু কামনা করলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন : হে চাচা, মৃত্যু কামনা করবেন না। কেননা আপনি যদি সৎকর্মশীল হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার সৎকর্মের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাক এটাই ভালো। আর যদি আপনি অসৎ হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার মৃত্যু বিলম্বিত হওয়ায় আপনি নিজের অসৎকাজ থেকে তওবা করার সুযোগ পাবেন সেটাই ভাল। মৃত্যু কামনা করবেন না। (আহমাদ ও হাকেম)

١٧٢١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَتَمَنَّ أَحَدٌ كَمَّ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ وَلَا بَدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » رواه البخاري،
ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

১৭২১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বিপদ-মুসিবতে বা দুঃখ-কষ্টে পড়ে মৃত্যু কামনা না করে। তবে এভাবে দোয়া করতে পারে :

“হে আল্লাহ যতক্ষণ আমার বেচঁে থাকা কল্যাণকর হয়, ততক্ষণ আমাকে বাঁচিয়ে রাখ, আর যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হয়, তখন আমাকে মৃত্যু দিও।”
(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

الترغيب في الخوف وفضله

আল্লাহকে ভয় করার ফযীলত

১৭২২- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ : إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ أَطْحَنُونِي، ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ، فَوَاللَّهِ لَئِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَبَهُ أَحَدًا، فَلَمَّا مَاتَ فَعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ : اجْمَعِي مَا فِيكَ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : خَشَيْتُكَ يَا رَبِّ، أَوْ قَالَ : مَخَافَتِكَ، فَغَفَرَهُ .

وفى رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ : إِذَا مِتُّ فَحَرِّقُوهُ، ثُمَّ ذَرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللَّهِ لَئِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا بِهِ مَا أَمَرَهُمْ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَحْرَ أَنْ يَجْمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ : لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ .» رواه البخارى، ومسلم، ورواه مالك والنسائى نحوه .

১৭২২। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন : এক ব্যক্তি অনেক পাপ করেছিল। যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন সে তার ছেলেরদেরকে ডেকে বললো : আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার লাশটা পুড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দিও। কেননা আল্লাহ আমাকে ধরতে পারলে এমন শাস্তি দেবেন, যা

আর কাউকে দেবেন না। লোকটি মারা যাওয়ার পর তার ছেলেরা তার ওছিয়ত মোতাবেক কাজ করলো। ওদিকে আল্লাহ তৎক্ষণাত মাটিকে আদেশ দিলেন পোড়ানো লাশের ছাইগুলোকে একত্রিত কর। মাটি আদেশ পালন করলো। তৎক্ষণাত লোকটি আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হলো। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাস করলেন : তুমি তোমার ছেলেরদেরকে এরূপ ওছিয়ত করেছিলে কেন? সে বললো : হে আল্লাহ, আপনার ভয়ে। আল্লাহ তৎক্ষণাত তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। অন্য বর্ণনায় যে কথাগুলো ভিন্নভাবে এসেছে তা এরূপ “লোকটি বললো : আমি মারা গেলে আমার লাশ পুড়িয়ে তার অর্ধেক ছাই মাটিতে ও অর্ধেক পানিতে ছাড়িয়ে দিও।” “আল্লাহ মাটিকে আদেশ দিলেন তার ভেতরে যেটুকু ছাই রয়েছে তা একত্রিত করতে এবং পানিকে আদেশ দিলেন তার ভেতরে যেটুকু আছে তা একত্রিত করতে। লোকটি জবাবে আল্লাহকে বললো : “হে আল্লাহ, তোমার ভয়ে এবং তা তুমি ভালোই জান।” (বুখারী, মুসলিম, মালেক, নাসায়ী)

১৭২৩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرْنِي يَوْمًا ، أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ . رواه الترمذی، والبيهقی، وقال الترمذی : حديث حسن غريب.

১৭২৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহ তার ফেরেশতাদেরকে বলবেন : যে ব্যক্তি আমাকে একদিনও স্মরণ করেছে, কিংবা কোন একটা স্থানেও আমাকে ভয় করেছে; তাকে দোযখ থেকে বের করে নিয়ে এসো। (তিরমিযী বায়হাকী)

দ্রষ্টব্যঃ গুনাহর পাল্লা ভারী হওয়ায় একদল মুমিন দোযখের যাবে। তবে তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে না। কিছু দিন থাকার পর তাদের কৃত সৎকর্মগুলোর মূল্যায়ন করে এক এক করে বের করে এনে জান্নাতে ঢুকানো হবে। অনুবাদক

১৭২৪- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوى عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا أَنَّهُ قَالَ : « وَعَزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفِينَ وَأَمْنَيْنِ : إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمَّنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتَهُ فِي

الْأَخْرَةَ». رواه ابن حبان فى صحيحه.

১৭২৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ বলেন : আমার বান্দার ওপর এক সাথে দুই ভীতি ও দুই নির্ভিকতা আমি একত্রিত করি না। সে যখন দুনিয়ায় আমাকে ভয় করে, তখন আখিরাতে তার আর কোন ভয় থাকবে না। আর সে যখন দুনিয়ায় আমাকে ভয় করে না, তখন আখিরাতে তাকে আমি ভীতিকর পরিস্থিতিতে নিষ্ক্ষেপ করবো। (ইবনে হাব্বান)

১৭২৫- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سَلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةً، أَلَا إِنَّ سَلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ ». رواه الترمذى وقال : حديث حسن.

১৭২৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে অবশ্যই বাঁধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে (অর্থাৎ আখিরাতের মুক্তির জন্য সৎকাজ করতে কোন বাঁধা মানে না -গ্রন্থকার) আর যে বাঁধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে, সে অবশ্যই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। শুনে রাখ আল্লাহর পণ্য খুবই মূল্যবান। শুনে রাখ, আল্লাহর পণ্য হচ্ছে জান্নাত। (তিরমিযী)

১৭২৬- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ دَخَلَتْهُ خَشْيَةُ اللَّهِ، فَكَانَ يَبْكِي عِنْدَ ذِكْرِ النَّارِ حَتَّى حَبَسَهُ ذَلِكَ فِي الْبَيْتِ، فُذِّكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ فِي الْبَيْتِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ اعْتَنَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَمِيَّتًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « جَهِّزُوا صَاحِبَكُمْ؛ فَإِنَّ الْفِرْقَ فَلذَّكَبَدَهُ ». رواه الحاكم، والبيهقى، من طريقه وغيره، وقال الحاكم : صحيح الإسناد،

ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الخائفين. والأصبهانى.

১৭২৬। হযরত সা'হল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারীর মনে আল্লাহর ভয় এমন তীব্রভাবে বদ্ধমূল হয় যে, দোষখের প্রসঙ্গ আলোচিত হলেই তিনি কাঁদতেন। এরূপ কাঁদাকাটির কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি তার ঘরেই আবদ্ধ হয়ে পড়েন। রাসূল (সা)-এর কাছে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি তার বাড়ীতে তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করেই রাসূল (সা) তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং ঐ সাহাবী তৎক্ষণাত ইত্তিকাল করলেন। রাসূল (সা) বললেন : তোমরা তোমাদের সাথীর কাফন-দাফন সম্পন্ন কর। আল্লাহর ভয় তার কলিজাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। (হাকেম, বায়হাকী, ইবনে আবিদ দুনিয়া ও ইসবাহানী)

১৭২৭- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : أَمَّنَا زَوَارَةَ بْنَ أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي قَشِيرٍ، فَقَرَأَ الْمَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغَ : (فَإِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ) خَرَمِيَّتًا رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

১৭২৭। হযরত বাহয ইবনে হাকীম (রা) বলেন : বনু কুশাইর গোত্রের মসজিদে যুরারা ইবনে আওফা (রা) আমাদের নামাযের ইমামতি করেন। তিনি নামাযে সূরা মুদাসসির পড়ছিলেন। ৮নং আয়াত “যখন শিংগায় ফুক দেয়া হবে” পড়া মাত্রই তিনি মারা গেলেন।

১৭২৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ رَحْمَتِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭২৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন মুমিন যদি জানতো আল্লাহ কি শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তাহলে কেউ তার বেহেশতের প্রতি আশান্বিত হতো না। আর কোন কাফির যদি জানতো আল্লাহ কত দয়ালু, তাহলে সেও তাঁর দয়া থেকে নিরাশ হতো না। (মুসলিম)

১৭২৯- وَعَنْ أَبِي كَاهِلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَبَا كَاهِلٍ أَلَا أُخْبِرُكَ بِقَضَاءِ

قَضَاهُ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَحْيَا
 اللهُ قَلْبَكَ؛ وَلَا يَمِتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ بَدَنُكَ. أَعْلَمُ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ لَمْ
 يَغْضَبِ رَبَّ الْعِزَّةِ عَلَى مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَخَافَةٌ؛ وَلَا تَأْكُلُ
 النَّارُ مِنْهُ هَذَبَةً. أَعْلَمُ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ سَتَرَ عَوْرَتَهُ حَيَاءً مِنْ
 اللهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ. أَعْلَمُ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ دَخَلَ حَلَاوَةَ الصَّلَاةِ قَلْبَهُ
 حَتَّى يَتِمَّ رُكُوعُهَا وَسُجُودُهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَرْضِيَهُ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْلَمُ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا
 وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي جَمَاعَةٍ يَدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كَانَ حَقًّا
 عَلَى اللهِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ. أَعْلَمَنَّ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ
 مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا
 عَلَى اللهِ أَنْ يَرْوِيَهُ يَوْمَ الْعَطَشِ. أَعْلَمَنَّ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ
 كَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَكْفِيَ عَنْهُ عَذَابَ
 الْقَبْرِ. أَعْلَمَنَّ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ حَيًّا وَمَيِّتًا كَانَ
 حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قُلْتُ: كَيْفَ يَبْرُ
 وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مَيِّتَيْنِ؟ قَالَ: «بَرَّهُمَا أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَوَالِدَيْهِ،
 وَلَا يَسْبَهُمَا، وَلَا يَسْبُ وَالِدَيْ أَحَدٍ فَيَسْبُ وَالِدَيْهِ. أَعْلَمَنَّ يَا
 أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ عِنْدَ حُلُولِهَا كَانَ حَقًّا عَلَى
 اللهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ رَفَقَاءِ الْأَنْبِيَاءِ. أَعْلَمَنَّ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ

قَلَّتْ عِنْدَهُ حَسَنَاتُهُ، وَعَظُمَتْ عِنْدَهُ سَيِّئَاتُهُ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَثْقَلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اَعْلَمَنَّ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ يَسْعَى عَلَى أَمْرَتِهِ وَوَلَدِهِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ يَقِيمُ فِيهِمْ أَمْرَ اللَّهِ يَطْعَمُهُمْ مِنْ حَلَالٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَ الشَّهَدَاءِ فِي دَرَجَاتِهِمْ. اَعْلَمَنَّ يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - حَبَالِي - وَشَوْقًا إِلَيَّ - كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ بِكُلِّ مَرَّةٍ نَوْبٍ حَوْلِي « رواه الطبراني.

১৭২৯। হযরত আবি কাহেল (রা) বলেন, রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন : “হে আবু কাহেল, আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য কী সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, তা তোমাকে বলবো? আমি বললাম, হে রাসূল, বলুন। রাসূল (সা) বললেন : “আল্লাহ তোমার হৃদয়কে উজ্জীবিত করুন এবং তোমার দেহ যে দিন মারা যাবে, সেদিন তোমার হৃদয়কে যেন মৃত না করেন। জেনে রেখ, হে আবু কাহেল, মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রাগান্বিত হন না এবং তার দেহের একটি অংশও আগুনে খায় না, যার মনে আল্লাহর ভয় আছে। হে আবু কাহেল জেনে রাখ, যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে লজ্জা বশত গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় নিজের গুণ্ড স্থান ঢেকে রাখে, কিয়ামতের দিন তার গোপনীয়তা ঢেকে রাখা আল্লাহর দায়িত্ব বলে গণ্য হবে। হে আবু কাহেল, জেনে রাখ, যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে নামাযের স্বাদ অনুভব করে, এবং সে জন্য যে রুকু ও সিজদা যথাযথভাবে পূর্ণ করে, তাকে কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। হে আবু কাহেল, জেনে রাখ, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত তাকবীরে তাহরীমায় অংশগ্রহণ সহ জামায়াতে নামায পড়ে, তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। হে আবু কাহেল, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখবে পিপাসার দিনে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে পানি পান করিয়ে দেবেন। হে আবু কাহেল, যে ব্যক্তি কাউকে কোন রকম কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তাকে কবরের আযাব থেকে অব্যাহতি দেবেন। হে আবু কাহেল, যে ব্যক্তি জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় নিজের পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে, কিয়ামতের দিন তাকে খুশী করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে। আমি বললাম, মৃত পিতামাতার সাথে কিভাবে ভালো ব্যবহার করবো? রাসূল (সা) বললেন : তাদের উভয়ের জন্য ক্ষমা

চাওয়াই তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। তাছাড়া তাদের কোন নিন্দা না করা এবং অন্যের মাবাবাকেও নিন্দা না করা, যাতে সে তোমার মা বাবাকে নিন্দা না করতে পারে। হে আবু কাহেল, জেনে রাখ, যে ব্যক্তি যাকাত ফরয হওয়া মাত্রই যাকাত দেয়, তাকে নবীদের সাথীদের অন্তর্ভুক্ত করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। হে আবু কাহেল, জেনে রাখ, যে ব্যক্তি নিজের সংকাজকে অল্প ও খারাপ কাজকে বেশী মনে করে, কিয়ামতের দিন তার দাড়িপাল্লাকে ভারী করে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। হে আবু কাহেল, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী, সন্তান ও চাকরের লালন পালনের জন্য অর্থোপার্জন করে, তাদের ওপরে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত করে এবং তাদেরকে হালাল উপার্জন থেকে আহার করায়, তাকে শহীদদের মর্যাদা দিয়ে তাদের দলভুক্ত করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। হে আবু কাহেল, যে ব্যক্তি আমার ওপর প্রতিদিন তিনবার দরুদ শরীফ পড়বে আমার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহের তাগিদে, তার প্রতিবার দরুদের বদলায় তার এক বছরের গুনাহ মাফ করা হবে। (তাবরানী)

১৭৩- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعْدَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ لَا تَدْرُونَ تَنْجُونَ أَوْ لَا تَنْجُونَ» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

১৭৩০। হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমি যা জানি (অর্থাৎ আখিরাতের আযাব সম্পর্কে) তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা বেশী করে কাঁদতে, কম হাসতে এবং রাস্তায় বেরিয়ে আল্লাহর কাছে মুক্তি চাইতে। কেননা তোমরা মুক্তি পাবে, কি পাবে না, তা জাননা।

১৭৩১- وَرَوَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اقشَعَرَ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَحَاتَّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَحَاتُّ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ وَرَقُهَا» رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، والبيهقي.

১৭৩১। হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যখন কোন বান্দার শরীরের চামড়া আল্লাহর ভয়ে শিউরে ওঠে, তখন গাছের শুকনো পাতা যেমন ঝরে পড়ে, তেমনি তার গুনাহগুলো ঝরে পড়ে। (কিতাবুছ ছওয়াব ও বায়হাকী)

বায়হাকীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে : আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে একটা গাছের নীচে বসেছিলাম। সহসা এক দমকা বাতাস এলো। এতে সবকটা শুকনো পাতা পড়ে গেল এবং সবুজ পাতাগুলো অবশিষ্ট রইল। রাসূল (সা) বললেন : এই গাছটা किसের উদাহরণ তোমরা বল তো। সবাই বললো : আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল জানেন। রাসূল (সা) বললেন : এটা হচ্ছে মুমিনের উদাহরণ। যখন সে আল্লাহর ভয়ে কেপেঁ ওঠে, তখন তার সমস্ত গুনাহ ঝরে পড়ে এবং শুধু তার সৎকর্মগুলো টিকে থাকে।

১৭৩২- وَرَوَى عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ خَافَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَوْفَ اللَّهِ مِنْهُ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ خَوْفَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، ورفع منكر.

১৭৩২। হযরত ওয়াসেলা ইবনুল আসকা' (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য সকল সৃষ্টিকে তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহ তায়ালা তাকে তার প্রতিটি সৃষ্টির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেন। (কিতাবুস্ সওয়াব)

الترغيب في الرجاء، وحسن الظن بالله عز وجل

আল্লাহর প্রতি আশাবিত্ত থাকা ও সুধারণা পোষণ

১৭৩৩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ، وَلَا أَبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَ »

تِنِي غَفَرْتُ لَكَ. يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ أَتَيْتَنِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ
خَطَايَا « ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لِأَتَيْتَكَ
بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً » رواه الترمذی، وقال : حديث حسن.

১৭৩৩। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা বলেন : হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকতে থাকবে, ও আমার প্রতি আশান্বিত থাকবে, ততক্ষণ আমি তোমার যত গুনাহ থাকুক, ক্ষমা করবো। হে আদম সন্তান, তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো। হে আদম সন্তান, তুমি যদি সারা পৃথিবী প্রায় পূর্ণ হয়ে যায় এত গুনাহও করে থাকো, তারপর আমার কাছে আসো, এবং আমার সাথে আর কাউকে শরীক না কর, তাহলে আমি সারা পৃথিবী প্রায় পূর্ণ হয়ে যায় এত ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে আসবো। (তিরমিযী)

١٧٣٤- وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ : « كَيْفَ
تَجِدُكَ ؟ » قَالَ : أَرْجُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَجْتَمِعَانِ فِي
قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو،
وَأَمْنَهُ مِمَّا يَخَافُ » رواه الترمذی.

১৭৩৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) জনৈক মুমরূ যুবকের কাছে গেলেন ও তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কেমন অনুভব করছ? সে বললো : হে রাসূল, আমি আল্লাহর সম্পর্কে আশাবাদী, তবে আমার গুনাহগুলোর জন্য আমার ভয়ও লাগছে। রাসূল (সা) বললেন : এরকম সময়ে কোন বান্দার মনে ভয় ও আশা একত্রিত হলে আল্লাহ সে যা আশা করে, সেটাই তাকে দেন এবং সে যার ভয় করে তা থেকে তাকে নিরাপত্তা দান করেন। (তিরমিযী)

١٧٣٥- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوْلَّ مَا

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا أَوْلَ مَا يَقُولُونَ لَهُ؟ « قَلْنَا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ : هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ يَا رَبَّنَا، فَيَقُولُ : لِمَ؟ فَيَقُولُونَ : رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ، فَيَقُولُ : قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي » رواه أحمد من رواية عبيد الله بن زحر.

১৭৩৫। হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন : তোমরা ইচ্ছা করলে আমি তোমাদেরকে জানাতে পারি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে সর্বপ্রথম কি বলবেন এবং মুমিনরাই বা আল্লাহ তায়ালাকে কি বলবেন। আমরা বললাম : হে রাসূল, আমরা জানতে চাই। তিনি বললেন : আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে বলবেন : তোমরা কি আমার সাক্ষাৎ পছন্দ কর? মুমিনরা বলবে : হে আমাদের প্রভু, পছন্দ করি, আল্লাহ বলবেন : কেন? তারা বলবেন : আমরা আপনার ক্ষমা আশা করি। আল্লাহ বলবেন : তোমাদেরকে ক্ষমা করা আমার ওপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। (আহমাদ)

১৭৩৬- وَعَنْ حَبَّانَ أَبِي النَّضْرِ قَالَ : خَرَجْتُ عَائِدًا لِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ فَلَقِيتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ وَهُوَ يَرِيدُ عِبَادَتَهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى وَاثِلَةَ بَسَطَ يَدَهُ وَجَعَلَ يَشِيرُ إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَاثِلَةَ حَتَّى جَلَسَ، فَأَخَذَ يَزِيدَ بِكَفِّيْ وَاثِلَةَ فَجَعَلَهُمَا عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ وَاثِلَةُ : كَيْفَ ظَنَنْتَ بِاللَّهِ؟ قَالَ : ظَنَنْتُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ حَسَنٌ، قَالَ : فَأَبْشِرْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ » رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي.

১৭৩৬। হযরত হাইয়ান আবুল নাসর বলেন : রোগাক্রান্ত ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ কে দেখার জন্য আমি বেরিয়েছিলাম। পথে ওয়াছেলা ইবনুল আসকা'র সাথে সাক্ষাতও হলো। তিনিও ইয়াযীদকে দেখতে যাচ্ছিলেন। আমরা দু'জনে যখন ইয়াযীদেদের কাছে গেলাম তখন ইয়াযীদ ওয়াছেলাকে দেখেই তার দিকে হাত বাড়ালেন এবং তাকে ইংগীত করতে লাগলেন। ওয়াছেলা এগিয়ে গেলেন এবং বসলেন। ইয়াযীদ ওয়াছেলার হাত দু'খানা ধরে নিজের মুখের ওপর রাখলেন। ওয়াছেলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন : আল্লাহ সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? ইয়াযীদ বললেন : আল্লাহর কসম, আল্লাহর সম্পর্কে আমার ধারণা ভালো। ওয়াছেলা বললেন : তাহলে সুসংবাদ নাও। আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ বলেছেন : আমার সম্পর্কে আমার বান্দা যেমন ধারণা পোষণ করে, আমি ঠিক তেমনি। যদি ভালো ধারণা করে, তবে তেমনি। আর যদি খারাপ ধারণা করে, তবে তেমনি। (আহমাদ)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করলে তা বান্দাকে সৎকাজ করতে ও অসৎকাজ বর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বান্দা বিশ্বাস করে, আল্লাহ অতিশয় দয়াশীল ও করুণাময় এবং সে নিছক নিজের কৃতকর্মের জোরে বেহেশতে যেতে পারবে না, বরং আল্লাহর মেহেরবানীতেই বেহেশতে যেতে পারবে। বস্তুত এটাই নিষ্ঠাবান ও প্রকৃত ঈমানদার লোকদের বিশ্বাস। গ্রন্থকার

১৭৩৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ إِلَى النَّارِ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى شَفِئِهَا التَّفَتَ فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ إِنْ كَانَ ظَنِّي بِكَ لِحَسَنٍ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَدَوِّهِ، أَنَا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّي عَبْدِي بِي» رواه البيهقي.

১৭৩৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা তার এক বান্দাকে দোষখে পাঠানোর আদেশ দেবেন। সে যখন দোষখের কিনারে পৌঁছে যাবে, তখন পেছন ফিরে তাকাবে এবং বলবে : হে আমার প্রভু আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা ভালো ছিল। তখন আল্লাহ বলবেন : ওকে ফিরিয়ে আন, আমি আমার বান্দার ভালো ধারণার পক্ষে থাকি। (বায়হাকী)

كتاب الجنائز وما يتقدمها

الترغيب في سؤال العفو والعافية

শান্তি, নিরাপত্তা, সুস্থতা ও ক্ষমা প্রার্থনা

১৭৩৮- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الدَّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمَعَاوَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الدَّعَاءِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ : «فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ» رواه الترمذی واللفظ له، وابن أبي الدنيا، كلاهما من حديث سلمة بن وردان عن أنس، وقال الترمذی

: حديث حسن.

১৭৩৮। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললো : হে রাসূল, কোন্ দোয়া সবচেয়ে ভালো? তিনি বললেন! তোমার প্রভুর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা সুস্থতা ও ক্ষমা প্রার্থনা কর। দ্বিতীয় দিনও সেই লোকটি এলো এবং বললো : হে রাসূল কোন্ দোয়া সবচেয়ে ভালো? রাসূল (সা) আগের দিনের মত জবাব দিলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি তৃতীয় দিনেও এলো। তিনি সেদিনও তাকে একই জবাব দিলেন। তারপর বললেন : তুমি যখন দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় শান্তি ও নিরাপত্তা পাবে, তখন তুমি সফল কাম হবে। (তিরমিযী)

১৭৩৯- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنَ اللَّهِمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ»

وفى رواية: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمَعَاوَةَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ» رواه ابن ماجه بأئساد جيد.

১৭৩৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহর কাছে বান্দার সর্বোত্তম দোয়া হলো : “আল্লাহুমা ইন্নী আসয়ালুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা” (হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা, সুস্থতা ও শান্তি চাই।)

অপর বর্ণনা মতে : “আল্লাহুমা ইন্নী আসয়ালুকাল মুয়াফাতা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ” (হে আল্লাহ আমি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা চাই। (ইবনে মাজাহ)

১৭৪- وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ
أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: «قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي
وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي، وَيَجْمَعْ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامَ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ
تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ» رواه مسلم.

১৭৪০। হযরত আবু মালেক আল-আশজায়ী তার বাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর কাছে এলো এবং বললো : হে রাসূল, আমি আমার প্রভুর কাছে কিভাবে প্রার্থনা করবো? তিনি বললেন : তিনি বুড়ো আঙ্গুল ছাড়া অন্য আঙ্গুলগুলোকে একত্রিত করে বললেন : তুমি বলবে : “আল্লাহুমাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়া আফিনী ওয়ারযুকনী” অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, সুস্থতা ও নিরাপত্তা দাও এবং জীবিকা দাও।” এতে দুনিয়া ও আখিরাতে এক সাথেই পাবে। (মুসলিম)

১৭৪১- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدُّعَاءُ لَا يَرُدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» قَالُوا:
فَمَاذَا يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رواه الترمذی، وقال حديث حسن.

১৭৪১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া ফেরৎ দেয়া হয় না। লোকেরা বললো : হে রাসূল আমরা কী দোয়া করবো? তিনি বললেন : “আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের সঠিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা চাও।” (তিরমিযী)

১৭৪২- عَنْ عُمَرَ وَآبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خُلِقَ تَفْضِيلًا، لَمْ يَصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ » رواه الترمذی وقال

: حديث حسن غريب.

১৭৪২। হযরত ওমর ও হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিপদ-মুসিবত বা রোগব্যাদিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে পড়বে : “আল হামদুলিল্লাহিল্লাজী আফনী মিম্মাবতালাকা বিহী ওয়া ফায্যালানী আল কাছীরিম মিম্মান খালাকা তাফযীলা” অর্থাৎ সেই আল্লাহর জন্য প্রশংসা যিনি তোমাকে যে বিপদে ফেলেছেন আমাকে তা থেকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তার সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সে ঐ বিপদে বা রোগে আক্রান্ত হবে না। (তিরমিযী)

الترغيب في الصبر

ধৈর্য সংক্রান্ত উপদেশ মালা

১৭৪৩- وَعَنْ صُهَيْبِ الرَّؤُمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ؛ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ « رواه مسلم.

১৭৪৩। হযরত সুহায়েব রুমী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মুমিনের অবস্থা বড়ই বিষয়কর। তার সবকিছুই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিনের ছাড়া আর কারো অবস্থা এমন নয়। সে যদি কোন আনন্দ বা সুখ লাভ করে তাহলে আল্লাহর শোকর করে। আর এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। পক্ষান্তরে সে যদি কোন বিপদ-মুসিবতে পড়ে, তবে ধৈর্যধারণ করে এবং সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়। (মুসলিম)

১৭৪৪- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : يَا عَيْسَى، إِنِّي بَاعْتُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَحِبُّونَ حَمْدُوا اللَّهَ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ أَحْتَسِبُوا وَصَبَرُوا، وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ، فَقَالَ : يَا رَبِّ، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ : أُعْطِيَهُمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي » رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبَخَارِيِّ.

১৭৪৪। হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ) কে বলেছিলেন : হে ঈসা, আমি তোমার পরে এমন একটা জাতি পাঠাবো, যারা মনের মত জিনিস পেলে আল্লাহর শোকর করে, আর অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে ধৈর্যধারণ করে, অথচ মূলত তাদের কোন ধৈর্য ও জ্ঞান নেই। হযরত ঈসা (আ) বললেন : হে আমার প্রভু, তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব হবে? আল্লাহ বললেন : তাদের কে আমি আমার ধৈর্য ও জ্ঞান থেকে কিছুটা ^{দেখ} রাখি। (হাকেম)

১৭৪৫- وَرَوَى عَنْ سَخْبِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أُعْطِيَ فَشَكَرَ، وَابْتَلَى فَصَبَرَ، وَظَلَمَ فَاسْتَغْفَرَ، وَظَلَمَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مَهْتَدُونَ » رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

১৭৪৫। হযরত সাখবারা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যাকে কিছু দেয়া হলে আল্লাহর শোকর করে, বিপদে পতিত হলে ধৈর্যধারণ করে, অপরাধ করলে তৎক্ষণাত ক্ষমা চায় এবং যুলুমের শিকার হলে যুলুমকারীকে ক্ষমা করে দেয়, এ পর্যন্ত বলেই রাসূল (সা) চুপ করলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূল, এই ব্যক্তি কী পুরস্কার পাবে? রাসূল (সা) সূরা আনয়ামের ৮২ নং আয়াতের শেষাংশ পড়ে শোনালেন : যার অর্থ হলো “তারাই নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।” (তাবরানী)

১৭৪৬- وَعَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا أَتَى اللَّهَ عَبْدًا بِبَلَاءٍ وَهُوَ عَلَى طَرِيقَةٍ يَكْرَهُهَا - إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْبَلَاءَ كَفَّارَةً وَطَهُورًا مَا نُمَّ يَنْزِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْبَلَاءِ بِغَيْرِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ يَدْعُو غَيْرَ اللَّهِ فِي كُشْفِهِ » رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات، وأم عبد الله ابنة أبي ذئب لا أعرفها.

১৭৪৬। হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যখনই আল্লাহ কোন বান্দার ওপর কোন মুসিবত খুব অপ্রীতিকর পন্থায় নাযিল করেন এবং সেই বান্দা ঐ মুসিবতের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দায়ী করে না কিংবা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ডাকেও না, তখন ঐ মুসিবতকে ঐ বান্দার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও তার সংশোধনকারী বানিয়ে দেন। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

১৭৪৭- وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً ؟ قَالَ « الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتَلَاهُ اللَّهُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ؛ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ » رواه ابن ماجه، وابن أبي الدنيا،

والترمذی، وقال : حدیث حسن صحیح .

১৭৪৭। হযরত মুসয়াব বিন সা'দ তার বাবার কাছ থেকে বর্ণনা করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূল, মানুষের মধ্যে কারা সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার কবলে পড়েছেন? তিনি বললেন : নবীগণ, তারপর যারা তাদের কাছাকাছি মর্যাদার অধিকারী, তারপর যারা তাদের কাছাকাছি মর্যাদার অধিকারী। কোন ব্যক্তিকে কেমন পরীক্ষায় নিষ্ফল করা হবে, তা স্থির করা হয় ইসলামের প্রতি তার আনুগত্য অনুপাতে। তার এই আনুগত্য যদি মজবুত ও শক্ত হয়, তবে তার পরীক্ষা হবে কঠিন ও কষ্টকর। আর যদি তা হয় শিথিল ধরণের, তাহলে আল্লাহ তার দীনদারী অনুপাতেই তাকে পরীক্ষা করবেন। এভাবে বান্দার ওপর পরীক্ষার পর পরীক্ষা আসতে থাকবে। ফলে এক সময় সে পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ অবস্থায় চলাফেরা করতে থাকবে। (ইবনে মাজা, ইবনে আবিদ দুনিয়া ও তিরমিযী)

۱۷۴۸- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُوعَوْكٌ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَوْقَ الْقَطِيفَةِ فَقَالَ : مَا أَشَدَّ حَمَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «إِنَّا كَذَلِكَ يَشُدُّ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ، وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ» ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً؟ قَالَ : «الْأَنْبِيَاءُ» قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : «الْعُلَمَاءُ» قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : «الصَّالِحُونَ، كَانَ أَحَدُهُمْ يَبْتَلَى بِالْقَمَلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ، وَيَبْتَلَى أَحَدُهُمْ بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعِبَاءَةَ يَلْبَسُهَا، وَلَا حَدَّهُمْ كَانَ أَشَدَّ فَرَحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ» رواه ابن ماجه، وابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات، والحاكم، واللفظ، وقال : صحیح على شرط مسلم. وله شواهد كثيرة.

১৭৪৮। হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) এর কাছে গেলেন। তখন তিনি জুরে আক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁর গায়ে একটা চাদর ছিল। আবু

সাইদ চাদরের উপর দিয়ে তাঁর গায়ে হাত রাখলেন। তারপর বললেন : হে রাসূল, আপনার এমন প্রবল জুর কেন হলো? রাসূল (সা) বললেন : আমরা (অর্থাৎ নবীগণ) এরকমই। আমাদের পরীক্ষাও কঠোর হয়, আবার আমাদের পুরস্কারও বহুগুণ বেড়ে যায়। তারপর আবু সাঈদ আবারো জিজ্ঞেস করলেন : হে রাসূল, সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা কাদের হয়? তিনি বললেন : নবীদের। জিজ্ঞেস করা হলো : তারপর? তিনি বললেন : তারপর আলেমদের। জিজ্ঞেস করা হলো : তারপর? তিনি বললেন : সংকর্মশীলদের। তাদের এক একজনকে উকুন দিয়ে এমন নির্যাতন করা হতো যে, তা তাকে মেরেই ফেলতো। অন্য একজনকে দারিদ্র দিয়ে এমন কষ্ট দেয়া হতো যে, একটা চাদর ছাড়া আর কিছু পরিধেয় থাকতো না। অথচ তোমরা প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে যতটা আনন্দে মেতে আছ, তারা ঐ সব বিপদ মুসিবতের ভেতরে তার চেয়েও বেশী আনন্দে বিভোর থাকতো। (ইবনে মাজা, ইবনে আবিদ দুনিয়া ও হাকেম)

১৭৪৯- وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَصَافِيَهُ، صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ صَبًّا، وَثَجَّ عَلَيْهِ ثَجًّا، فَإِذَا دَعَا الْعَبْدُ قَالَ : يَا رَبَّاهُ، قَالَ اللَّهُ : لَبَّيْكَ يَا عَبْدِي، لَا تَسْأَلُنِي شَيْئًا إِلَّا أُعْطَيْتَكَ : إِمَّا أَنْ أُعَجِّلَهُ لَكَ، وَإِمَّا أَنْ أُدْخِرَهُ لَكَ »
 رواه ابن أبي الدنيا.

১৭৪৯। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালোবাসেন অথবা তাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে চান, তখন তার ওপর প্রচুর বিপদ-মুসিবত নাযিল করেন। তারপর যখন বান্দা বলে : “হে আমার প্রতিপালক, আমি বিপন্ন।” তখন আল্লাহ বলেন : হে আমার বান্দা, আমি উপস্থিত। তুমি যা চাইবে, তা-ই আমি তোমাকে দেবো, চাই ত্বরিত দেই, অথবা পরবর্তী সময়ের জন্য সঞ্চিত রাখি। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

১৭৫০- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ

فَلَهُ السُّخُطُ». رواه ابن ماجه، والترمذى وقال : حديث حسن غريب.

১৭৫০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : বিপদ-মুসিবত যত বড় ও কঠিন হবে, প্রতিদানও ততই বড় হবে। আল্লাহ যখন কোন জনগোষ্ঠীকে ভালোবাসেন, তখন তাদের কে বিপদ মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন। এতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট তার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। আর এতে যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট, তার ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট। (ইবনে মাজা, তিরমিহী)

١٧٥١- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - وَكَانَتْ لَهُ صَحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ فَلَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلٍ ابْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَهَا الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه أحمد، أبو داود، وأبو يعلى، والطبرانى.

১৭৫১। হযরত মুহাম্মাদ বিন খালিদ তার পিতার কাছ থেকে এবং তার পিতা তার দাদার কাছ থেকে যিনি সাহাবী ছিলেন বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন : যখন আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে কোন বান্দার জন্য কোন উচ্চ মর্যাদা আগাম বরাদ্দ হয়, কিন্তু সেই বান্দা নিজের সৎকাজ দ্বারা ঐ মর্যাদায় উপনীত হতে সক্ষম হয় না, তখন আল্লাহ তার দেহে, সম্পত্তিতে অথবা সন্তানাদির ওপর বিপদ-আপদ নাখিল করেন। এতে সে সবর করলে আল্লাহ তাকে তার পূর্বাঙ্কে বরাদ্দকৃত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন : (আহমাদ, আবু দাউদ, আবু ইয়ালা, তাবরানী)

١٧٥٢- وَرَوَى فِيهِ أَيْضًا عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللَّهَ لَيَجْرِبُ أَحَدَكُمْ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَجْرِبُ أَحَدَكُمْ زَهَبَهُ بِالنَّارِ، فَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْإِبْرِيْزِ، فَذَلِكَ الَّذِي حَمَاهُ اللَّهُ مِنَ الشَّبَهَاتِ، وَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ دُونَ ذَلِكَ،

فَذَلِكَ الَّذِي يَشْكُ بَعْضُ الشَّكِّ، وَمِنْهُ مَا يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ
الْأَسْوَدِ، فَذَلِكَ الَّذِي أُمَّفَتَنَ».

১৭৫২। হযরত আবু উমাসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন : তোমরা যেমন আগুন দিয়ে সোনাকে পরীক্ষা করে থাকো, এর ফলে কখনো নিখাদ সোনা বেরিয়ে আসে, কখনো সামান্য খাদযুক্ত সোনা বের হয়, আবার কখনো কালো সোনাও বের হয়, তেমনি আল্লাহ তোমাদের কে বিপদ-মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। যে ব্যক্তি পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করে, তাকে আল্লাহ নিখাদ সোনার মত সকল সন্দেহ থেকে মুক্ত ও রক্ষা করেন। আর যে ব্যক্তি কিছু কিছু বিপদে ধৈর্যধারণ করে ও কিছু কিছু বিপদে ধৈর্য হারায়, সে স্বল্প খাদযুক্ত সোনার মত। তার ভেতরে কিছু কিছু সন্দেহ সংশয় বিদ্যমান। আর যে ব্যক্তি মোটেই ধৈর্যধারণ করতে পারে না, সে কালো সোনার মত খাদে ভরা। সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। (তাবরানী)

১৭৫৩- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يَصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ، وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذَى، وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يَشَاكُهَا إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». رواه الخارِى، ومسلم .

১৭৫৩। হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন মুমিন যে কোন বিপদ, মুসিবত, ক্লান্তি, রোগ, দুঃখ শোক, বা দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হউক, এমনকি একটা কাঁটাও যদি তার পায়ে ফুঁটে, তবে তা দ্বারা আল্লাহ তার কিছু না কিছু গুনাহ মাফ করিয়ে নেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৭৫৪- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَكْفِرُهَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْحُزْنِ لِيَكْفِرَ بِهَا عَنْهُ» رواه أحمد، ورواته ثقات إلا ليث بن أبي سليم.

১৭৫৪। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যখন বান্দার গুনাহর সংখ্যা বেড়ে যায়, এবং তার কাফফারা দেয়ার মত তার কাছে কিছুই থাকে

না, তখন আল্লাহ তাকে নানা রকমের দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত করেন, যাতে তার গুনাহর কাফফারা হয়ে যায়। (আহমাদ)

১৭৫৫- وَعَنْ عَائِشَةَ أَيُّضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اشْتَكَى [العبد] الْمُؤْمِنُ أَخْلَصَهُ اللَّهُ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يَخْلِصُ الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» رواه ابن أبي الدنيا، والطبراني، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه.

১৭৫৫। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যখন বান্দা রোগাক্রান্ত হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করেন, যেমন কামারের চুল্লীর আগুন লোহার মরিচা পুড়িয়ে পরিশুদ্ধ করে। (ইবনে আবিদ দুনিয়া, তাবরানী ইবনে হাব্বান)

১৭৫৬- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بَبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَإِنْ شَفَاءَ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبِضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ» رواه أحمد، ورواته ثقات.

১৭৫৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যখন আল্লাহ কোন মুসলমান বান্দাকে তার শরীরে কোন আঘাত বা পীড়া দিয়ে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি ফেরেশতাকে বলেন : সে ইতিপূর্বে যে সৎকাজ করতো, তা তার নামে লিখ। (অর্থাৎ অসুস্থতার কারণে তার কাজ বন্ধ থাকলেও ঐ সৎকাজ চালু আছে লিখতে বলেন) আর যদি তাকে রোগমুক্ত করেন, তাহলে বুঝতে হবে তাকে ধুয়ে মুছে পবিত্র করে দিলেন, আর যদি তাকে মৃত্যু দেন, তাহলে তাকে মাফ করে দেন ও তার ওপর রহমত করেন। (আহমাদ)

১৭৫৭- وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْرُضُ مَرْضًا

إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ حَافِظَهُ أَنْ مَا عَمِلَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَلَا يَكْتُبُهَا، وَمَا عَمِلَ مِنْ حَسَنَةٍ أَنْ يَكْتُبُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَأَنْ يَكْتُبَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ»
 رواه أبو يعلى، وابن أبي الدنيا.

১৭৫৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন বান্দা রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহ তার রক্ষক ফেরেশতাকে হুকুম দেন যেন তার ইতিপূর্বে কৃত কোন গুনাহ সে না লিখে, আর তার কৃত প্রত্যেকটা সৎকাজের জন্য যেন দশগুণ ছাওয়াব লিখে, আর সে ইতিপূর্বে সুস্থ থাকাকালে যেসব সৎকাজ করতো তা যেন তার নামে লিখতে থাকে যদিও তা এখন সে করতে পারছে না। (আবু ইয়াল্লা ও ইবনে আবিদ দুনিয়া)

১৭৫৮- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ الرَّبَّ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَخْرَجُ أَحَدًا مِنَ الدُّنْيَا أُرِيدُ أَنْ أُوَفِّرَ لَهُ حَتَّى أَسْتَوْفِيَ كُلَّ خَطِيئَةٍ فِي عُنُقِهِ بِسِقْمٍ فِي بَدَنِهِ، وَإِقْتَارٍ فِي رِزْقِهِ» ذكره رزين، ولم أره.

১৭৫৮। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়াল্লা বলেন : আমার সম্মান ও প্রতাপের শপথ, যাকে আমি ক্ষমা করতে চাই, তার দেহে কোন রোগব্যাধি দিয়ে এবং অভাব অনটন দিয়ে তার সমস্ত গুনাহ মাফ না করিয়ে মৃত্যুবরণ করাই না। (রুযাইন)

১৭৫৯- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ - أَوْ أُمِّ الْمَسِيْبِ فَقَالَ : «مَا لِكَ تَزْفِزِفِينَ؟» قَالَتْ : الْحُمَى، لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، فَقَالَ : «لَا تَسْبِي الْحُمَى، فَإِنَّهَا تَذْهَبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يَذْهَبُ

الْكَيْرُ خَبَثُ الْحَدِيدِ». رواه مسلم.

১৭৫৯। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) উম্মুল সায়েব বা উম্মুল মুসাইয়াব (জনৈকা মহিলা সাহাবী) কে দেখতে গেলেন। তিনি বললেন : তোমার কী হয়েছে যে, এভাবে কাঁপছ ? উম্মুল মুসাইয়াব বললেন : জ্বর। আল্লাহ জ্বরের যেন মংগল না করেন।” রাসূল (সা) বললেন : তুমি জ্বরকে ভৎসনা কর না। কেননা কামারের চুলো যেমন লোহার মরিচা পরিষ্কার করে, জ্বর তেমনি আদম সন্তানদের গুনাহ নষ্ট করে দেয়। (মুসলিম)

১৭৬০- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : إِذَا ابْتَلَيْتَ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبِرَ عَوَضَتْهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةُ» يريد عينيه - رواه البخارى، والترمذى.

১৭৬০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা বলেন : যখন আমি আমার বান্দাকে তার চোখ দুটো কেঁড়ে নিয়ে পরীক্ষা করি এবং সে ধৈর্য করে, তাকে তার বিনিময়ে জান্নাত দেবো। (বুখারী ও তিরমিযী)

الترغيب فى كلمات يقولهن

শরীরের কোথাও ব্যথা অনুভব করলে যে দোয়া পড়তে হয়

১৭৬১- عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَكَاهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مِّنْذُ أُسْلِمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» رواه مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى،

والنساءى، وعند مالك : « أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ » قَالَ فَفَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا دَكَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ أَمْرِبَهَا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ. وعند الترمذى وأبى داود مثل ذلك، وقال فى أول حديثهما : أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَانَ يَهْلِكُنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اِمْسَحْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ الْحَدِيثِ ».

১৭৬১। হযরত উসমান বিন আবিল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা) কে জানালেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি তার শরীরে একটা ব্যথা অনুভব করে আসছেন। রাসূল (সা) তাকে বললেন : তোমার শরীরের যে অংশে ব্যথা, তার ওপর হাত রেখে প্রথমে তিনবার বিসমিল্লাহ অতঃপর সাতবার “আউযুবিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু” পড়। আমি পড়লাম। এতে আল্লাহ আমার ব্যথা দূর করে দিলেন। অথচ এই ব্যথ্যা আমাকে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। এরপর এই দোয়া আমি নিজের পরিবার-পরিজন ও অন্যান্যদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি। (মালেক, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী) তিরমিযী ও আবু দাউদের বর্ণনায় ব্যথার স্থানে হাত রাখার পরিবর্তে সাতবার ডান হাত দিয়ে মালিশ কর’ বলা হয়েছে এবং দোয়াটার আউযু বিল্লাহ স্থলে “আউযু বি ইয্যাতিল্লাহি” -- উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭৬২- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا، أَوْ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ؛ فَلْيَقُلْ : رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، وَأَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحِمْتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحِمَتَكَ فِي الْأَرْضِ إِغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحِمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ

عَلَىٰ هَذَا الْوَجْعِ فَيَبْرَأُ» رواه أبو داود.

১৭৬২। হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : “তোমাদের কারো কোন অসুখ হলে অথবা অন্য কারো কোন অসুখ হওয়ার খবর শুনলে পড়বে : “রব্বানা ল্লাহুপ্রাযী ফিস সামায়ি, তাকাদ্দাসা ইসমুকা, ওয়া আমরুকা ফিস সামায়ি ওয়াল আরযি, কামা রহমাতুকা ফিস সামায়ি, ফাজয়াল রহমাতাকা ফিল আরযি, ইগফির লানা হুবানা ওয়া খাতায়ানা, আন্তা রব্বুত তাইয়িবীনা, আনযিল রহমাতাম মিন রাহমাতিকা, ওয়া শিফায়াম মিন শিফায়িকা আলা হাযাল ওয়াজয়ি।” তাহলে অসুখ সেরে যাবে।” (আবু দাউদ)

১৭৬৩- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قَالَ لِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ : يَا مُحَمَّدَ، إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِي، ثُمَّ قُلْ : بِسْمِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقَدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجْعِي هَذَا، ثُمَّ أَرْفَعُ يَدَكَ ثُمَّ أَعِدُّ ذَلِكَ وَتَرَا» فَإِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِذَلِكَ رواه الترمذی.

১৬৬৩। হযরত মুহাম্মাদ বিন সালিম বর্ণনা করেন যে, ছাবিত আল-বুনানী আমাকে বললেন : হে মুহাম্মাদ, যখন তোমার শরীরের কোথাও ব্যথা বা জ্বালা অনুভব কর, তখন সেই জায়গার ওপর হাত রেখে পড় : বিসমিল্লাহ, আউযু বিইযযাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু মিন ওয়াজয়ী হাযা” তারপর হাত উঠাও, অতঃপর এই দোয়া পুনরায় বেজোড় সংখ্যকবার পড়। কেননা আনাস ইবনে মালেক আমাকে বলেছেন যে, রাসূল (সা) তাকে এই দোয়াটা শিখিয়েছেন। (তিরমিযী)

উল্লিখিত তিনটি দোয়ার অনুবাদ :

হাদীস নং ১৭৬১ আমি যে অসুস্থতা অনুভব করছি তা থেকে আল্লাহর প্রতাপ ও ক্ষমতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।” হাদীস নং ১৭৬২ “হে আমাদের বর, আপনার নাম পবিত্র, আপনার আদেশ আকাশ ও পৃথিবীতে কার্যকর, যেমন আকাশে আপনার দয়া কার্যকর, অতএব, আপনি পৃথিবীতে আপনার রহমত বর্ষণ করুন, আমাদের গুনাহ মাফ করুন, আপনি পবিত্র লোকেদের প্রভু, আপনার রহমত থেকে কিছু রহমত এবং আপনার নিরাময় থেকে কিছু নিরাময় এই বেদনার ওপর রাখুন।”

হাদীস নং ১৭৬৩ “বিসমিল্লাহ, আল্লাহর প্রতাপ ও ক্ষমতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার এই ব্যথা থেকে।”

الترهيب من تعليق التمام والحروز

তাবীজ ব্যবহার করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

١٧٦٤- وَعَنْ عُقْبَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ فِي رَكْبٍ عَشْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ فِي عَضِدِهِ تَمِيمَةً، فَقَطَعَ الرَّجُلُ التَّمِيمَةَ، فَبَايَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ عَلِقَ فَقَدْ أَشْرَكَ» رواه أحمد، والحاكم، واللفظ له، ورواه أحمد ثقات.

« التميمية » يقال : إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الافات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله، ولا دافع غيره. ذكره الخطابي.

১৭৬৪। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। দশজনের একটা কাফেলা রাসূল (সা)-এর কাছে বায়য়াত (ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামী বিধানের আনুগত্য করার আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার) করতে এলো। রাসূল (সা) নয়জনকে বায়য়াত করালেন ও একজন কে বাদ দিলেন। তারা জিজ্ঞেস করলো : ওর কি হয়েছে? রাসূল (সা) বললেন : ওর বাহুতে একটা তাবীজ রয়েছে। তখন লোকটি তাবীজ কেঁটে ফেললো। এরপর রাসূল (সা) তাকেও বায়য়াত করালেন। তারপর বললেন : যে ব্যক্তি তাবীজ বুলায়, সে শিরুক করে। (আহমাদ, হাকেম)

ইমাম খাতাবী বলেন : লোকেরা শরীরে তাবীজ বুলাতো এবং মনে করতো, এ দ্বারা বিপদ-আপদ দূর হয়। এ ধরণের বিশ্বাস অজ্ঞতা ও গোমরাহী, কেননা বিপদাপদ প্রতিহত করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের তাবীজ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বিভিন্ন সূরা, আয়াত বা দোয়া পড়ে রোগব্যাদি, ব্যথা-বেদনা বা বিপদাপদের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা অন্যান্য হাদীস থেকে বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। অনুবাদক

১৭৬৫- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : « لَيْسَ التَّمِيمَةُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ بَعْدَ الْبَلَاءِ ، إِنَّمَا التَّمِيمَةُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ قَبْلَ الْبَلَاءِ »
 رواه الحاكم، وقال : صحيح الإسناد .

১৭৬৫। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রোগব্যাদি বা বিপদাপদ আসার পরে যা ব্যবহার করা হয় তা তাবীজ নয় (অর্থাৎ নিষিদ্ধ তাবীজ নয়) তাবীজ হলো, যা বিপদাপদ আসার আগে ব্যবহার করা হয়। (হাকেম)

الترغيب فى الحجامه، ومتى يحتجم

শিংগা লাগানো প্রসংগে

১৭৬৬- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنْ جَبُرَيْلَ أَخْبَرَهُ : أَنْ الْحَجْمَ أَنْفَعُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ » رواه الحاكم. وقال صحيح على شرطهما .

১৭৬৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : জিবরীল আমাকে জানিয়েছে মানুষ রোগব্যাদির চিকিৎসায় যত রকমের পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে, তার মধ্যে শিংগা লাগানো সবচেয়ে উপকারী পদ্ধতি। (হাকেম)

১৭৬৭- وَعَنْ مَعْمَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مِنْ أُحْتَجِمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ ، فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُوْ مِنْ إِلَّا نَفْسَهُ » رواه أبو داود هكذا، وقال : قد أسند، ولا يصح .

১৭৬৭। হযরত মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি রবিবারে বা বুধবারে শিংগা লাগাবে, সে যদি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে সে জন্য সে যেন কাউকে তিরস্কার না করে (আবু দাউদ)

الترغيب في عيادة المرضى، وتأكيدها

রোগীকে দেখতে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

১৭৬৮- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عَوْدُوا الْأَمْرَضِي، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تَذَكَّرَ كَمَا الْأَخْرَةَ» رواه أحمد، والبزار، وان حبان في صحيحه.

১৭৬৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা রোগীদেরকে দেখতে যাও এবং মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনে শরীক হও। এটা তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। (আহমাদ, বাযযার ও ইবনে হাব্বান)

১৭৬৯- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا، فَقَالَ : «مَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا، فَقَالَ : «مَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا، قَالَ : «مَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا اجْتَعَمَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ قَطُّ فِي رَجُلٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» رواه ابن خزيمة في صحيحه.

১৭৬৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ রোযা রেখেছে? হযরত আবু বকর (রা) বললেন : আমি। রাসূল (সা) বললেন : আজকে একজন দরিদ্রকে কে আহার করিয়েছে? হযরত আবু বকর (রা) বললেন : আমি। রাসূল (সা) বললেন : তোমাদের মধ্য হতে কে আজ মৃত ব্যক্তির কাফন দাফনে শরীক হয়েছে? হযরত আবু বকর (রা) বললেন : আমি। রাসূল (সা)

বললেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন রোগীকে দেখতে গেছে? হযরত আবু বরক (রা) বললেন : আমি। রাসূল (সা) বললেন : যে ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ ঘটেছে, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। (ইবনে খুয়ায়মা)

১৭৭০- وَرَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَادَ مَرِيضًا وَجَلَسَ عِنْدَهُ سَاعَةً أُجْرِي اللَّهُ لَهُ عَمَلٌ أَلْفِ سَنَةٍ لَا يَعْصِي اللَّهُ فِيهَا طَرْفَةَ عَيْنٍ ». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات.

১৭৭০। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায় এবং তার কাছে কিছু সময় কাটায়, আল্লাহ তায়লা তার নামে এমন এক হাজার বছরের সৎকাজ লিখে দেবেন, যার মধ্যে সে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর নাফরমানী করেনি। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

১৭৭১- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرَّهُ يَدْعُوكَ؛ فَإِنْ دَعَاكَ كَدَعَاءِ الْمَلَائِكَةِ » رواه ابن ماجه، ورواته ثقات مشهورون، إلا أن ميمون بن مهران لم يسمع عن عمر.

১৭৭১। হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যখন তুমি কোন রোগীকে দেখতে যাবে, তখন তাকে তোমার জন্য দোয়া করতে অনুরোধ কর। কেননা তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মত। (ইবনে মাজাহ)

১৭৭২- وَرَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عُدُّوا الْمَرِيضِي، وَمُرُّوهُمْ فَلْيَدْعُوا لَكُمْ؛ فَإِنْ دَعَا الْمَرِيضِ مَسْتَجَابَةً، وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ ». رواه

الطبرانى فى الأوسط.

১৭৭২। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা রোগীদেরকে দেখতে যেয়ো এবং রোগীকে তোমার জন্য দোয়া করতে বল। কেননা রোগীর দোয়া কবুল হয় এবং তার গুনাহ মাফ করা হয়। (তাবরানী)

১৭৩৩- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَرُدُّ دَعْوَةَ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ ». رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب المرض والكفارات.

১৭৭৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : রোগী যতক্ষণ সুস্থ না হয়, ততক্ষণ তার দোয়া কুবল হয়। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

الترغيب فى كلمات يدعى بهن للمريض

রোগীর জন্য দোয়া করতে যেসব বাক্য শিখানো হয়েছে

১৭৭৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ، إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ » رواه أبو داود، والترمذى وحسنه، والنسائى، وابن حبان فى صحيحه، والحاكم وقال : صحيح على شرط البخارى.

১৭৭৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : এখনো মুমূর্ষু অবস্থায় পৌছেনি, এমন কোন রোগীকে দেখতে গিয়ে এই দোয়া সাতবার পড়লে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করবেন : “আসয়ালুল্লাহাল আযীম, রব্বাল আরশিল আযীম আই ইয়াশফিকা”। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম) অনুবাদ : “মহান আল্লাহ, মহান আরশের অধিপতি কাছে প্রার্থনা করি, যেন তোমাকে রোগমুক্ত করেন।”

১৭৭৫- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « فِي قَوْلِهِ : « لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) : « أَيَّمَا مَسْلَمٍ دَعَا بِهَا فِي مَرَضِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ أُعْطِيَ أَجْرَ شَهِيدٍ ، وَإِنْ بَرَأَ بَرَأَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جَمِيعُ ذُنُوبِهِ » رواه الحاكم وقال : رواه أحمد بن عمرو بن أبي بكر السكسكى عن أبيه عن محمد بن زيد عن ابن المسيب عنه .

১৭৭৫। হযরত সাদ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন মুসলমান রুগ্ন অবস্থায় ৪০ বার “লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুত্তু মিনায় যোয়ালেমীন” (তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি। আমি নিজের ওপর অত্যাচার করে ফেলেছি। পড়লে সে যদি ঐ রোগে মারা যায়, তাহলে শহীদের সওয়াব পাবে, আর আরোগ্য লাভ করলে তার সকল গুনাহ মাফ করা হবে। (হাকেম)

১৭৭৬- وَرَوَى عَنْ حَجَّاجِ بْنِ فَرَاغَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ مَرِيضٍ يَقُولُ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الرَّحْمَنِ الْمَلِكِ الدِّيَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَسْكَنَ الْعُرُوقِ الضَّارِبَةِ ، وَمَنِيْمَ الْعَيُونِ السَّاهِرَةِ ، إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى » رواه ابن أبي الدنيا في آخر كتاب المرض والكفارات هكذا معضلا .

১৭৭৬। হযরত হাজ্জাজ বিন ফারাকিসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন রুগ্ন ব্যক্তি নিম্নের দোয়াটা পড়লে আল্লাহ তাকে রোগমুক্ত করবেন। “সুবহানাল মালিকিল কুদ্দসির রহমানিল মালিকিদ দাইয়ান লা ইলাহা ইল্লা আন্তা মুসাককিনুল উরুকিয়্ যারিবা ওয়া মুনীমুল উয়ুনিস্ সাহিরা” (মহাপবিত্র পরম দয়ালু সম্রাট, কর্মফল দাতা সম্রাটের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অস্তির শীরাগুলোকে প্রশান্তকারী ও নিদ্রাহীন চোখগুলোকে নিদ্রা দানকারী আপনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই) (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

الترغيب فى الوصية، والعدل فيها

ন্যায় সংগতভাবে ওসিয়ত করতে উৎসাহ প্রদান

১৭৭৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنْ الرَّجُلُ لِيَعْمَلْ - أَوْ الْمَرْأَةُ - بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرْهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارُّانِ الْوَصِيَّةَ فَتَجِبَ لَهُمَا النَّارُ، ثُمَّ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرِ مُضَارٍّ) حَتَّى بَلَغَ : (وَذَلِكَ الْفُؤُزُ الْعَظِيمُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَلَفْظُهُ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ الرَّجُلُ لِيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصِيَ وَحَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمَ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنْ الرَّجُلُ لِيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمَ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ».

১৭৭৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাদুল (সা) বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি ষাট বছর আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে মেনে চলে তারপর তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলে ওছিয়তের মাধ্যমে কারো ক্ষতি সাধান করে, তবে তার দোযখে যাওয়া অবধারিত হয়ে যায়। এরপর আবু হুরায়রা (রা) সূরা নিসার ১২ ও ১৩ নং আয়াত পড়ে শোনান। (আবু দাউদ ও তিরমিযী) ইবনে মাজার রেওয়য়াত এরূপ : কোন ব্যক্তি সত্তর বছর যাবত সৎকর্মশীলদের মত কাজ করলেও মৃত্যুর প্রাক্কালে ওসিয়ত করার সময় সে যদি কারো ওপর যুলুম করে, তাহলে জীবনের শেষ সময়টা খারাপ কাজে ব্যয়িত হওয়ার কারণে সে জাহান্নামবাসী হবে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি সত্তর বছর

যাবত খারাপ কাজ করলেও সে যদি ওসিয়তের মাধ্যমে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে তার জীবনের শেষ সময়টা অন্যায্য কাজে ব্যয়িত হওয়ার কারণে সে বেহেশতে যাবে।

১৭৮৮- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكِبَائِرِ، ثُمَّ تَلَا : (تِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ) رواه النسائي.

১৭৭৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন। ওসিয়তের মাধ্যমে কারো ক্ষতি করা কবীরা গুনাহ। এরপর রাসূল (সা) সূরা নিসার ১৩ নং আয়াত পড়ে গুনান। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা : ওয়ারিশদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিতরণের জন্য পবিত্র কুরআনে প্রত্যেক ওয়ারিশের প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত রয়েছে। কোন ওয়ারিশকে ওসিয়তের মাধ্যমে তা থেকে বঞ্চিত করা বা কম বেশী করা কবীরা গুনাহ। অনুরূপভাবে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জীবদ্দশায় সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ওসিয়তের মাধ্যমে কাউকে দান করতে পার। এর বেশী দান করতে পারে না। এর বেশী দান করলেই তা উত্তরাধিকারীর ক্ষতি সাধন ও তার ওপর যুলুম করা হবে। অনুবাদক

১৭৭৭- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمُرءُ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ بِدَرِّهِمْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَا بَاءَهُ» رواه أبو داود، وابن حبان في صحيحه، كلاهما عن شرحبيل بن سعد عن أبي سعيد.

১৭৭৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন ব্যক্তিকে স্বীয় জীবদ্দশায় সুস্থ সবল অবস্থায় এক দিরহাম দান করা মৃত্যুর সময় একশো দিরহাম দান করার চেয়েও উত্তম। (আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান)

الترهيب من كراهية الإنسان الموت

মৃত্যুকে অপছন্দ করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১৭৮০- وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَلِمَاتُكَ كَرِهَ الْمَوْتَ ؟ قَالَ : « لَيْسَ ذَلِكَ كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَ جَاءَهُ الْبَشْرَى مِنَ اللَّهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ لَقِيَ اللَّهَ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَأَنَّ الْفَاجِرَ أَوْ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ جَاءَهُ مَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرِّ أَوْ مَا يَلْقَى مِنَ الشَّرِّ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ ؛ فَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرَوَاتِهِ رِوَاةُ الصَّحِيحِ ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .

১৭৮০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। আমরা বললাম : হে রাসূলুল্লাহ, মৃত্যুকে তো আমরা সবাই অপছন্দ করি। রাসূল (সা) বললেন : ওটা প্রকৃত পক্ষে মৃত্যুকে অপছন্দ করা নয়। বরং মুমিনের যখন মৃত্যুর সময় এসে যায়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে সুসংবাদদাতা আসে, তখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। আর কাফির বা গুনাহগার ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় আসে, তখন যে খারাপ পরিণতির দিকে সে যাচ্ছে, সেটা সে দেখতে পায়। ফলে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করা (মৃত্যু) কে অপছন্দ করে। এ জন্য আল্লাহরও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন। (আহমাদ, নাসায়ী)

১৭৮১- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تَحَفَّةَ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ » رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ .

১৭৮১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন : মৃত্যু হচ্ছে মুমিনের উপহার। (তাবরানী)

الترغيب في كلمات يقولهن من مات له ميت

কোন আপনজন মারা গেলে কী পড়া উচিত

১৭৮২- وَعَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ تَصِيبُهُ مَصِيبَةٌ فَيَقُولُ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ اجْرِنِي فِي مَصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ؛ إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا « قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلْمَةَ قُلْتُ : أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلْمَةَ ؟ أَوْلَ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ : رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي.

১৭৮২। হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন বান্দার ওপর কোন বিপদাপদ এলে তার পড়া উচিত : “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন, আল্লাহুমা আজিরনী ফী মুছীবাতী, ওয়াখলুফ লী খাইরান মিনহা,” তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে তার বিপদের জন্য ছাওয়াব দেবেন এবং যা হারিয়েছে তার চেয়ে উত্তম ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। উম্মে সালামা বলেন : (আমার স্বামী) আবু সালামা যখন মারা গেল, তখন আমি (মনে মনে) বললাম : আবু সালামার চেয়ে উত্তম কে? সে রাসূল (সা)-এর কাছে হিজরতকারী প্রথম পরিবারের প্রধান। তার মৃত্যুর পর আমি উল্লিখিত দোয়া পড়লাম ফলে আল্লাহ আমাকে তার চেয়েও উত্তম স্বামী অর্থাৎ রাসূল (সা) কে দান করলেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)

১৭৮৩- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

لِمَلَأَكْتِه : قَبَضْتُمْ وَكَدَّ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ، فَيَقُولُ :
 قَبَضْتُمْ ثَمْرَةَ فَوَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ، فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ
 عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ : حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى :
 ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمَّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ « رواه
 الترمذی، وحسنه، وابن حبان في صحيحه.

১৭৮৩। হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন বান্দার সন্তান যখন মারা যায়, তখন আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদেরকে বললেন : তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে নিয়েছ? তারা বলেন : হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন : “তার কলিজার টুকরোকে নিয়ে গেছ?” তারা বলেন : হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা কী বলেছে? তারা বলেন : আপনার প্রশংসা করেছে ও “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” (আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবো) পড়েছে। তখন আল্লাহ বলেন : আমার বান্দার জন্য বেহেশতে একটা বাড়ী নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ “প্রশংসার ভবন”। (তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান)

الترغيب في حفر القبور

وتغسيل الموتى، وتكفينهم

মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ফযীলত

١٧٨٤- عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ
 لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ قَبْرًا حَتَّى يَجْنَهُ، فَكَأَنَّمَا
 أُسْكِنَهُ مَسْكَنًا حَتَّى يُبْعَثَ » رواه الطبراني في الكبير،

ورواته محتج بهم في الصحيح، والحاكم.

১৭৮৪। হযরত আবু রা'ফে (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোছল করায়, অতঃপর কাফন পরায়, আল্লাহ তার চল্লিশটা কবীরা গুনাহ মাফ করে দেন। আর যে ব্যক্তি তার ভাই এর জন্য কবর খোঁড়ে ও তাকে সমাহিত করে, সে যেন তাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য বাসভবন বানিয়ে দেয়। (তাবরানী, হাকেম)

১৭৮৫- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنْ أَوْلَّ مَا يَجَازِي بِهِ الْعَبْدَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يَغْفَرَ لِجَمِيعٍ مِنْ أَتْبَعِ جَنَازَتَهُ » رواه البزار .

১৭৮৫। হযরত ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন বান্দার মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বপ্রথম যে পুরস্কার দান করেন তা হচ্ছে, তার কাফন-দাফনকারীদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন। (বাযযার)

الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة

জানাযার নামাযে অধিক সংখ্যক মুসল্লীর সমাবেশের ফযীলত

১৭৮৬- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يَصَلِّيَ عَلَيْهِ مِائَةً إِلَّا غُفِرَ اللَّهُ لَهُ » رواه الطبرانی في الكبير، وفي مبشر بن أبي المليلح، لا يحضرني حاله .

১৭৮৬। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যার জন্য একশো ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে, তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। (তাবরানী)

১৭৮৭- وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عُمَرَو بْنِ حَزْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَعِزُّ أَخَاهُ بِمِصْيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حِلِّ الْكِرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

১৭৮৭। হযরত আমর ইবনে হায়ম থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে মুমিন অপর মুমিনের বিপদ-মুসিবতে সমবেদনা জানায় ও সাহায্য দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন সম্মানজনক পোশাক পরাবেন। (ইবনে মাজা)

الترغيب في الإسراع بالجنابة

জানাযা ও কাফন দাফনে দ্রুততা অবলম্বনের উপদেশ

১৭৮৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقَدَّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكَ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ » رواه البخارى، مسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه.

১৭৮৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা জানাযা ও কাফন-দাফন তাড়াতাড়ি কর। মৃত ব্যক্তি যদি সৎ হয়, তাহলে তাকে যত দ্রুত উত্তম জিনিস উপহার দেয়া যায়, ততই ভালো। আর সে যদি খারাপ হয়, তাহলে যত দ্রুত একটা খারাপ জিনিস তোমাদের ঘাড় থেকে নামাতে পার, ততই ভাল। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

الترغيب في الدعاء نلميت، وإحسان الثناء عليه

মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা ও প্রশংসা করার উপদেশ

১৭৮৯- عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَّغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ » رواه أبو داود.

১৭৮৯। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। যখন রাসূল (সা) কোন মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করতেন, তখন সেখানে দাঁড়াতেন এবং বলতেন : “তোমরা তোমাদের ভাই-এর গুনাহ মাফের জন্য দোয়া কর এবং তাকে ঈমানের ওপর অবিচল রাখার জন্য দোয়া কর। কেননা এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। (আবু দাউদ)

১৭৭০- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ » وَمَرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ » فَقَالَ عَمْرٌ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، مَرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتُ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ، وَمَرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتُ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

১৭৯০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একটা লাশ নিয়ে যাওয়া হলো। লোকেরা তার প্রশংসা করলো। রাসূল (সা) বললেন : অবধারিত, অবধারিত, অবধারিত। কিছুক্ষণ পর আর একটা লাশ নিয়ে যাওয়া হলো। লোকেরা তার নিন্দা করলো। রাসূল (সা) বললেন : অবধারিত, অবধারিত অবধারিত। হযরত উমার (রা) বললেন : আপনার ওপর আমার পিতামাতা উৎসর্গ হউক। প্রথমে একটা লাশ গেল। লোকেরা তার প্রশংসা করলো। আপনি বললেন : অবধারিত, অবধারিত, অবধারিত। আর একটা লাশ গেল। লোকে তার নিন্দা করলো আপনি বললেন : অবধারিত, অবধারিত, অবধারিত। রাসূল (সা) বললেন : তোমরা যার প্রশংসা করেছ, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। আর তোমরা যার নিন্দা করেছ, তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।” (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজা)

১৭৭১- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَهْلِ أُيُوتٍ

مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنِ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ : قَدْ
قَبِلَتْ عِلْمَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرْتَ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» رواه أبو علي،
وابن حبان في صحيحه.

১৭৯১। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন মুসলমান মারা যাওয়ার পর তার নিকটতম প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে চারটি বাড়ীর অধিবাসীরা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা ঐ মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছু জানেনা, তাহলে আল্লাহ বলেন : তোমরা যা জান, আমি সেটাই গ্রহণ করলাম এবং তোমরা যা জাননা, তা আমি তার জন্য ক্ষমা করে দিলাম। (আবু ইয়াল্লা ও ইবনে হাব্বান)

۱۷۹۲- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُوا
عَنْ مَسَاوِيهِمْ» رواه أبو داود والترمذی، وابن حبان.

১৭৯২। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা তোমাদের মৃতদের সৎগুণাবলী ও সৎকর্মসমূহের উল্লেখ কর এবং তাদের অসৎকর্ম ও অসৎগুণাবলীর বর্ণনা দেয়া থেকে বিরত থাকো। (আবু দাউদ, তিরমিযী ইবনে হাব্বান)

۱۷۹۳- وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مَا
فَعَلَ يَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ لَعْنَهُ اللَّهُ؟ قَالُوا : قَدِمَات، قَالَتْ :
فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، فَقَالُوا لَهَا : مَا لِكَ لَعْنَتِهِ ثُمَّ قُلْتَ فَأَسْتَغْفِرُ
اللَّهِ؟ قَالَتْ : إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا
تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا» رواه ابن حبان
في صحيحه، وهو عند البخارى دون ذكر القصة.

১৭৯৩। একবার হযরত আয়েশা (রা) এক ব্যক্তিকে অভিসম্বাত করলেন। তা শুনে একজন বললো : সে তো মারা গেছে। হযরত আয়েশা তৎক্ষনাত বললেন :

“আসতাগফিরুল্লাহ”, (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।) লোকটি বললো : ব্যাপার কি? আপনি প্রথমে তাকে অভিসম্পাত করলেন, তাপর সে মারা গেছে শুনে “আসতাগফিরুল্লাহ” বললেন? হযরত আয়েশা (রা) বললেন রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা মৃতদেরকে গাল দিও না। কারণ তারা যা করেছে, তার ফল ভোগ করার জায়গায় পৌঁছে গেছে। (ইবনে হাব্বান, বুখারী)

الترهيب من النياحة على الميت

মৃত ব্যক্তির ওপর শোক প্রকাশে বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১৭৯৪- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « ائْتَانِ فِي النَّاسِ هَمًا بِهِمْ كَفَرَّ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ » رواه مسلم.

১৭৯৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মানুষের দুটো কাজ কুফরীর পর্যায় ভুক্ত। কাউকে তার বংশ মর্যাদা নিয়ে আক্রমণাত্মক কথা বলা, (যেমন তার বংশ ধারাপ অথবা তার বাপের ঠিক নেই ইত্যাদি) এবং মৃত ব্যক্তির শোকে উচ্চস্বরে কাঁদা। (মুসলিম)

১৭৯৫- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثَةٌ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ : شَقُّ الْجَيْبِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ » رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১৭৯৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তিনটি জিনিস আল্লাহর সাথে কুফরি করার শামিল : শোক প্রকাশের জন্য পরিদেয় কাপড় ছেড়া, উচ্চস্বরে কাঁদা এবং কারো বংশ নিয়ে নিন্দা করা। (ইবনে হাব্বান, হাকেম)

১৭৯৬- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةَ : مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرِنَةٌ عِنْدَ مِصْيَبَةٍ» رواه
البيزار، ورواته ثقات.

১৭৯৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : দুটো শব্দ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় অভিশপ্ত : আনন্দো উৎসবে বাদ্য বাজানোর শব্দ এবং বিপদে উচ্চস্বরে কাঁদার শব্দ।

১৭৭৭- وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِلَنْجُومٍ، وَالنِّيَاحَةُ » وَقَالَ : « النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتَّبِ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْهَا سِرٌّ بَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » رواه مسلم، وابن ماجه، ولفظه : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « النَّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتَّبِ قَطَعَ اللَّهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطْرَانٍ، وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ ».

১৭৯৭। হযরত আবু মালেক আশয়ারী বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে জাহেলিয়াতের ৪টি প্রথা এখনো চালু রয়েছে, তারা এগুলো বর্জন করছে না : নিজের বংশ নিয়ে গর্ব করা, অন্যের বংশ সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা, গ্রহ নক্ষত্রের ওহিলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং মৃতের শোকে উচ্চস্বরে কাঁদা তিনি আরো বলেন : (পেশাগত) ক্রন্দসী মহিলা যদি মৃত্যুর আগে তওবা না করে, তবে তাকে দোযখের আগুনে গলানো তামা দিয়ে তৈরী পাজামা ও আগুনের তৈরী বর্ম পরিয়ে কিয়ামতের মাঠে ওঠানো হবে। (মুসলিম, ইবনে মাজা)

الترهيب من إحداد المرأة

স্বামী ছাড়া আর কারো জন্য তিন দিনের

বেশী শোক করা বৈধ নয়

১৭৯৮- عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِي أَبُوَهَا أَبُو سَفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صَفْرَةٌ خُلُوقٍ - أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبِرِ : « لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحْدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ تُوْفِي أَخُوَهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبِرِ : « لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحْدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُمَا.

১৭৯৮। হযরত যয়নব বিনতে আবি সালাম (রা) বলেন : আমি রাসূল (সা)-এর স্ত্রী উম্মে হাবিবার কাছে তাঁর বাবা আবু সুফিয়ান মারা যাওয়ার পর গেলাম। তিনি একটা সুগন্ধী দ্রব্য আনতে বললেন। জনৈকা দাসী সেই সুগন্ধী ব্যবহার করলো। তারপর তিনি বললেন : আমার সুগন্ধীর কোন প্রয়োজন নেই। তবে রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোন নারীর পক্ষে স্বামী ছাড়া আর কারো জন্য তিন

দিনের বেশী শোক করা জায়েয নেই। স্বামীর জন্য চার মাস দশদিন শোক পালন করতে হবে। যয়নব বলেন : এরপর আমি রাসূল (সা) এর অপর স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তার ভাই মারা গেছে। তিনিও একটা সুগন্ধী দ্রব্য আনালেন ও তা ব্যবহার করলেন। তারপর বললেন : আল্লাহর কসম, আমার কোন সুগন্ধীর প্রয়োজন নেই। তবে আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোন নারীর পক্ষে স্বামী ছাড়া আর কারো ওপর তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ করা জায়েয নেই। স্বামীর জন্য চার মাস দশদিন শোক করা যায়। (বুখারী, মুসলিম)

الترهيب من أكل مال اليتيم بغير حق

এতিমের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১৭৭৯- وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ مِنْ قَبُورِهِمْ تَأْجَجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا» فِقِيلٌ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا) رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ حَبَانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذَرِ أَبِي الْجَارُودِ عَنِ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُمَا وَاهِيَانُ مَتَّهَمَانِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ.

১৭৯৯। হযরত আবু বরযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন এক শ্রেণীর মানুষ তাদের কবর থেকে এমন অবস্থায় উঠবে যে, তাদের মুখ থেকে আগুন বেরুতে থাকবে। জিজ্ঞেস করা হলো : হে রাসূল, ওরা কারা? রাসূল (সা) বললেন : তুমি জান না, আল্লাহ বলেছেন : “যারা এতিমদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে খায়, তারা তাদের পেট কেবল আগুন দিয়ে ভর্তি করে?” (সূরা নিসা আয়াত-১০) (আবু ইয়াল্লা ও ইবনে হাব্বান)

الترغيب فى زيارة الرجال القبور

والترهيب من زيارة النساء لها، واتباعهن الجنائز

পুরুষদেরকে কবর যিয়ারতের উদ্বুদ্ধকরণ ও নারীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

১৮০০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مِنْ حَوْلِهِ، فَقَالَ : « اسْتَأذَنْتَ رَبِّيَ فِى أَنْ اسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأذَنْتَهُ فِى أَنْ إِزْوَرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقَبُورَ فَإِنَّهَا تَذَكِّرُ الْمَوْتَ » رواه مسلم، وغيره.

১৮০০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল (সা) নিজের মায়ের কবর যিয়ারত করলেন। তখন নিজেও কাঁদলেন, এবং আশপাশের লোকদেরকে কাঁদালেন। তারপর বললেন : আমি আমার মায়ের মাগফিরাত কামনা (গুনাহ মাফ চাওয়া) অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। পরে তার কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছি, অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। এটা মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। (মুসলিম)

১৮০১- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقَبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسَّرَجَ، رواه أبو داود، والترومذى وحسنه، والنسائى. وابن ماجه، وابن حبان، فصححه.

১৮০১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে সকল মহিলা কবর যিয়ারত করে এবং যে সকল পুরুষ বা মহিলা কবরের ওপরে বা পার্শ্বে মসজিদ বানায় বা কবরের ওপর প্রদীপ জ্বালায়, রাসূল (সা) তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান)

الترهيب من المرور بقبور الظالمين،

وديارهم، ومصارعهم

অত্যাচারী ও খোদদ্রোহীদের কবরের পাশ দিয়ে

চলাচলের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী এবং কবরের আযাব

১৮.২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِأَصْحَابِهِ - يُعْنَى لِمَا وَصَلُوا الْحُجْرَ دِيَارَ ثَمُودَ - « لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَعَذَبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يَصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ». رواه البخارى، ومسلم.

১৮০২। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণ যখন আল্লাহর আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত সামুদ জাতির নিবাস হিজরে পৌঁছেন, তখন তাদেরকে বললেন : এই শাস্তিপ্রাপ্তদের এলাকায় প্রবেশ করো না। যদি কর, তবে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ কর। যদি কাঁদতে না পার, তাহলে প্রবেশ করো না। যাতে তাদের ওপর যে আযাব এসেছিল, তা তোমাদের ওপরও না আসে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮.৩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا : أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ؟ فَقَالَ : نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ. « قَالَتْ : فَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ صَلَّى صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ». رواه البخارى، ومسلم.

১৮০৩। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদী মহিলা তার কাছে এসে কবরের আযাব সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তাঁকে বলে : “আল্লাহ তোমাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুক।” হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এর অব্যবহিত

পর আমি রাসূল (সা) কে কবরের আযাবের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন :
“হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য।” এরপর আমি তাকে যখনই নামায পড়তে দেখেছি,
কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাইতে দেখেছি।

১৮.৪- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنْ الْمَوْتَى لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، حَتَّىٰ إِنْ الْبَهَائِمَ لَتَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ » رواه الطبرانی فی الكبير بإسناد حسن.

১৮০৪। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মৃত ব্যক্তির অবশ্যই কবরে আযাব ভোগ করে। এমনকি চূত্পদ প্রাণীরা তাদের আযাবের শব্দ শুনতে পায়। (তাবরানী)

১৮.৫- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافِنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهُ أَنْ يَسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ » رواه مسلم.

১৮০৫। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন : এমন আশংকা যদি না থাকতো যে, তোমরা মৃতদের কাফন-দাফন করাই ছেড়ে দেবে। তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যেন কবরের আযাবের শব্দ তোমাদেরকে শুনান। (মুসলিম)

১৮.৬- وَعَنْ هَانِيءٍ مَوْلَى عُمَانَ بْنِ عَفَّانٍ، قَالَ : كَانَ عُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ يَبْكِي حَتَّىٰ يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ : تَذَكَّرَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي، وَتَذَكَّرَ الْقَبْرَ فَتَبْكِي؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الْقَبْرُ أَوْلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ [مِنْهُ]، وَإِنْ كَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ »

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَقْطَعُ مِنْهُ » رواه الترمذی، وقال :
 حديث حسن غريب، وزاد رزين فيه مما لم أره في
 شيء من نسخ الترمذی، قَالَ هَانِيَاءُ : وَسَمِعْتُ عَثْمَانَ يَنْشُدُ
 عَلَى قَبْرِ : فَإِنْ تَنَجَّ مِنْهَا تَنَجَّ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ - وَإِلَّا فَإِنِّي لَا
 إِخَالِكَ نَاجِيَا

১৮০৬। হযরত উসমান ইবনে আফফানের মুক্ত দাস হানী বলেন : হযরত উসমান (রা) যখনই কোন কবরের ওপর দাঁড়াতেন, তখন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত। তাকে জিজ্ঞেস করা হতো : আপনি বেহেশত ও দোষখের কথা যখন মনে করেন, তখন তো কাঁদেন না। অথচ কবরের কথা মনে করে কাঁদেন। কারণ কী? তিনি বলেন : রাসূল (সা) বলেছেন : কবর হচ্ছে আখিরাতের মনজিলগুলোর প্রথম মজিল। এখানে কেউ আযাব থেকে অব্যাহতি পেলে পরবর্তী মজিলগুলো তার চেয়ে সহজ। আর এই মনজিলের আযাব থেকে অব্যাহতি না পেলে পরবর্তী মনজিলগুলো অধিকতর কঠিন। আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি : আমি আখিরাতের যত দৃশ্যই দেখেছি, কবরের দৃশ্য তার সবগুলোর চেয়ে ভয়াবহ।” হানী বলেন : উসমান (রা) কবরে দাঁড়িয়ে এই কবিতাটা পড়তেন : “কবরের আযাব থেকে যদি তুমি মুক্ত পাও, তবে, একটা ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তি পেলে, নচেৎ তুমি মুক্তি পাবে বলে আমি মনে করি না।” (তিরমিযী)

١٨٠٧- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عَرَضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ
 بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ : إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ
 كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ فَيَقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى
 يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه البخاري، ومسلم، والترمذی،
 والنسائي، وأبوداود دون قوله « فيقال - إلى آخره »

১৮০৭। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেন : তোমাদের কেউ মারা গেলে সকালে ও বিকালে তার আবাসস্থল তাকে দেখানো হয়। সে বেহেশতবাসী হলে বেহেশতবাসী, দোযখবাসী হলে দোযখবাসী। তাকে বলা হয়, কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত এটাই তোমার আবাসস্থল।

১৮.৮- وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يسلم على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، فلو أن تنينا منها نفخت في الأرض ما أنبتت خضراء » رواه أحمد، وأبو يعلى، ومن طريقه ابن حبان في صحيحه، كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم.

১৮০৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কবরে কাফিরের ওপর ৯৯টি অজগর সাপ ছেড়ে দেয়া হয়, যারা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। এর একটা অজগর যদি পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ছাড়তো তবে পৃথিবীতে উদ্ভিদ জন্মাতো না। (আহমাদ, আবু ইয়াল্লা, ইবনে হাব্বান)

১৮.৯- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي قَبْرِهِ لَفِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَيَرْحَبُ لَهُ قَبْرُهُ سَبْعُونَ ذَارِعًا، وَيُنُورُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، أَتَدْرُونَ فِيمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وَنَحْشُرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْمَعِيشَةُ الضَّنْكَ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : عَذَابُ الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ تَنِينًا، أَتَدْرُونَ مَا التَّنِينِ ؟ سَبْعُونَ حَيَّةً، لِكُلِّ حَيَّةٍ

سَبْعَ رَعْوَسٍ يَلْسَعُونَهُ وَيَخْدِشُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه أبو يعلى، وابن حبان فى صحيحه واللفظ له، كلاهما من طريق دراج عن ابن حجره عنه.

১৮০৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মুমিন তার কবরে একটা সবুজ বাগানের ভেতরে থাকে। তার কবরকে সত্তর হাত প্রশস্ত করা হয় এবং পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত তাকে আলোকিত করা হয়। তোমরা কি জান, কার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়েছে : “যে ব্যক্তি আমার বিধানকে অগ্রাহ্য করে তার জন্য সংকীর্ণ জীবন রয়েছে এবং তাকে আমি কিয়ামতের দিন অন্ধ করে উঠাবো।” (তোয়াহা - ১২৪ ও ১২৫) তোমরা কি জান, কি সেই সংকীর্ণ জীবন? সবাই বললো : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন : কাফিরের কবরের আঘাব। আল্লাহর কসম, তার ওপর ৯৯টি অজগর সাপ ছেড়ে দেয়া হবে। প্রত্যেকটা অজগরের সাতটা করে মাথা। কিয়ামত পর্যন্ত তারা তাকে দংশন করবে।” (আবু ইয়লা ও ইবনে হাব্বান)

১৮১- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابَهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ، إِذَا انْصَرَفُوا أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ؟ فَمَا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ؛ فَيَقَالُ لَهُ : انْظُرْ إِلَى مَقْعِدِكَ مِنَ النَّارِ أَبَدَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعِدًا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ - أَوْ الْمُنَافِقُ - فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي. كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ، فَيَقَالُ : لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صِيحِيَةً يَسْمَعُهَا

مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَاتِينَ» رواه البخارى، واللفظ له، ومسلم.

১৮১০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রেখে আসা হয়, তার স্বজনরা তার কাছ থেকে সরে যায় এবং সে তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায় এতটা কাছ থাকতেই তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসে। তারা তাকে উঠিয়ে বসায় এবং তাকে বলে এই নবী মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী ছিল? লোকটি মুমিন হলে বলবে : আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। তখন তাকে বলা হবে : তাকিয়ে দেখ, তোমার বাসস্থান ছিল দোযখে। আল্লাহ তা পাল্টিয়ে তোমার বাসস্থান বেহেশতে স্থাপন করেছেন। সে তার এই দুটো বাসস্থানকেই দেখবে। পক্ষান্তরে কাফির অথবা মুনাফিক (মুমিনের বেশধারী বা নামধারী কাফির) জবাবে বলবে : আমি জানিনে। জনগণ তার সম্পর্কে যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তাকে বলা হবে : তুমি জানও না তুমি শেখওনি। এরপর লোহার তৈরী একটা হাতুড়ি দিয়ে তার দুই কানের মাঝখানে প্রবল জোরে আঘাত করা হবে। এতে সে এমন জোরে চিৎকার করে ওঠবে যে, জিন ও মানুষ ছাড়া আর সবাই তা শুনতে পায়। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮১১- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ اسْتَطَعَمَتْ عَلَى بَابِي، فَقَالَتْ : أَطْعِمُونِي أَعَاذَكُمُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ : فَلَمْ أَزَلْ أَحْبَسَهَا حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ؟ قَالَ : « وَمَا تَقُولُ؟ » قُلْتُ تَقُولُ : أَعَاذَكُمُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا يَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ : « أَمَا فِتْنَةُ الدَّجَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَرَ أُمَّتَهُ، وَسَأَحَدُ ثَكْمٍ بِحَدِيثٍ لَمْ يَحْذَرْهُ نَبِيُّ أُمَّتِهِ : إِنَّهُ أَعُورٌ،

وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرُوهُ كُلُّ
 مُؤْمِنٍ، فَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي يَفْتَنُونَ، وَعَنِي يَسْأَلُونَ، فَإِذَا
 كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَجْلَسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَهُ فِرْعَ وَلَا مَشْعُوفٍ،
 ثُمَّ يَقَالُ لَهُ : فَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَيَقَالُ : مَا هَذَا
 الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَصَدَّقْنَا، فَيَفْرَجُ لَهُ فِرْجَةٌ قَبْلَ
 النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحِطُّمُ بَعْضَهَا بَعْضًا، فَيَقَالُ لَهُ : انْظُرْ
 إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ، ثُمَّ تَفْرَجُ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا
 وَمَا فِيهَا، فَيَقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، وَيَقَالُ : عَلَى الْيَقِينِ
 كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تَبِعْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ
 السُّوءُ أَجْلَسَ فِي قَبْرِهِ فِرْعًا مَشْعُوفًا فَيَقَالُ لَهُ : فَمَا كُنْتَ
 تَقُولُ؟ فَيَقُولُ : سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَلَقْتُ كَمَا
 قَالُوا، فَيَفْرَجُ لَهُ فِرْجَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا
 فِيهَا، فَيَقَالُ لَهُ : انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ، ثُمَّ يَفْرَجُ لَهُ
 فِرْجَةٌ قَبْلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحِطُّمُ يَعْضُهَا بَعْضًا، وَيَقَالُ :
 هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا، عَلَى الشُّكِّ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تَبِعْتَ
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَعْذِبُ» رواه أحمد بإسناد صحيح.

১৮১১। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, জনৈকা ইহুদী মহিলা আমার দুয়ারে এসে বললো : “আল্লাহ তোমাদেরকে দাজ্জাল ও কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আমাকে কিছু খাবার দাও।” আমি তাকে রাসূল (সা)-এর আগমন পর্যন্ত আটকিয়ে রাখলাম। তিনি এলে বললাম : হে রাসূল, এই ইহুদী মহিলা কী বলে, শুনুন। তিনি

বলেন : কী বলে? আমি বললাম : “সে বলে, আল্লাহ তোমাদেরকে দাজ্জাল ও কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন।” সংগে সংগে রাসূল (সা) উঠে দাঁড়ালেন এবং দু’হাত মেলে আল্লাহর কাছে দাজ্জাল ও কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি চাইলেন। তারপর বললেন : দাজ্জাল সম্পর্কে প্রত্যেক নবীই তার উম্মাতকে সাবধান করেছেন। আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন কিছু তথ্য জানাবো, যা আর কোন নবী তার উম্মাতকে জানাননি। তার এক চোখ অন্ধ। অথচ আল্লাহর এক চোখ অন্ধ নয়। দাজ্জালের দু’চোখের মাঝখানে “কাফির” শব্দটা লেখা থাকবে, যা প্রত্যেক মুমিন পড়তে পারবে। আর কবরের পরীক্ষা সম্পর্কে শুনে রাখ, লোকদেরকে আমার ব্যাপারেই পরীক্ষা করো হবে এবং আমার সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হবে। সৎ ব্যক্তিকে যখন কবরে বসানো হবে, তখন সে থাকবে সম্পূর্ণ নির্বাকার ও নিশ্চিন্ত। তারপর তাকে বলা হবে : তুমি ইসলাম সম্পর্কে কী বলতে? তাকে আরো বলা হবে : তোমাদের মধ্যে অবস্থানকারী এই ব্যক্তি কে? সে জবাব দেবে : আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ উনি আল্লাহর কাছ থেকে অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন। আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তৎক্ষণাত তার কবর থেকে দোযখের দিকে একটা জানালা হয়ে যাবে। সে সেদিকে তাকিয়ে দেখবে, আগুনের একাংশ অপরাংশকে ধ্বংস করেছে। তাকে বলা হবে : দেখ আল্লাহ তোমাকে কোন্ জিনিস থেকে রক্ষা করেছেন। তারপর বেহেশতের দিকেও একটা জানালা হয়ে যাবে। সেই পথ দিয়ে সে বেহেশতের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখবে। তখন তাকে বলা হবে : এখানেই রয়েছে তোমার বাসস্থান। তাকে বলা হবে : তুমি দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর স্থির ছিলে, তার ওপর অবিচল থাকা অবস্থায়ই মরেছ, এবং সেই অবস্থায়ই আল্লাহ চাহতো তোমাকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। আর যখন অসৎলোককে কবরে উঠিয়ে বসানো হবে, তখন সে থাকবে উদ্ভিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। তাকে বলা হবে : তুমি ইসলাম সম্পর্কে কী বলতে? সে বলবে : লোকেরা একটা কথা বলতো। আমিও তাদের মতই বলতাম। তখন তার কবরে বেহেশতের দিকে একটা জানালা তৈরী হয়ে যাবে। বেহেশতের মনমাতানো দৃশ্য ও নিয়ামতগুলোকে সে দেখবে। তখন তাকে বলা হবে : দেখ, তোমাকে কোন্ জিনিস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এরপর আবার দোযখের দিকে একটা জানালা তৈরী হয়ে যাবে। সে সেদিকে তাকিয়ে দেখবে, তার একাংশ অপরাংশকে ধ্বংস করেছে। তাকে বলা হবে! এই হচ্ছে তোমার বাসস্থান। তুমি সন্দেহে লিপ্ত ছিলে, সন্দেহ নিয়েই মরেছ, এবং সন্দেহের ওপরই পুনরুজ্জীবিত হবে। তারপর তাকে শাস্তি দেয়া হবে। (মুসনাদে আহমাদ)

১৪১২- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ
 الْأَنْصَارِ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمَّا يَلْحُدُ بَعْدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رءُوسِنَا
 الطَّيْرُ، وَبِيَدِهِ عَوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ :
 «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا».

زاد فى رواية وقال : «إِنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ خَفَقَ نِعَالِهِمْ إِذَا
 وَلَّوْا مَدْبِرَيْنِ حِينَ يَقَالُ لَهُ : يَا هَذَا، مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟
 وَمَنْ نَبِيِّكَ؟»

وفى رواية : «وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ : مَنْ
 رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ : رَبِّي اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ : وَمَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ :
 دِينِي الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ؟
 فَيَقُولُ : هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولَانِ لَهُ : وَمَا يَدْرِيكَ
 ؟ فَيَقُولُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ، وَأَمَنْتُ، وَصَدَقْتُ».

زاد فى رواية : «فَذَلِكَ قَوْلُهُ : (يَثَبَّتِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
 بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) فَيُنَادِي مُنَادٍ
 مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرَشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْبَسُوهُ
 مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ؛ فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا
 وَطِيبِهَا، وَيَفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ، فَذَكَرَ

مَوْتَهُ قَالَ : فَتَعَادَ رُوحَهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ
فِي جِلْسَانِهِ، فَيَقُولَانِ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي،
فَيَقُولَانِ مَا دِينُكَ ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا
هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعِثَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي؛
فَيَنَادِي مُنَادٌ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ قَدْ كَذَبَ فَأَفْرَشُوهُ مِنَ النَّارِ،
وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ؛ فَيَأْتِيهِ مِنْ
حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ
أَضْلَاعُهُ

زاد فى رواية : « ثُمَّ يَقِيضُ لَهُ أَعْمَى أَبِكُمْ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ
حَدِيدٍ لَوْ ضَرَبَ بِهَا جَبَلًا لَصَارَ تَرَابًا؛ فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً
يَسْمَعُهَا مِنْ بَيْنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ؛ فَيَصِيرُ تَرَابًا،
ثُمَّ تَعَادَ فِيهِ الرُّوحُ » رواه أبو داود.

رواه أحمد بأسناد رواه محتج بهم فى الصحيح أطول من
هذا ، ولفظه قال : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى أَنْ قَالَ : فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : « اسْتَعِيدُ
وَأَبِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ
الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالَ مِنَ
الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ وُجُوهُهُ، كَأَنَّ
وُجُوهُهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ
حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَا الْبَصِيرِ، وَيَجِيءُ مَلِكٌ

الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ : أَيْتَهَا
 النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ أَخْرَجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ، قَالَ :
 فَتَخْرُجُ فَتَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السَّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا
 فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذَهَا
 فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، وَفِي ذَلِكَ الْكَنْوُطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ
 كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكِ وَجَدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، قَالَ :
 فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمْرُؤُنَ عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا : مَا
 هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ : فَلَانُ ابْنُ فَلَانٍ - بِأَحْسَنِ
 أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يَسْمَى بِهَا فِي الدُّنْيَا - حَتَّى يَنْتَهَوْا بِهَا
 إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيَفْتَحُ لَهُ فَيَشِيْعُهُ مِنْ
 كُلِّ سَمَاءٍ مَقْرَبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يَنْتَهَى بِهَا
 إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَكْتُبُوا كِتَابَ
 عَبْدِي فِي عِلِّيْنِ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ
 مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ : مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ : رَبِّي اللَّهُ،
 فَيَقُولَانِ : مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ : دِينِي الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ : مَا هَذَا
 الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ : هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، فَيَقُولَانِ :
 مَا يَذْرُوكَ؟ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ، وَأَمَنْتُ بِهِ، وَصَدَّقْتَهُ؛
 فَيَنَادِي مَنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ قَدْ صَدَّقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ
 الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا

وَطَيْبُهَا، وَيَفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، قَالَ : وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ
 حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيْبُ الرَّيْحِ ؛ فَيَقُولُ : أَبْشُرْ
 بِالَّذِي يَسْرُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوَعَدُ، فَيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ
 فَوَجْهَكَ الْوَجْهَ الْحَسَنَ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ؟ فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ
 الصَّالِحِ؛ فَيَقُولُ : رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ، رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ، حَتَّى
 أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي، وَأَنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ
 مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالِ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ سَوَدَ الْوُجُوهَ
 مَعَهُمُ الْمَسْوُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ، مَلِكُ الْمَوْتِ
 حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ : أَيَّتَهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ
 أَخْرَجْتَنِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَغَضَبِهِ فَتَفَرَّقَ فِي جَسَدِهِ،
 فَيَنْزِعُهَا كَمَا يَنْزِعُ السَّفُودَ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُوطِ فَيَأْخُذُهَا؛ فَإِذَا
 أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ
 الْمَسْوُوحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّ جَيْفَةً وَجَدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ،
 فَيَضَعُونَ بِهَا؛ فَلَا يَمْرُونَ بِهَا عَلَى مَلَأَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا
 : مَا هَذِهِ الرَّيْحُ الْخَبِيثَةُ؟ فَيَقُولُونَ : فَلَانِ ابْنِ فَلَانٍ - بِأَقْبَحِ
 أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمِّي بِهَا فِي الدُّنْيَا - حَتَّى يَنْتَهَى بِهِ إِلَى
 السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يَفْتَحُ لَهُ « ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَلَا
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ) فَيَقُولُ اللَّهُ

عَزَّ وَجَلَّ : اَكْتَبُوا كِتَابَهُ فِي سَجِينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، ثُمَّ
 تَطْرَحُ رُوحَهُ طَرْحًا « ثُمَّ قَرَأَ : (وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ
 مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ
 سَحِيقٍ) فَتَعَادُ رُوحَهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهِ
 فَيَقُولَانِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ لَا أُدْرِي، قَالَ :
 فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا دِينُكَ ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ لَا أُدْرِي، قَالَ
 فَيَقُولَانِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ
 هَاهُ لَا أُدْرِي، فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ كَذَبَ فَأَفْرَشُوهُ مِنْ
 النَّارِ، وَأَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومُ
 مِهَا، وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ
 رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مِنْتِنِ الرِّيحِ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ
 بِالَّذِي يَسُوءُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوَعِّدُ، فَيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ
 فَوَجْهَكَ الْوَجْهِ الْقَبِيحِ يَجِيءُ بِالشَّرِّ! فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ
 الْخَبِيثِ، فَيَقُولُ : رَبِّ لَا تَقِمِ السَّاعَةَ. »

১৮১২। হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) বর্ণনা করেন : আমরা জনৈক আনসারীর জানাযা পড়তে রাসূল (সা)-এর সাথে গিয়েছিলাম। আমরা কবরের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তখনো তাকে দাফন করা হয়নি। এরপর রাসূল (সা) বসলেন, আমরাও তার পাশে বসলাম। যেন আমাদের মাথায় পাখি রয়েছে। (অর্থাৎ আমরা নিরবে ও নিস্তব্ধভাবে বসেছিলাম) রাসূল (সা) এর হাতে একটা গাছের ডাল ছিল, যা তিনি মাটিতে পুতে দিচ্ছিলেন, কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা তুলে আমাদেরকে বললেন : “তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।” দু’বার অথবা তিনবার বললেন।

অপর বর্ণনায় সংযোজিত হয়েছে : কবরে যখন তাকে বলা হবে ওহে অমুক, তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম কী? এবং তোমার নবী কে? তখনো সে প্রত্যাবর্তনরত স্বজনদের জুতোর শব্দ শুনতে পাবে।

অন্য বর্ণনায় বলা হচ্ছে : তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসবে, তারা তাকে বসাবে। তারপর তাকে বলবে : তোমার রক কে? সে (মুমিন হলে) বলবে : আমার রব আল্লাহ। তারা বলবে : তোমার ধর্ম কী? সে বলবে : আমার ধর্ম ইসলাম। তারা বলবে : তোমাদের কাছে প্রেরিত এই ব্যক্তি কে? (রাসূল (সা) কে দেখিয়ে) সে বলবে : উনি আল্লাহর রাসূল। তারা বলবে : তুমি কিভাবে জানলে? সে বলবে : আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি। তারপর ঈমান এনেছি ও বিশ্বাস করেছি।

অপর বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে : “এ কথাই আল্লাহ বলেছেন : “আল্লাহ মুমিনদের ঈমানকে প্রমাণ্য কথা দ্বারা মুজবুত করেন দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে” (সূরা ইবরাহীম ২৮) এই পর্যায়ে আকাশ থেকে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে : আমার বান্দা সত্য বলেছে, অতএব, তাকে বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দাও, বেহেশতের পোশাক পড়াও, এবং তার জন্য বেহেশতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তখন বেহেশতের আরামদায়ক বাতাস ও সুগন্ধী তার কবরে চলে আসবে। আর তার কবর এত প্রশস্ত করা হবে যে, যতদূর দৃষ্টি যায়, ততখানি জায়গা জুড়ে থাকবে। আর কাফিরের কথা উল্লেখ করে রাসূল (সা) বললেন : তার দেহে প্রাণ সঞ্চারণ করা হবে, এবং তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসবে, তারা তাকে বসাবে, তারপর তাকে বলবে : তোমার প্রভু কে? সে বলবে : হায়, হায়, আমি জানিনা। তারা বলবে : তোমার ধর্ম কী? সে বলবে হায়, হায়, আমি জানিনা। তারা বলবে : তোমাদের কাছে প্রেরিত এই ব্যক্তি কে? সে বলবে : হায়, হায়, আমি জানিনা। অতঃপর আকাশ থেকে এক ঘোষক বলবে : সে মিথ্যা বলেছে। (কেননা আসলে সে জানে, কিন্তু অস্বীকার করেছে।) কাজেই তাকে দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে দোযখের পোশাক পরাও, এবং তার জন্য দোযখের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। তখন দোযখের প্রচণ্ড তাপ ও গরম বাতাস তার কাছে চলে আসবে। তারপর তার কবরকে এত সংকীর্ণ করা হবে যে, দু'পাশের চাপে তার হাড়গোড় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। তারপর তার কাছে একজন অন্ধ ও বোবা ফেরেশতাকে একটা লোহার হাতুড়ি দিয়ে পাঠানো হবে। সেই হাতুড়ি এত বড় যে, তা দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করলে তা ধুলোয় পরিণত হয়। সেই হাতুড়ি দিয়ে তাকে এমন আঘাত করা হবে যে, তার শব্দ মানুষ ও জ্বীন ছাড়া পৃথিবীর সকল সৃষ্টি শুনতে পাবে। সেই আঘাত সে ধুলো হয়ে যাবে। তারপর পুনরায় তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারণ করা হবে। (আবু দাউদ)

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা আরো দীর্ঘ। এখানে হযরত বারা ইবনে আযিব বলেন : রাসূল (সা) তিনবার বললেন : তোমরা কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি চাও। তারপর তিনি বললেন : মুমিন বান্দা দুনিয়ার জীবন যখন শেষ হয় এবং সে আখিরাতে অভিমুখে ধাবিত হয় তখন তার কাছে আকাশ থেকে একদল ফেরেশতা আসে। তাদের মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল। তারা বেহেশ থেকে কাফনের কাপড় নিয়ে আসে এবং বেহেশত থেকে সুগন্ধী দ্রব্য নিয়ে আসে। তারপর তারা দৃষ্টি সীমার ভেতরে এসে বসে। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা তার মাথার কাছে এসে বসেন। তিনি বলেন : ওহে পবিত্র আত্মা মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে বেরিয়ে এসো। তখন তা বেরিয়ে আসে। বোতলের মুখ দিয়ে তরল পদার্থ যেভাবে গড়িয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় বের হয়, সেই ভাবে তা বের হয়। বের হওয়ার পর ঐ ফেরেশতারা মৃত্যুর ফেরেশতার কাছে এক পলকের জন্যও তা রাখে না। তারা বেহেশত থেকে আনা কাফনে ও সুগন্ধী দ্রব্যে জড়িয়ে তা রেখে দেয়। পৃথিবীতে যত সুগন্ধী দ্রব্য আছে, তার মধ্যে তা সর্বোত্তম সুগন্ধী। তারপর তার আত্মাকে নিয়ে ফেশেতারা আকাশের দিকে উঠে যায়। যখনই কোন ফেরেশতা দলের কাছ দিয়ে তারা যায়, তারা জিজ্ঞেস করে। এই পবিত্র আত্মাটা কার? তারা তার পৃথিবীতে পরিচিত সর্বোত্তম নাম ধরে বলবে, অমুকের ছেলে অমুক। এভাবে যখন তারা প্রথম আকাশের কাছে পৌঁছে, তখন তার জন্য দরজা খোলার অনুরোধ জানায়। দরজা খুলে দেয়া হয়। অতঃপর সেই আকাশের সর্বাধিক মর্যাদাবান ফেরেশতারা তার পেছনে শোভাযাত্রা সহকারে গিয়ে দ্বিতীয় আকাশের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে। এভাবে প্রত্যেক আকাশের ফেরেশতারা তাকে পরবর্তী আকাশের দরজায় পৌঁছে দিয়ে আসে। এভাবে পর্যায়ক্রমের সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন : আমার বান্দার রেজিষ্টার “ইন্দিয়ানে” খোল এবং তার আত্মাকে পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে তার দেহের ভেতরে পুনস্থাপন কর। এরপর তার কাছে দু’জন ফেরেশতা এসে তাকে বসায়। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে? সে বলে : আমার রব আল্লাহ। তারা আবার বলে তোমার ধর্ম কী? সে বলে আমার ধর্ম ইসলাম। তারা আবার বলে তোমাদের কাছ প্রেরিত এই ব্যক্তি কে? সে বলে উনি আল্লাহর রাসূল। তারা বলে : তুমি কিভাবে জানলে? সে বলে : আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি। এরপর আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করে : আমার বান্দা সত্য বলেছে : তাকে বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং বেহেশতের দিকে তার জন্য একটা দরজা খুলে দাও। এর ফলে বেহেশতের আরামদায়ক বাতাস ও সুগন্ধী তার কাছে আসবে এবং তার কবল যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর প্রশস্ত করা হবে। এরপর তার কাছে অত্যন্ত সুদর্শন, সুন্দর পোশাকধারী ও সুগন্ধী যুক্ত এক ব্যক্তি আসবে। সে বলবে : তুমি

সুসংবাদ নাও ও পরমানন্দে থাক। এ হচ্ছে তোমার সেই প্রতিশ্রুত দিন। সে বলবে : তুমি কে? তোমার সুদর্শন চেহারা ই সুসংবাদ নিয়ে আসছে। সে বলবে : আমি তোমার সংকাজ। সে বলবে : হে আমার প্রভু, কিয়ামত সংঘটিত কর, হে আমার প্রভু কিয়ামত সংঘটিত কর, যাতে আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতে পারি।

পক্ষান্তরে কমফির বান্দার দুনিয়ার জীবন যখন সমাপ্তির দিকে আসে এবং সে আখিরাত অভিমুখে যাত্রা করে তখন তার কাছে কালো চেহারাধারী একদল ফেরেশতা আসে। তাদের কাছে থাকে মলীন মোটা কঞ্চল। তারা তার দৃষ্টি সীমার ভেতরে বসে। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তা মাথার কাছে বসেন। তারপর তিনি বলেন, ওহে নোংরা আত্মা, আল্লাহর গযব ও অসন্তোষের দিকে বেরিয়ে এসো। তারপর তা তার দেহের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। তখন ভিজ়ে পশমের ভেতর থেকে যেভাবে লোহার শলাকা দিয়ে পশম টেনে বের করে আনা হয়, ঠিক সেইভাবে তার আত্মাকে টেনে বের করা হয়। বের করে আনার পর কালো চেহারাধারী ফেরেশতার দল মুহূর্তের মধ্যে তার কাছ থেকে তার আত্মা নিয়ে নেয়, তা ঐ মলীন মোটা কঞ্চলের ভেতরে জড়ায় এবং তা থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হয়, যেমন দুর্গন্ধ বের হয় পৃথিবীর সবচেয়ে পঁচা লাশ থেকে। তারা ঐ আত্মা নিয়ে আকাশের দিকে উঠে যায়। যখনই কোন ফেরেশতা দলের কাছ দিয়ে তারা যায়। তখন তারা জিজ্ঞেস করে, এই ঘটনা আত্মাটা কার? তারা তার দুনিয়ায় পরিচিত নিকৃষ্টতম নামটা ধরে বলে অমুকের সন্তান অমুক। এভাবে প্রথম আকাশের দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলতে বলা হলে তা খোলা হয় না। এই পর্যায়ে রাসূল (সা) সূরা আরাফের ৪০ নং আয়াত “যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে এবং দৃষ্ট প্রকাশ করেছে তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না, এবং সূচের ছিদ্রের ভেতরে যতক্ষণ উট না ঢুকবে, ততক্ষণ তারা বেহেশতে যেতে পারবে না” পড়লেন। আল্লাহ বলেন, ওর রেজিষ্টার পৃথিবীর সর্বনিম্নে সিঙ্কীনের লিপিবদ্ধ কর। তারপর তার আত্মাটাকে সেখানে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর রাসূল (সা) সূরা হজ্জের ৩১ নং আয়াত পড়লেন। তারপর তার আত্মাকে তার দেহে পুনস্থাপন করা হয় এবং তার কাছে দু’জন ফেরেশতা আসে। তারা তাকে বসায় তারপর জিজ্ঞেস করে : তোমার রব কে? সে বলে : হায়, হায়, আমি জানিনা। তারা বলে : তোমার ধর্ম কী? সে বলে : হায়, হায়, আমি জানিনা, তারা বলে : তোমাদের কাছে প্রেরিত এই ব্যক্তি কে? সে বলে : হায়, হায়, জানিনা অতঃপর আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করে : সে মিথ্যা বলেছে। ওকে দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও, তার জন্য দোযখের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। দরজা খুলে দিলে দোযখের তাপ ও গরম বাতাস তার কাছে পৌঁছতে থাকে। তার

কবর এত সংকীর্ণ করা হয় যে, তার হাড়গোড় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এই সময় তার কাছে একজন কুৎসিত চেহারাধারী লোক আসে। তার পোশাক কদাকার ও দুর্গন্ধ যুক্ত। সে বলে : তুমি দুঃসংবাদ নাও। এই সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে বলে : তুমি কে? তোমার কুৎসিত চেহারাই দুঃসংবাদ নিয়ে আসছে। লোকটি বলে : আমি তোমার অসৎকর্ম। সে বলবে : হে আল্লাহ, তুমি কিয়ামত সংঘটিত করো না।

অন্য রেওয়াজেতে এই ফেরেশতা দ্বয়ের নাম মুনকার ও নকীর উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮১৩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ؛ إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفَقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُولَوْنَ مَدْبِرَيْنِ؛ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتْ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ؛ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتْ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيَوْتِي مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ : مَا قَبْلِي مَدْخُلٌ، ثُمَّ يَوْتِي عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ : مَا قَبْلِي مَدْخُلٌ، ثُمَّ يَوْتِي عَنْ يَسَارِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ : مَا قَبْلِي مَدْخُلٌ، ثُمَّ يَوْتِي مِنْ قَبْلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ : مَا قَبْلِي مَدْخُلٌ، فَيَقَالَ لَهُ : اجْلِسْ، فَيَجْلِسُ قَدِ مَثَلَتْ لَهُ الشَّمْسُ، وَقَدْ دَنَتْ اللَّغْرُوبُ، فَيَقَالَ لَهُ : أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَانَ قَبْلَكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ؟ وَمَاذَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ : دَعَوْنِي حَتَّى أَصِلِّي، فَيَقُولُونَ : إِنَّكَ سَتَفْعَلُ، أَخْبَرَنَا عَمَّا نَسَأَلُكَ عَنْهُ، أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ قَبْلَكُمْ مَاذَا تَقُولُ

فِيهِ؟ وَمَاذَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ
 اللَّهِ، فَيَقَالَ لَهُ : عَلَى ذَلِكَ حَيِّتِ، وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ، وَعَلَى ذَلِكَ
 تَبِعْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ
 لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، فَيَزِدَادُ غِبْطَةً
 وَسُرُورًا، ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا
 مَقْعَدُكَ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا لَوْ عَصَيْتَهُ، فَيَزِدَادُ غِطْبَةً
 وَسُرُورًا، ثُمَّ يَفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيَنُورُ لَهُ فِيهِ،
 وَيَعَادُ الْجَسَدَ كَمَا بَدَأَ مِنْهُ فَتَجْعَلُ نَسَمَتَهُ فِي النَّسَمِ الطَّيِّبِ
 وَهِيَ طَيْرٌ تَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ : (يُثَبِّتُ اللَّهُ
 الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ»،
 الْآيَةَ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَتَى مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ لَمْ يَوْجَدْ شَيْئًا، ثُمَّ
 أَتَى عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَوْجَدْ شَيْئًا، ثُمَّ أَتَى عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَوْجَدْ
 شَيْئًا، ثُمَّ أَتَى مِنْ قَبْلِ رِجْلَيْهِ فَلَا يَوْجَدْ شَيْئًا، فَيُقَالُ لَهُ :
 اجْلِسْ، فَيَجْلِسُ مَرْعُوبًا خَائِفًا، فَيُقَالُ : أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلَ
 الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَاذَا تَقُولُ فِيهِ؟ وَمَاذَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ :
 أَيُّ رَجُلٍ؟ وَلَا يَهْتَدِي لِاسْمِهِ، فَيُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ لَا
 أُدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا قَوْلًا فَقُلْتُ كَمَا قَالَ النَّاسُ، فَيُقَالُ
 لَهُ : عَلَى ذَلِكَ حَيِّتِ، وَعَلَيْهِ مِتَّ، وَعَلَيْهِ تَبِعْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ،
 ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْ

النَّارِ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَيَزِدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا، ثُمَّ يَفْتَحُ
 لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيَقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا
 أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا لَوْ أَطَعْتَهُ، فَيَزِدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا، ثُمَّ يَضِيقُ
 عَلَيْهِ قَبْرَهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ؛ فَتِلْكَ الْمَعِيشَةُ
 الضَّنْكَةَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ : (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ أَعْمَى) رواه الطبراني في الأوسط، وابن حبان في
 صحيحه واللفظ له.

১৮১৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর যখন লোকজন চলে যায় এবং তখনো তাদের জুতোর শব্দ শোনা যায়, তখন সে মুমিন হলে তার মাথার কাছে নামায, ডান পাশে রোযা, বাম পাশে যাকাত সদকা ও পরোপকার আর যাবতীয় নফল কাজ তার পায়ের কাছ থাকে। এরপর যখন তার মাথার দিক থেকে আযাব আসতে চায়, নামায বলে আমার দিকে থেকে প্রবেশের সুযোগ নেই, তারপর ডান দিক থেকে যখন আসতে চায়, তখন রোযা বলে প্রবেশ নিষেধ। তারপর বামদিক থেকে আসতে চাইলে যাকাত বলে, রাস্তা বন্ধ। তারপর পায়ের দিক থেকে আসতে চাইলে নফল কাজগুলো বলে, এদিক থেকে যাওয়ার পথ বন্ধ। এরপর তাকে বলা হবে উঠে বস। সে উঠে বসে। এ সময় সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম। তাকে বলা হয় : তোমাদের কাছে প্রেরিত এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মতামত কী? সে বলে : আমাকে আগে নামায পড়তে দাও। তারা বলে পরে নামায পড়বে। আগে আমরা যা জিজ্ঞেস করেছি তার জবাব দাও। সে বলে উনি তো মুহাম্মাদ (সা), আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, উনি আল্লাহর রাসূল, উনি আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের কাছে সত্য বার্তা নিয়ে এসেছেন। তখন তাকে বলা হয় : তুমি এই সত্যের ওপরই জীবন কাটিয়েছ, এর ওপরই মৃত্যুবরণ করেছ, এবং এর ওপরই তুমি কিয়ামতের দিন উঠবে ইনশাআল্লাহ। তারপর তার জন্য বেহেশতের একটা দরজা খুলে দেয়া হয়। তাকে বলা হয় : এই হচ্ছে তোমার বাসস্থান এবং এর ভেতরেই আল্লাহ তোমার জন্য যাবতীয় নিয়ামত তৈরী করে রেখেছেন। তখন সে ভীষণ আনন্দিত হয়। তারপর দোযখের একটা দরজা খুলে তাকে দেখানো হয় এবং বলা হয়। তুমি আল্লাহর নাফরমানী করলে এটাই হতো তোমার বাসস্থান। সে তখন

আরো খুশী হয়। তারপর তার কবরকে সত্তর হাত প্রশস্ত করা হয় এবং তার কবরকে আলোকিত করা হয়। এরপর তার শরীরকে আগের মত করে দেয়া হয় এবং তার আত্মাকে বেহেশতের গাছে বুলন্ত পাখিদের সাথে রাখা হয়। অতঃপর তিনি সূরা ইবরাহীমের ২৭ নং আয়াত “আল্লাহ মুমিনদের ঈমানকে দুনিয়ায় ও আখিরাতে মজবুত কথা দ্বারা মজবুত করেন।” আর কাফিরে মাথার দিক থেকে আযাব এলে বাঁধা থাকে না। বাম দিক এলেও বাঁধা থাকে না। পায়ের দিক থেকে এলেও বাঁধা থাকে না। এরপর তাকে বসতে বলা হয়। সে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় বসে। তাকে বলা হয় : তোমাদের মধ্যে অবস্থানকারী এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মত কী? সে বলে? কোন্ ব্যক্তি? সে তার নাম মনে করতে পারে না। তাকে বলা হয় : মুহাম্মাদ (সা) সে বলে : আমি জানি না। লোক মুখে যা শুনতাম, আমিও তাই বলতাম। তাকে বলা হয় : এই অবস্থায়ই তুমি জীবনধারণ করেছ, এই অবস্থায়ই তুমি মরেছ, এবং এই অবস্থায়ই তোমাকে কিয়ামতের দিন ওঠানো হবে ইনশায়াল্লাহ। তারপর তার জন্য দোযখের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং বলা হয়, এটাই তোমার বাসস্থান। তখন সে ভীষণ আক্ষেপ করে। তারপর তাকে বেহেশতের দরজা খুলে দেখানো হয় এবং বলা হয়। তুমি আল্লাহর অনুগত হলে এটাই তোমার বাসস্থান হতো। এতে তার দুঃখ ও অনুশোচনা বেড়ে যায়। তারপর তার কবর এত সংকীর্ণ করা হয় যে, তার হাড়গোড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এটাই হলো সেই সংকীর্ণ জীবন, যা সূরা তোয়াহার ১২৪ ও ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে। (তাবরানী, ইবনে হাব্বান)

১৮১৬- وَقَدَرُوِيَّ عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ - إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ » .

رواه الترمذی وغيره، وقال الترمذی : حديث غريب،
وليس إسناداه بمتصل.

১৮১৪। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি শুক্রবার দিনে অথবা শুক্রবারের রাতে মারা যায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করেন। (তিরমিযী)

الترهيب من الجلوس على القبر

কবরের ওপর বসার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১৮১৫- وَعَنْ عِمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى قَبْرِ فَقَالَ : « يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ، انْزِلْ مِنْ عَلَى الْقَبْرِ، لَا تُؤْذِي صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ ». رواه الطبرانی فی الكبير من رواية ابن لهيعة.

১৮১৫। হযরত ইমারা ইবনে হায়ম বলেন : রাসূল (সা) আমাকে একটা কবরের ওপর বসা দেখে বললেন : হে কবরের সাথী, কবরের ওপর থেকে নেমে আস। কবরবাসীকে কষ্ট দিও না, কবরও তোমাকে কষ্ট দিবে না। অর্থাৎ কবরের আযাবে ভুগবে না। (তাবরানী)

كتاب البعث واهوال يوم القامة

পুনরুত্থান ও কিয়ামতের দিনের

ভয়াবহতা সংক্রান্ত অধ্যায়

فى النفخ فى الصور، وقيام الساعة

শিংগায় ফুক ও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিবরণ

১৮১৬- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَعِنْدَ هَا كَعْبُ الْأَحْبَارِ، فَذَكَرَ إِسْرَافِيلَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا كَعْبُ أَخْبِرْنِي عَنْ إِسْرَافِيلَ؟ فَقَالَ كَعْبُ : عِنْدَ كَمِّ الْعِلْمِ، قَالَتْ : أَجَلٌ، قَالَتْ : فَأَخْبِرْنِي، قَالَ : لَهُ أَرْبَعَةٌ أُجْنِحَةٌ : جَنَاحَانِ فِي الْهَوَاءِ، وَجَنَاحٌ قَدْ تَسْرَبَلَ بِهِ، وَجَنَاحٌ عَلَى كَاهِلِهِ، وَالْقَلَمَ عَلَى أُذُنِهِ، فَإِذَا نَزَلَ الْوَحْيَ كَتَبَ الْقَلَمُ، ثُمَّ دَرَسَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَمَلَكَ الصُّورُ جَآثٍ عَلَى إِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَقَدْ نَصَبَ الْأُخْرَى فَالْتَقَمَ الصُّورُ يَحْنِي ظَهْرَهُ، وَقَدْ أَمَرَ إِذَا رَأَى إِسْرَافِيلَ قَدْ ضَمَّ جَنَاحَهُ أَنْ يَنْفَخَ فِي الصُّورِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ . رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن .

১৮১৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস (রা) থেকে বর্ণিত। আমি একদিন হযরত আয়েশার কাছে ছিলাম। সেখানে কা'বুল আহবারও ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে হযরত ইসরাফীল সম্পর্কে কথা উঠলো। হযরত আয়েশা বললেন : হে কা'ব, আমাকে ইসরাফীল সম্পর্কে জানাও। কা'ব বললেন : আপনার কাছে জ্ঞান রয়েছে। তিনি বললেন : হ্যাঁ, তবুও তুমি বল। কা'ব বললেন : হযরত ইসরাফীলের ৪টা ডানা। দুটো ডানা থাকে শূন্যে, একটা ডানা দিয়ে তিনি নিজের শরীরকে ঢেকে, রাখেন, আর

একটা ডানা থাকে তার কাঁধের ওপর। আর তার কানে থাকে কলম। যখন ওহি নাযিল হয়, তখন ঐ কলম তা লিখে, এবং ফেরেশতারা তা অধ্যয়ন করে। আর শিংগার দায়িত্বশীল ফেরেশতা তার হাটু খাড়া করে অপর হাটুর ওপরে ঝুকে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি পিঠি বাকা করে শিংগাকে মুখে পুরে অপেক্ষায় থাকেন। যখন তিনি দেখবেন, ইসরাফীল তার সমস্ত ডানা যুক্ত করেছেন, তখনই তাকে শিংগায় ফুক দেয়ার জন্য আদেশ দেয়া হবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : আমিও রাসূল (সা)-এর কাছে এরকমই শুনেছি।

১৪১৭- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَطَّلِعَ عَلَيْكُمْ قَبْلَ السَّاعَةِ سَحَابَةٌ سَوْدَاءٌ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ مِثْلُ التُّرْسِ؛ فَلَا تَزَالُ تَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ وَتَنْتَشِرُ حَتَّى تَمَلَأَ السَّمَاءَ، ثُمَّ يَنَادِي مُنَادٌ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ يَنْشِرَانِ الثُّوبَ فَلَا يَطْوِيَانِهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَمْدُرُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي مِنْهُ شَيْئًا أَبَدًا، وَالرَّجُلَ يَحْلُبُ نَاقَتَهُ فَلَا يَشْرَبُهُ أَبَدًا»
 رواه الطبرانی بإسناد جيد رواه تقات مشهورون.

১৮১৭। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কিয়ামতের প্রাক্কালে তোমরা পশ্চিম দিকে ঢালের মত একটা কালো মেঘ দেখতে পাবে। সেই মেঘ ক্রমে আকাশের ওপরে উঠতে থাকবে এবং সম্প্রসারিত হতে হতে সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়বে। তারপর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে : “হে মানব জাতি, আল্লাহ হুকুম এসে গেছে। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না। রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, দু’জনে কাপড় মেলবে, তা ভাজ করতে পারবে না। অন্য একজন তার চৌবাচ্চায় পানি ভরবে, অথচ কাউকে পানি খাওয়াতে পাবে না, এবং একজন তার উটনী দোহাবে, অথচ তার দুধ পান করতে পারবে না। (অর্থাৎ এত আকস্মিকভাবে কিয়ামত সংঘটিত হবে যে, কাপড় মেলার পর তা ভাঁজ করা, চৌবাচ্চার পানি ভরার পর পানি খাওয়ার বা খাওয়ানোর এবং দুধ দোহানোর পর তা পান করার সময়ও পাবে না।)

فى الحشر وغيره

কিয়ামতের ময়দান ও সেখানকার সমাবেশ

১৮১৮- وَعَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَحْشُرُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةَ حَفَاةٍ » فَقَالَتْ أُمُّ سَلْمَةَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَسْوَأُتَاهُ يَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ : « شِغِلَ النَّاسُ » قُلْتُ : مَا شَغَلَهُمْ؟ قَالَ : « نَشَرُ الصَّحَائِفِ فِيهَا مَثَا قِيلَ الذَّرِّ، وَمَثَا قِيلَ الْخُرْدِلِ » رواه الطراني فى الأوسط بإسناد صحيح.

১৮১৮। হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষ নগ্ন পদে ও উলংগ হয়ে ময়দানে সমবেত হবে। হযরত উম্মে সালমা বলেন : আমি বললাম : হে রাসূলুল্লাহ, কী লজ্জার কথা! আমরা পরস্পরের দিকে তাকাবো কেমন করে? রাসূল (সা) বললেন ! মানুষ নিজেদের চিন্তায় এত বেশী মগ্ন থাকবে যে, পরস্পরের প্রতি তাকানোর অবকাশই পাবে না। আমি বললাম : কি জন্য তারা এত চিন্তায় মগ্ন হবে? রাসূল (সা) বললেন : প্রত্যেকের আমলনামা প্রকাশিত হয়ে পড়বে, যার ভেতরে কণা পরিমাণ ও সরিষা পরিমাণ কৃতকর্মেরও বিবরণ থাকবে। (তাবরানী)

১৮১৯- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَحْشُرُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقَرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ لِأَحَدٍ ».

১৮১৯। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন : লোকেরা কিয়ামতের দিন এমন ভূমিতে সমবেত হবে, যেখানে ইতিপূর্বে কোন প্রাণীর পদার্পণ ঘটেছে বলে কোন চিহ্নই দেখা যাবে না।

১৮২- وَرَوَى عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَبْعَثُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسًا فِي صُورِ

الذَّرَّ يَطْوُوهُمْ النَّاسُ بِأَقْدَامِهِمْ، فَيَقَالُ : مَا بَالُ هَؤُلَاءِ فِي صُورِ الذَّرِّ؟ فَيَقَالُ : هَؤُلَاءِ الْمُتَكَبِّرُونَ فِي الدُّنْيَا» رواه البزار .

১৮২০। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ কিছু মানুষকে ক্ষুদ্র কণার আকারে সমবেত করবেন। ফলে অন্য লোকেরা তাদেরকে পায়ের তলে পিষ্ট করবে। জিজ্ঞেস করা হবে : এই কণা সদৃশ লোকগুলো কারা? জবাবে বলা হবে : যারা পৃথিবীতে অহংকার করতো তারা। (বায়হার)

١٨٢١- وَعَنْ عُقْبَةَ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَدْنُو الشَّمْسُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَعْرِقُ النَّاسُ؛ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَبْلُغُ عِرْقَهُ عِقْبِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى رِكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ إِلَى الْعَجْزِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْخَاضِرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ مَنْكَبِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ عُنُقَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ وَسَطَهُ» وَأشار بيده الجمها فاه، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِيرُ هَكَذَا « وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْطِيهِ عِرْقُهُ» وضرب بيده وأشار وأمر يده فوق رأسه من غير أن يصيب الرأس دور راحتيه يمينا وشمالا - رواه أحمد، والطبراني، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

১৮২১। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন সূর্য পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসবে। ফলে লোকেরা (প্রচণ্ড গরমে) এত ঘামবে যে, ঘাম কারো পায়ের গিরে পর্যন্ত, কারো হাটু পর্যন্ত, কারো উরু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো ঘাড় পর্যন্ত, এবং কারো মাথার ওপর পর্যন্ত চলে যাবে। (আহমাদ, তাবরানী ও ইবনে হাব্বান)

১৮২২- وعن عبد العزيز العطار عن أنس رضى الله عنه لا أعلمه إلا رفعه قال : « لَمْ يَلِقْ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا مِّنْذُ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ثُمَّ إِنَّ الْمَوْتَ أَهَوْنَ مِمَّا بَعْدَهُ، وَإِنَّهُمْ لَيَلْقَوْنَ مِنْ هَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ شِدَّةً حَتَّى يَلْجِمَهُمُ الْعَرَقُ، حَتَّى إِنْ السَّفْنَ لَوْ أُجْرِيَتْ فِيهِ لَجَرَتْ » رواه أحمد مرفوعاً باختصار، والطبرانى فى الأوسط، على الشك هكذا، واللفظ له، وإسنادهما جيد.

১৮২২। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানকে সৃষ্টি করার পর থেকে তার জন্য মৃত্যুর মত কষ্টকর আর কিছু সৃষ্টি করেননি। আর মৃত্যু তার পরবর্তী ঘটনাবলীর চেয়ে সহজ ও হালকা। কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার একটা অংশ হলো, ঘামে মানুষ প্রায় ডুবে যাবে এবং সেখানে যদি জাহাজ চালানোর উদ্যোগ নেয়া হতো, তবে তা চালানো যেত। (আহমাদ ও তাবরানী)

১৮২৩- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَلْجِمُهُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَرِحْنِي وَلَوْ إِلَى النَّارِ » رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد جيد، وأبو يعلى، ومن طريقه ابن حبان، إلا أنهما قالوا : « إن الكافر ».

১৮২৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষকে ঘামে এত নাজেহাল করবে যে, সে বলে বসবে : হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার কর, এমনকি যদি দোষখে নিয়ে যাও, তাতেও আপত্তি নেই। (তাবরানী, আবু ইয়ালা ও ইবনে হাব্বান) আবু ইয়ালা ও ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় এই ব্যক্তিকে “কাফির” বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪২৬- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَيَقَالُ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمَسَاكِينُهَا؟ فَيَقُومُونَ، فَيَقَالُ لَهُمْ : مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا، وَوَلَيْتَ الْأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : صَدَقْتُمْ، قَالَ : فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَتَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِي الْأَمْوَالَ وَالسُّلْطَانَ » قَالُوا : فَأَيْنَا الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : « تَوْضَعُ لَهُمْ كُرَاسِيٌّ مِنْ نُورٍ، وَيُظَلَّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ، يَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ » رواه الطبراني، وابن حبان في صحيحه.

১৮২৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমরা যখন কিয়ামতের মাঠে সমবেত হবে, তখন বলা হবে : এই উম্মাতের দরিদ্র ও নিস্ব লোকেরা কোথায়? দরিদ্র ও নিস্ব লোকেরা উঠে দাঁড়াবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে : তোমরা কি কি সংকাজ করেছ? তারা বলবে : হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। আমরা তাতে ধৈর্যধারণ করেছি। আর অন্যদেরকে আপনি ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ দান করেছেন। আল্লাহ বলবেন : তোমরা সত্য বলেছ। এরপর এই দরিদ্র ও নিস্ব লোকেরা অন্য সবার আগে বেহেশতে যাবে। আর কঠিন হিসেবের দায়-দায়িত্ব ক্ষমতাধর ও বিস্ত্রশালীদের ঘাড়ে থাকবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : সেদিন মুমিনদের কী অবস্থা হবে? রাসূল (সা) বললেন : তাদের জন্য জ্যোতির্ময় সিংহাসন স্থাপন করা হবে এবং তাদেরকে মেঘের ছায়া দিয়ে ঢেকে রাখা হবে। আর সেদিনটা মুমিনদের কাছে দিনের এক ঘণ্টার চেয়েও ক্ষুদ্র মনে হবে। (তাবরানী ও ইবনে হাব্বান)

فى ذكر الحساب وغيره

হিসাব-নিকাশ প্রশ্নে

১৮২৫- عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ عَمَلِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا [ذَا] عَمِلَ بِهِ ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ؟ » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح .

১৮২৫। হযরত আবু বরযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ পা সরাতে পারবে না; তার আয়ুষ্কাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার জ্ঞান অনুসারে সে কী কী কাজ করেছে? তার ধন-সম্পদ আয়ের উৎস কী ছিল এবং কোথায় কোথায় তা ব্যয় করেছে? তার দেহকে কোন্ কাজে খাটিয়েছে? (তিরমিযী) বাযযার ও তাবরানীর বর্ণনায় “দেহ” এর পরিবর্তে “যৌবন কাল” উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮২৬- وَرَوَى عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَبْعَثُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدًا لَا ذَنْبَ لَهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ أَىُّ الْأَمْرَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ : أَنْ أُجْزِكَ بِعَمَلِكَ، أَوْ بِنِعْمَتِي عِنْدَكَ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أُعْصِكَ، قَالَ : خَذُوا عِبْدِي بِنِعْمَةٍ مِنْ نِعْمِي، فَمَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ إِلَّا اسْتَفْرَقَتْهَا تِلْكَ النِّعْمَةُ، فَيَقُولُ : رَبِّ بِنِعْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَيَقُولُ : بِنِعْمَتِي وَرَحْمَتِي » رواه الطبرانى .

১৮২৬। হযরত ওয়াসেলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে উঠাবেন যার আমলনামায় কোন

গুনাহ থাকবে না। আল্লাহ তায়ালা তাকে বলবেন : তোমার কাছে কোন্টা বেশী প্রিয় : আমি তোমার কৃত সৎকাজের প্রতিদান দেব, না আমার অনুগ্রহের ভিত্তিতে তোমার পরিণাম স্থির করবো? সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক, তুমি তো জান, আমি তোমার অবাধ্যতা করিনি। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলবেন : আমার বান্দার কাজগুলোকে আমার দেয়া নিয়ামতগুলোর যে কোন একটা বিনিময়ে বিবেচনা কর। তখন দেখা যাবে, তার কৃত সৎকাজগুলোর সব কটাই ঐ একটা নিয়ামতের সমান। তারপর আর তার কোন সৎকাজ অবশিষ্ট থাকবে না। তখন ঐ ব্যক্তি বলবে : হে আমার প্রভু, তোমার দয়া ও অনুগ্রহের ভিত্তিতেই আমার বিচার কর। (তাবরানী)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর নিয়ামতের বিনিময়ে বান্দার কাজের হিসাব নিম্নে তার সমস্ত সৎকাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই চুকে যায়। আখিরাতে কিছুই পাওনা থাকে না। এ জন্য সৎকাজের বাহাদুরি নয়, একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানীই আখিরাতের মুক্তির চাবিকাঠি বলে বিশ্বাস করতে হবে। অনুবাদক

১৮২৭- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَنْ يَدْخَلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ ». قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ « وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ » وَقَالَ بِيَدِهِ فَوْقَ رَأْسِهِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১৮২৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহর রহমত ছাড়া কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূল, আপনিও নয়? তিনি বললেন : আমিও নয়। কেবল আল্লাহ আমাকে তার করুণায় সিক্ত করলেই। (আমি বেহেশতে যেতে পারবো।) (আহমাদ)

১৮২৮- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَتَوُدَّنَّ الْحَقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلُجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৮২৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন তোমরা অবশ্যই প্রত্যেক হকদারের হক (পাওনা) পরিশোধ করতে বাধ্য হবে। এমনকি যে শিংধার ছাগল কোন শিং বিহীন ছাগলকে আঘাত করেছিল, তার কাছ থেকেও প্রতিশোধ আদায় করা হবে। (মুসলিম, তিরমিযী)

১৮২৯- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ يَكْذِبُونَنِي وَيَخُونُونَنِي وَيَعْصُونَنِي وَأُضْرِبُهُمْ وَأَشْتَمُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصُوكَ وَكَذَبُوكَ وَعِقَابُكَ أَيَاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ أَيَاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ أَيَاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كِفَافًا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ أَيَاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اقْتَصَرَ لَهُمْ مِنْكَ الْفُضْلُ الَّذِي يَقَى قَبْلَكَ» : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَبْكِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَهْتَفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَالِكَ ! مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ (وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خُرْدٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ)» فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَجْدُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ فِرَاقِ هَؤُلَاءِ يَعْنِي عِبِيدَهُ، أَشْهَدُكَ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَزْوَانَ، وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ

بن حنبل هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن غزوان، وانتهى.

১৮২৯। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক সাহাবী রাসূল (সা)-এর সামনে এসে বসলেন। তারপর তিনি বললেন : হে রাসূল, আমার বেশ কিছু সংখ্যক দাস-দাসী রয়েছে। তারা কখনো আমার আদেশ অমান্য করে, কখনো আমানতের খেয়ানত করে। আর আমি তাদেরকে মারপিট করি ও তিরস্কার করি। তাদের সাথে আমি কেমন আচরণ করছি? রাসূল (সা) বললেন : তাদের খেয়ানত ও অবাধ্যতাকে তোমার শাস্তির মোকাবিলায় বিচার করা হবে। যদি তাদের তুলনায় তুমি কম শাস্তি দিয়ে থাক, তাহলে তাদের ওপর তোমার কিছুটা অনুগ্রহ অবশিষ্ট রইল। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের সমান হয়, তাহলে তোমার দেনা-পাওনা কিছুই রইল না। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের চেয়ে বেশী হয়। তাহলে যেটুকু বেশী হলো, তাদের পক্ষে তোমার কাছ থেকে তার জন্য প্রতিশোধ নেয়া হবে। এ কথা শুনে সাহাবী রাসূল (সা)-এর সামনে কপাল চাপড়াতে ও কাঁদতে লাগলেন। রাসূল (সা) বললেন : তোমার কী হলো? তুমি আল্লাহর কিতাবে এ আয়াতটা পড়নি? “আমি কিয়ামতের দিনে ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। ফলে কেউ বিন্দুমাত্র অবিচারের শিকার হবে না। একটা সরিষা পরিমাণ জিনিস থাকলেও আমি তা খুঁজে বের করবো। হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট।” (আম্বিয়া-৪৭)

সাহাবী বললেন : হে রাসূল, আমি এই দাসদাসীগুলোকে বিদায় করে দেয়াই সর্বোত্তম পন্থা মনে করছি। আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, ওরা সবাই স্বাধীন। (আহমাদ, তিরমিযী)

১৮৩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكُ، فَقَالَ : « هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ » قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : « مِنْ مَخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، فَيَقُولُ : يَا رَبَّ أَلَمْ تَجْرِنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ يَقُولُ : بَلَى! فَيَقُولُ : إِنِّي لَا أُجِيزُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي شَاهِدًا إِلَّا مَنِّي، فَيَقُولُ : كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا، وَالْكَرَامُ الْكَاتِبِينَ شُهَدَاءَ، قَالَ : فَيَخْتَمُ عَلَيَّ فِيهِ، وَيَقُولُ لِأَرْكَانِهِ : انْطَقِي،

فَتَنطِقُ بِأَعْمَالِهِ، ثُمَّ يَخْلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، فَيَقُولُ بَعْدًا لَكِنْ
وَسَحَقًا، فَعَنْكَنَ كُنْتُ أَنْضِلُ» رواه مسلم.

১৮৩০। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূল (সা)-এর কাছে বসেছিলাম। সহসা তিনি হেসে দিলেন। তারপর বললেন : তোমরা কি জান, আমি কেন হাসলাম? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তার রাসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে তার এক বান্দার সংলাপ শুনে। সংলাপটা এরকম :

বান্দা : হে আমার প্রভু, তুমি কি আমাকে যুলুম থেকে রক্ষা করনি?

আল্লাহ : হাঁ।

বান্দা : তাহলে আজকের দিনে আমার ওপর আমি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সাক্ষী হিসাবে মানবো না।

আল্লাহ : আজকে তোমার ও তোমার সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

রাসূল (সা) বলেন : এরপর তার মুখে সিল মারা হবে।

আর তার অংগ প্রত্যংগকে বলা হবে : “কথা বল।” সংগে সংগে তারা তার কৃতকর্মের বিবরণ দেবে। তারপর বান্দাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হবে। সে তার অংগ-প্রত্যংগকে বলবে : তোমাদের ওপর অভিসম্পাত। তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমি কত পরিশ্রম করতাম। (মুসলিম)

১৮৩১- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ (يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُهَا) قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا أُخْبِرُهَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «فَإِنَّ أُخْبِرُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، تَقُولُ : عَمِلَ كَذَا وَكَذَا» . رواه ابن حبان في صحيحه .

১৮৩১। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) সূরা যিলযালের ৪নং আয়াত পড়লেন : “সেদিন পৃথিবী নিজের খবর জানাবে।” তারপর বললেন : পৃথিবীর খবর কি জান? উপস্থিত সকলে বললো : আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) ভালো জানেন। তিনি বললেন : পৃথিবী প্রত্যেক নারী ও পুরুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, আমার পিঠের ওপরে সে অমুক অমুক কাজ করেছে। (ইবনে হাব্বান)

۱۸۳۲- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ : (يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنْاسٍ بِإِمَامِهِمْ)، قَالَ : «يَدْعَى أَحَدَهُمْ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَيَمَدُّ لَهُ فِي جَسْمِهِ سِتُّونَ ذِرَاعًا، وَيَبْيِضُ وَجْهَهُ، وَيَجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ مِنْ لَوْلُؤٍ يَتَلَا، قَالَ : فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَرُونَهُ مِنْ بَعِيدٍ فَيَقُولُونَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي هَذَا حَتَّى يَأْتِيَهُمْ، فَيَقُولُ : أَبْشِرُوا فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ مَسْوَدًا وَجْهَهُ، وَيَمَدُّ لَهُ فِي جَسْمِهِ سِتُّونَ ذِرَاعًا عَلَى صُورَةِ أَدَمَ، وَيَجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجَ مِنْ نَارٍ، فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُونَ : اللَّهُمَّ أَخْزِهِ، فَيَقُولُ : أَبْعِدْكُمْ اللَّهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، فِي الْبَعْثِ.

১৮৩২। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) সূরা বনী ইসরাইলের ৭১ নং আয়াত “যেদিন আমি প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীকে তাদের নেতাসহ ডাকবো” এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন : প্রত্যেক মানুষকে ডেকে তার হাতে আমলনামা দেয়া হবে। মুমিন হলে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তার শরীরকে ষাটগজ পরিমাণ লম্বা করা হবে, তার চেহারাকে উজ্জ্বল করা হবে এবং তার মাথায় একটা মুক্তার মুকুট পরানো হবে, যা বকমক করতে থাকবে। তারপর সে তার সাথীদের কাছে যাবে। তারা তাকে দূর থেকে দেখেই বলবে : হে আল্লাহ, এই ব্যক্তিকে আমাদের জন্য কল্যাণজনক বানাও। সে বলবে : তোমরা আশ্বস্থ হও। তোমাদের প্রত্যেকেই আমার মত পুরস্কৃত হবে। আর কাফিরকে আমলনামা দেয়া হবে বাম হাতে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ কালো হয়ে যাবে। তাকে হযরত আদমের মত ষাট গজ লম্বা বানানো হবে এবং তার মাথায় আণ্ডনের মুকুট পরানো হবে। তার সাথীরা তাকে দেখে বলবে : হে আল্লাহ, ওকে লাঞ্ছিত কর। সেও বলবে : আল্লাহ তোমাদের ওপর অভিসম্পাত করুন। তোমাদের প্রত্যেকে আমার মতই বদলা পাবে। (তিরমিযী, ইবনে হাঙ্কান, বায়হাকী)

فى الحوض، والميزان، والصراف

হাউজ, দাঁড়িপাল্লা ও পুলসিরাতেৰ বিবরণ

১৮২৩- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَوْصِي كَمَا بَيْنَ عَدْنٍ وَعَمَانَ، أَبْرَدُ مِنَ التَّلْحِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمَسْكِ، أَكْوَابُهُ مِثْلُ نَجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا. أَوَّلُ النَّاسِ عَلَيْهِ وَرُودًا صَعَالِيكُ الْمُهَاجِرِينَ» قَالَ قَائِلٌ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الشَّعْبَةُ رُءُ وَيُوسُئُهُمُ، الشَّحْبَةُ وَجُوهُهُمُ، الدَّنِسَةُ ثِيَابُهُمْ، لَا تَفْتَحُ لَهُمُ السُّدُدُ، وَلَا يَنْكَحُونَ الْمُنْعَمَاتِ، الَّذِينَ يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَلَا يَأْخُذُونَ كُلَّ الَّذِي لَهُمْ» رواه أحمد بإسناد حسن.

১৮৩৩। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : আমার হাউজ (কাউসার) এডেন থেকে আম্মান পর্যন্ত প্রশস্ত। এর পানি বরফের চেয়ে ঠান্ডা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, মিকের চেয়ে সুগন্ধীয়ুক্ত, এবং এর পেয়ালার সংখ্যা আকাশের নক্ষত্ররাজি সমান। যে ব্যক্তি এর পানি পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। দরিদ্র মুহাজিররাই সর্বপ্রথম এর পানি পান করতে আসবে। একজনে জিজ্ঞেস করলো : হে রাসূল, তারা কারা? রাসূল (সা) বললেন : উক্কো-খুক্কো চুল বিশিষ্ট, ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর মলীন চেহারা বিশিষ্ট, এবং অপরিচ্ছন্ন পোশাকধারী, যাদের জন্য কেউ দরজা খুলে না, যারা ধনী পরিবারের মেয়েদেরকে বিয়ে করতে পারে না, যারা সকলের সমস্ত পাওনা পরিশোধ করে, কিন্তু নিজেদের সমস্ত পাওনা আদায় করতে পারে না। (আহমাদ)

১৮২৪- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ذُكِرَتْ النَّارُ فَبَكَيتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا

يَبْكِيكَ؟» قُلْتُ: ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُمْ، فَهَلْ تَذَكَّرُونَ أَهْلِيكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «أَمَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ
أَحَدًا: عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخْفَ مِيزَانُهُ أَمْ يَثْقُلُ؟
وَعِنْدَ تَطَايُرِ الصَّحْفِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ فِي يَمِينِهِ أَمْ
فِي شِمَالِهِ أَمْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ؟ وَعِنْدَ الصَّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ
ظَهْرِي جَهَنَّمَ حَتَّى يَجُوزَ» رواه أبو داود من رواية الحسن
عن عائشة، والحاكم إلا أنه قال: «وَعِنْدَ الصَّرَاطِ إِذَا وُضِعَ
بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ حَافَتَاهُ كَلَالِيْبٌ كَثِيرَةٌ، وَحَسَكٌ كَثِيرَةٌ،
يَحْبِسُ اللَّهُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَنْجُو أَمْ لَا؟»
الحديث.

১৮৩৪। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি দোযখের কথা
স্মরণ করে কেঁদে দিয়েছিলাম। রাসূল (সা) বললেন : কাঁদছ কেন? আমি বললাম :
দোযখের কথা মনে করে। কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের আপনজনদেরকে
মনে করবো? রাসূল (সা) বললেন : অন্তত: তিনটে জায়গায় কেউ অন্য কারো কথা
মনে করবে না : প্রথমত দাঁড়িপাল্লার কাছে, যতক্ষণ সে না দেখবে তার পাল্লা হালকা
না ভারী। দ্বিতীয়তঃ আমলনামা বিতরণের সময়, যতক্ষণ সে দেখতে না পায়, তা
তার ডান হাতে, না বাম হাতে, না পিঠের ওপর দেয়া হয়। তৃতীয়তঃ পুলসীরাতে
কাছে, যতক্ষণ সে তার ওপর দিয়ে দোযখ পার হয়ে না যায়। (আবু দাউদ)

১৮৩৫- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: «أَنَا
فَاعِلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى» قُلْتُ: فَإِنِّي أُطَلِّبُكَ؟ قَالَ: «أَوَّلُ
مَا تَطَلَّبْنِي عَلَى الصَّرَاطِ» قُلْتُ: فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصَّرَاطِ،
قَالَ: «فَأَطَلَّبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ» قُلْتُ: فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ

الْمَيْزَانَ، قَالَ : « فَا طَلَبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ؛ فَإِنِّي لَا
أَخْطِي هَذِهِ الثَّلَاثَةَ مَوَاطِنَ » رواه الترمذی، وقال :

حديث حسن غريب، والبيهقي في البعث وغيره .

১৮৩৫। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূল (সা) কে অনুরোধ করলাম যে, কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি বললেন : ইনশায়াল্লাহ করবো। আমি বললাম : আপনাকে কোথায় খুঁজবো? তিনি বললেন : প্রথমে পুলসীরাতের কাছে খুঁজবে। আমি বললাম : যদি সেখানে না পাই? তিনি বললেন : তাহলে দাঁড়িপান্নার কাছে খুঁজো। আমি বললাম : সেখানে যদি না পাই? তিনি বললেন : তাহলে আমাকে হাউজের কাছে খুঁজো। এই তিন জায়গার এক জায়গায় আমি অবশ্যই থাকবো। (তিরমিযী, বায়হাকী)

١٨٣٦- وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الصِّرَاطُ عَلَى جَهَنَّمَ مِثْلَ حَرْفِ
السَّيْفِ، بَجَنْبَتَيْهِ الْكَلَالِيْبُ وَالْحَسَكُ، فَيَرْكَبُهُ النَّاسُ،
فِيخْتَطِفُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُؤْخَذُ
بِأَسْكَوْبِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ رَبِيعَةٍ وَمُضَرٍّ » رواه
البيهقي مرسلًا وموقوفًا على عبيد بن عمير أيضًا .

১৮৩৬। হযরত উবাইদ বিন উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : জাহান্নামের ওপর পুল তরবারীর কিনারের মত। এর দুপাশে অসংখ্য কাঁটা ও ছক রয়েছে। লোকেরা এই পুলে উঠবে। অনেককেই তুলে নেয়া হবে। যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ : একটা পুলের ছক দিয়ে রবীয়া ও মুযার গোত্রে লোক সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী লোককে তুলে নেয়া সম্ভব। (বায়হাকী)

فِي الشَّفَاعَةِ وَغَيْرِهَا

শাফায়াত ও অন্যান্য বিষয়

১৮২৭- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أُعْطِيَتْ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي جَعَلَتْ لِي الْأَرْضَ طَهْرًا وَمَسْجِدًا، وَأَحَلَّتْ لِي الْغَنَائِمَ وَلَمْ تَحَلَّ لِنَبِيِّ كَانَ قَبْلِي، وَنَصَرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ عَلَى عَدُوِّي، وَبَعَثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُعْطِيَتْ الشَّفَاعَةَ، وَهِيَ نَائِلَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا »
 رواه البزار، وإسناده جيد، إلا أن فيه انقطاعاً.

১৮৩৭। হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন : আমাকে এমন পাঁচটা জিনিস দেয়া হয়েছে, যা আমার আগে আর কাউকে দেয়া হয়নি। আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্র ও মসজিদ বানানো হয়েছে, আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গণীমত) হালাল করা হয়েছে, আর কোন নবীর জন্য তা করা হয়নি, এক মাসের দূরত্ব থেকে আমার শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চারিত করে আমাকে বিজয়ী করা হয়েছে। আমাকে সাদা কালো নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে, এবং আমাকে শাফায়াত (সুপারিশ) করার অধিকার দেয়া হয়েছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না এমন যে কোন ব্যক্তির পক্ষে। (বাযযার)

১৮৩৮- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَدْخُلُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ النَّارَ مَنْ لَا يَحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ بِمَا عَصَوْا اللَّهَ، وَاجْتَرَأُوا عَلَى مَعْصِيَتِهِ، وَخَالَفُوا طَاعَتَهُ، فَيُؤَذَّنُ لِي فِي الشَّفَاعَةِ، فَإِنِّي عَلَى اللَّهِ سَاجِدًا كَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا،

فَيُقَالُ لِي: اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلِّ تَعَطَّهُ، وَأَشْفَعْ تَشْفَعُ» رواه
الطبرانى فى الكبير والصغير بإسناد حسن.

১৮৩৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : বর্তমান কিবলার (কাবা শরীফের) অনুসারীদের মধ্যে এত লোক দোযখে যাবে, যাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। কারণ তারা আল্লাহর নাফরমানী করেছে এবং ধৃষ্টতা সহকারে তার হুকুমের বিপরীত কাজ করেছে। এরপর আমাকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হবে। আমি সিজদায় গিয়ে এবং দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবো। আমাকে বলা হবে : মাথা উঠাও, তুমি যা চাও তা তোমাকে দেয়া হবে, যা সুপারিশ করবে তা গ্রহণ করা হবে। (তাবরানী)

১৮৩৯- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا رَدَّ إِلَيْكَ
رَبِّكَ فِي الشَّفَاعَةِ؟ قَالَ «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ
أَنَّكَ أَوْلُ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِي لِمَا رَأَيْتُ مِنْ
حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لِمَا يَهْمُنِي مِنْ
أَنْقِضَاهُمْ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِي لَهُمْ،
وَشَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا وَأَنْ مُحَمَّدًا
رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُقُ لِسَانَهُ قَلْبُهُ وَقَلْبُهُ لِسَانَهُ». رواه أحمد،
وابن حبان فى صحيحه.

১৮৩৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) কে আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে রাসূল, আপনার প্রভু আপনাকে শাফায়াতে কী জবাব দিয়েছেন? রাসূল (সা) বললেন : যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, আমার মনে হয় এই উম্মাতের মধ্যে তুমিই প্রথম ব্যক্তি যে, আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করলো, কেননা তোমার ভেতরে আমি প্রচুর জ্ঞানের পিপাসা লক্ষ্য করেছি। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আমার উম্মাতের বেহেশতের দরজায় পৌছা আমার কাছে তাদের জন্য শাফায়াত

সম্পন্ন করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমার শাফায়াত তাদের জন্য, যারা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর রাসূল, বলে সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর মুখের সাথে মনের ও মনের সাথে মুখের মিল থাকে। (আহমাদ ও ইবনে হাব্বান)

১৪৬- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ الدَّرَاعَ - وَكَانَتْ تَعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهَسَةً وَقَالَ : « أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاطِرُ، وَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَذَنُّوهُمْ مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يَطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ : أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ، وَإِلَى مَا بَلَّغَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَّغْنَا، فَقَالَ : إِنْ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَابًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، أَذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ أَنْتَ أَوْلَ الرَّسْلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، إَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا

تَرَىٰ إِلَىٰ مَا بَلَّغْنَا، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي
 غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
 مِثْلَهُ، وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَىٰ قَوْمِي، نَفْسِي
 نَفْسِي نَفْسِي، أَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، أَذْهَبُوا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ؛
 فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ
 الْأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ
 لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ،
 وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ؛
 فَذَكَرَهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، أَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، أَذْهَبُوا إِلَىٰ
 مُوسَىٰ فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَىٰ أَنْتَ رَسُولُ
 اللَّهِ، فَضَلَّكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَىٰ النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا
 إِلَىٰ رَبِّكَ، أَمَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي
 قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
 مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أَوْمُرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي
 نَفْسِي، أَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، أَذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسَىٰ؛ فَيَأْتُونَ
 عِيسَىٰ، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَىٰ، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ
 أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلِمَتُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ،
 اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِيسَىٰ:
 إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ

يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكَرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي،
 اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛
 فَيَأْتُونِي، فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ
 الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ
 لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْظِلْ فَآتِنِي تَحْتَ
 الْعَرْشِ، فَأَقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ
 وَحَسَنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَيَّ أَحَدٌ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ
 : يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تَعْطَهُ، وَأَشْفَعْ تَشْفَعْ، فَأَرْفَعُ
 رَأْسِي، فَأَقُولُ : أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ؛
 فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ، ادْخُلْ مِنْ أُمَّتِكَ مِنْ لَحْسَابِ عَلَيْهِمْ مِنَ
 الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَايَ
 ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ» ثُمَّ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنَّ مَا بَيْنَ
 الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مِصْرَاعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجْرَةَ، أَوْ كَمَا
 بَيْنَ مَكَّةَ وَبَصْرَةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

১৮৪০। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমরা রাসূল (সা)-এর সাথে একটা দাওয়াতে গিয়েছিলাম। তাকে হাত উচু করে স্বাগত জানানো হয়। এতে তিনি খুশী হন। তারপর বলেন : আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানবজাতির সরদার। কেন তা তোমরা জান? আল্লাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানবমন্ডলীকে সেদিন একই প্রাপ্তরে সমবেত করবেন। প্রত্যেক দর্শক তাদেরকে দেখবে এবং প্রত্যেক আহবায়ক তাদের কথা শুনবে। সূর্য তাদের অতি নিকটে আসবে। ফলে মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে। লোকেরা একে অপরকে বলবে : আমরা কী মুসিবতের আছি তা কি দেখতে পাচ্ছ না? আমাদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য কে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারে, তোমরা দেখবে না? তখন কেউ কেউ বলবে? চল আমাদের বাবা

হযরত আদমের কাছে যাই। তার কাছে গিয়ে তারা বলবে : হে আদম, আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আপনার দেহে প্রাণ সঞ্চারিত করেছেন, ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিয়েছেন আপনাকে সিজদা করতে এবং আপনাকে বেহেশতে বাস করিয়েছেন। আপনি কি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আমরা কি দুর্দশায় আছি, তা কি আপনি দেখছেন না? আদম (আ) বলবেন : আমার প্রভু আজ এত রেগে আছেন যে, অতীতে আর কখনো ততটা রাগান্বিত হননি এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। তিনি আমাকে বেহেশতে একটা গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, আমি সে নিষেধ অমান্য করেছি, নাফসী! নাফসী! নাফসী! (আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত!) তোমরা আমি ছাড়া অন্য কারো কাছে যাও। নূহের কাছে যাও। তখন সবাই হযরত নূহের কাছে যাবে। তাঁকে বলবে : হে নূহ, আপনি বিশ্ববাসীর কাছে প্রেরিত প্রথম রাসূল। (বিশ্বনবী) আল্লাহ আপনাকে 'কৃতান্ত বান্দা' বিশেষণে ভূষিত করেছেন। আমরা কী বিপদের আছি দেখছেন না? আমাদের জন্য কি আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করবে না। তিনি বলবেন : আমার প্রভু আজ এত রেগে আছেন যে, আগেও কখনো এত রাগান্বিত ছিলেন না। পরেও কখনো হবেন না। আমি আমার জাতির জন্য বদদোয়া করেছিলাম। এখন আমি নিজেকে নিয়েই উদ্দিগ্ন, নাফসী! নাফসী! নাফসী! আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। ইবরাহীমের কাছে যাও। তারা হযরত ইবরাহীমের কাছে যাবে। তাকে বলবে : আপনি আল্লাহর নবী, বিশ্ববাসীর মধ্যে আল্লাহর বন্ধু, আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা কী দুর্দশায় আছি দেখছেন না? তিনি বলবেন : আমার প্রভু আজ এত রাগান্বিত, যা আগে কখনো ছিলেন না, এবং পরেও কখনো হবেন না। আমি তিনবার মিথ্যে কথা বলেছি। তারপর তা উল্লেখ করলেন। নাফসী, নাফসী, নাফসী, আমি নিজেকে নিয়েই উৎকণ্ঠিত। আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও। তারা মূসা (আ)-এর কাছে যাবে। তারপর তাকে বলবে : হে মূসা, আপনি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনাকে তার রিসালাত ও সরাসরি তার সাথে কথা বলার সুযোগ দিয়ে অন্য সকল মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন। আমরা কী অবস্থায় আছি তা কি আপনি দেখছেন না? তিনি বলবেন : আমার প্রভু আজ এত রাগান্বিত, যতটা আগে কখনো ছিলেন না এবং পরেও কখনো হবেন না। আমি একটা মানুষকে খুন করেছিলাম। তাকে খুন করার কোন আদেশ আমাকে দেয়া হয়নি। নাফসী, নাফসী, নাফসী, (অর্থাৎ আমার কী হবে, তা নিয়েই আমি উদ্দিগ্ন) তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও। তারা হযরত ঈসার কাছে যাবে। তাকে বলবে : "হে ঈসা, আপনি আল্লাহর একজন রাসূল, হযরত

মরিয়মের কাছে প্রেরিত তার বাণী এবং তাঁর আত্মা। আপনি দোলনায় থেকেও মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা কী অবস্থায় আছি, তা কি দেখছেন না? হযরত ঈসা বলবেন : আমার প্রভু আজ ভীষণ রাগান্বিত। এত রাগান্বিত তিনি আগেও ছিলেন না। পরেও কখনো হবেন না। তবে তিনি নিজের কোন গুনাহর নাম উল্লেখ করেননি। নাফসী, নাফসী, নাফসী। অর্থাৎ আমি নিজের পরিণাম নিয়ে শংকিত। তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ (সা) এর কাছে যাও। তারা আমার কাছে যাবে। তারপর আমাকে বলবে : হে মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহর রাসূল, শেষ নবী। আপনার আগের ও পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা কী অবস্থায় আছি, দেখতে পাচ্ছেন না? এ অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমি যাবো। আরশের নীচে আমার প্রভুর সামনে সিজদায় পড়ে যাবো। এরপর আল্লাহ আমাকে তার প্রশংসা করার এত সুযোগ দেবেন, যা আমার আগে আর কাউকে দেননি। তারপর বলবেন : হে মুহাম্মাদ, তোমার মাথা ওঠাও, তুমি প্রার্থনা কর, যা প্রার্থনা করবে, তা তোমাকে দেয়া হবে, যা সুপারিশ করবে, তা মঞ্জুর করা হবে। তখন আমি মাথা তুলবো। আমি বলবো : উম্মাতী ইয়া রব, উম্মাতী ইয়া রব, উম্মাতী ইয়া রব, (অর্থাৎ হে আমার প্রভু, আমার উম্মাতকে নিষ্কৃতি দিন, আমার উম্মাতকে নিষ্কৃতি দিন, আমার উম্মাতকে নিষ্কৃতি দিন আবার বলা হবে : হে মুহাম্মাদ, তোমার উম্মাতের মধ্যে যাদের কোন হিসেবের দরকার নেই, তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে দাও। তারা অন্যান্য দরজা দিয়েও ঢুকতে পারবে। তারপর রাসূল (সা) বললেন : মক্কা ও বুসরা শহরের মাঝে যত দূরত্ব, জান্নাতের দুই দরজার মাঝে ততখানি দূরত্ব। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮৬১- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَوْضَعُ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرٌ مِنْ نُورٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، وَيَبْقَى مِنْبَرِي لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ - أَوْ قَالَ : لَا أَقْعَدُ عَلَيْهِ - قَائِمًا بَيْنَ يَدَي رَبِّي مَخَافَةً أَنْ يُبْعَثَ بِي إِلَى الْجَنَّةِ وَتَبْقَى أُمَّتِي يُعَدِّي فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا مُحَمَّدُ، مَا تَرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ؟

فَأَقُولُ : يَا رَبِّ عَجَلْ حِسَابَهُمْ؛ فَيَدْعِي بِهِمْ فَيَحَاسِبُونَ،
 فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
 بِشَفَاعَتِي، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَّى أُعْطَى صِكَا كَأَبْرِجَالٍ قَدْ
 بَعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، حَتَّى إِنَّ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ لَيَقُولُ : يَا
 مُحَمَّدُ، مَا تَرَكْتَ لَغَضَبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ مِنْ نِقْمَةٍ « رواه
 الطبرانى فى الكبير، والأوسط، والبيهقى فى البعث، وليس
 فى إسنادهما من ترك.

১৮৪১। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন :
 (কিয়ামতের ময়দানে) নবীগণের জন্য জ্যোতিময় মিস্বরসমূহ স্থাপন করা হবে।
 নবীগণ সেই সব মিস্বরে বসবেন। আমার মিস্বর শূন্য থাকবে। আমি তাতে বসবো
 না। বরং আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো। পাছে আমাকে একাকী বেহেশতে
 পাঠানো হয়, আর আমার উম্মাত পেছনে পড়ে থাকে। আমি বলবো : হে আমার রব,
 আমার উম্মাত, আমার উম্মাত! (অর্থাৎ আমার উম্মাতের দিকে সুদৃষ্টি দিন) আল্লাহ
 বলবেন : “হে মুহাম্মাদ, তোমার উম্মাতের সাথে আমার কেমন আচরণ তুমি আশা
 কর। আমি বলবো : হে আমার রব, ওদের হিসেবে নিকাশ তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিন”
 সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে ডাকা হবে এবং হিসাব নেয়া হবে। তারপর তাদের কেউবা
 আল্লাহর দয়ায় এবং কেউ বা আমার সুপারিশে বেহেশতে যাবে। এভাবে সুপারিশ
 করতে করতে শেষ পর্যন্ত দোযখে প্রেরিত হয়েছে এমন কিছু লোককেও মুক্তি দেয়ার
 নিশ্চয়তা আমাকে দেয়া হবে। ফলে দোযখের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা মালেক বলবেন,
 হে মুহাম্মাদ আপনি আপনার উম্মাতের কাউকেই আল্লাহর কোপানলে থাকতে দিলেন
 না। (তাবরানী ও বায়হাকী)

كتاب صفة الجنة والنار

বেহেশত ও দোযখের বিবরণ
সংক্রান্ত অধ্যায়

الترغيب في سؤال الجنة، والاستعاذة من النار
দোযখ থেকে নিষ্কৃতি ও বেহেশত প্রাপ্তির প্রার্থনা করার উপদেশ

١٨٤٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْلَمُهُمْ [هَذَا] الدَّعَاءَ كَمَا يَعْلَمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ « قُولُوا : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ » وَرَاهُ مَالِكٌ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

১৮৪২। হযরত ইবনে আব্বাস.(রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) সাহাবীগণকে যত গুরুত্ব দিয়ে কুরআনের সূরা শিখাতেন, তত গুরুত্ব দিয়ে এই দোয়া শেখাতেন : হে আল্লাহ, জাহান্নামের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, দাজ্জালের ফেতনা (অগ্নিপরীক্ষা) থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। (মালেক, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

١٨٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ : يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فَلَانًا اسْتَجَارَ مِنِّي فَأَجْرَهُ، وَلَا سَأَلَ عَبْدُ الْجَنَّةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ : يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فَلَانًا سَأَلَنِي، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ » رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ

على شرط البخارى ومسلم.

১৮৪৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : কোন বান্দা দোযখ থেকে আল্লাহর কাছে সাতবার আশ্রয় চাইলে দোযখ বলে : হে প্রভু, তোমার অমুক বান্দা আমার কাছ থেকে আশ্রয় চেয়েছে। তাকে আশ্রয় দাও। আর কোন বান্দা সাতবার বেহেশত চাইলে বেহেশত বলে : হে প্রভু, তোমার অমুক বান্দা আমাকে চেয়েছে। কাজেই তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাও। (আবু ইয়াল্লা) তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাক্বান ও হাকেমের বর্ণনায় সাতবারের পরিবর্তে তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে।

الترهيب من النار

দোযখ থেকে হুঁশিয়ারী

১৮৪৪- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » رواه البخارى.

১৮৪৪। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (সা) সবচেয়ে বেশী যে দোয়া পড়তেন তা হচ্ছে : “রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতান ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতান ওয়া কিনা আযাবান নার। (হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দিন, আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিন।) (বুখারী)

১৮৪৫- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيشًا ، فَاجْتَمَعُوا ، فَعَمَّ وَخَصَّ ، فَقَالَ : « يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي مِرَّةَ بْنِ كَعْبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ

النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمَطْلَبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا
 فَاطِمَةَ أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ
 شَيْئًا» رواه مسلم واللفظ له، والبخارى، والترمذى،
 والنسائى بنحوه.

১৮৪৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন : যখন সূরা শুয়ারার ২১৪ নং আয়াত “তোমার নিকটতম আত্মীয়দের কে সর্তক কর” নাযিল হলো, তখন রাসূল (সা) কুরাইশদেরকে ডাকলেন, তারপর এভাবে বলতে থাকে : হে বনু কা'ব বিন লুয়াই, তোমরা নিজেদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা কর, হে বনু মুররা বিন কাব, তোমরা নিজেদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা কর, হে বনু হাশেম, তোমরা নিজেদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা কর, হে বনু আবুদল মুত্তালিব, তোমরা নিজেদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা কর, হে ফাতেমা, তুমি নিজেকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা কর। কেননা আমি আল্লাহর কাছে থেকে তোমাদের মুক্ত করতে পারবো না।

١٨٤٦- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جَزَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ جَزَاءً
 مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَوْ لَا أَنَّهَا أَطْفِئَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَا اسْتَمْتَعْتُمْ
 بِهَا، وَإِنَّمَا لَتَدْعُو اللَّهَ أَنْ لَا يَعِيدَهَا فِيهَا» رواه ابن ماجه
 بإسناد واه، والحاكم عن جسر بن فرقد-وهو واه- عن الحسن
 عنه وقال : صحيه الإسناد.

১৮৪৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : তোমাদের এই আগুন দোষখের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। (অর্থাৎ উত্তাপের দিক দিয়ে) একে যদি দু'বার পানি দিয়ে নিভানো না হতো, তাহলে তোমরা একে ব্যবহার করতে পারতে না। এই আগুন আল্লাহর কাছে সর্বক্ষণ দোয়া করে যেন তাকে আর দোষখে নিষ্ক্ষেপ করা না হয়। (ইবনে মাজা ও হাকেম)

১৮৪৭- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغَهُ » رواه مسلم.

১৮৪৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : দোযখে সবচেয়ে কম শাস্তি হবে আবু তালিবের। তাকে একজোড়া জুতো পরানো হবে এবং তার উত্তাপে তার মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটতে থাকবে। (মুসলিম)

الترغيب في الجنة ونعيمها

জান্নাতের বিবরণ ও উৎসাহ প্রদান

১৮৪৮- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ لِمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جَنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسِرِّهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَدْوَةً وَعِشْيَا، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَجَّوَهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً، إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً) رواه الترمذى، وأبو يعلى، والطبرانى، والبيهقى.

১৮৪৮। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন : সবচেয়ে নিম্নস্তরের বেহেশতবাসী হবে সেই ব্যক্তি যে তার বাগবাগিচা সমূহ স্ত্রীগণ, নিয়ামত রাজি, চাকর-চাকরানী ও খাটগুলো এক হাজার বছর ধরে দেখবে। (অর্থাৎ সবগুলো দেখতে এক হাজার বছর লাগবে।) আর সবচেয়ে সম্মানিত বেহেশতবাসী হবে সেই ব্যক্তি, যে প্রতিদিন সকাল বিকাল জান্নাতের চেহারা দেখবার সৌভাগ্য লাভ করবে। এরপর রাসূল (সা) সূরা কিয়ামার ২২ ও ২৩ নং আয়াত পড়লেন : “সেদিন বুল মুখমন্ডল তরতাজা থাকবে, তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে।” (তিরমিযী, আবু সুইয়লা, তাবরানী ও বায়হাকী)

১৮৪৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ ، وَلَا يَبْأَسُ ، وَلَا تَبْلَى ثِيَابَهُ ، وَلَا يَفْنَى شَبَابَهُ ، فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشِيرٌ » رواه مسلم .

১৮৪৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে আনন্দে মাতোয়ারা থাকবে, কোন দুঃখ ভোগ করবে না, তার পোশাক পুরানো হবে না এবং তার যৌবন কখনো বিগত হবে না। জান্নাতে যা আছে, তা কারো চোখ দেখেনি, কারো কান শোনেনি, কোন মানুষের মন কল্পনাও করতে পারেনি। (মুসলিম)

১৮৫০- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ ؛ جِيءَ ، بِالْمَوْتِ حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَذْبَحُ ، ثُمَّ ينادى مُنَادٌ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ ، يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ ، فَيَزِدَادُ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَجِهِمْ ، وَأَهْلَ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ » . رواه البخارى ، ومسلم .

১৮৫০। হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : জান্নাতবাসী যখন জান্নাতে যাবে এবং দোযখবাসী যখন দোযখে যাবে, তখন মৃত্যুকে দোযখ ও বেহেশতের মাঝখানে এনে যবাই করা হবে তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে। হে জান্নাতবাসী, তোমাদের মৃত্যু নেই, হে দোযখবাসী, তোমার মৃত্যু নেই। তোমরা যেখানে আছ, চিরদিন থাকবে। এ কথা শুনে জান্নাতবাসীর আনন্দ ও দোযখবাসীর দুঃখ বেড়ে যাবে। খুশীতে কেউ যদি মারা যেত, তবে এই ঘোষণা শুনে বেহেশতবাসী মারা যেত, আর দুঃখে যদি কেউ মারা যেত, তবে দোযখবাসী মারা যেত। (বুখারী, মুসলিম নাসায়ী, তিরমিযী)

॥ ৩য় খণ্ড সমাপ্ত ॥



হাসনা প্রকাশনী

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৮৬২০৫৯০